আলো আমার আলো

প্রতিভা বসু

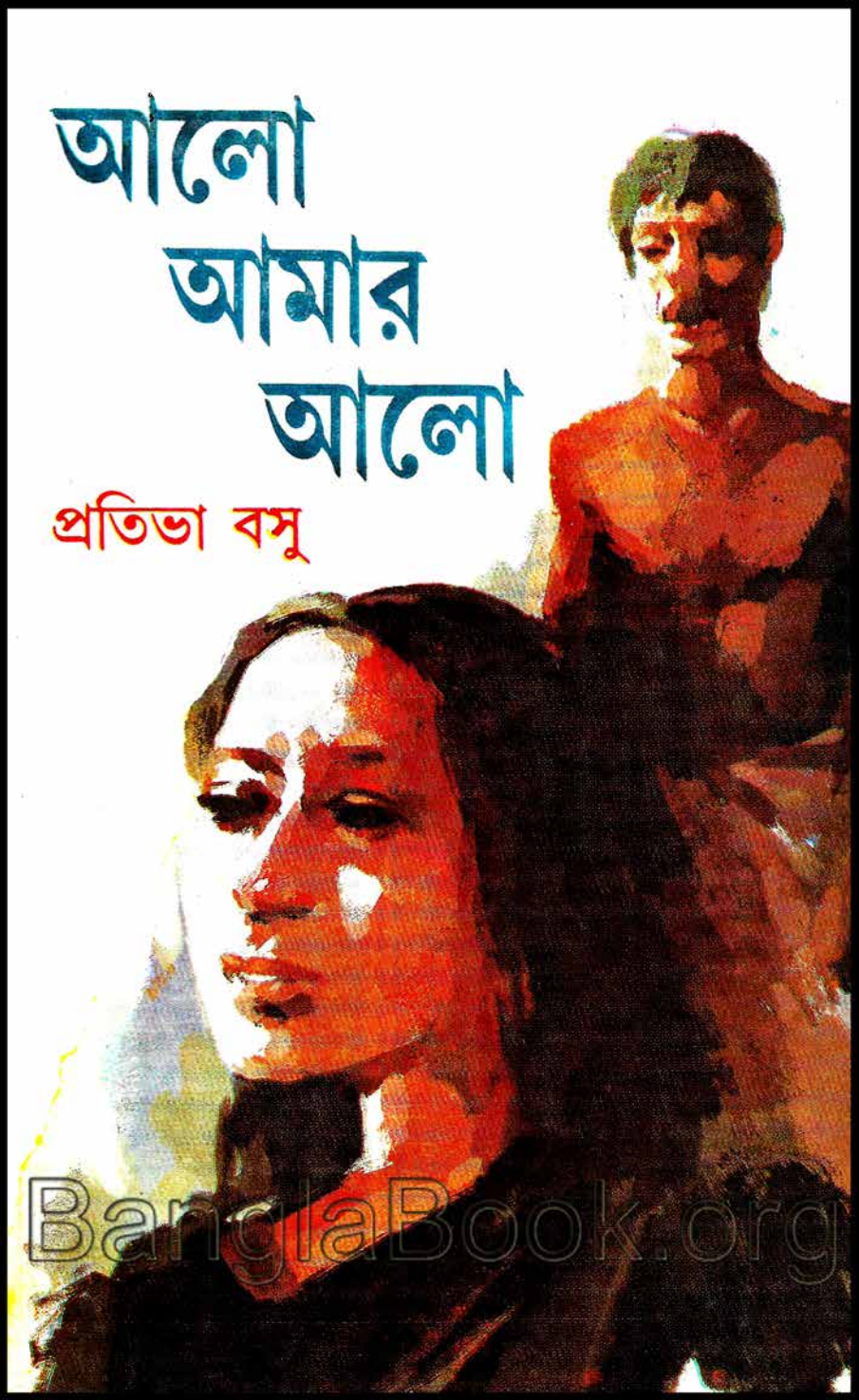

BanglaBook.org

আলো আমার আলো

প্রতিভা বসু

The Online Library of Bangla Books
BanglaBook.org

দে'জ পাবলিশিং ।। কলকাতা ৭০০ ০৭৩

ALO AMAR ALO
A Bengali Novel by Prativa Basu
Published by Sudhangshu Sekhar Dey, Dey's Publishing,
13 Bankim Chatterjee Street, Calcutta 700 073
Rs. 60.00

প্রথম দে'জ সংস্করণ নভেম্বর ১৯৯৩, অগ্রহায়ণ ১৪০০
দ্বিতীয় মুদ্রণ মে ১৯৯৫, জ্যৈষ্ঠ ১৪০২
তৃতীয় মুদ্রণ মে ১৯৯৯, জ্যৈষ্ঠ ১৪০৬

প্রচ্ছদ দেবব্রত ঘোষ

দাম ৬০ টাকা

The Online Library of Bangla Books
BanglaBook.org

ISBN-81-7612-460-5

প্রকাশক সুধাংশুশেখর দে, দে'জ পাবলিশিং
১৩ বঙ্কিম চ্যাটার্জি স্ট্রিট, কলকাতা ৭০০ ০৭৩

লেজার সেটিং লোকনাথ লেজারোগ্রাফার
৪৪এ বেনিয়াটোলা লেন, কলকাতা ৭০০ ০০৯

মুদ্রক স্বপনকুমার দে, দে'জ অফসেট
১৩ বঙ্কিম চ্যাটার্জি স্ট্রিট, কলকাতা ৭০০ ০৭৩

পাঠক পাঠিকাদের

আলো আমার আলো

The Online Library of Bangla Books
BanglaBook.org

ছোট্ট উঠোনের কোণে একটি মস্ত আমগাছের ছায়ায় ব'সে ব'সে নিবিষ্ট হ'য়ে একখানা উপন্যাস পড়ছিলো অতসী। বইটি সে ধার করে এনেছে কারো কাছ থেকে, ফিরিয়ে দেওয়ার মেয়াদ মাত্র একদিনের, গোগ্রাসে শেষ করতে হচ্ছিলো। হঠাৎ ধুলোবালি উড়িয়ে বসন্তের হাওয়া উতল হ'য়ে উঠলো, বইয়ের ভাঁজে আঙুল রেখে চোখ তুলে তাকালো সে, তাকিয়েই রইলো। গ্রীষ্মের দীর্ঘ বেলা আস্তে-আস্তে কখন এসে প্রায় সন্ধ্যার মুখে থমকেছে কিছু টের পায়নি, মনে হ'লো এবার আর না উঠলেই নয়।

তারের উপর মেলে দেওয়া কাপড়গুলো লুটোপুটি খাচ্ছিলো, বেড়ার গায়ে গুঁজে-গুঁজে শুকোতে দেওয়া ছোটো জামাগুলো খ'সে যাচ্ছিলো, অতসী বই রেখে তাড়াতাড়ি তুলে ফেললো সেসব। কুঁচোলো, ভাঁজ করলো, ঘরে ঢুকে আলনায় সাজালো। সাজিয়ে রেখে বারান্দায় এলো লণ্ঠনের চিমনি পরিষ্কার করতে। চুন আর ন্যাকড়া দিয়ে অভ্যস্ত হাতে সেগুলো মুহূর্তে ঝকঝকে ক'রে ফেললো। তারপর তেল ভ'রে জ্বালিয়ে দিলো। ছোটো ঘরটার এক কোণে লক্ষ্মীর আসনের কাছে নতুন পলতে দিয়ে প্রদীপ জ্বালালো, ধুনো দিলো ঘরে-ঘরে। শেষে এলো রান্নাঘরে।

পাড়ার একমাত্র বড়লোক রেবতী সমাদ্দারের পাকা দালানে আজ তাঁর প্রথম নাতির অন্নপ্রাশন উপলক্ষে ধুম চলছিলো খুব, ভাই-বোনেরা নিমন্ত্রিত ছিলো সেখানে। সেই তালিকায় তার নামও ছিলো, কিন্তু সে যায়নি। তার সময় কই নিমন্ত্রণ খেতে যাবার? শখও নেই। অবেলায় খেয়ে এসে ডিগডিগ করছিলো ওরা, এখনো তাদের মুখে খাবার নাম শোনা যাচ্ছে না, অতএব বিকেলের সেই ঝামেলাটা চুকলো। শুধু মাকে এককাপ চা ক'রে দেওয়া, নিজের জন্যও বটে।

কয়লা নেই দু-দিন যাবৎ, গুঁড়োগুলা কুড়িয়ে-কাচিয়ে মাটি গোবর মেখে গুল তৈরি হয়েছিলো কিছু, তাই দিয়েই চলছে। গুলও তো ফুরিয়ে এলো, উনুন ধরিয়ে অতি সন্তর্পণে বুঝে-সুঝে হিসাব ক'রে খরচ করতে লাগলো। চায়ের জল ফুটতে-না-ফুটতেই বসিয়ে দিলো ভাতের জল, কী রান্না হবে ভাবতে সময় নিলো একটু। নেই বলতে তো কিছুই নেই ঘরে, কয়েকটা শুকনো পেঁয়াজ, কয়েকটা আলু, আর টুকরো-টাকরা অন্যান্য তরিতরকারির অবশিষ্টাংশ। এই তো মূলধন। তবু ভাগ্যি সর্ষের তেলের শিশিটা খালি নেই। এবং আরো ভাগ্যি যে, ভাইবোনেরা আজ ক্ষুধার্ত নয়। কাজেই যা আছে, তাইতেই কুলোনো যাবে কোনোরকমে। ভেবে-ভেবে আলু কুচোতে বসলো সে। কুচো আলু কুচো পেঁয়াজের সঙ্গে

আরো যা ছিলো সব মিশিয়ে মসলা ছাড়া শুধু নুন কাঁচালঙ্কা দিয়ে এক কাঁসি তরকারি রেঁধে ফেললো ভাত নামিয়ে। পাকা কুমড়োর প্রায় পচে যাওয়া ফালিটি জলে ফুটিয়ে গুলে নিয়ে তাই কালো জিরে আর লঙ্কা ফোড়ন দিয়ে ডালের বিকল্প তৈরি হ'লো। ডাল কই? কতোদিন আনা হয় না তার ঠিক নেই। মুদি আর দেয় না। দেবে না। তার ধার শোধ হ'লে তবে তো দেবে? ওরই বা দোষ কী? এই তো জীবিকা।

আচ্ছা, আমরা একটা মুদি দোকান দিই না কেন, খুব বেচবো, লাভ হবে। অন্তত খেতে পাবার মতো সংস্থান হবে একটা। ভাবতে গিয়ে চোখের কোলে হাসলো অতসী। মুদি দোকান দেওয়া যেন সহজ কথা। যেন মাল মসলা কিনতে পয়সা লাগে না। সেই পয়সা কই? তবে কিসের দোকান? কী দোকান করতে গেলে টাকার দরকার হয় না! কোন ব্যবসা শুধু হাতে শুরু করা যায়? না, কিছুই না! কিছুই করা যায় না। কিন্তু চায়ের দোকান? তা-ও না? বিজয়বাবুদের তো চায়ের দোকান আছে পথের ধারে। মস্ত বটতলাটায় চাটাই পেতে বসে প্রথম শুরু করেছিলো, এখন মাথায় চাঁদোয়া খাটিয়েছে, টেবিল পেতেছে, লম্বা টুল রেখেছে, পাঁচ-সাত জন ব'সে ব'সে খায়, আরো পাঁচ-সাতজন দাঁড়িয়ে থাকে। বৈয়মে থাকে ঘরে তৈরি চিঁড়ের মোয়া, তিলের নাড়ু, নারকেল তক্তি, দেখতে দেখতে বিক্রি হ'য়ে যায়। বিজয়বাবুর বড়ো মেয়ে নলিনী আগে একা বসতো, এখন আর ভিড় সামলাতে পারে না, সেজো মেয়ে সুনীতিও বসছে সঙ্গে। বিজয়বাবু আশেপাশে ঘোরেন, বিপদ-আপদ দেখেন। বলা কি যায়? যা সব ছোটোলোক, চা খেতে এসে দুটো কথা ছুঁড়ে মারলে গায়ে লাগে না, কিন্তু টেবিল টপকে কাঁধে বুকে হাত তোলবার চেষ্টাও তো করে অনেকে। মেয়ে দুটো ভয়ে সিঁটিয়ে যায়, বিজয়বাবু তখন একজন অপরিচিত ব্যক্তির মতো গলা-খাঁকারি দিয়ে প্রবেশ করেন রঙ্গমঞ্চে, হেঁকে বলেন, 'বাঃ, সুন্দর দোকান করেছো তো মা-লক্ষ্মীরা, এই তো চাই। ঘরে ঘরে মেয়েরা এখন এমনি করে বেরুবে, আর লক্ষ্মীছাড়া ছোকরাগুলো যখন আর তাদের দিকে কুনজরে তাকাবে না তখন এই দুঃখী ভারতবর্ষেও দৌলতের বান ডাকবে। অভাব। অভাব। অভাব। কেন অভাব থাকবে না? সকলে মিলে কাজ করলে তো অভাব দূর হবে? হ্যাঁ, মেয়েরাও এমনি ক'রে—'

নিজের মেয়েদের কাছ থেকে পয়সা দিয়ে কেনা চা খেতে-খেতে রিজয়বাবু প্রায় ছোটোখাটো বক্তৃতা দিয়ে ফেলেন একটা। বদলোকগুলো সরে বসে, পয়সা দিয়ে উঠে যায় তাড়াতাড়ি।

আমিও তো ওরকম একটা দোকান দিয়ে বসতে পারি। পারি না? কেন পারি না? দোষ কী? প্রথমে বিজয়বাবুদের মতোই ছোটো ক'রে, তারপর বড়ো হবে আস্তে-আস্তে। ক'টাকা মূলধন আর লাগবে? গোটা দশেক। চা চিনি দুধ আর এক বৈয়ম নেড়ি বিস্কুট। তারপর বেচা টাকাতেই আবার কেনা যাবে। দশ টাকা পনেরো টাকা হবে, পনেরো টাকাই খরচ করবো জিনিস কিনতে! নাড়ু মোয়া নয়, আমি ডিমের ডেভিল বানাবো, সেই যে মা করতেন আমাদের ছেলেবেলায়, আলুর চপ বানাবো, মুসুরির ডালের বড়ি ভেজে দেবো মুড়মুড়ে ক'রে, নুন গোলমরিচ দিয়ে চিঁড়ে ভেজে দেবো, আর দোকান

BanglaBook.org

যখন আরো বড় হবে, কাটলেট ভাজবো তখন। মাংসের পুর দিয়ে শিঙাড়া ভাজবো, তখন ওটাকে চায়ের দোকান বলা হবে না, বলবে রেস্তোরাঁ। জমজমাট রেস্তোরাঁ।

হয় না? বেশ হয়, না? নিজেকেই নিজে বিনীতভাবে জিজ্ঞেস করলো অতসী। তারপরেই প্রায় শিহরিত হ'লো। ভিতরে-ভিতরে অস্থির হ'য়ে বললো, অসম্ভব। আমি কক্ষনো চায়ের বাটি নিয়ে গাছতলায় ব'সে থাকতে পারবো না, কোনোরকমেই লোকগুলোর ঠাট্টা-টিটকিরি গায়ে না মেখে পারবো না, কুৎসিত কথা বললে আমার কান্না পাবে, কুৎসিত ইঙ্গিত করলে আমি মরে যাবো ভয়ে, আর টেবিলের উপর দিয়ে হুমড়ি খেয়ে খাবার নেবার অছিলায় হাত চেপে ধরা? গায়ে দেবার চেষ্টা করা? না, না, না। অসম্ভব। অসম্ভব। ততো কলিজার জোর আমার নেই। আমার হবে না। আমি পারবো না। কিন্তু বাবা যদি দোকান দেন, আমি সব ক'রে দেবো আড়ালে ব'সে, সারাদিন খাটবো, দোকানদার হ'তে পারবো না। কিন্তু—কিন্তু— তেইশ বছরের নলিনীকে বসিয়ে যা হচ্ছে বিজয়বাবুর, বাইশ বছরের অতসীকে না বসালে কি গগনেন্দ্র হালদারের কিছু লাভ হবে? নলিনীর শুধু বয়সটাই তেইশ, জাতটাই মেয়ে, নইলে আর কী আছে ওর? দেখতে তো নলিনী সত্যিই খারাপ! তাইতেই এই, আর অতসী বসলে? তার চেহারাটাও কি তার ভীষণ শত্রু হয়ে দাঁড়াবে না? দোকানে বসা তো দূরের কথা, শুধু হেঁটে চ'লে কাজকর্মেও যতোটুকু যেতে হয় বাইরে, কখনো কি সে শান্তিতে চলতে-ফিরতে পারে? পাড়ার মধ্যেই কতোজন আছে। ঈশ্, কী নোংরা, কী জঘন্য সব প্রবৃত্তি ভদ্রঘরের ছেলেদের। কেন? কেন?

রান্নাঘরের কাজ সেরে অতসী একবার বাইরে এসে দাঁড়ালো। সুন্দর চাঁদ উঠেছে, একফোঁটা মেঘ নেই আকাশে, সমাদ্দারদের বাড়িতে এখনো শেষ হয়নি উৎসব, সানাই বাজছে, ভেসে আসছে সুর, অতসীর গলায়ও একটা গুনগুনানি উঠে এলো। কিন্তু না, ওরা কে কী খাবে না-খাবে জানা দরকার, মাকে পথ্য দিয়ে ফেলা দরকার। ঘরে-ঘরে বিছানা পাতা আর মশারি টাঙানো বাকি প'ড়ে আছে। আবার ওদিকে উপন্যাসটা শেষ করতে হবে আজ রাত্রির মধ্যেই। বাবাও এসে যাবে এক্ষুনি।

আবার ঘরের মধ্যে ঢুকলো সে। একটা কথা ভেবে ভারি ভালো লাগলো, আজ আর কেরোসিন খরচ ক'রে লণ্ঠন নয়, চাঁদের আলোয় বারান্দায় বসেই খাওয়া চলবে, সবশেষে বসে-বসে বই পড়া।

বড়ো রাস্তা থেকে নিজের স্তম্ভিত হ'য়ে দাঁড়িয়ে থাকা মূর্তিটাকে হঠাৎ সজাগ ক'রে নিয়ে গলিতে ঢুকলেন গগনবাবু তারপর শরীরটাকে ঠেলতে ঠেলতে এগিয়ে এলেন কাঁচা রাস্তাটা ধ'রে। মাঝে একটা ভাসা নর্দমা, পা প'ড়ে গেলো তার মধ্যে, কিন্তু তাতে এসে গেলো না কিছু, মনে হ'লো না সেটা তিনি বুঝতে পারলেন। অন্য দিন হ'লে ঘেন্নায় দৌড়ে বাড়ি আসতেন, স্নান ক'রে ফেলতেন সে মাঘের শীতই হোক আর জ্যৈষ্ঠের

BanglaBook.org

গরমই হোক। কিন্তু আজ কিছুতেই আর কিছু এসে যাচ্ছে না, বোঝা যাচ্ছে এসব দিকে মন দেবার মতো অবস্থা নেই তাঁর। ঐ এক ফোঁটা গলিপথ পার হ'তে যেন এক যুগ মনে হ'লো, মনে হ'লো এই অন্তহীন রাস্তার সরু ফিতেটা বুঝি আর কোনোদিনই তিনি অতিক্রম করতে পারবেন না।

রিফিউজি পাড়া। এখানে-ওখানে গজিয়ে ওঠা সব জবরদখলের বাড়ি। মাঝে-মাঝেই একটা ক'রে মস্ত ডোবা। পানাপুকুরে ভরা। মেয়েরা সেখানেই খেজুর খুঁটি বা বাঁশের ঘাটলায় ব'সে বাসন মাজে, হাত দিয়ে কচুরিপানা সরিয়ে-সরিয়ে জল বার ক'রে ডুব দিয়ে নেয়ে ওঠে। খাবার জল আনে রাস্তার বাঁকে টিউবওয়েল থেকে। প্রত্যেকের দখলে পাঁচ কাঠা ক'রে জমি কিন্তু প্রত্যেকেই বেড়া দেবার সময় পায়ে-চলা রাস্তা থেকে একটু না একটু বাড়িয়েই নেবে, এক-পা হ'লেও সই। পারলে পাশে অন্যের জমি থেকেও নেবার চেষ্টা করে, তার ফলে ঝগড়াঝাটি লেগেই আছে, মারামারিও হ'য়ে যায় কখনো-কখনো। এ-পাড়ায় উঁচুনিচু নেই, শিক্ষা-অশিক্ষার ভেদাভেদ নেই, জাত মেনেও চলে না কেউ। শুধু যারা ব্রাহ্মণ তারা বলে, 'ঈশ্, তাই ব'লে শূদ্রের হাতে জল খাবো! মরেছি ব'লে কি এতোই মরেছি? শুধু ঐটুকুই। নইলে ধোপা নাপিত মুচি কৈবর্ত সবাইয়ের এক নাম। সে-নাম রিফিউজি। চোর-জোচ্চোর অসাধু শোনা যায় সকলেই নাকি পূর্ব বাংলার বড়ো-বড়ো সব উকিল, মুহুরি, উজির, নাজির, ডাক্তার, মাস্টার জমিদার—অর্থাৎ প্রত্যেকেই এককালে ধনপতি ছিলো, শুধু বিভাগের পরে দেশ পাকিস্তান হ'য়ে যাওয়ায় এই দশা। কিন্তু যখনি কোনো হামলাবাজির গন্ধ পাওয়া যায়, তক্কে-তক্কে ছুটে যায় এরা, হা রে রে রে ক'রে গিয়ে লাফিয়ে পড়ে, মুখে গালাগালির তুবড়ি ছোটে। এমন সব বাক্য অকাতরে উচ্চারণ করে যা শুনে ভদ্রস্থ ব্যক্তিরা কানে আঙুল দিয়ে পালিয়ে যায়। কিন্তু ভদ্র অভদ্রের যেখানে তফাত নেই সেখানে এসব জল-ভাত ব'লে মেনে নেওয়া ছাড়া উপায় কী।

গগনেন্দ্র হালদারও তো সবই মেনে নিয়েছিলেন, ভুলে গিয়েছিলেন তাঁর অতীত জীবন, নতুন সমাজে নতুনভাবে বাঁচতে শুরু করেছিলেন, তার মধ্যে দুঃখ দারিদ্র্য অপমান অসম্মান কিছুরই তো অভাব ছিলো না, তা ব'লে এই? এতোখানি?

হঠাৎ যেন ফেটে যেতে চাইলো বুকটা। দুই দিকে বাড়িঠাসা অন্ধকার কাঁচা রাস্তাটার উপর তিনি থমকে দাঁড়ালেন, ঘরে ফিরতে কেমন ভয় করছিলো। রাস্তাটা প্যাঁচালো সাপের মতো এঁকেবেঁকে এসে তবে বাড়ির সীমানা। আশ্চর্য! লোকটা চিনে-চিমে এলো কেমন ক'রে? কেমন ক'রে ডেকে নিয়ে গিয়ে বলতে পারলো কথাটা? কি ক'রে ভাবতে পারলো যে, গরিব হ'লেই তার সব চুকে যায়? তার হৃদয় মন কিছুরই আর কোনো বালাই থাকে না? অর্থের বিনিময়ে সব সে দিতে পারে? কী অসম্ভব কথা, কী ভয়ানক কথা। কী নরক। কী নোংরা। গগনবাবু উঃ ব'লে শব্দ করে উঠলেন। বুকের ভেতর থেকে দম-চাপা হাওয়াটা বার ক'রে দিয়ে নিশ্বাস নিতে চাইলেন সহজে। তারপর টলতে-টলতে বাড়ির দরজায় এসে বাঁশের খুঁটিটা ধ'রে হাঁপাতে লাগলেন।

BanglaBook.org

এই বাড়ি, ঝোপেঝাড়ে জোনাকজ্বলা এই রাত, নালা-নর্দমার দুর্গন্ধ, ঝাঁকে ঝাঁকে বেরিয়ে আসা মশা, বেড়ার ফাঁকে-ফাঁকে প্রতিবেশীদের লণ্ঠনের চিকড়ি-মিকড়ি আলো, স্ত্রী-পুরুষের কণ্ঠস্বর, শিশুর কান্না, রান্নার ছ্যাঁকছোঁক, সব অপরিচিত মনে হ'লো তাঁর। তিনি অবোধ শিশুর বিহ্বল দৃষ্টি নিয়ে তাকাতে লাগলেন চারিদিকে।

আস্তে বাঁশের গেটটা খুলে, নিঃশব্দে উঠোনে এসে দাঁড়ালেন। ঘরের দরজা বন্ধ, টোকা দিলে খুলে দেবে অতসী। কিন্তু তিনি টোকা দিলেন না, ঐ দিকের কোণে গিয়ে তাকিয়ে রইলেন চুপচাপ।

নিঃশব্দ নিস্তব্ধ রাত। নিজের নিশ্বাসের শব্দে নিজে চমকে উঠতে হয়, ফিসফিস ক'রে কথা বললেও স্পষ্ট শোনা যায়। গগনবাবু টের পেলেন ঘরের মধ্যে ন'ড়ে-চ'ড়ে উঠেছেন তাঁর স্ত্রী। এই তক্তপোশের মচমচানিটা তাঁর চেনা। একটু অস্ফুট কাতরানি কানে ভেসে এলো। মনে হ'লো দ্রুত পায়ে কাছে এলো কেউ, তিনি জল চাইলেন, যে কাছে এসেছিলো জল নিয়ে এলো সে। আর কে আনবে? অতসী। অতসীই তো সব! আর সেই অতসীকেই — হা ভগবান! শেষে এই ছিলো অদৃষ্টে? এ তোমার কিসের প্রতিশোধ? কোন পাপের? অতসী, আমার ওতুন, আমার মা, আমার আশা, আলো, সহায়, সম্বল—আমার সব তুই। সব। সব।

গগনবাবুর ডাক ছেড়ে কাঁদতে ইচ্ছে করলো। চুলের ভিতর তিনি আঙুল চালালেন, কপালে হাত রেখে ঝুঁকে দাঁড়ালেন। পার্থ বায়না ধরেছে কী নিয়ে, তার ঘ্যানঘ্যানানিটা শোনা গেলো, কথা বোঝা গেলো না। মালতী খেঁকিয়ে উঠলো, তর্ক লাগলো চম্পার সঙ্গে, অতসী ঠাণ্ডা গলায় বললো, 'মালু চুপ কর।' তাদের রুগ্‌ণ মা তিক্ত গলায় ধমকে উঠলেন। দাঁড়িয়ে-দাঁড়িয়ে এইসব পারিবারিক শব্দ শুনতে লাগলেন তিনি। তাঁর নামও উচ্চারিত হ'লো দু-বার। একবার স্ত্রীর উৎকণ্ঠা, একবার কন্যার। হ্যাঁ, তাঁর ফেরার পক্ষে একটু বেশিই দেরি করছেন তিনি, উৎকণ্ঠিত হ'য়ে ওঠা ওদের পক্ষে স্বাভাবিক। তবু নড়লেন না, সরলেন না, দরজায় টোকা দিয়ে মেয়ের নাম ধ'রে ডাকলেন না, তেমনি দাঁড়িয়ে থাকলেন স্থির হ'য়ে।

আরো অনেক পরে, রাত আরো অনেক বেড়ে উঠলো, ঘরের মানুষগুলোর ব্যাকুলতা যখন প্রায় সীমান্তে পৌঁছে যাচ্ছে ব'লে তাঁর মনে হ'লো যখন বুঝলেন এইবার অতসী অস্থির আবেগে বেরিয়ে আসবে বাইরে, আসবে খুঁটি-বাঁধা বেড়ার গেটটার কাছে, এদিকে তাকাবে, ওদিকে তাকাবে, আবার ফিরে যাবে ঘরে, তারপর লণ্ঠন নিয়ে বেরিয়ে পড়বে পাড়ায়, তখন তিনি সিঁড়ি বেয়ে উঠে এলেন সামনের দাওয়ায়, দরজায় ঠেলে ক্লান্ত গলায় বললেন, 'ওতুন, খুলে দে।'

তৎক্ষণাৎ খুলে গেল দরজা, ত্রস্তে ব্যস্তে অতসী হাত ধরলো তাঁর, 'তুমি কোথায় ছিলে, বাবা? এতো রাত করলে—' ক্ষীণস্বরে স্ত্রী বললেন, 'আমরা ভেবে মরি, কখনো তো অমন দেরি করো না?'

কিছু জবাব না দিয়ে গগনবাবু ঢুকে এলেন ঘরের মধ্যে, সোজা আলনার কাছে গিয়ে গায়ের জামা ছাড়তে-ছাড়তে বললেন, 'আমি খাবো না, আমার ভাতে জল দিয়ে রাখ।'

BanglaBook.org

'কেন খাবে না, বাবা?' অতসী কাছে এলো, মেজো মেয়ে মালতী মশারির তলা থেকে মুখ বার ক'রে তাকালো, তারপর সেজো মেয়ে চম্পা, ছোটো মেয়ে চামেলি, ছেলেরা যারা-যারা জেগেছিলো একে-একে সবাই জিজ্ঞেস করতে লাগলো কী হয়েছে তাদের বাবার, কেন তিনি খাবেন না, কেন তিনি এত রাত করলেন ফিরতে, কোথায় গিয়েছিলেন, সবশেষে স্ত্রী বললেন, 'হাত-মুখ ধুয়ে যা হয় দুটি মুখে দাও, না খেলে ঘুম হবে না।'

'না খেলে ঘুম হবে না' এ কথাটি এতোদিনেও ভুলতে পারলো না লক্ষ্মী? এসব তো পূর্বজন্মের ঘটনা, যখন না খেলে তাঁর ঘুম হ'তো না। লক্ষ্মী আর নিজেকে কোনোমতেই মানিয়ে নিতে পারলো না এই জীবনের সঙ্গে। তাই আজ সে মৃত্যুপথযাত্রী। তবু কতো মায়া, মতো ভালোবাসা। তিনি ঢোঁক গিললেন।

মায়ের স্নেহ নিয়ে অতসী তাঁর কপালে হাত দিয়ে উত্তাপ পরীক্ষা করলো, খোলা বুকে গাল রাখলো, মাথা নেড়ে বললো, 'উঁহু, গা তো গরম নয়, তবু যেন কী রকম ভার-ভার দেখাচ্ছে। নিশ্চই সর্দিগর্মি। কেন যে তুমি যখন-তখন রোদে-বিরোদে ঘুরে বেড়াও। না, এসো, একটু খেয়ে নাও, খেলেই ভালো লাগবে।'

গগনবাবুর ভিতরটা জ্ব'লে গেলো। দাঁতে দাঁত চেপে সমস্ত ভাবনা-চিন্তা ব্যথা বেদনা সব তিনি বুকের ভিতরে পাঠিয়ে দিলেন, রান্নাঘরে এসে পেতে রাখা পিঁড়ির উপর ব'সে গ্লাসের ঢেকে রাখা জলে হাত ধুয়ে বললেন, 'দে, কী দিবি, খুব কম দিস।'

সকলেরই খাওয়া হ'য়ে গিয়েছিলো, খাইয়ে-দাইয়ে সব লণ্ঠন নিবিয়ে একটি মাত্র প্রদীপ জ্বেলে রেখে তেলের সাশ্রয় করছিলো অতসী। প্রত্যেকদিনই তাই করে। গগনবাবু রোজই একটু দেরি ক'রে ফেরেন, সব পাট সাঙ্গ ক'রে অতসীই শুধু ব'সে থাকে বাবার জন্য, ব'সে ব'সে প্রদীপের স্বল্প আলোয় পড়াশুনা করে। ইস্কুলের নাম অনেক আগেই কাটা গেছে, বইপত্রও যোগাড় ক'রে উঠতে পারেনি এতোদিন, আর সময়ই বা পায় কোথায়? সংসার তো ছোটো নয়, স্বাচ্ছন্দ্য কি তাও জানে না, সব কিছুর দায়-দায়িত্ব তো তার উপরেই। সে-ই এখন বাড়ির গৃহিণী, মা তো কবে থেকে বিছানায় পড়েছেন। তবু এরই মধ্যে কার কাছ থেকে স্কুল ফাইনালের সব বই যোগাড় করে এনে আবার নতুন উদ্যমে পড়তে শুরু করেছে, ঠিক করেছে পরীক্ষাটা দিয়ে দেবে। সে জানে পাস করতে বিশেষ বেগ পেতে হবে না তার। মনে হচ্ছে অন্তত স্কুল ফাইনালটা পাস করলেও একটা ভদ্রগোছের কাজ জুটে যাবে, তারপর কোনোরকমে যদি টাইপ-রাইটিংটা শিখে নিতে পারে, আরো একটু সুবিধে হবে। আবার কোনো সুযোগে কলেজের পাঠ্যতালিকাটিও কি হস্তগত হ'তে পারে না?

বাবার সঙ্গে পাশাপাশি খেতে বসলো সে। বাবার চিন্তাক্লিষ্ট মুখের দিকে তাকিয়ে ভাবতে চেষ্টা করলো, নতুন ক'রে আরো কিছু দুঃখের কারণ ঘটলো কি না। কিন্তু নতুন আর

BanglaBook.org

কী ঘটতে পারে? আর কী বাকি আছে যা অবিরলভাবে বর্ষিত হয়নি তাদের মাথার উপর। গগনবাবু খাচ্ছেন না, নাড়াচাড়া করছেন, ভাতগুলো ছড়িয়ে-ছড়িয়ে যাচ্ছে থালার এপাশ-ওপাশ। সহসা বাবার জন্য মোচড় দিয়ে উঠলো বুকটা, ভালোবাসায় ছলছল করলো। আগের দিনের বাবাকে মনে পড়লো তার। কী থেকে কী।

মুখ তুলে ডাকলো সে। তার মৃদু ডাক তিনি যেন শুনেও শুনলেন না। অতসী আবার বললো, 'তোমার কী হয়েছে?'

চমকে উঠে বললেন, 'কই, না তো?'

'কী যেন ভাবছো।'

'না, না', ব্যস্তভাবে বললেন 'কী আবার ভাববো।'

অতসী দীর্ঘনিশ্বাস ছাড়লো। হঠাৎ পুরানো দিনগুলো যেন উদ্ভাসিত হ'য়ে উঠলো স্মৃতির আয়নায়। সেই মস্ত বাড়ির মস্ত সংসার, আহার, বিহার, বিলাসিতা সারাদিন গমগম করছে। আর সব আনন্দ-উৎসবের মধ্যমণি হচ্ছেন তার বাবা। কন্দর্পকান্তি শ্রীগগনেন্দ্র হালদার। উঃ, কী হই-চই-ই না করতে পারতেন। আজ নদীর ধারে, কাল বনভোজন, পরশু দল বেঁধে স্নান করতে যাওয়া, একে নিমন্ত্রণ তাকে নিমন্ত্রণ দুম ক'রে খাসি কিনে নিয়ে এলেন একটা, এলো পাঁচ-সাত সের প্রাণহরা, মানিকগঞ্জের চন্দনচূড় দই—ভাবতেও এখন অবাস্তব মনে হয়। মনে হয় একটা আজগুবি স্বপ্নের ঘটনা।

আর পুত্রকন্যাদের নিয়ে যে কী বাড়াবাড়িটাই করতেন। যেন সব নাই-এর ঘরের তাই। যেন কতো আরাধনা ক'রে এক-একটি। সব ক'জনকে নাওয়ানো খাওয়ানো, ঘুম পাড়ানো, পড়তে বসানো, বেড়াতে নিয়ে যাওয়া, যা খুশি তাই কিনে দেওয়া—মা বলতেন, 'আচ্ছা মেয়েলি স্বভাব যা হোক।'

'মেয়েলি? মেয়েলি কেন?' অমনি বাবা তর্কে উন্মুখ।

মা জোর দিয়ে বলতেন, 'আহা, মেয়েলি নয় তো কী? সারাদিন কেবল বাচ্চাকাচ্চা নিয়ে হইহল্লা।'

'বলো মনুষ্যত্ব।' মায়ের মুখের কাছে এসে দাঁড়াতেন তিনি, 'এটা তো জানো, শুধু মানুষ-পুরুষেরাই তাদের সন্তানকে ভালোবাসতে পারে? পশুদের মধ্যে কোন বাপ তার সন্তানকে চেনে শুনি? কোনো-কোনো মা-পশু বাচ্চার জন্ম দিয়েই তাদের বাপের হাত থেকে কেমন ক'রে বাঁচাবে তার চেষ্টায় পাগল হ'য়ে বেড়ায়। ছানা নিয়ে-নিয়ে স্থান থেকে স্থানান্তরে গিয়ে পালিয়ে থাকে। বলো, ঠিক কি না? সেদিন পদি-বিড়ালনীর কান্না শোনোনি? হুলোটা এসে একসঙ্গে দুটো বাচ্চা খেয়ে গেলো।'

অতসী পড়তে-পড়তে মুখ তুলে বলেছিলো, 'কেন বাবা, সিংহ? সিংহ-বাবা তো খুব ভালো। আমি বইয়ে পড়েছি ওরা ছেলেপুলেদের রক্ষা করে।'

বাবা খুশিতে উচ্ছ্বসিত। 'ঠিক। ঠিক বলেছিস। চমৎকার!'

মা ভুরু কুঁচকে বলেছেন, 'কী পাকা-পাকা কথা।'

'পাকা? এটা তুমি পাকা কথা বলছো?' বাবার প্রায় তার পক্ষ নিয়ে যুদ্ধং দেহি ভাব,

BanglaBook.org

'এর মধ্যে পাকাটা তুমি কোথায় দেখলে শুনি? রীতিমতো একটা জ্ঞানের কথা বলেছে। আর কী উপস্থিত বুদ্ধি। কেমন চট ক'রে জবাবটা দিয়ে দিলো। তুমি পারবে? নাকি এ-কথা তুমি জানতে? খুব ভালো জবাব দিয়েছিস ওতুন, খুব ভালো। তোর বাবাও পুরুষ সিংহ কিনা! অর্থাৎ মানুষকুলে আমি সিংহের তুল্য, তাই তোদের আমি তোদের মায়ের চেয়েও বেশি ভালোবাসি। কী? ঠিক বলিনি? নাকি সমান-সমান? কী গো?' হাসিমুখে ঘুরে ঘুরে তিনি তাকিয়েছেন মায়ের দিকে, মার নরম মুখ আরো নরম দেখিয়েছে, ঘোমটাটা অকারণে টেনে দিয়েছেন একটু, লজ্জা-লজ্জা ভাবে হেসেছেন, জবাব দেননি ।

কোথায় ব'সে মালা জপ করতে-করতে মাঝখান থেকে হঠাৎ ঠাকুমা ব'লে উঠেছেন, 'ওমা, তুই আবার সিংহরাশি হলি কবে, তুই তো কুম্ভরাশি। রমেশ জ্যোতিষী নিজে কুষ্ঠি করেছেন, বুঝলি? সে কি সোজা জ্যোতিষী নাকি? বাবা, কী নামডাক! আর টাকা? হ্যাঁ, যেমনি কাজ তেমনি মূল্য। দাম দিয়ে সুখ আছে, ভুলটি পাবে না কোথাও। ঐ সেবার যখন বাতাসীর মেয়েটা জন্মেই এক মাসের মধ্যে মারা গেলো—'

ঠাকুমা অনর্গল এরপর রমেশ জ্যোতিষীর অবধারিত গণনারীতির নির্ভুল বিচারের তালিকা দিয়ে গেছেন একটার পর একটা। অতসীর ভাইবোনেরা হাসতে-হাসতে গড়িয়ে গেছে, মা ধমকে বলেছেন, 'চুপ। গুরুজনদের কথায় হাসা, না?' মায়ের এই ধমকে হাসির বেগ সশব্দে শতধারে গড়িয়ে পড়েছে এবার।

আসলে হাসির জন্যই হাসা, কারণটা মুখ্য নয়! তুচ্ছাতিতুচ্ছ কারণেই তখন উছলে পড়েছে সেই হাসি।

আজ বাবার বেদনাবিদ্ধ মুখের দিকে তাকিয়ে দেখতে-দেখতে সেইসব কথা আবার কতোকাল পরে মনে পড়তে লাগলো অতসীর। কুমড়োর ডাল দিয়ে মেখে ভাতের গরাস মুখে তুলতে-তুলতে সেও উন্মনা হ'লো। অর্ধেক খেয়ে উঠে পড়লেন গগনবাবু, অতসীর হাতও থামলো।

এরপর বাসন ধুয়ে, সকড়ি লেপে, রান্নাঘরে শিকল তুলে যখন ছেঁড়া ময়লা ভারী মশারির তলায় ঢুকে ভাইবোনদের পাশে এসে শুলো, কিছুতেই আর ঘুম এলো না।

ঘুম গগনবাবুর চোখেও ছিল না, কেবলি এপাশ-ওপাশ করছিলেন, ছটফটানি বেড়েই চলছিলো।

মাথায় টালি, চারদিকে দরমার বেড়া, এই হচ্ছে ঘর। তারই মধ্যে একফালি বারান্দা রেখে দু'খানা শোবার কোঠা, একখানা রান্নাঘর, আবার সংলগ্ন বাথরুমও আছে একটু। দুখানা ঘরের ছোটো ঘরখানায় তাঁর নিজের শয্যা, আগে তাঁর স্ত্রীও শুতেন সে ঘরে,

BanglaBook.org

এখন তাঁকে একটি ছোটো তক্তপোশে একেবারে দক্ষিণের জানালা ঘেঁষে, আলাদা বিছানায় বন্দোবস্ত ক'রে দেওয়া হয়েছে। রোগীর পক্ষে আলাদা শোওয়াই বাঞ্ছনীয়, তাছাড়া ও-ঘরে আলো-হাওয়া বেশি, সেটাও তাঁকে উজ্জীবিত করার পক্ষে সহায়ক। ঐ জানালাটা দিয়ে রোদও যেমন আসে, হাওয়াও আসে তেমনি। ব'সে-শুয়ে একটু বাইরেটাও দেখতে পান। মস্ত এটা পলাশগাছে আগুনের মতো ফুল ফুটেছে, দেখতে ভালো লাগে। গগনবাবু মাঝে-মাঝে বসেন গিয়ে বিছানার উপর, সমস্ত চোখে-মুখে স্নেহ-ভালবাসা টলটল করতে তাকে, আস্তে হাত রাখেন কপালে, আস্তে বলেন, 'আজ কেমন আছো, লক্ষ্মী?'

লক্ষ্মী চোখ বুজে বলেন, 'ভালো'। কিন্তু গগনবাবু জানেন, ভালো আর তিনি কোনোদিন হবেন না ; হতেন, যদি কয়েক বোতল রক্ত দেয়া যেতো শরীরে, যদি পুষ্টি দেয়া যেতো খাদ্যে, যদি ওসুধ-বিসুধ আনতে পারতেন ডাক্তারের কথামতো। অভাব, অভাব আর অভাব। কী ভয়ংকর চেহারা অভাবের। করালবদনী। সব সময়েই মুখব্যাদান ক'রে আছে, কিছুতেই আর ক্ষুধা মেটে না।

গগনবাবু ভাবছেন। কী ভাবছেন? তার কি আদি-অন্ত আছে? যতোদিন বেঁচে আছেন এ-ভাবনা আর ছাড়বে না তাঁকে। কিন্তু তার মধ্যেও তো তিনি হাসেন, চ্যাঁচান, গান ক'রে ওঠেন, হুসহুস ক'রে মাটি কুপিয়ে বাগান করেন, ঝাঁপ দিয়ে স্নান ক'রে ওঠেন পুকুরের জলে, কারো মুখ ভার দেখলে তাকে ক্ষেপিয়ে ঠাট্টা ক'রে যেমন ক'রে হোক হাসাতে চেষ্টা করেন। তিনি সত্যি সদানন্দ পুরুষ। এতোতেও তাঁর মনের শক্তিকে অবদমিত হ'তে দেখা যায়নি, এতো কিছুর পরেও তাঁর মুখের স্নিগ্ধ লাবণ্য কর্কশ হ'য়ে ওঠেনি। পায়ের পাতা ঢাকা লুটোনো কোঁচার ঢাকাই ধুতি যদিও অনেকদিন খাপি থানে রূপান্তরিত হ'য়ে হাঁটুর কাছে উঠে এসেছে, যদিও সেরা দামের পাতলা গেঞ্জি অন্তর্হিত, সেরা আদ্দির গিলে-করা পাঞ্জাবি স্বপ্নের কথা, বদলে সব সময়েই খালি গা, আসতে-যেতে ফতুয়া। আর শীতকালে—শীতকালে কী? কী আছে ? কখনো বিছানার চাদর, কখনো ভাঁজ করা ধুতি শাড়ি, কখনো-কখনো ছেঁড়া লেপ-কম্বলও মুড়ি দিয়ে ঘুরে বেড়াতে দেখা যায়।

তবে আজ হঠাৎ কী হ'লো নতুন ক'রে? বুকের মধ্যে কেন এমন করছে, কেন মনে হচ্ছে একটা নিশ্চিদ্র ঘন অন্ধকারের স্রোত কোথায় যেন ভাসিয়ে নিয়ে যাচ্ছে, তিনি প্রাণপণে হাত বাড়াচ্ছেন বাঁচবার জন্য, একটা ছায়াহীন শয়তান মাথা নেড়ে-নেড়ে হাসছে আর ডাকছে, যেমন কুকুরকে খাবার লোভ দেখিয়ে ডেকে নেয় তার মনিব। কেন তিনি আজ সম্পূর্ণভাবে ক্লান্ত মনে করছেন নিজেকে ? সম্পূর্ণভাবে বিধ্বস্ত? কেন এতোদিনের যুদ্ধের পরে আজ অদৃষ্টের পায়ে আত্মসমর্পণে বিনীত?

ঘটনাটা মনে করতে চেষ্টা করলেন। পরশু সন্ধ্যাবেলা কী যেন করছিলেন। কোথায় যেন দাঁড়িয়ে ছিলেন। হ্যাঁ, বাড়ির সামনেকার ফালতু জমিটুকুতে। যেখানটায় লাউ-কুমড়ো আর পালং-পুঁইয়ের খেত করেছেন তাঁরা, তিনি আর তাঁর ছেলেমেয়েরা, চারপাশ ঘিরে যেখানে ছোটো-ছোটো রঙিন ফুলের বাহার ছুটিয়েছে অতসী, আমগাছতলায় মাটি ঢেলে ঢেলে জল লেপে পুঁছে বেদি বানিয়েছে। হ্যাঁ, সেইখানে। না, দাঁড়িয়ে ছিলেন না, জল

BanglaBook.org

দিচ্ছিলেন গাছে, খালি গা, খালি পা, অতসী বকছিলো—চা ঠাণ্ডা হ'য়ে যাচ্ছে ব'লে তারপর তিনি গায়ের ঘাম মুছলেন, ফাল্গুনের সন্ধ্যা, তবু তাঁর গরম লাগছিলো খুব। শারীরিক কাজে গরম হয় শরীর। ভাবছিলেন, একটা ডুব দিয়ে আসবেন নাকি, কচুরিপানার তলায়? ভাবতে-ভাবতে হাত-পা ধুচ্ছিলেন, ঠিক সেই সময়ে—

নাঃ, আর পারছেন না। পারছেন না। বিছানা ছেড়ে তিনি নেমে দাঁড়ালেন, একটু দাঁড়িয়ে রইলেন। কান পেতে ঘুমের নিশ্বাস শুনলেন সকলের। অন্ধকার ঘরে সুন্দর চাঁদের আলো এসে পড়েছে। কোণের দিকে একটি লণ্ঠনও নিবু-নিবু ক'রে জ্বালিয়ে রেখেছে অতসী। কী জানি কখন কী দরকার হয়। একজন রোগী আছে ঘরে, এতগুলো বালক-বালিকা। সন্তর্পণে পা ফেলে দরজার দিকে এগিয়ে এলেন তিনি। ঘর-জোড়া ঢালা বিছানায় ছেলেমেয়েরা শুয়েছে সব। রাত বেড়েছে, সবাই ঘুমিয়েছে। সবাই এখন শান্ত। চোখ ভ'রে নিদ্রা দিয়ে সবাইকে সব দুঃখ ভুলিয়ে দিয়েছেন ঈশ্বর। প্রতিদিন এমনি সময়ে তিনিও ঘুমিয়ে থাকেন। চাকরি খোঁজার ক্লান্তি, না পাবার হতাশা, স্ত্রীর অসুখ, সন্তানদের শুকনো মুখ, অর্ধাহারের বেদনা, তিনিও সব ভুলে যান। কিন্তু আজ সব ছবি অন্যরকম হ'য়ে গেছে। এই ছবির চেহারা তাঁর কল্পনার অতীত ছিলো।

খুব আস্তে দরজার হুড়কো খুললেন তিনি, খুব আস্তে বেরিয়ে এলেন বারান্দায়। একটু শীত-শীত করছে, এখনো শিশির পড়ে রাত্রিবেলা। কোঁচার খুঁটটা গায়ে জড়িয়ে রইলেন।

বাতাসে আমগাছটা নড়ছে, ডালপাতাগুলো নাচের ভঙ্গি করছে, হঠাৎ একটা পেঁচা ডেকে উঠলো, সঙ্গে-সঙ্গে ভয়ে আঁতকে উঠলেন, আবার সহজ হলেন তক্ষুনি। মড়মড় ক'রে শুকনো পাতার বুক মাড়িয়ে কোনো সরীসৃপ চ'লে গেলো হয়তো, তাতেও বুকের কোন তন্ত্রীতে যেন চমক লাগলো। এটাতে চমক লাগা খুব অস্বাভাবিক নয়, অনুমান করা যায় এ-শব্দ সাপের কিন্তু সাপ বিষয়ে তিনি ওস্তাদ, নির্ভীক। তিনি জানেন কোন সাপের কতোটুকু বিষ, কোন অবস্থায় কী ভঙ্গিতে সে-বিষ তারা ঢালতে পারে। লোকের ভয় দেখলে তিনি হাসেন, বলেন, 'আরে বাপু প্রত্যেকদিন মাছিমশা গুলোও যতোটুকু বিষ ঢালে শরীরে ওরা তো তাও পারে না। প্রথমত ওরা আর আমরা এক সময়ে চলফেরা করি না, ওদের সময় রাতদুপুর, বাস জঙ্গলে। ঐ দুপুর-রাতে জঙ্গলে আর কে যাচ্ছে ? তার উপরে সাপ মাত্রই ভীষণ ভীতু। একটুখানি হাততালি দিয়ে হুস করলেই পালালো। যদি বা মুখোমুখি প'ড়েই যাও দৈবাৎ, তাহ'লেই বা কী ? লাফাতে থাকো, দেখবে কিচ্ছুটি করতে পারবে না। আগে তাক করবে, তবে তো ছোবল ? নড়াচড়া জিনিসের ওপর ওরা দৃষ্টি স্থির করতে পারে না।' না, সাপে তাঁর ভয় নেই। ভয় তো নেই-ই বরং নেশা আছে প্রচুর। গন্ধে-গন্ধে চ'লে যান ধ'রে আনতে। বেতের মাথায় ব্যাং বেঁধে গর্তের মুখে গুঁজে দেন, তারপর সেই বেতের ডগায় দড়ি বেঁধে ব'সে থাকেন ওৎ পেতে কখন সেই ব্যাঙ গিলবে সাপে। অনেক সময় গেলে, অনেক সময় গেলে না। যদি বস্তুতই গর্তে থাকে গিলে ফেলে। সেই কাঁটা-কাঁটা বেতসুদ্ধ গিলে ফেলে আর উগরোতে পারে না। কাঁটার যন্ত্রণায় যতো গেলে ততেই ফাঁদে পড়ে। বেতটা নড়তে

BanglaBook.org

থাকলেই বোঝা যাবে গিলেছে, টেনে উপরে তুলবেন তখন, যেমন ছিপ দিয়ে মাছ ধরে। তারপর আস্ত আস্ত জ্যান্ত সাপটাকে নিয়ে আসবেন মজা দেখাতে। নিজের তো ভয়ডর নামে কোনো পদার্থ নেই, বাড়িসুদ্ধ লোক চ্যাঁচামেচি ক'রে হয়রান। নতুন বিয়ের পরে লক্ষ্মী তো অজ্ঞানের মতো হ'য়ে যেতো এই কাণ্ড দেখে।

নিস্তব্ধ হ'য়ে দাঁড়িয়ে থেকে-থেকে উঠোনে নামলেন। লেবুফুলের গন্ধে চারিদিক আমোদিত হ'য়ে উঠেছে, সামনেই ভাঁটফুলের জঙ্গল, তার মিষ্টি গন্ধও মিশেছে সঙ্গে। অন্য সময় হ'লে এই সুবাসে মাতালের মতো মনে হ'তো নিজেকে। আজ তার ঘ্রাণ তাঁকে গ্রাহ্য করলো না। মুখ তুলে আকাশের দিকে তাকালেন, ভগবানকে দেখতে চাইলেন। তাঁর হাত মুষ্টিবদ্ধ হ'লো, যেন সেখানে কোনো ভীষণ শত্রুপক্ষ আছে তাঁর, হয়তো বা ঈশ্বরের সঙ্গে মোকাবিলা করার ভয়ংকর ইচ্ছায় ন'ড়ে চ'ড়ে উঠলেন। চাঁদ হেলে পড়েছে, অন্ধকার দেখা দিচ্ছে, ঝাপসা আকাশে স্পষ্ট হয়ে উঠছে তারাগুলো, একটা নিঃশব্দ চিৎকারে ভিতরে-ভিতরে ফেটে গেলেন তিনি। বোধহয় ঈশ্বরকেই আহ্বান করলেন দ্বন্দ্বযুদ্ধে। কিন্তু সাড়া মিললো না, দেখাও মিললো না। দাঁতে দাঁত ঘ'ষে অস্ফুটে ব'লে উঠলেন, 'শ্শালা।' না, ভগবানকে নয়, অন্য একজনকে।

এই অভদ্র শব্দ জীবনে আর কখনো তিনি উচ্চারণ করেছেন কি না মনে পড়লো না। মাটিতে পা ঠুকে-ঠুকে আবারো তিনি সেই একই শব্দ একইরকম আক্রোশের সঙ্গে উচ্চারণ করলেন। তারপর আবারো, আবারো, আরো একবার। বলতে-বলতে কপালের ঘাম মুছলেন, শীত-শীত-করা প্রথম চৈত্রের রাত আগুনের মতো গরম হ'য়ে উঠলো। গায়ের খুঁটটা কোমরে বাঁধলেন। তারপর হঠাৎ আমগাছটার গায়ে মাথা রেখে ছেলেমানুষের মতো হেঁচকি তুলে তুলে কাঁদতে লাগলেন। আমগাছটাকে তাঁর আপনজন মনে হ'লো, মনে হ'লো সে শুনছে তাঁর কান্না, নিঃশব্দ থেকেও বুঝতে পারছে বেদনা, কিন্তু সেও তো গগনবাবুর মতোই অসহায়, সে কী করতে পারে, বাতাসে ডালপাতার মধ্যে দীর্ঘশ্বাস বইয়ে দেয়া ছাড়া।

এই আমগাছটা গগনবাবু নিজে হাতে পুঁতেছিলেন, এই আমগাছটা তাঁর আদরের তাঁর প্রাণ। তাঁর সন্তানের মতো। মাটিঢালা বেদিতে ব'সে তার গায়ে গা-পিঠ এলিয়ে দিয়ে একটু কি সান্ত্বনা পেলেন? নইলে দু'চোখ তন্দ্রায় আচ্ছন্ন হ'য়ে এলো কেন?

সকালবেলা অতসীর ডাকে ঘুম ছুটলো। 'ওমা, একি! বাবা? তুমি এই ভোরের ঠাণ্ডায় এখানে এসে বসেছো? ঘুমুচ্ছো নাকি?'

'অ্যাঁ?' ধড়মড়িয়ে উঠলেন তিনি। তাই তো, সারাটা রাত তাহ'লে বাইরেই কেটেছে? কিন্তু অতসী তা বুঝতে পারেনি, সে ভেবেছে এমনিই ভোর-ভোর উঠে এসে বসেছেন এখানে।

BanglaBook.org

ঠাট্টা করলো,'তুমি বুঝি এখন ''আর্লি রাইজার'' হবে ঠিক করেছো ?' বাবাকে এইসব ব'লে অনেকদিনই ঠাট্টা করে অতসী। বাংলার মধ্যে মাঝে-মাঝে বাবা এরকম দু-চারটে ইংরেজি শব্দ ব্যবহার ক'রে থাকেন। যেমন মাকে অন্যের কাছে উল্লেখ করতে হ'লে 'ওয়াইফ' বলেন। পরিবার না ব'লে 'ফ্যামিলি' বলেন, প্রত্যেক দিন না ব'লে 'ডেইলি, খবরের কাগজ না ব'লে বলেন 'নিউজপেপার'—এইরকম আর-কি।

অতসী হাসে। বলে, বাবা, কান কড়কড় করছে এরকম বাংলা শুনে। উঃ আর যাই বলো, অন্তত মাকে যেন ''ওয়াইফ'' বোলো না। গগনবাবুও হাসেন, অন্য ছেলেমেয়েরাও হাসে, অতসীর মা লক্ষ্মীও হাসেন। তবু গগনবাবু এই বদভ্যাস ত্যাগ করতে পারেন না।

মেয়ের ঠাট্টা শুনে আজ গগনবাবু বোধহয় হৃদয়ঙ্গম করতে পারলেন না। কেমন এক দৃষ্টি মেলে ফ্যালফ্যাল ক'রে তাকিয়ে রইলেন।

কাছে এগিয়ে এসে অতসী বললো, 'জানো বাবা, আমি একটা কথা ভেবেছি।'

'কী ?'

'একটা ব্যবসা করবো।'

'ব্যবসা ?'

'হ্যাঁ, সেলাইয়ের।'

'সেলাইয়ের ?'

'ধরো, পাড়ায়-পাড়ায় ঘুরে সব বাচ্চাদের জাঙ্গিয়া, বেনিয়ান, ফ্রক, নিমা, তাদের মায়েদের জন্য ব্লাউস, পেটিকোট, ভদ্রলোকদের ফতুয়া, তারপর সংসারের টুকিটাকি, বালিশের ওয়াড়, লেপের ওয়াড়—এসব যদি অর্ডার আনতে পারি, ভালো মজুরি পাবো। এদিকে যে যা করতে দেবে কাপড়ও তারাই দেবে, আমাদের কোনো খরচ নেই শুধু পরিশ্রম।'

'হুঁ।'

'মালতীও ব'সে ব'সে করতে পারবে, দু-জনে মিলে—'

'হুঁ।'

'কাল রাত্রিবেলা শুয়ে-শুয়ে এটা ঠিক করেছি।'

'হুঁ।'

'কী, ঘুমুচ্ছো নাকি? এই তোমার সকালে ওঠা, না ? উঠোনে এসে গাছের ঠেসানে ব'সে প্রাতঃভ্রমণ ?' হাসলো অতসী। মুক্তোর মতো দাঁত, অতসীফুলের মতোই গায়ের রং।

গগনবাবুর চোয়াল ব্যথা করলো। তিনি মাথা নিচু ক'রে দু-হাতে চোখ কচলালেন। যেন অতসী যা ভাবছে তাই সত্য, সত্যিই যেন সকালে ওঠা অভ্যেস করতে এসে দ্বিগুণ ঘুমের কবলে পতিত হয়েছেন এমনি ভাব ক'রে উঠে দাঁড়ালেন, মেয়ের মাথায় হাত বুলিয়ে ধীরে-ধীরে গিয়ে ঘরের মধ্যে ঢুকলেন।

BanglaBook.org

একখানাই তো বলতে গেলে ঘর, ছেলেমেয়েরা আস্তে-আস্তে উঠে পড়ছে সবাই, স্ত্রীও উঠে বসেছেন একটু, অতসী কাজের তাড়ায় ঘর-বার করছে, কোথায় লুকোবেন নিজেকে? কোন নির্জন কোটরে আশ্রয় নেবেন? অসহায়ের মতো নিজের ছোটো ঘরের ছোটো বিছানাটার মধ্যে গিয়েই মুখ চেপে শুয়ে পড়লেন। শুয়ে-শুয়েই টের পেলেন উনুনে আঁচ দিচ্ছে অতসী, এখনি চায়ের জল বসাবে, মার জন্য বার্লির শরবত করবে, ভাইবোনদের জন্য মুড়ি মাখবে বাটি-বাটি, তাঁকে দুখানা আটা-রুটি দেবে চায়ের সঙ্গে —অন্যদিন তিনিও উঠে পড়েন, যা পারেন ঘুরে-ঘুরে সাহায্য করেন মেয়েকে, জল দেন বাগানে, চা আর রুটি খেতে-খেতে স্ত্রীর কাছে এসে বসেন, সস্নেহে জিজ্ঞেস করেন, 'আজ কেমন আছো?' ছেলেমেয়েরা ঘিরে থাকে, তিনি বাজারের থলি চান অতসীর কাছে, বাঁধানো বারান্দায় মাদুর বিছিয়ে পড়তে বসান ওদের। কিন্তু আজ সবেরই ব্যতিক্রম ঘটলো, আজ তিনি কিছুই করলেন না। অন্যদিনের মতো। জেগে-জেগে ঘুমের ভান ক'রে পড়ে রইলেন বিছানায়। সন্ধ্যাবেলা জঙ্গলের মধ্য দিয়ে হেঁটে গেলে যেমন ঝাঁকে-ঝাঁকে মশা এসে ছেঁকে ধরে, তাঁর চিন্তাও তাঁকে তেমনিই ছেঁকে ধ'রে দংশাতে লাগলো।

শুধু সেদিনই নয়, তার পরের দিনও তার পরের দিনও তার পরের দিনও ভাবতে-ভাবতে শেষে পাগলের মতো হয়ে উঠলেন। তাঁর দিনের আহার গেলো, রাতের ঘুম গেলো, চোখ কোটরে ব'সে গেলো, না কামিয়ে খোঁচা-খোঁচা দাড়ি বেরিয়ে গেলো সারামুখে, ফর্সা রঙে কে যেন কালি ঢেলে দিলো। এমন যে ঠাণ্ডা মেজাজ, যেন আগুনের মতো উত্তপ্ত হ'য়ে উঠলো। যেন আর একটা মানুষ। তবু শেষ হ'লো না ভাবনা।

অতসী ব্যাকুল হ'য়ে বললো, 'বাবা, তোমার কী হয়েছে?'

স্ত্রী বললেন, 'দুঃখ কি তোমার নতুন? এর সঙ্গেই তো এতো বছর ঘর করছি, কেন অতো ভাবো?'

'অ্যাঁ।' যেন স্বপ্নোত্থিতের মতো তাকান তিনি।

অতসী বললো, 'আমি জানি, কী যেন তুমি লুকোচ্ছো আমাদের কাছে।'

'কী বললি?' সারা শরীরে চমকে উঠলেন এ-কথায়।

অতসী জড়িয়ে ধরলো বাচ্চা মেয়ের মতো, 'বলো না বাবা, কী এতো ভাবছো তুমি।'

'কই না তো, কিছু না তো।'

'হ্যাঁ।'

'না, না।'

'বলবে না?'

'কী বলবো? কী আমার বলবার আছে

'তবে কী?'

'কিছু না, কিছু না।' অস্থির হ'য়ে তিনি পায়চারী করেন।

'তবে কি তোমার শরীর খারাপ হয়েছে?'

'না তো?'

BanglaBook.org

হঠাৎ অতসীর মনে হ'লো, বাবার নিশ্চয়ই এমন কোনো অসুখ করেছে যা বলতে পারছেন না। কিন্তু কী অসুখ করবে? গরিবের আর কী অসুখ করে? অমন পাথরের মতো মানুষটার ফুসফুসে কি শেষে কীট ঢুকলো? টি বি? কখনো কি রক্ত দেখেছেন থুতুর সঙ্গে? রোজ-রোজ কি জ্বর হয় লুকিয়ে-লুকিয়ে? কিন্তু কখনো তো কাশেন না। একবারো না। না-ই বা কাশলেন, কাশি হয়তো অনেক পরে দেখা দেয়।

অতসী সতর্ক হ'লো, সযত্ন হ'লো। মায়ের মমতা নিয়ে আগলে বেড়াতে লাগলো বাবাকে। নিত্যি নতুন কাল্পনিক উৎসাহের কথা ব'লে ব'লে বাবার বিষাদের গভীরতা হালকা করতে চেষ্টা করলো। মেয়ের স্নেহে যত্নে মমতায় অভিভূত হ'য়ে গগনবাবু আরো বেশি মুহ্যমান হলেন। কী সুন্দর মেয়ে তাঁর, কী শান্ত। কী বুদ্ধিমতী। কী সহিষ্ণু।

স্ত্রীর দিকেও তাকালেন। আর বেশিদিন নেই মানুষটা। শুধুমাত্র ওষুধ আর পথ্যের অভাবে ধুঁকে-ধুঁকে মরছে। তাকালেন অন্যান্য ছেলেমেয়ের দিকে। ঘরময় পিলপিল করছে, জামা নেই, জুতো নেই, পেট ভ'রে খাওয়া নেই, যেন বেড়াল-কুকুরের বাচ্চা সব। অসহ্য। অসহ্য।

অতসী বললো, 'বাবা, তুমি কি মার শরীরের কথা ভাবছো?'

চোখে জল এলো গগনবাবুর। চুপ ক'রে রইলেন।

'মা কিন্তু একটু ভালো আছেন, বাবা।'

'ভালো?'

'তুমি ভেবো না।'

'ওতুন—'

'বাবা—'

'তোর মা বাঁচবেন না।'

'না, না, মা ঠিক ভালো হয়ে উঠবেন।'

'তাঁর বেঁচে থাকার উপাদান আমরা সংগ্রহ করতে পারবো না।'

'বাবা—'

'তারপর আস্তে-আস্তে মালতী—'

'বাবা—'

'পার্থ—'

এসব কী তুমি বলছো—'

'আর সবশেষের বলি তুই। নাকি প্রথম?'

'তুমি দেখো কোনোরকমে এবার পরীক্ষাটা দিয়ে উঠতে পারলে—'

গগনবাবু মাথা নাড়লেন।

'ওদের অসুখ-বিসুখ সারলে, একটু অবসর হ'লে আমি ঠিক একটা কাজ জুটিয়ে নেবো।'

আবার মাথা নাড়লেন তিনি।

বাবার বুকের উপর সে হাত রাখলো, 'তুমি বরং একটু ঘুরেটুরে এসো কোথাও,

BanglaBook.org

একটু ফাঁকা হাওয়ায়। সারাদিন ঘরের মধ্যে থেকে-থেকে এসব দেখে তোমার মন আরো খারাপ হ'য়ে যাচ্ছে।'

'তুইও তো সারাদিন ঘরে থাকিস, এসবই দেখিস।'

'আমার কিছু হয় না, তুমি যাও। অতো ভেবো না, দেখো সব ঠিক হ'য়ে যাবে।'

'তাই ভাবছি।'

'ভাবছি না, আমি বলছি।'

'তুই বলছিস?'

'হ্যাঁ, আমি বলছি। দিন কি কখনো একভাবে যেতে পারে? সুখের পর দুঃখ, দুঃখের পর সুখ। এই প্রকৃতির নিয়ম।'

মেয়ের মুখের দিকে কেমন একরকম ক'রে তাকিয়ে রইলেন গগনবাবু। অনেক পরে বললেন, 'এই মুহূর্তে আমাদের সব সমস্যার কী পেলে সমাধান হ'তে পারে জানিস?'

'জানি।'

'বল তো কী?'

'টাকা।'

'টাকা, না?'

'টাকা হ'লে মার চিকিৎসা হবে, মা বেঁচে উঠবেন, মালতী ভালো হবে, পার্থ সেরে উঠবে, ওদের লেখাপড়া হবে—

'আর তোর?'

সকলের ভালো হওয়া মানেই তো আমার ভালো হওয়া, বাবা।'

'কেন, তোর আলাদা অস্তিত্ব নেই?'

'ভেবে দেখিনি।'

'যদি তোর অস্তিত্ব বিসর্জন দিয়ে আর সকলের ভালো হয় তাতেও তুই রাজি। তাই না?'

'হ্যাঁ বাবা, তাতেও আমি রাজি। আমার কতো সময় মনে হয়, যদি কোনো দৈববাণী শুনতাম, আমাকে বলি দিলে—'

'চুপ কর। চুপ কর।' প্রায় আর্তনাদ ক'রে উঠলেন গগনবাবু। তারপর মুখ ঢাকলেন দু-হাতে।

হেসে বাবার হাত ধরলো অতসী, 'তুমি যে কী, বাবা।' এগিয়ে গিয়ে ব্রাকেট থেকে তাঁর ছেঁড়া আধ-ময়লা ফতুয়াটা নিয়ে এলো তুলে, 'নাও, পরো।' দাঁত-ভাঙা চিরুনিটা এনে রুক্ষ মাথাটা আঁচড়ে দিতে-দিতে বললো, 'একদিন সাবান দিও তো চুলে। ঈশ্! কী ময়লা! কী খুশকি! তুমি ভারি নোংরা, বাবা, একেবারে স্নান করতে চাও না।'

অন্যদিন হ'লে এ-কথার জবাব ছিলো গগনবাবুর, সহাস্যে বলতেন, 'বাঘ কি কখনো স্নান করে?' আজ একেবারে চুপ ক'রে রইলেন।

উৎসাহ দেবার জন্য অতসী বললো, 'শিবাজীটাও ঠিক তোমার মতো হয়েছে। ওকে

BanglaBook.org

স্নান করানো এক দুঃসাধ্য ব্যাপার। কাল দিয়েছি জোর ক'রে গা ঘ'সে। চৈত্র মাস পড়েছে, দুপুরটা কী তেতে ওঠে, এখন যেমন ঠাণ্ডা খেতে হয়, তেমনি শরীরকেও ধুতে হয় ঠাণ্ডা জলে।'

'তুই সব জানিস ? না? মেয়ের মুখে চোখ রেখে গগনবাবু এতোক্ষণে একটা কথা বললেন, একটু হাসলেন।

ভুরু কুঁচকে অতসী বললো, 'সব জানি।'

'সব পারিস, না?'

অতসী হেসে ফেললো, বললো, 'না, সব পারি না।'

'কী পারিস না?'

'তোমার গোমড়া মুখ সহ্য করতে পারি না।' আবার হাসলো সে। প্রায় ঠেলে বাবাকে নিয়ে এলো বাইরে। হাওয়া দিচ্ছিলো ফুরফুর ক'রে, হাতে একটা থলি চাপিয়ে দিয়ে বললো, 'বেড়িয়ে ফেরবার সময়, যা-হোক কিছু তরিতরকারি যদি সুবিধেমতো পাও এনো তো। আর একটু তারপিন তেল, সবাই বলছে, তারপিন মালিশ করলে নাকি ব্যথা সারে। মাকে মাখিয়ে দেবো একটু।'

বাবাকে বুঝিয়ে-সুঝিয়ে বাইরে পাঠিয়ে মার কাছে এলো অতসী। বাবা ঠিকই ধরেছেন, মা আর বাঁচবেন না। বাবাকে সান্ত্বনা দিলে কী হবে, তার নিজের বুক ভ'রে কান্না উথলে উঠলো। জীবনের সঙ্গে যুদ্ধ করবার সমস্ত শক্তি আজ মার সত্যিই নিঃশেষিত। বলতে গেলে একেবারে মিছিমিছি মারা যাচ্ছে একটা মানুষ। শুধু একটু ওষুধের অভাবে, পথ্যের অভাবে, চিকিৎসার অভাবে। দারিদ্র্যের কী অপরিসীম ক্ষমতা! কী প্রাতাপ! একমাত্র দারিদ্র্য, আর কোনো কারণ নয়। শুধু দারিদ্র্য আজ কীভাবে তাদের ছিন্নভিন্ন করে দিলো, দিচ্ছে, দেবে। এ থেকে আর কি নিস্তার পাবে তারা কোনোদিন? কখনোই না। কোনো আশা নেই।

ডাক্তার দুধ খেতে বলেছেন, মাছ খেতে বলেছেন, ডিম মাংস—যতো বেশি প্রোটিন খাদ্য খাওয়ানো যায়। দু-বেলা ভাত জোটে না, তা মাছ আর মাংস! দুধ আর ডিম! রক্ত একেবারে নেই, অন্তত এক বোতল রক্তও যদি দেয়া যেতো, হয়তো আবার শুকিয়ে যাওয়া নাড়িগুলো জীবনের রসে স্ফীত হ'য়ে উঠতো। কিন্তু একফোঁটা ওষুধ কিনে মুখে দেবার সাধ্য যাদের নেই, তারা রক্ত কিনবে কী দিয়ে? তাই ধীরে ধীরে নিবে আসছে আলো। জীবনী-শক্তি প্রায় শূন্যের অঙ্কে। ক'দিন ধ'রে একেবারে লেগে গেছেন বিছানায়, গলা দিয়ে আজকাল স্বরও বার করতে পারেন না। পাশ ফিরতেও কষ্ট।

চোখের সামনে এমন ক'রে মারা যেতে দেখলে কোন স্বামী না ভেঙে পড়ে? তার

BanglaBook.org

মধ্যে তার বাবা। মাকে যিনি চোখে হারান। আসলে বাবা যখন থেকে বুঝেছেন মা বাঁচবেন না, তখন থেকেই এতো চিন্তিত হ'য়ে পড়েছেন। নইলে হঠাৎ কেন এমন মুষড়ে গেলেন?

মার মাথার চুলে অতসী বিলি কাটলো। মা তার হাতটা টেনে আনলেন বুকের মধ্যে, চোখের কোণ বেয়ে বড়ো বড়ো ধারায় জল গড়িয়ে পড়ে বালিশে শুকিয়ে গেলো। অতসী কাঁদতে লাগলো ব'সে ব'সে। একেবারে নিঃশব্দে, নিশ্চুপে। অনেক পরে উঠলো, বার্লির শরবত ক'রে নিয়ে এলো একবাটি। একটু গুঁড়ো দু'ধ মিশিয়ে দিলো। পার্থর মিছরি থেকে এক ডেলা মিছরি প্রায় ছিনিয়ে নিলো আজ, তার মনে হ'লো মিছরিতে খুব পুষ্টি আছে, এই পুষ্টিটুকুই বা কম কী? কিন্তু মুখে দিয়েই মা ককিয়ে উঠলেন, 'আমাকে কেন? আবার আমাকে কেন মিছরি দিলি? ওরই হয় না।'

অতসী পাশে ব'সে বাটিটা ধ'রে রেখে বললো, 'অনেক মিছরি আছে, মা। তুমি খাও।'

'ওর আর কিছু হজম হয় না, একটু শুধু মিছরির জল—'

'তুমি ভেবো না।'

আর আপত্তি করলেন না মা, খেয়ে নিলেন এক চুমুকে। অতসী বাটি রেখে গামছা ভিজিয়ে মুখ মুছিয়ে দিলো। বিছানা ঝেড়ে বালিশ ঠিক ক'রে মাথার কাছের জানালাটা খুলে দিলো ভালো ক'রে। তারপর আবার বসলো কাছে, হাতপাখাটা মৃদু-মৃদু নাড়তে লাগলো। মা তাঁর নিজের হাত দু'খানা শিশুর মতো নির্ভয়ে মেয়ের কোলের উপর ছড়িয়ে দিয়ে চোখ বুজলেন।

মাটির ঘর তাদের। শত ঝাঁট দিলেও তেমনি ধুলো ওড়ে, না নিকোলে তাকানো যায় না। আগে সব কাজ ফেলে সকালে উঠে এ-কাজটি না ক'রে অন্য কোনো কাজে মন দিতো না অতসী। তখন মালতী ছিলো তার হাতের সঙ্গী। এখন সে একা। সব কাজ তার এখন একার হাতে। তৃতীয় বোন চম্পার কাজের নামে জ্বর আসে গায়ে। সে একটু স্বাধীনচেতা, ঘুরতে-ফিরতে ভালোবাসে। সংসারের সুখ-দুঃখ শান্তি-অশান্তি দৈন্য এসব থেকে গা বাঁচিয়ে চলে। দোষ দেখা যায় না, হাজার হোক ছেলেমানুষ, শখ সাধ কী বা জানলো জীবনের। পরের বোন চামেলিকে সে নিজেই মাথা গলাতে দেয় না। লেখাপড়ায় তুখোড় সে। একবার চোখ বুলোলে কোনো বই আর দ্বিতীয়বার দেখতে হয় না। চামেলি আর অর্জুন। এই দুটি ভাই-বোনই শুধু এখনো ইস্কুলের মাটি কামড়ে প'ড়ে আছে। নিজেরাই কোথা থেকে কোথা থেকে বইপত্র যোগাড় ক'রে ঠিক চালিয়ে যাচ্ছে পড়াশুনো। না, ওদের আর কোনো দিকে মন দিয়ে দরকার নেই, ওরা থাকুক পড়াশুনো নিয়ে, ওরা বড়ো হ'য়ে উঠুক, কে জানে শেষ পর্যন্ত এই দুটি মানুষই হয়তো টেনে তুলবে এই পাথরের মতো অচল ভারী সংসারটাকে।

রাত্রিবেলা হোগলা বিছিয়ে মেঝেতে বিছানা পাতা হয় ঘর জুড়ে। মশারিটা এখনো ঝুলে আছে তিনকোনা হ'য়ে। কতোদিন কাচা হয় না। এর কটাই থাকি, তাই রক্ষে। নইলে চিমটি দিলে ময়লা উঠে আসে। শুধু রংটার জন্যই চোখে দেখে বোঝা যায় না ততোটা। সেই কবে সারপ্লাস স্টোর্স থেকে বাবা শস্তায় পেয়ে কিনে এনেছিলেন। ভাগ্যিস এনেছিলেন।

BanglaBook.org

নইলে মশার কামড় খেয়ে-খেয়ে আর রক্ত থাতো না কারো শরীরে। সকালে তাড়াহুড়ো ক'রে বিছানা তোলা হয়, তার উপরে অর্জুন আর কৃষ্ণটা যা দুষ্টুমি করে, ঘরের আর হাল থাকে না কিছু। ট্রাঙ্কের উপর টাল ক'রে রাখা বালিশগুলোকে কী করেছে। আলনাটা একটা যেন ধোপাবাড়ির বোঁচকা। ছেঁড়াখোঁড়া জুতোগুলো জোড় বেজোড় হ'য়ে ছড়িয়ে-ছিটিয়ে আছে। আর তারই মধ্যে মেঝেতে একটা ছেঁড়া মাদুরের উপর শুয়ে ঘুমুচ্ছে পার্থ। আজকাল ও কেমন ঝিমিয়ে যাচ্ছে। সাত বছরের ছেলে, খেলা নেই, ধুলো নেই, কেবল ঘুমুচ্ছে প'ড়ে-প'ড়ে।

ব'সে থেকে-থেকে হঠাৎ অসহ্য হ'য়ে উঠে দাঁড়ালো অতসী। কোলের উপর থেকে মার হাতখানা সে যতো সন্তর্পণেই নামিয়ে রাখুক, মার সতর্ক তন্দ্রা তাইতেই চকিত হ'লো। তাকিয়ে আবার চোখ বুজলেন তিনি। অতসী একটু ঝুঁকে দাঁড়ালো। মায়ের শীর্ণ মুখের উপর আলো পড়েছে একটু। তাকিয়ে রইলো। একটা অব্যক্ত বেদনায় কান্নার ঢেউটা আবার তরঙ্গায়িত হ'য়ে উঠতে চাইলো। নিজেকে সে সবলে ছিনিয়ে আনলো সেখান থেকে।

রান্না আছে। কিন্তু তার আগে ঘরটা গুছনো দরকার। ঘরের শ্রী ফিরিয়ে আনলে হয়তো দুঃখের তীব্রতা কম হবে একটু। ফিরে এসে একটা পরিচ্ছন্ন ঘরে পা দিয়ে বাবা নিশ্চয়ই খুশি হবেন। বাবা খুব সাজানো বাড়ি ভালোবাসতেন। বাবার ঘরে হরি মালী রোজ ফুল বদলে দিতো। মা আনাচ-কানাচ সব পরিষ্কার করাতেন মানদা-দিদিকে দিয়ে। নিজে নিভাঁজ ক'রে বিছানা পাততেন। ড্রেসিং টেবিলটা সব সময়েই ঝকঝকে। শ্বেতপাথরের টেবিলটা, যেটার উপর বাবার খাবার জল ঢাকা থাকতো রুপোর গেলাসে, সারাদিন মা নিজের আঁচল দিয়ে মুছতেন।

অতসী আলনার কাপড়-চোপড় সব নিচে নামিয়ে ফেলে আবার কুচিয়ে ভাঁজ ক'রে সুন্দরভাবে সাজাতে লাগালো। বালিশগুলো গুছিয়ে রাখলো ট্রাঙ্কের উপর। জুতোগুলো জোড়া মিলিয়ে রাখলো। পার্থকে তুলে বাবার বিছানায় শুইয়ে দিয়ে জল ছিটিয়ে ভালো ক'রে ঝাঁট দিলো ঘরটা।

কাজ করতে তার আলস্য নেই, বরং ভালো লাগে। কাজই তার জীবনের একমাত্র মুক্তি। কাজই তার দুর্ভাবনা এড়াবার একমাত্র সহায়। তবু পরিশ্রম হয় বইকি। একটু বসলো ঘাম মুছলো, তারপর রান্নাঘরে এলো।

রান্নাঘরে চাল নেই এক দিকের। আকাশের আলো এসে ধবধবে দেখাচ্ছে এখন, এই চৈত্র-বৈশাখের সন্ধ্যায় হাওয়া আসে জোরে, মন্দ লাগে না। কিন্তু যখন ঝড় ওঠে? যখন বৃষ্টি হয়?

এ-বাড়ি বাবা নিজের হাতে তুলেছিলেন। সেই যে ভদ্রলোক, যিনি জমি দিয়েছিলেন তাদের, একদিন তাঁকে নিমন্ত্রণ ক'রে এনেছিলেন বাবা, বাড়ি দেখে কী প্রশংসা। কিন্তু এখন যদি আসেন? কী দেখবেন? যদি আসতেন, যদি দেখতেন, ভালোই হ'তো হয়তো। হয়তো হিল্লে হ'তো কিছু। কিন্তু তিনি নেই। তাদের ভাগ্য সেই লোকটিকেও বিতাড়িত করেছে। ইস্কুল তুলে দিয়ে ছন্নছাড়া ভালোমানুষটা এখন আবার কোথায় গিয়ে কার সেবায়

BanglaBook.org

বিকিয়ে দিয়েছেন নিজেকে।

টুপ ক'রে একটা ঢিল পড়লো না? কে ছুঁড়লো? কতো মন্দবুদ্ধি মানুষই না আছে সংসারে! আচ্ছা, হরিচরণ পসারী লোকটা কেমন? রোজ এ-বেলা ও-বেলা তাগাদা দিতে আসে। নিজে আসে কেন? আগে তো ছেলেটা আসতো। একদিন সেই যে নিজে এলো, তারপর আসছেই। কী রকম ক'রে যে তাকায় ? চম্পা কিন্তু একটু বাড়াবাড়ি করছে ছোকরাগুলোর সঙ্গে। ছি ! এগুলো কি মেশবার যোগ্য ছেলে? সেদিন কে এক লোক এসেছিল বক্তৃতা দিতে, চম্পার কোনো দরকার ছিলো না সেই সভায় গিয়ে ছেলেগুলোর সঙ্গে টেবিল-চেয়ার টানাটানি করবার। গেলো। কতো বারণ করা হ'লো, গায়েই মাখলো না। সেই বক্তৃতা দেনেওয়ালা মস্ত লোকটির নাকি অগাধ টাকা, সে নাকি রিফিউজিদের জন্য বেশ ডোনেশন চেয়েছে। বলেছে, হাসপাতাল খুলবে। ছাই খুলবে। মিথ্যুক। টাকাগুলো নিয়ে ছানভান করবে, মদে গাঁজায় উড়োবে। কী অকর্মণ্য এই অল্পবয়সী ছেলেগুলো। আর কিছু কাজ নেই, কেবল তাস পেটানো আর বিশ্রী ভাষায় কথা বলা। আর চম্পাটাও ঘুরঘুর করছে সেখানে। না, ওকে একটু শাসন করতে হবে।

বাবা যখন এ-বাড়িটা তৈরি করছিলেন, তখন কিন্তু বেশ আনন্দ হয়েছিলো। মাত্র একজন সাঁওতাল বুড়ো সঙ্গে ছিলো, মাটি তুলে দিচ্ছিলো সে, একজন ঘরামি বেড়া বেঁধে দিয়েছিলো আর চালের টালি বসাবার ফ্রেমটা ক'রে দিয়েছিলো আর একজন! আর-সব তো নিজেরা। বাবার সঙ্গে তারা সব ভাইবোনেরা হাত লাগিয়েছিলো। মা ব'সে-ব'সে দেখতেন, মা তখনো ভালো ছিলেন। কিন্তু মার তখনো আনন্দ ছিলো না। তারা যে মাটির ঘর বানাচ্ছে থাকবার জন্য, তাতে মার বড়ো-বড়ো চোখ কেবলই ভিজে ভিজে উঠেছে। তিনি কিছুতেই, কিছুতেই, কিছুতেই মেনে নিতে পারছিলেন না অবস্থার এই বৈষম্যকে। মা কী নরম, কী শান্ত, কী সুন্দর! মার গলার স্বর গানের গুনগুনের মতো। মা আস্তে চলতেন, আস্তে তাকাতেন, আস্তে-আস্তে কথা বলতেন। মাকে অতসী নিজের চেয়েও বেশি ভালোবাসে। মার সব-কিছু ভালোবেসে-বেসে সে বড়ো হয়েছে। মার ভীরুতা, নির্ভরতা সব তার মধুর লেগেছে। সেই মা এখন মারা যাচ্ছেন।

না, আজ অতসীর মনটা যেন থেকে-থেকেই কেমন কাদা-কাদা হ'য়ে উঠছে। এরকম ভালো নয়! এতে মনের জোর ক'মে যায়। যুদ্ধ করবার শক্তি হারিয়ে যায়। অতসী এটা চায় না। অতসী এই দৈন্যের বিরুদ্ধে বীরের মতো জেহাদ ঘোষণা ক'রে অভ্যস্ত, তার জেদ একদিন এই নোংরা জীবনের অলঙ্ঘ্য পর্বত ডিঙোবেই ডিঙোবে।

কিন্তু আজ কী রান্না ? আজ কী দিয়ে বুঝিয়ে দেবে এতোগুলো মানুষকে ? শিবাজীটা কিন্তু আচ্ছা পাজি হয়েছে। এই দ্যাখো, পুকুরপাড় থেকে কেমন সমস্ত পুঁইডাঁটাগুলো উপড়ে এনেছে গোড়াসুদ্ধ! ভীষণ খেতে ভালোবাসে ছেলেটা—যাকে বলে পেটুক। আর বন্দোবস্তেও তেমনি মন। অতসী তো জানেই না, একফালি কুমড়োও এনে রেখেছে কখন। ভাইয়ের কাণ্ড দেখে সস্নেহ হাসিতে মুখ তার উদ্ভাসিত হ'য়ে উঠলো। মনের অগোচরে পাপ নেই, শিবাজীর প্রতি দিদি হিসাবে দুর্বলতা তার একটু বেশিই।

BanglaBook.org

ওলের আঁচে ভাত চাপালো সে।

বাড়িটা কিন্তু বেশ হয়েছিলো প্রথমে। লেপে-মুছে বেড়ায় রঙিন দড়ি বেঁধে বেশ ছবি-ছবি দেখাচ্ছিলো। ভাইবোনেরা সবাই মিলে চারদিকে ভেরেণ্ডা-টগর আর মেহেদির ডাল পুঁতে-পুঁতে কী সুন্দর সীমানা করেছিলো! এখন সব-কিছু ভেঙে যাচ্ছে, শুধু সেই সীমানাটা প্রত্যেক বর্ষায় আরো ফনফনিয়ে উঠে একেবারে একটা ঠাসবুনোট সবুজ নীরন্ধ্র দেয়াল করেছে। চমৎকার হয়েছে। আব্রু হয়েছে। আগে কী অসুবিধা হ'তো চলতে-ফিরতে। যেন খোলা মাঠ।

বাবা মোটা বাঁশ দিয়ে কী সুন্দর গেট তৈরি করলেন। বললেন, 'জানিস, জাপানে এইসব বাঁশের গেট, বাঁশের বাড়িরই বেশি প্রচলন। কী সুন্দর করে! ঢাকায় যে সেই একজন জাপানী ভদ্রলোক ছিলেন, মিস্টার তাগদা? মনে আছে? তোরা সব ছোটো তখন। সাবানের কারখানা ছিলো, কাচের কারখানা ছিলো, আমাদের সঙ্গে ফার্নিচারের কারখানায়ও যোগ দিতে চেয়েছিলেন একবার। শেষ পর্যন্ত আর এলেন না। তখন ওঁদের বাড়িতে কতোবার গিয়েছি, ওঁর নিজের কাজের জন্য আলাদা একটা ঘরও নিজে তৈরি করিয়ে নিয়েছিলেন, একেবারে জাপানী ঢঙে। আঃ, সে এক দেখবার মতো জিনিস! গেটটা আমি সেভাবেই করবার চেষ্টা করেছিলাম, পারলাম না। কিন্তু হ'লো একরকম।'

মা তাকিয়ে থেকে-থেকে বলেছিলেন, 'কী সুন্দর হয়েছে।'

আর যাবে কোথায়! বাবার কী ফুর্তি! সব সার্থক ঐ একটি মন্তব্যে। কুঞ্জলতাটি বর্ষাকালে অতসী বসিয়ে দিয়েছিলো। জুঁইলতাটা শিবাজী। দুটো মিলে-মিশে ছেড়ে ফেলেছে গেটের মাথাটা। শীতে শুকিয়ে গিয়েছিলো, বসন্তে আবার কচি-কচি পাতায় ভ'রে উঠেছে। দু-পাশে দুটি জবার গাছও বসানো হয়েছে। ভাইবোনেরা যে যেখান থেকে পেরেছে, যেখানে যে চারা চোখে পড়েছে অমনি নিয়ে এসেছে তুলে। দৌড়তে-দৌড়তে এসে কী চিৎকার, 'ও মা, ও বাবা, ও দিদি, দেখে যাও কী ভালো গাছ পেয়েছি একটা।' সারাবাড়ি একেবারে মাতোয়ারা এক গাছ পোঁতা নিয়ে। পার্থটা তখন ট'লে ট'লে হাঁটতো। একবার কোথা থেকে হাতের মুঠোয় কী ভ'রে এনে সামনের দুটো দাঁত বার ক'রে বললো, 'দাথ্।'

বেশ লেগেছিলো কিন্তু তখন, যখন নতুন বাড়িটা তোলা হয়েছিলো। জায়গা বেছে-বেছে ফুলের গাছ আর ফুলের গাছ, ওদিকটায় সব্জি—এই করতে-করতে অনেক গাছ হয়েছে তাদের। ওরা ম'রে যায়নি, ওদের খাদ্য ঈশ্বরই যুগিয়ে যান বলে বেঁচে আছে ওরা। ওদের বুদ্ধি নেই, ওরা জড়, তাই নিজেদের দেখাশুনোর ভার ওদের নিজেদের ওপর ছেড়ে দেননি ঈশ্বর। তিনিই বর্ষার জল দিয়ে, রোদ্দুরের উত্তাপ দিয়ে রক্ষা ক'রে যাচ্ছেন বারো মাস। সকালে-বিকেলে তারাও জল সেচন করে বইকি। পুকুরের জলটা অন্তত কিনতে হয় না এখনো। এটুকুই বাঁচোয়া।

কিন্তু মানুষকে আর কেন তিনি রক্ষা করবেন? তাদের বুদ্ধি দিয়েছেন, ভাষা দিয়েছেন, ভালোমন্দের বোধ দিয়েছেন, জ্ঞানার্জনের কৌতূহল দিয়েছেন — যোগ্যসন্তানকে আর দেখাশুনো করার প্রয়োজন কী?

BanglaBook.org

কিন্তু আমরা যোগ্যই নই। আমরা মানুষরা অনেক বিষয়ে জন্তুর চেয়েও অসার, গাছের চেয়েও জড়বুদ্ধি। ঈশ্বর তুমি জানো না, আমরা সুবুদ্ধি কাকে বলে ভুলে গেছি সে-কথা, সহানুভূতি কাকে বলে সে-কথা মনে রাখিনি। আমরা মানুষেরা একে অপরের দুঃখ বুঝি না, একে অপরকে ঠকাতে দ্বিধা করি না, আমরা অপবিত্র নষ্ট, আমাদেরও তুমি দেখো একটু।

তাহ'লে পুঁইয়ের তরকারিটাই হোক সর্ষেবাটা দিয়ে। অতসী শিলনোড়া পেতে বসলো।

এবার কিন্তু জামরুল গাছটাতে বেশ থোকা-থোকা জামরুল ধরেছে। এই প্রথম। আমগাছটাতেও বোল ধরেছে। আমগাছটা বাবা লাগিয়েছিলেন। ভাগ্যিস ভদ্রলোকের সঙ্গে দেখা হয়েছিলো, ভাগ্যিস তিনি জমিটা দিয়েছিলেন বন্দোবস্ত ক'রে! নইলে ভেসে-ভেসে স্রোতের মতো কোথায় গিয়ে থামতো তারা! যতো ছোটোই হোক, যেমনি হোক, তবুও তো একটা বাড়ি! নিজেদের বাড়ি! মাথা গুঁজবার নিরাপদ আশ্রয়! হোক মাটি-লেপা ভাঙা বেড়া, তবু তো আশ্রয়! তবু তো আবরণ, আচ্ছাদন! দিনে-দিনে সংস্কারের অভাবে, ভঙ্গুর বাড়ি সহজেই ভেঙে এসেছে, তবু, তবু—ভাঙা হ'লেও বাড়ি বাড়িই।

আর এমন খারাপই বা কী? সুন্দর তো বাগান-ঘেরা মাটির কুঠি। সেই যে কবিতা আছে না, 'ঐ দেখা যায় বাড়ি আমার চারিদিকে মালঞ্চে ঘেরা, সেথা ভ্রমরেতে গুনগুন করে কোকিলেতে দিচ্ছে সাড়া।'

আপন মনেই হাসলো একটু। তাই বটে। মালঞ্চই বটে। এই তাদের মালঞ্চ। এই তাদের বাড়ি। একটা এঁদো পচা নর্দমার ধারে, একটা ধ'সে পড়া মাটির ঘর, বেড়া দিয়ে ভাগ করা দুটি অপরিসর ছোটো-বড়ো মাটির টুকরো যার শয়নকক্ষ। অদৃষ্টের কী হরিহাস! সত্যি!

এখন চৈত্রমাস পড়েছে, এখনি মাঝে-মাঝে কালবৈশাখীর হাওয়া গর্জে ওঠে। আর সত্যি যখন কালবৈশাখী শুরু হবে, তখন? তখন কী হবে? এই ঝড়ে কি এবার টিকবে এই ঘর? মা ঝড় উঠলেই ভয়ে আধমরা হ'য়ে যান। অতসীরও ভয় করে! কিন্তু মনের কোনো দুর্বলতা প্রকাশ করতে অতসীর ভীষণ লজ্জা। কিন্তু মার পক্ষে সে ভয় প্রকাশ অপ্রকাশের অতীত। মার রীতিমতো শারীরিক কষ্ট হয়। এক একটা দুরন্ত হাওয়া যখন সোঁ-সোঁ করে ব'য়ে যায়, মনে হয় সে-বাতাস বাইরে দিয়ে শূন্যে ব'য়ে গেলো না, ঘরের মধ্যে মার শরীরকে নিস্তেজ নীরক্ত ক'রে আছড়ে থেঁতলে চ'লে গেলো। রুগণ শরীরে সব ক'টি সন্তানকে বুকের কাছে নিয়ে সভয়ে সকাতরে চোখ শাদা ক'রে ব'সে থাকেন তিনি। অতসী নিজের ভয় লুকিয়ে সান্ত্বনা দেয়, অন্য ছেলেমেয়েরা হাসে, বাবা অস্থির হ'য়ে এদিক ওদিক তাকান। দড়ি-দড়া নিয়ে এখানে বাঁধেন, সেখানে গোঁজেন।

BanglaBook.org

দেড়খানা ঘরে ক'জন মানুষের মাথা? সে নিজে। তার আটটি ভাইবোন। মা-বাবা। ক'জন হ'লো? এগারোজন। এগারো আবার একটা কী সংখ্যা? বেজোড় সংখ্যা ভালো লাগে না অতসীর। হয় দশ হওয়া উচিত ছিলো, নয়তো বারো। কিন্তু বাবা এখনো আসছেন না কেন?

ভাতের মাড় গেলে অতসী এ-ঘরে এলো।

'দিদি।'

'কী রে?' বোনের ডাকে ফিরে তাকালো সে। লণ্ঠন-কমানো অন্ধকার অন্ধকার ঘরের এক কোণে ঠেসান দিয়ে চুপ ক'রে ব'সে আছে মালতী। পা'টা মেলে রেখেছে সামনে। এমনভাবে মিশে আছে দেয়ালে, না ডাকলে কে জানে পা'টা হয়তো মাড়িয়েই দিতো।

মালতী তার দ্বিতীয় বোন। অর্থাৎ ভাইবোনের মধ্যে মালতী মেজো। ওদের মেজদি। বাবার কারিগরি বিদ্যার মালিকানা যার একচেটিয়া। মাটি দিয়ে যে লহমায় বর-বউ গড়তে পারে, কাগজে পেনসিল ধরলেই যে বেড়াল কুকুর বাঘ পাখি হাতি গণ্ডার হুবহু এঁকে ফেলতে পারে, খড়-কুটো কুড়িয়ে এখানে এটা গুঁজে, সেখানে সেটা ভেঙে যে অবলীলাক্রমে সব অদ্ভুত-অদ্ভুত আকৃতি বানায়। যে-বোন তার পাঁচ বছরের ছোটো এবং সবাই বলতো দিদির ছায়া। ষোলো-সতেরো বছরের মেয়ে, কিন্তু কে বলবে সে-কথা। এখনো ফ্রক পরে সে, তার বুক বালিকার মতো। দেখলে এগারো-বারো বছরের বেশি মনে হয় না। গরিবের ঘরে বোধহয় যৌবনও আসে না। মালতীর আসেনি। শুধু মুখের দিকে তাকালে একটু খটকা লাগে। চোখের কোলে গভীর বিষাদের কালিমা, ঠোঁটের বাঁকে অপার তিক্ততা।

মাস দুই আগে রাস্তার ধারে টিউবওয়েল থেকে জল আনতে গিয়েছিলো, ভরাবালতি নিয়ে প'ড়ে গিয়েছিলো পা হড়কে। কোথাকার হাড় যে কোথায় সরে গেলো, নাকি ফেটে গেলো, কে জানে। কারা যেন সব ধ'রে ধ'রে বাড়িতে দিয়ে গিয়েছিলো। রাত্রিবেলা একেবারে অজ্ঞানের মতো চিৎকার করলো সেদিন, পরের দিনও প্রায় হুঁশ ছিলো না। বাবা পাড়া থেকে বাকিতে এক ডাক্তার ডেকে নিয়ে এলেন, মালিশ দিলেন তিনি। টিপেটুপে টেনেটুনে দেখে ব'লে গেলেন, 'সারিয়া যাইবে।' বরিশালের লোক, বইয়ের ভাষায় ধাক্কা দিয়ে কথা বলেন, চম্পাটা পিছন ফিরে হাসছিলো। তারপর মালিশ তো সমানেই পড়ছে, সারছে কই? যেমন ব্যথা তেমনিই ছিলো কয়েকদিন ; তারপর কমলো। কিন্তু পা অচল হ'য়েই রইলো। বরং দিনে-দিনে আরো ক'মে আসছে জোর। চুপচাপ ব'সে থাকে সারাদিন, সামনের টানা মাটির বারান্দাটাই ওর ব'সে থাকার আসল আস্তানা। কি দিনে, কি রাত্রে। যতোক্ষণ না ঘুমিয়ে পড়ে, বারান্দা ছেড়ে ঘরে ঢোকে না। বোধহয় লোক চলাচল দ্যাখে। যাদের পা ভেঙে যায়নি, যারা সবিক্রমে সোজা হ'য়ে হেঁটে হেঁটে চ'লে যায়, তাদের দ্যাখে। অবিশ্যি বাড়ির সামনেকার এই এঁদো রাস্তা দিয়ে ক'টাই বা লোক চলে! তবু— যা যায় তা দেখতেই বা মন্দ কী! এই একটা কাজ। অথচ অতসী কতোবার কাগজ-পেনসিল এগিয়ে দেয় হাতের কাছে, পুকুরতীর থেকে এঁটেল মাটি তুলে এনে দেয়, উৎসাহভরা গলায় কতোবার বলে, 'মালু', একটা ছবি এঁকে দে না পার্থকে, ও দেখুক

BanglaBook.org

ব'সে ব'সে—'অথবা মালু, লক্ষ্মীটি, একটা বউ বানিয়ে দে না, পার্থ খেলবে—' জবাবে মালতী বিরক্ত হাতে ঠেলে দেয় সেসব। চোখ কুঁচকে অন্য দিকে তাকিয়ে থাকে।

বেশির ভাগ সময়েই কোনো-না-কোনো ভাইবোন আশেপাশে থাকেই। কিন্তু যখন নির্জন হয়, অতসী হঠাৎ লক্ষ ক'রে দেখেছে, দু হাতে পায়ের এলোপাথাড়ি কিল মেরে-মেরে ও কাঁদে নিঃশব্দে। কারো সাড়া পেলেই চোখ মুছে সামলে বসে। নিজের দুঃখ ব্যক্ত করায় ওরও ঠিক অতসীর মতোই লজ্জা।

অতসী সাগ্রহে বোনের কাছে এসে ব'সে প'ড়ে বললো, 'কিছু বলছিস?'

'এক গ্লাস জল দেবে?'

'এখুনি আনছি।'

অতসী ঘরের কোণে কুঁজো থেকে জল গড়িয়ে আনলো।

'দিদি।'

'বল।'

'সংসারটা কি শুধু তোমার?'

'এ-কথা বলছিস কেন?'

'সব দায়-দায়িত্বই কি তোমার?'

'আমি তো বড়ো।'

'চম্পাকে তুমি কিছু বলতে পারো না।'

অতসী চুপ ক'রে রইলো।

'সব কাজ কি একলা তোমাকেই করতে হবে?'

'আমি চম্পাকে বকবো ঠিক করেছি। ও সত্যি একটু বাড়াবাড়ি শুরু করেছে।'

'একটু নয়, বেশ।'

'আস্তে বল, মা শুনলে কষ্ট পাবেন।'

'কষ্ট, কষ্ট, কষ্ট! উঃ, এ ছাড়া কি জগতে আর কিছু নেই?'

অতসী বোনের পিঠে হাত রাখলো। সঙ্গে-সঙ্গে মালতী গলা জড়িয়ে ধরলো তার, মুখ গুঁজে-গুঁজে ফুঁপিয়ে উঠলো কান্নায়।

'কী হ'লো? মালু, লক্ষ্মী সোনা, মালু—ব্যস্ত হ'য়ে অতসী তার মুখটা তুলে ধরতে চেষ্টা করলো।

বুকের মধ্যে মুখ ঘষতে-ঘষতে মালতী চাপা বিকৃত গলায় বললো, 'আর আমি ভালো হবো না, দিদি। আর আমি ভালো হবো না। আমি চিরদিনের মতো পঙ্গু হ'য়ে রইলাম।'

জল-ভরা চোখে হেসে অতসী বললো, 'ও কি ছেলেমানুষের মতো কথা! কে বললো ভালো হবি না? তোর পা তো আগের চেয়ে কতো সবল হয়েছে।'

'না—না—না'।

'দূর বোকা। শোন মালু—'

'না—না—'

BanglaBook.org

'শোন, দু-দিন তো ভালো ক'রে মালিশ করা হয়নি, তাই হয়তো আজ একটু খারাপ লাগছে তোর। দাঁড়া, আমি এখুনি একবার মাসাজ করছি। দেখবি অনেক সহজ লাগবে নড়াচড়া করতে, দাঁড়া—'

অতসী ওষুধ আনতে উঠে যাচ্ছিলো, কী নিয়ে দুষ্টুমি করতে করতে শিবাজী আর কৃষ্ণ হুড়মুড়িয়ে ঘরে ঢুকে হুটোপাটি করতে লাগলো, হঠাৎ চামেলি এসে দুম ক'রে দু-জনের পিঠে দুটো কিল মেরে আবার ফিরে গেলো বারান্দায়। অর্জুন অর্জুনের লক্ষ্যভেদের মতোই একাগ্র হ'য়ে চেঁচিয়ে ইতিহাস পড়ছিলো। খুট ক'রে বাঁশের গেট খুলে এতোক্ষণে বাড়ি ঢুকলো চম্পা।

মালতীর কান্না দেখতে কেউ অভ্যস্ত নয়। হুটোপাটি করতে করতে চামেলির হাতে কিল খাবার আগেই শিবাজী আর কৃষ্ণ থমকে দাঁড়িয়েছিলো। ভায়েদের শাসন ক'রে বারান্দায় গিয়েই ফিরে এসেছিলো চামেলি, চম্পাও এসে দাঁড়িয়ে গেলো। ওদিকে তক্তপোশ থেকে বড়ো-বড়ো চোখ মেলে মেয়ের কান্নার দিকে তাকিয়ে লক্ষ্মীও উচ্ছ্বসিত কান্নায় ভেঙে পড়লেন। আর সেই সময়ে গগনবাবুও এসে দরজায় দাঁড়ালেন। অনেকক্ষণ চুপ ক'রে তাকিয়ে রইলেন। তাঁর তাকিয়ে থাকার ধরন দেখে মনে হ'লো যেন মাত্রই একজন আগন্তুক তিনি, যেন এই দৃশ্যের সঙ্গে, পারিবারিক এই ঘটনার সঙ্গে কোনো যোগ নেই তাঁর। অকস্মাৎ এসে পড়েছেন ব'লেই দর্শক হ'তে হ'লো। ঠিক তেমনি ভঙ্গিতে আবার পিছন ফিরলেন তিনি। একজন তৃতীয় ব্যক্তির মতোই নিঃশব্দে স'রে গেলেন এদের এই ব্যক্তিগত সুখ-দুঃখের অভিব্যক্তি এড়িয়ে।

বারান্দা থেকে উঠোনে নেমে গেট পেরিয়ে আবার বেরিয়ে গেলেন। বোঝা গেলো তাঁর সহ্যশক্তি এখন সীমান্তে, আর তিনি পারছেন না। নইলে—অতসী মনে-মনে ভাবলো—বাবা এসে দাঁড়ালেও কি কখনো বাড়ির হাওয়া এমন মলিন থাকে? এমন বিবর্ণ?

গগনবাবুর পরিবর্তনটা কেবলমাত্র অতসীর চোখেই নয়, ভাইবোন প্রত্যেকের কাছেই এখন অত্যন্ত প্রকট। বাবার একান্ত আদুরে অর্জুন পর্যন্ত বাবাকে দেখলে কেমন চুপ হ'য়ে যায়, গোলমাল করতে ভয় পায়, কাছে আসে না। আগে বাবার ঘাড়ে-পিঠে না চ'ড়ে দিন যেতো না। এখন পালিয়ে বেড়ায়।

অথচ হঠাৎ যে কী হ'লো তা-ও কেউ ভেবে উঠতে পারছে না। এই দারিদ্র্য তাদের নতুন নয়, লক্ষ্মীর এই অবস্থা আজকের নয়, মালতীর পা ভেঙেছে দু মাস আগে পার্থ প্রায় একবছর ভুগছে। অন্যান্য ছেলেপুলে বিষয়েও মন খারাপ করবার বিশেষ কোনো কারণ ঘটেনি। ওদের দোষ-গুণ ত্রুটি, দুষ্টুমি অথবা অসুস্থতা অথবা পড়াশুনো বন্ধ হ'য়ে যাওয়া, সবই তো পুরনো। তবে? তবে কী?

BanglaBook.org

ভেবে ভেবে এই পরিবর্তনের নির্দিষ্ট কোনো কারণ বার করতে না পারলেও একটা নির্দিষ্ট দিন মনে পড়েছে অতসীর। সেদিন সোমবার ছিলো। বাবা বিকেলে ঘুরে-ঘুরে গাছে জল দিচ্ছিলেন, অতসী চা ঠাণ্ডা হ'য়ে যাচ্ছে ব'লে বকাবকি করছিলো বারান্দায় দাঁড়িয়ে। কে যেন ডাকলো। বাবা এগিয়ে গেলেন, সে ঘরে ফিরে এলো। তারপর কিছু না ব'লেই যে কখন বেরিয়ে গেছেন, টের পায়নি সে। অমন যান। না ব'লে ক'য়ে কী ভেবে হঠাৎ হঠাৎ এরকম বেরিয়ে যাবার অভ্যাস আছে গগনবাবুর, তাই কিছু মনে হয়নি অতসীর। যখন ফিরে এলেন, এলেন অনেক দেরিতে। স্বভাবত এতো দেরি তিনি কখনো করেন না। করলেও ব'লে বেরোন। সেদিন দেরি ক'রে এসে প্রথমে খেতে চাইলেন না, খেতে ব'সেও না খেয়ে উঠে পড়লেন। কারো সঙ্গে একটি কথা বলেননি, এমনকি, মার সঙ্গেও না। এমনকি, পার্থ-র কথাও জিজ্ঞেস করলেন না একবার। ব্যস্ত হ'য়ে সে বলেছিলো, 'বাবা, তোমার কী হয়েছে?' কেমন চমকে উঠলেন। হঠাৎ মনে হ'লো কী যেন লুকোতে চাইছেন। কী? তবে কী বাবার এমন কোনো অসুখ করলো, যা তিনি বলতে পারছেন না। গরিবের ঘরে সহজেই ফুসফুস আক্রান্ত হয়। বাবার কি তাই হ'লো? এসবই মনে হয়েছিলো তখন অতসীর। পরে বুঝেছে তার বাবার স্বাস্থ্য এখনো লোহার মতো।

কেউ কি তবে অপমান করেছে? কারো কাছ থেকে ধার এনে তারপর শোধ দিতে পারেননি ব'লে কি কেউ গালাগালি করেছে? নাকি দাশ ফার্মেসিতে ওষুধ আনতে গিয়ে কটু কথা শুনে এসেছেন? মনের মধ্যে কারণ হাতড়ে হাতড়ে অতসী হিমশিম খেতে লাগলো।

অথচ এই সেদিনও কতো হইচই করলেন তিনি। সেদিন বাইশ বছর পূর্ণ হ'লো অতসীর। বাবার আর আনন্দ ধরে না। অথচ তার দু-চার মাস আগেই ইস্কুলের চাকরিটা গেছে, অর্ধাশন প্রায় অনশনে ঠেকেছে। তাতে কী। বাবার মেজাজই আলাদা। শূন্য হাতেই কতো আহ্লাদ বিলোলেন। ফুল নিয়ে এলেন কোথা থেকে, সাজিয়ে রাখলেন ঘরে, নিজে হাতে মার বিছানা পরিষ্কার ক'রে দিলেন, একজোড়া রবারের স্যান্ডেল কিনে এনে দিলেন অতসীকে। দিদির জন্মদিনে অন্য বাচ্চাদের নিয়ে ঝাঁপাতে গেলেন গল্‌ফ ক্লাবের বাঁধানো পুকুরে। আসবার পথে এক কুকুরছানা ধ'রে নিয়ে এলেন, 'ওতুন, ওতুন' কী চিৎকার। সঙ্গে-সঙ্গে ভাইবোনেরা। বাড়িতে একেবারে শোরগোল প'ড়ে গেলো। উদাত্ত কণ্ঠে গান ধরলেন,

'হে নতুন, দেখা দিক আরবার
জন্মের প্রথম শুভক্ষণ।'

তারপর সেই কুকুরছানা নিয়ে কী কাণ্ড! কেউ খেতে দেয়, কেউ কোলে নেয়, কেউ কোথা থেকে এক ভাঙা চুপড়ি নিয়ে এলো শোবার জন্য। পার্থটা তখনো এতোটা মেতিয়ে যায়নি, একটা শাড়ির পাড় নিয়ে এসে গলায় বেঁধে দিয়ে 'আমার কুকুর, আমার কুকুর' ব'লে চেঁচাতে লাগলো। বাবা বললেন, 'এটা দিদির জন্মদিনের উপহার, ওর নাম হবে জাতক। কেমন?'

দিদির সঙ্গে পার্থর হিংসে নেই, দিদি আর সে অভিন্ন, তাই এক বাক্যেই রাজি। শুধু

BanglaBook.org

অল্প একটু দখল রাখলো এই ব'লে যে, 'আমার বেশি, দিদির কম।'

'নিশ্চয়ই। নিশ্চয়ই।' বাবাও একবাক্যে রাজি। মা ও-ঘর থেকে বিছানায় ঝুঁকে প'ড়ে বললেন, 'আন তো দেখি বাচ্চাটা এখানে। বেশ মিষ্টি তো দেখতে? বা, সুন্দর তো মুখটা।'

মালতী ভালো ছিলো তখন, দৌড়ে গিয়ে এক-খাবলা ভাত নিয়ে এলো, সর্দারণীর মতো বললো, 'নে, সর তোরা, যা দেখছি বাচ্চাটাকে চটকে-চটকেই মেরে ফেলবি। খেয়ে এখন ঘুমুতে দে।'

বাবা বললেন, 'ঠিক আছে, মায়ের তো সংসার ক'রে সময় হবে না যত্ন করবার, বড়ো মাসিই খাইয়ে-দাইয়ে ঘুম পাড়িয়ে মানুষ করবে'খন।

কথাটা শুনে মা কেমন ক'রে বাবার দিকে তাকালেন। দুপুরে নিজেদের নিভৃত মনে ক'রে ব্যথিত গলায় বললেন, 'তুমি যখন মা মাসি এইসব বলছিলে আমার খুব কষ্ট হচ্ছিলো।'

বাবা বললেন, 'কেন?'

মা বললেন, 'আহা, এ-কথা তো অতসীর উপর সত্যিই হ'তে পারতো? আগের দিন থাকলে কতো ধুম ক'রে ওর বিয়ে দিতুম, হয়তো এ বয়সে সত্যি ও মা হ'তো। আর এখন? খেটে-খেটে শুধু হাড় কালি।'

বারান্দায় ব'সে বাবার জবাবটা শুনতে পায়নি অতসী। কিন্তু মার ছেলেমানুষী কষ্ট দেখে একটু হেসেছিলো।

কান্না ভুলে মুখ তুলে তাকালো মালতী, 'বাবার কী হয়েছে, দিদি?'

অতসীর চিন্তার সূত্র ছিঁড়ে গেলো, নিশ্বাস ফেলে বললো, 'নিশ্চয়ই মন ভালো নেই।'

'মন তো কবে থেকেই ভালো নেই, নতুন ক'রে কী হ'লো বলো না।'

'জানি না।'

'হ্যাঁ, তুমি জানো।'

'না রে—'

'বাবা সব তোমাকে বলেন।'

'এ-কথাটা বলেননি।'

'তুমি লক্ষ করছো না?

'কেন করবো না।'

'দিদি—'

'কী?'

'আমার কী মনে হয় জানো? আমার জন্যেই বাবা—' আবার কান্না এসে গেলো মালতীর—'আমার জন্যেই বাবার নতুন কষ্ট। নিশ্চয়ই কোনো ডাক্তারের সঙ্গে কথা ব'লে জেনেছেন আমি এরকমই পঙ্গু হ'য়ে থাকবো সারা জীবন। আর আমি কোনোদিন হাঁটতে পারবো না, চলতে পারবো না, শুধু ব'সে ব'সে খাবো। আর সেই জন্যেই বাবা—দিদি,

BanglaBook.org

আমাকে বিষ দাও, আমাকে বিষ খাইয়ে মেরে ফ্যালো তার চেয়ে।'

উচ্ছ্বসিত কান্নার আবেগে কেঁপে কেঁপে উঠতে লাগলো মালতী। অতসী চুপ। মা কাতর স্বরে বলতে লাগলেন, 'মালু, মা আমার, চুপ কর, চুপ কর।'

একালে ন'টি ভাইবোনের মধ্যে কে যে কার চেয়ে বেশি সুন্দর ছিলো লক্ষ না করলে ঠিক করতে পারতো না কেউ। ঢাকা থাকতে প্রতিবেশীদের মধ্যে এটা একটা বলবার মতো বিষয় ছিলো। হালদারগুষ্টি না ব'লে, তারা বলতো গন্ধর্বের গুষ্টি। মা, ঠাকুমা, ঠাকুর্দা, বাবা, ছেলেমেয়েরা, প্রত্যেকের দিকে তাকিয়ে এই উপমাটাই মনে আসতো সহজে।

লক্ষ্মী যখন বউ হ'য়ে এলেন, আলো ক'রে যেন সত্যিই লক্ষ্মী প্রতিমা ঘরে এলেন। কী নরম, কী পেলব। যেমন স্বভাব তেমনি রূপ। রং একেবারে দুধে-আলতায়। অতসীর ঠাকুর্দা বিনয়েন্দ্র হালদার দেশে-দেশে ঘটকী পাঠিয়ে এই মেয়েকে ঘরে তুলেছিলেন। তিনি টাকাকড়ি চাননি, পারিবারিক প্রথামতো বংশমর্যাদা দেখেননি, শুধু দেখেছিলেন রূপ। অবিশ্যি বিনয়েন্দ্র হালদারের বাবা দিগিন্দ্র হালদারও এই ছোটোপুত্রের জন্য রূপবতী কন্যাই বেছে এনেছিলেন। অতসীর ঠাকুমাকে গ্রামের লোকেরা মেমসাহেব বলতো। বলতো, নিশ্চয়ই বংশে কেউ অসতী ছিলো, গায়ে পর্তুগিজের রক্ত আছে। নইলে এমন হলদে হয় কখনো? এরকম মেম-গড়ন হয়? একটু রোগা না, মোটা না, বেঁটে না, ঢ্যাঙা না,—আর কী কুচকুচে ঢেউ-ঢেউ চুল। তারই মধ্যে আবার একটু কাঠ-কাঠ ভাব— যেমন মেমদের থাকে।

কিন্তু অতসী যখন জন্মালো, মনে হ'লো তার মা আর ঠাকুমার উৎকৃষ্ট অংশগুলো যেন নিংড়ে নিয়ে বেরিয়ে এসেছে। ঠাকুমার সেই হলদে রঙের আলো, ছিপছিপে গড়ন, কুচকুচে চুল আর মায়ের মুখের লালিত্য, ননির মতো হাত-পা, চলন-বলনের স্নিগ্ধতা— সব মিলিয়ে সত্যি একেবারে দেখবার মতো মেয়ে।

আপাতদৃষ্টিতে প্রত্যেকটি ভাইবোনকেই সমান সুন্দর মনে হ'লেও অতসীর দিকে ভালো ক'রে তাকালে অন্য সবাই ম্লান হ'য়ে যেতো।

কিন্তু সবই অতীতের কথা। মাত্র সাত-আট বছর আগেকার দিনগুলোই এখন তাদের কাছে ইতিহাসের ছেঁড়া পাতা। যেন হাজার-হাজার বছরের চাকা চলে গেছে তার উপর দিয়ে। এখন বিছানায় লেগে-যাওয়া লক্ষ্মীর কঙ্কালকে দেখলে সেই অতীত আর কেউ খুঁজে পাবে না। মালতী চম্পা চামেলি, সবাই এখন সুন্দর-অসুন্দরে অতীত। অর্ধাশনে, অনশনে ওরা সব খোলস-ছাড়া সাপ। ছেলেগুলোকে একেবারেই রাস্তার ছেলে ব'লে মনে হয়। পোশাক-আশাকে তো নয়ই, ধরন-ধারণেও আর কোনো আভিজাত্য নেই। একমাত্র অতসী, অতসীকেই শুধু এতো বড়ো ঝড়েও এতোটুকু হেলাতে পারেনি। তার রূপের জৌলুসে এতোটুকু ভাঁটা পড়েনি কোথাও। যেন পারিবারিক সৌন্দর্যের ঐতিহ্যকে একাই বহন ক'রে যাবে সে, এই তার পণ।

BanglaBook.org

নন্দপুকুরের বিখ্যাত হালদার-বংশের প্রতিনিধি এরা। এই হালদারদের সারা বিক্রমপুর পরগনায় কে না চিনতো? কে না জানতো? তাদের রূপের খ্যাতি দিক্‌বিদিকে। রূপ আর রূপা। দুই-ই সমান সমান। একটি মজার ইতিহাস আছে এই পরিবারের। শোনা যায় গগনবাবুর ঠাকুর্দার বিধবা ঠাকুমা স্বপ্নে বিত্ত পেয়েছিলেন।

নেহাত বলতে গেলে নিত্য ভিক্ষা তনুরক্ষা। দুঃসময়ে পড়েছিলেন মহিলা। স্বামী ছিলেন টোলের পণ্ডিত, এদিকে বছর-বছর একটি ক'রে সন্তানের জন্ম হচ্ছে। তার উপরে বলা নেই কওয়া নেই সবাইকে ভাসিয়ে দিয়ে স্বামীটি হঠাৎ একদিন স্বর্গলাভ করলেন। কোনো-এক অন্ধকার রাত্রে বাড়ি ফেরার পথে সাপের মাথায় পা পড়ছিলো ভদ্রলোকের। সেই ঠাকুমা মহিলার দেওর-ভাশুর ছিলো বটে, কিন্তু তারাও তো গরিব। কী কাজ পেয়ে ভাশুর উঠে গেছেন পাশের গাঁয়ে, দেওরও চেষ্টায় আছে ; তিনকুঠির জমিদারেরা সেবায়েত খুঁজছেন দৈনিক কালীপুজোর জন্য, থাকা-খাওয়া বাদে মাসিক মাইনেও আছে কিছু পরিবার-প্রতিপালন বাবদ। হাঁটাহাঁটি করছে সেজন্য। এবং শিগগিরই চলেও গেলো। ব'লে গেলো, 'যা পারি পাঠাবো।'

তার পরিবার ছোটো, অনেক মাদুলি-কবচ ধারণ ক'রে একটি মাত্র ছেলে। বউকে আর ছেলেকে নিজের সঙ্গেই নিয়ে গেলো, রাতকানা বৃদ্ধা মা প'ড়ে রইলেন অসহায় বিধবা বউ আর নাতিপুতি আগলাতে।

ধান ভেনে, চিঁড়ে কুটে পারবে উৎসবে বড়লোকের বাড়ি-বাড়ি রান্না রেঁধে অর্ধাশনে দিন কাটতে লাগলো শাশুড়ি-বউয়ের। অর্ধাশন বলাও হয়তো ঠিক হ'লো না। কেননা, কিছুদিনের মধ্যেই শাশুড়ী যখন অথর্ব হ'য়ে পড়লেন তখন তাঁর একার কাজে এতগুলো ক্ষুধার্ত মুখ কোনোমতেই আর ভ'রে উঠতে চাইতো না। দিনগত পাপক্ষয়। প্রতিদিনের খাদ্য প্রতিদিন সংগ্রহ। অসুখ-বিসুখ, ইচ্ছা-অনিচ্ছা সব বলি হ'য়ে গেলো তার কাছে। কখনো-কখনো পুকুরঘাটে গিয়ে স্নান করতে নেমে ভরাকলসী গলায় বেঁধে তাঁর ডুবে মরতে ইচ্ছা করতো। তাও পারতেন না। এতোগুলো প্রাণের দায় একা তাঁর, কার কাছে রেখে যাবেন? দেওর-ভাশুর দুজনেই বলেছিলেন বটে 'যা পারি পাঠাবো', দু-এক বছরের মধ্যে সে-কথা ভুলে গেছেন তারা। এমন-কি, বৃদ্ধা মাকে একটা পোস্টকার্ড দিয়েও খবর নেন না ; ভয়, পাছে এসে উপস্থিত হন। তার মধ্যেই যিনি দেওর তিনি তো একেবারেই দূর হ'য়ে গেছেন, তিনি যে কোথা থেকে কোথায় গিয়ে রোজগারের ধান্দায় খুঁটি গেড়েছেন তাও তাঁরা জানতেন না।

মরবার সময় বুড়ি শাশুড়ি বললেন, 'পেটে ধরলেই কি সন্তান সন্তান হয়? এই তো তার নমুনা। পরের মেয়ে তুমি, তুমিই আমাকে দাসীবৃত্তি করে খাওয়াচ্ছো! যদি চন্দ্র সূর্য সত্যি হয়, যদি ঈশ্বর ব'লে কেউ থেকে থাকেন, যদি আমি জীবনে কোনো পাপ না ক'রে থাকি তবে তুমি এর ফললাভ করবে। আমি আশীর্বাদ ক'রে যাচ্ছি, ঠাকুর যেন তোমার সব দুঃখের নিরসন করেন।'

BanglaBook.org

বউ মায়ের বুকে মেয়ের মতো ক'রেই আছড়ে প'ড়ে কাঁদতে লাগলো, চোখের জলে বুক ভাসিয়ে বলতে লাগলো, 'মা গো, তুমি আমার একমাত্র আশ্রয়, তুমিও চলে যাচ্ছে?'

শাশুড়ির গলায় ঘড়ঘড় উঠলো, কাঁপিয়ে-কাঁপিয়ে হাতটা বউয়ের মাথার উপর রেখে তিনি মারা গেলেন।

দেওরের ঠিকানা জানতেন না ভদ্রমহিলা, নিজে লিখতে-পড়তে জানতেন না, অন্য কাউকে দিয়ে ভাশুরের কাছে খবরটা পাঠালেন, ভাশুর পাঁচটি টাকা পাঠিয়ে কর্তব্য সম্পাদন করলেন।

শ্রাদ্ধশান্তি চুকে যাওয়ার ঠিক এক মাসের মাথায় একদিন উঠোন ঝাঁট দিতে গিয়ে ছোট্ট একটি পাথরের গোপাল কুড়িয়ে পেলেন তিনি। কুচকুচে কালো পাথরের একটি নাদুসনুদুস মূর্তি। হাতে তুলে ঝেড়ে-ঝুড়ে আঁচলে বেঁধে নিয়ে কাজ সারলেন। ভাবলেন ছেলেমেয়েদের খেলতে দেবেন। কিন্তু ঘরে এসে তুলে রাখলেন কুলুঙ্গিতে। হাজার হোক, ঠাকুরের মূর্তি তো, পায়েটায়ে লাগবে শেষে, এই ভেবে আর দিলেন না ওদের। তাছাড়া ভারি মমতা হ'লো, ওদের দিলে ভেঙে ফেলতে কতোক্ষণ?

দিনকয়েক পরে স্বপ্ন দেখলেন, সেই ঠাকুর 'মা-মা' ব'লে ডাকছে তাঁকে। নেমে এসেছে কুলুঙ্গি থেকে, মিষ্টি মুখখানা একেবারে শুকিয়ে গেছে, চোখে জল। আহা রে। 'ষাট-ষাট' ব'লে তিনি একেবারে বুকে তুলে নিলেন, চোখ মুছিয়ে দিলেন, সে কেঁদে-কেঁদে বললো, 'আমাকে খেতে দিস না কেন? ওরা খায়, আমার খিদে পায় না?'

স্বপ্নের মধ্যে তিনিও কেঁদে ভাসালেন, ভেবে পেলেন না কী খেতে দেবেন। কী সম্বল আছে তাঁর ? ছোটো-ছোটো কালো পাথরের ঠাণ্ডা হাতে ঠাকুর তাঁর চোখ মুছিয়ে দিয়ে হাসিমুখে বললেন, 'তোদের রান্নাঘরের পিছনে যে ছাইয়ের গাদায় কচুবন হয়েছে তার তলায় খুঁড়ে দেখিস কতো খাবার আছে।'

'কী? কোথায়?' বিড়বিড় করতে-করতে ঘুম ভেঙে গেলো তাঁর। ঘরটা যেন সুগন্ধে ভরা। বুকটা যেন শান্তিতে শীতল। কী যে ভালো লাগলো। লাফ দিয়ে উঠে অন্ধকারে হাতড়ে-হাতড়ে তিনি কুলুঙ্গি থেকে ভুলে থাকা গোপালমূর্তিটা তুলে নিয়ে এলেন, গন্ধকের কাঠি জ্বেলে একপলকে দেখতে লাগলেন।

ভোর হ'য়ে এসেছে, কিন্তু অন্ধকার তখনো গাঢ়, তারই মধ্যে তাড়াতাড়ি গামছা নিয়ে স্নান করতে এলেন ঘাটে। একা-একা, কেমন ছমছম করছিলো, মনে হচ্ছিলো, বড়ো ছেলেটাকে ডেকে সঙ্গে নেন। কী ভেবে নিলেন না।

স্নান ক'রে ফিরে এসে পুজোর বাসন থেকে একখানা পাথরের বেকাবি আর একটা পিতলের গ্লাস বার ক'রে মেজে ঘ'সে জল দিলেন, চিনি দিলেন, নমস্কার করতে-করতে বললেন, 'ঠাকুর অপরাধ নিও না, আমি বড়ো দুঃখী।'

তারপর তিনি বাইরে এসে দাঁড়ালেন। কী সুন্দর স্বপ্ন। ভেবে-মনে বললেন, 'এমন স্বপ্ন কি মানুষ সহজে দ্যাখে? এই স্বপ্ন শাশুড়ির আশীর্বাদের ফল। পরলোক থেকেও তিনি রক্ষা করছেন আমাকে।'

BanglaBook.org

আস্তে-আস্তে অন্ধকার পাতলা হ'য়ে এলো, পুব দিকে মুখ ক'রে ভক্তিভরে তিনি প্রণাম করলেন সূর্যদেবকে, তারপর গোবরের ছড়া দিতে লাগলেন উঠোনে। ছড়া দিতে দিতে রান্নাঘরের পিছনে এসে হঠাৎ তিনি থমকে দাঁড়ালেন। ছাইয়ের গাদার উপরে নিজে থেকে গজিয়ে-ওঠা সতেজ কচুগাছগুলো মাথা নাড়ছে ভোরের হাওয়ায়। স্বপ্নটা মনে প'ড়ে গেলো। এতোক্ষণ তিনি যে স্বপ্নের কথা ভেবেছেন, তা এই ছাইয়ের গাদা নয়, এই কচুবন নয়, ঠাকুর যে চোখে জল নিয়ে খেতে চেয়েছেন, তাঁর কাছে সেই ছবিটাই বুকের ভিতরে সোনা হ'য়ে জ্বলছিলো। এখন মনে পড়লো স্বপ্ন তাঁর আরো বিস্তৃত। এবং সেই ছবিতে এই ছাইয়ের গাদা আর এই কচুবনও আছে ঠাকুরের সঙ্গে সঙ্গে।

দাঁড়িয়ে রইলেন চুপ করে। দেখতে লাগলেন তাকিয়ে-তাকিয়ে। কবে থেকে যে এখানে ছাই ফেলা হয়, তার ঠিক-ঠিকানা নেই। বউ হ'য়ে এসে থেকেই এই দেখছেন। একেবারে পাহাড় হ'য়ে উঠেছে একটা। কী স্বপ্ন দেখলাম আমি? আমার গোপাল আমাকে কী ব'লে দিলেন? এই ছাইয়ের গাদার তলায় আমাদের ক্ষুধার অন্ন লুকোনো আছে? কী আশ্চর্য!

গোবরছড়ার হাঁড়িটা হাতেই রইলো।, তিনি অনেকক্ষণ পর্যন্ত আর নড়তে পারলেন না সেখান থেকে। মন থেকে কিছুতেই মুছে ফেলতে পারলেন না স্বপ্নটা।

বেলা বাড়লে, হাতের কাজ সাঙ্গ হ'লে, ছেলেদের ইস্কুলে পাঠশালায় পাঠিয়ে, মেয়েদের সঙ্গে নিয়ে হাতে-হাতে পরিষ্কার ক'রে ফেললেন জায়গাটা। বড়ো মেয়ে বললো, 'মা, কচুশাকগুলো সবই তুলে ফেললে। আমার তো ঐ দিয়েই রোজ ভাত খাই।'

তা সত্যি। এই কচুবন আছে ব'লেই ভাতের সঙ্গে তবু একটা পদ রান্না করতে পারেন। হয়তো ঠাকুর তাই বলেছেন। হয়তো কচুশাকের নিরিমিষ ঘণ্ট খাবার ইচ্ছা হয়েছে গোপালের। আমাদের প্রতিদিনের জীবনে এই তো আসল খাদ্য। কিন্তু না। 'খুঁড়ে দেখিস' কথাটাও তো তিনি শুনেছেন স্বপ্নে। খুঁড়ে কী দেখবেন?

মেয়ের কথায় একটু থমমত খেয়ে গেলেও হাত থামালেন না, মৃদু গলায় বললেন, 'না রে বড়ো জঙ্গল হ'য়ে যাচ্ছে, কোথায় সাপ-খোপ লুকিয়ে থাকবে—'

মেজো মেয়ে বললো, 'হ্যাঁ মা, ঠিক কথা। এবার এখানে আমরা লাউবিচি পুঁতবো।'

দেখতে দেখতে পরিষ্কার হ'য়ে গেলো জায়গাটা। বেশ ভালো লাগলো দেখতে। সুন্দর, ফাঁকা, ছিছাম। ছেলেরা পড়াশোনা থেকে ফিরে এসে একটু দেরি ক'রে খায়। একেবারে রাত্তিরের খাওয়াটাই সেরে নেয়। মাঝখানের সময়টুকুতে তারা ঐ ছাইয়ের গাদার কাছেই কাটালো। অনেকদিন ধ'রে জঙ্গল বাড়ছিলো ওখানে, সব উপড়ে দিয়ে খুব ভালো করেছে মা, খুব খুশি হ'লো তারা। এখন এই ছাইয়ের গাদার কাছেই খেলতে পারবে, বাড়ির মধ্যে এই জায়গাটাই সবচেয়ে প্রশস্ত।

রাত হ'তে দেরি আছে তো ছেলেমেয়েদের ঘুমুতে দেরি নেই। পেটে দানা প'ড়লো কি ঢুলতে লাগলো বই কোলে নিয়ে। তা হোক, রাত্তিরে না পড়াই ভালো, না জেগে-থাকাই ভালো। যতো তাড়াতাড়ি শোবে, ততো তাড়াতাড়ি উঠবে, ততো তাড়াতাড়ি ধরতে পারবে সূর্যদেবকে, আলোর প্রথম ফোঁটা থেকে শেষ ফোঁটাটি পর্যন্ত কাজে লাগাতে

BanglaBook.org

পারবে। সূর্যের আলোর কাছে কি অন্য আলো? আর সেই আলো জ্বলাতে তো পয়সাও লাগে? অতএব—

অতএব ছেলেমেয়েরা ঘুমিয়ে পড়লে, রাত আরো একটু ভারী হ'লে, যেন কিসের তাড়নায় উঠে বসলেন তিনি। সন্তর্পণে দরজা খুলে বাইরে এলেন, চারদিকে সতর্ক দৃষ্টি ফেলে-ফেলে নামলেন উঠোনে। এলেন রান্নাঘরের পিছনে, একেবারে ছাইয়ের গাদার পাশে। আবার ঘরে ফিরে গেলেন, একটা হাত-দা নিয়ে এলেন, তারপর এক কোণ থেকে ধীরে-ধীরে খুঁড়তে লাগলেন জায়গাটা। যে-কোণটা জুড়ে কচুগাছগুলো বেড়ে উঠছিলো, সেই কোণটাই নিলেন তিনি।

কতোক্ষণ ধ'রে যে খুঁড়েছিলেন খেয়াল নেই। কাজটা আরম্ভ ক'রে যেন নেশায় পেয়ে গিয়েছিলো। নইলে এই অন্ধকার রাত্রে ঘরের বাসরে বসে একা-একা এতোক্ষণ কাটানো কোনোরকমেই সম্ভব ছিলো না তাঁর পক্ষে। গ্রামের রাত সহজেই নিযুতি হ'য়ে ওঠে, যে-মানুষেরা নিশাচর-বৃত্তি ক'রে বেড়ায় অন্যান্য জন্তু-জানোয়ার শ্বাপদের মতো এই সময়টাই তাদের সময়। ভয় করে বইকি। কিন্তু এমন একটা হাস্যকর প্রচেষ্টা অন্য লোকের চোখের সামনে ব'সেও করা যায় না। ছাইয়ের গাদা খুঁড়ে সত্যিই তো কিছু পাবার নেই তাঁর। তবু যে তিনি বিকারের রোগীর মতো ঘুরে-ঘুরে এখানেই এসে উপস্থিত হচ্ছেন, বন-জঙ্গল সাফ ক'রে খোঁড়াখুঁড়ি আরম্ভ করেছেন, এর সাক্ষী একান্ত তিনিই থাকুন। কোনো কৈফিয়তের তলায় আর থাকতে হবে না, জবাবদিহিও নেই কারো কাছে। কারো সন্দেহ উদ্রেক করাও অনভিপ্রেত।

একটা সময় ক্লান্ত বোধ করলেন তিনি। আকাশের দিকে তাকিয়ে রাত কতোটা গভীর হ'লো অনুমান করতে চেষ্টা করলেন। তারপর হতাশ হৃদয়ে উঠে দাঁড়ালেন। সামনেই পুকুর, ঘাটে গিয়ে হাত পা মুখ সব ভালো ক'রে ধুলেন, ঘরে গিয়ে কাপড় ছেড়ে শুয়ে পড়লেন।

হায় আশা, মনে-মনে ভাবলেন, কী দুর্মর। সামান্য একটা স্বপ্নের নির্দেশকেও মনে হয় যেন নির্ঘোষ। কিছুতেই ভোলা যায় না, মুছে ফেলা যায় না। ঠাকুর কাঙালকে তুমি লুব্ধ কোরো না, আমার যে কতো কষ্ট, তা তো তুমি জানো? চোখ বুজে তিনি ঘুমের চেষ্টা করতে লাগলেন। তারপর ঘুমিয়েও পড়লেন একসময়ে।

সূর্যোদয়ের সঙ্গে-সঙ্গে ওটা আবাল্যের অভ্যাস। অন্ধকার থাকতে গোবরছড়া দিয়ে উঠোন ঝাঁট দেন, দাওয়া লেপেন, বাসী কাপড় কাচেন, রাত্রিবেলাকার ভিজিয়ে রাখা সকড়ি বাসন মাজেন, এইসব করতে-করতে তবে আলো ফোটে ভালো ক'রে। তখন ডেকে তোলেন ছেলে-মেয়েদের।

সেদিনও তার ব্যতিক্রম হ'লো না। উঠে পড়লেন বিছানা ছেড়ে, কিন্তু গোবরের হাঁড়ি হাতে নিলেন না, খুঁজে পেতে কোথা থেকে একটা লোহার শিক বার ক'রে আনলেন। হাত-দায়ের চেয়ে শিক দিয়ে খুঁড়তেই সুবিধে বেশি। চাড় দিলে অনেকটা ছাই একসঙ্গে উপড়ে আসবে।

BanglaBook.org

আবার তিনি সেখানে গিয়ে খুঁড়তে লাগলেন প্রাণপণে। কাল অতো রাত্রে আসলে ভয়-ভয় করছিলো, নইলে সমস্ত পরিশ্রম অগ্রাহ্য ক'রে হয়তো সারারাতই এই কাজ চালাতেন, সমস্ত ছাইয়ের গাদা তোলপাড় ক'রে ফেলতেন। এখন আর ভয় নেই, এখন চোর তস্কর গৃহস্থ সবাই ঘুমে অচেতন, শ্বাপদেরাও সাবধান হ'য়ে পড়েছে সূর্যালোকের ভয়ে। এই সময়। উৎকৃষ্ট সময়। মনে-মনে তিনি গোপালকে স্মরণ করলেন, তারপর একের পর এক ছাইয়ের চাঙড়া তুলে-তুলে ছিটকে দিতে লাগলেন এদিক-ওদিক। আর তারপর, আকাশ যখন একটু ফর্সা হয়ে এলো, বুকের ভিতরটা যেন একটা দমক মেরে থেকে গেলো। ওটা কী? ওটা কী?

দ্রুত হাতে আলগা-করা ছাইগুলো সরিয়ে স্পষ্ট দেখতে পেলেন একটা পিতলের কলসীর ঢাকা দেওয়া মুখ।

কলসীটা সম্পূর্ণভাবে তুলে আনতে তাঁর কম কষ্ট হ'লো না। কাঁখে ক'রে ঘরে আনতেও গলদ্‌ঘর্ম হলেন। ছেলেমেয়েরা অঘোরে ঘুমুচ্ছে, জানালা দিয়ে অল্প-অল্প আলো এসেছে ঘরে, কাকগুলো ডেকে উড়ে উড়ে যাচ্ছে, শালিক চড়ুই কিচিরমিচির করছে, এখন পরিপূর্ণ ভোর। এখুনি ভোরের এই জ্যোৎস্না-জ্যোৎস্না রঙে ম্যাজেন্টার ছোঁয়া লাগবে। তিনি হাঁপাচ্ছিলেন, দম নিয়ে কলসীর মুখের উপরকার ঢাকনাটা খুলে ফেললেন। ভিতরে তাকিয়ে দৃষ্টি হ'লো, হাত-পা অবশ হ'লো, চোখে জল এলো, পাগলের মতো হাসতে লাগলেন নিঃশব্দে।

তখুনি সম্বিৎ ফিরলো তাঁর। তাড়াতাড়ি কলসীর ভিতর থেকে মুঠো-মুঠো মোহরগুলো বার ক'রে রান্নাঘর থেকে একটা কাঠের গামলা এনে রাখলেন তার মধ্যে থালা দিয়ে মুখ ঢেকে, একটা ট্রাঙ্কের ভিতরে ভ'রে ঠেলে দিলেন তক্তপোশের তলায়। তারপর স্নান ক'রে এসে নমস্কার করলেন ঠাকুরকে, মনে হ'লো পাথরের গোপাল হাসছেন তাঁর দিকে তাকিয়ে।

কেউ বলে এরকম দশ কলসী পেয়েছিলেন, কেউ বলে কুড়ি। কেউ-কেউ তিরিশ বলে, আবার অনেকে বলে, বাজে গল্পের আর জায়গা পাওনি?

হয়তো বাজেই হবে, হয়তো সত্যি। যাচাই করবার জন্য সাক্ষী-সাবুদরা আর বেঁচে নেই কেউ। মোটকথা, নন্দপুকুরের হালদার-বংশের হঠাৎ বড়লোক হ'য়ে ওঠার এই কিংবদন্তি প্রচলিত। এ-গল্পে তারা চার পুরুষ যাবৎ শুনে আসছে। আর সেই অর্থ নাড়াচাড়া ক'রে তারা জায়গা কিনেছে, জমি কিনেছে, কাঁচা ঘর পাকা করেছে, পাকা ঘর অট্টালিকা হয়েছে। পুকুর কাটিয়েছে দাতব্য চিকিৎসালয় বানিয়েছে—সমাজসেবাতেও পিছপা হ'য়ে থাকেনি। গ্রামজোড়া ধানজমি, আম জাম কাঁঠাল বাগান। দুঃখ কিসের? তাকা শহরে বাড়ি করেছে, পাঁচখানা বাসনের কারখানা করেছে, যাতে হাত দিয়েছে ধুলোমুঠি সোনা হ'য়ে ফিরে এসেছে ঘরে। সেই ঠাকুর, যে-ঠাকুরের দয়ায় এতো, সেই কুচকুচে পাথরের ছোট্ট মিষ্টি গোপালটি বিগ্রহ হ'য়ে বসেছে ঘরে, আলাদা মন্দির হয়েছে তার জন্য, আলাদা রান্না হয়েছে। ভক্তিভরে

BanglaBook.org

পুজো করেছে এরা, বিশ্বাস করেছে সবাই।

তারপর একদিন দেশ গেলো, গ্রাম গেলো, ভিটেমাটি ছেড়ে ঊর্ধ্বশ্বাসে দিক্‌বিদিকে দৌড়লো সব, আর সব-কিছুর সঙ্গে ঠাকুরটিও হারিয়ে গেলো কোথায়।

অতসীর সব মনে আছে। মনে আছে সেইসব সোনার সকাল, যখন রাত্রি আর ঊষার সঙ্গমকালে দাদু উঠে বসতেন বিছানায়, তামাক খেতেন রুপো বাঁধানো হুঁকোয়, সোনালি তার-জড়ানো মস্ত নলটা সাপের মতো এঁকেবেঁকে প'ড়ে থাকতো পাশে, অম্বুরী তামাকের মিষ্টি গন্ধে ভুরভুর করতো ঘরটা। ঠাকুমা কৃষ্ণের শতনাম গুনগুন করতেন,

'ভজ শ্রীকৃষ্ণ চৈতন্য প্রভু নিত্যানন্দ
হরেকৃষ্ণ হরেরাম রাধে গোবিন্দ।'

সবচেয়ে ভালো লাগতো ঐ লাইন দুটো,

'কৃষ্ণ ভজিবার তরে সংসারেতে আইনু
মিথ্যা মায়ায় বদ্ধ হ'য়ে বৃক্ষ সম হইনু।'

'মিথ্যা মায়া কী, মিথ্যা মায়া কী? ও ঠাকুমা, মিথ্যা মায়া কাকে বলে, বলো না।'

ঠাকুমা বলতেন, 'আঃ, একটানা যে একটু নাম করবো তার উপায়টি নেই।'

'মিথ্যা মায়া কাকে বলে বলো না।'

'এই এটাকেই বলে।'

'কোনটাকে?'

'এই যে তুমি আমাকে নাম নিতে দিচ্ছো না, অথচ আমার রাগ হচ্ছে না তোমার উপর। বুঝলে? এই যে অকারণ মমতা, এরই নাম মিথ্যা মায়া।'

'বাঃ, অকারণ কেন? আমি তোমার নাতনী, তুমি তো আমার ঠাকুমা, বাবা তো তোমার ছেলে, আমি তো বাবার মেয়ে।'

কথা শুনে ঠাকুমার কী হাসি। হাসতে-হাসতে আবার গুনগুন করতেন,

'ফলরূপে পুত্রকন্যা ডাল ভাঙি পড়ে
কালরূপে সংসারেতে পক্ষ বাসা করে।
যখন কৃষ্ণ জন্ম নিলেন দৈবকী-উদরে।
মথুরাতে দেবগণ পুষ্পবৃষ্টি করে।'

নিঃঝুম হ'য়ে শুনতে-শুনতে আবার অতসী গাল টানতো, 'ঠাকুমার, পুষ্পবৃষ্টি কাকে বলে?'

ঠাকুমা জড়িয়ে ধ'রে বলতেন, 'পুষ্প মানে ফুল। যেমন তুমি। স্বর্গ থেকে ফুল পড়লো ঝুরঝুর ক'রে বৃষ্টির মতো।'

BanglaBook.org

'অতসীফুলও পড়লো?'

'নিশ্চয়ই।'

'আমি তা'লে খুব ভালো ফুল, না ঠামা, আমি-ফুল পুজোয় লাগে।'

গদ্‌গদ ঠাকুমা চুমুতে-চুমুতে মুখ ভ'রে দিতেন। ততক্ষণে আস্তে-আস্তে অন্ধকার কেটে সুন্দর সকাল দেখা দিতো জানলায়। দাদু উঠে যেতেন হাত-মুখ ধুতে, ঠাকুমা বিছানা তুলতেন, সে ঘুরঘুর করতো বাড়িময়। তারপর দাদু স্নান করতে বসতেন ভিতরের বারান্দায়, হরিভাই তেল মালিশ করে দিতো, জল এনে রাখতো, খড়মজোড়া ধুয়ে রাখতো সিঁড়ির ধারে। দাদু স্নান করতে-করতে সংস্কৃত শ্লোক আওড়াতেন, ভোরের হাওয়া বিধুর হ'য়ে উঠতো। সেই সময় অতসীও সাজি হাতে দৌড়ে ফুল তুলতে যেতো। ব'সে থাকতো গিয়ে ঠাকুরঘরের দরজায়। দাদু এসে তার তোলা ফুল দিয়ে পুজো করবেন, মন্ত্র প'ড়ে এই ফুলে অঞ্জলি দেবেন, ভাবতেই রোমাঞ্চ হ'তো তার!

'দিনগুলি মোর সোনার খাঁচায়
রইলো না, রইলো না।'

নিজের অজান্তেই দীর্ঘশ্বাস বেরিয়ে আসে বুক বেয়ে।

অতসীর জন্মের অনেক আগে থেকেই তার দাদু বিনয়েন্দ্র হালদার ঢাকা প্রবাসী! বংশের মধ্যে তিনিই প্রথম গ্রাম ছেড়ে শহরের বাসিন্দা হয়েছিলেন। টিকাটুলি পাড়ায় কী বিশাল বাড়ি ছিলো! কতো বড়ো বাগান, পুকুর। কতো লোক খাটতো।

গানবাজনার নেশা ছিলো বিনয়েন্দ্র হালদারের। আসল কথা, সেই নেশাতেই তিনি গ্রাম ছাড়লেন। গ্রামে ব'সে একজন শক্ত-সমর্থ ভদ্র যুবক গানবাজনা করবে কী? ও তো বদমাশ লোকের একচেটিয়া কুকর্ম। অর্থাৎ গান ক'রা বা শোনা বা চর্চা মানেই উচ্ছন্নে যাওয়া, এই ছিলো গুরুজনদের ধারণা। আর যেহেতু বিনয়েন্দ্র সর্বকনিষ্ঠ ভ্রাতা, সুতরাং নিষেধ শাসনের গণ্ডি এড়াবারও প্রশ্ন ওঠে না কোনো। ব্যবসা দেখবারে ছল ক'রে চলে এলেন একদিন, তারপর ধীরে-ধীরে ঘাঁটি করলেন সেখানে। বাড়ি তো আছেই, বন্ধু-বান্ধবও বেশ জুটে গেলো, একটা সুস্থ জীবনের স্বাদ পেলেন প্রথম। কিন্তু ব্যবসা দেখার ছলে নিজে আসতে পারলেও স্ত্রীকে নিয়ে আসার কোনো ছিদ্র খুঁজে পেলেন না। যতোদিনে তা সম্ভব হ'লো ততোদিনে তাঁর একমাত্র পুত্র গগনেন্দ্র হালদার বারো বছরের বালক।

দাদারা অবিশ্যি বেশ বাধা দিয়েছিলেন, রাগ করেছিলেন। বলেছিলেন, 'টাকা উড়োতে চাস, ওড়া। তা ব'লে বউ নিয়ে বেলেল্লাপনা? ঘরের বউ শহরে যাবে? শহরে কি ভদ্র গৃহস্থ মেয়েরা থাকে? শহর হ'লো নাচনে-ওয়ালীদের আবাস। ছি ছি ছি।' বউদিরাও কম ধিক্কার দেননি, বলেছিলেন, 'স্ত্রৈণ, স্ত্রৈণ, স্ত্রৈণ। স্ত্রৈণ আর কাকে বলে।' মাথা চুলকে বিনয়েন্দ্র বলেছিলেন, 'আর-কিছুর জন্যে তো নয়, ঐ গগনটাকে একটু চোখে-চোখে রাখতে চাই। কী রকম বখাটে হ'য়ে যাচ্ছে দেখছেন না?'

দেখছেন বইকি। বাপকা বেটা আর কতো হবে? লেখা নেই পড়া নেই, মাঠে-ঘাটে গলা ছেড়ে কেবল গান গেয়ে বেড়ানো। খড়ি পেনসিল যা পাবে তাই দিয়ে কেবল

BanglaBook.org

মেয়েমানুষের ছবি আঁকা। ছি।

'সেই জন্যই ভাবছি', দাদাদের কাছে বিনীত হ'য়ে কৈফিয়ত দিলেন বিনয়েন্দ্র হালদার, 'নিয়ে গিয়ে শক্ত হাতে আটকাবো। চাবুক মেরে গলার গান দু-দিনেই ঠাণ্ডা ক'রে দেবো। আর অতোটুকু ছেলে ফ্রক-পরা মেয়েদের রিবন-বাঁধা মুখ আঁকছে যেখানে-সেখানে, এর চেয়ে জঘন্য আর কী হ'তে পারে?' এই ব'লে ঢাকা এসেই ছেলেই জন্য গানের ওস্তাদ রেখে দিলেন। ছবি-আঁকার মাস্টারও আসতে লাগলেন সপ্তাহে দু-দিন। ইস্কুলে ভর্তিটাও অবশ্য বাদ গেলো না।

কতো আদরের গগন তাঁদের। ঐ তো মাত্র একটি, নাই-এর ঘরের তাই। মা, বাপ একেবারে উঠে-প'ড়ে লেগেছিলেন ছেলেকে দিগগ্‌জ বানাতে। কিন্তু ছেলের মনোযোগ কোথায়? যে-গলা মাঠের বাতাসে উদাত্ত হ'য়ে উঠতো, ওস্তাদের ঠ্যাঙানিতে তা চিঁচি করতে লাগলো। প্রায়ই তার অসুখ করে, প্রায়ই কামাই। ওস্তাদ দেখলেই লেপমুড়ি দিয়ে জ্বর। ছবি আঁকার মাস্টারটিও আসেন আর যান, বলেন, 'শাবাশ।' কাজ কই? কী করবেন। গগন কি আসে নাকি? বসে নাকি। মাসের-মাস মাইনে নেওয়াই সার।

বড়োলোকের একামাত্র সন্তান হবার অনেক দোষ। তার কিছু-কিছু গগনের মধ্যে বেশ ভালোভাবেই বর্তেছিলো দেখা গেলো। যে-কাজেই ধারাবাহিকতা সে-কাজেই তার অনীহা। কোনো বাধ্যবাধকতার মধ্যে থাকার অভ্যেস হয়নি, নিয়মানুবর্তিতাকে তার যমের মতো ভয়।

শেষ পর্যন্ত গুণ যোগ্যতা বুদ্ধি কোনো-কিছুই আর অধ্যবসায়ের অভাবে পরিস্ফুট হ'তে পারলো না। মনোযোগ দিয়ে যেমন গানকেও আয়ত্তে আনতে পারলেন না, ছবি-আঁকার চর্চাও সেখানেও থামলো। আর কোনো পরিশ্রমেই পটু নন, ব'লে লেখাপড়ায়ও অপটু থেকে গেলেন। সারাবছর ফাঁকি দিলেও পরীক্ষার আগে বসতেই হয় বই নিয়ে, সেটুকুও তাঁর ধাতে সইলো না। শুধু মেধার জোরে ন্যূনতম খেটে কান ঘেঁষে ম্যাট্রিকটা কোনোরকমে পাস ক'রে গেলেন বটে, আই. এ-র বেলায় আর পরীক্ষা পর্যন্তই এগুলেন না।

মা-বা ক্ষুণ্ণ হলেন। শেষ পর্যন্ত মেনে নিলেন। মনকে এই ব'লে প্রবোধ দিলেন বেশি আর কী দরকার? খেটে তো আর খেতে হবে না? চাকুরি না করলে যেমন ঐ বিদ্যেই যথেষ্ট, পেশা হিসেবে না নিলেও তেমনি স্বাভাবিকভাবেই যতোটুকু গান আসে বা ছবি আঁকা যায় তাই ঢের। মোটকথা সবই গগনবাবুর আপন খেয়ালের অধীন হ'য়ে রইলো।

তা হোক, স্বভাবখানা সোনার মতো। এমন সাদামাঠা সরল মানুষ কে কবে দেখেছে? কারো উপর তাঁর রাগ নেই, বিদ্বেষ নেই, বিতৃষ্ণা নেই। ঈর্ষা দ্বেষ লোভ কিছুই জানেন না তিনি। ব্যবহারের মধুরতা সব-কিছু ভুলিয়ে দেয়। আর চেহারা? নাক মুখ চোখ কপাল রং স্বাস্থ্য—ভাগ্যবান পুরুষের সমস্ত লক্ষণ নিয়েই জন্মেছেন তিনি। অর্থাৎ তাঁর মা যেমন মেমসাহেবের মতো সুন্দরী ব'লে বিখ্যাত ছিলেন, তিনিও সাহেবের মতো ব'লে সমাদৃত হলেন।

BanglaBook.org

তারপর বিবাহপর্ব। দেশে-দেশে খোঁজ নিতে পাঠানো ঘটক-ঘটকীরা ঘরে-ঘরে উঁকি মারতে লাগলো। পরিবার-পরিজনেরাও খুলে রাখলো চোখ-কান। তারপর এই মোমের পুতুল লক্ষ্মীরানী এসে হৃদয় জুড়ে বসলেন। একেবারে টুকটুকে পদ্মিনী। বিনয়েন্দ্র হালদার আর তাঁর স্ত্রী গলে গেলেন আহ্লাদে, দশ দিন ধ'রে উৎসব চললো, সাত দিন ধ'রে দান হ'লো, দরিদ্র ভোজন হ'লো, বাজিবন্দুক, যাত্রা, থিয়েটার, বাইনাচ খ্যামটাই নাচ কিছুই বাদ গেলো না। আপাদমস্তক সোনা মুড়ে রাজরাণীর মতো ঘুরে বেড়াতে লাগলো বউ। সুখে শান্তিতে উপচে পড়লো সংসার।

কিন্তু ব'সে খেলে রাজার গোলাও ফুরিয়ে যায়। একসময়ে দেখা গেলো নগদ টাকা প্রায় শূন্যের অঙ্কে। অবিশ্যি কী বা আসে যায় তাতে! দেশে জমিজমার তো আর কমতি নেই! বাসনের কারবারেও মন্দ আয় হয় না। তবে সবই তিন ভাগ। আর সেই তিন ভাগও তো শিগগির দশ ভাগ হ'তে চলেছে। গগনবাবুর জ্যাঠামশায়দের একজনের পাঁচ ছেলে, একজনের চার! এই ন'জন আর গগনবাবু নিজে। একান্নবর্তী পরিবার, কাজেই এক সন্তানের পিতা ব'লে বিনয়েন্দ্র যে কিছু বেশি পাবেন তার উপায় নেই। আর উপায় নেই ব'লেই যে তাড়াতাড়ি স্বার্থপরের মতো ভিন্ন হ'য়ে যাবেন তাই কি কখনো হয়? আসলে গগনেন্দ্রর বিয়ের খরচটা একটু দরাজ হাতেই ক'রে ফেলেছিলেন তাঁর বাবা বিনয়েন্দ্র।

তবু বছরের খাদ্যে টান পড়লো না এক কণা, ঢাকা শহরের বাড়ি ক'খানার ভাড়াটেরাও অটুট রইলো, বাজারের অংশটাও বহাল আছে। আর তাছাড়া গয়না? যদি কখনো তেমন বিপদই হয়, দরকারই হয় নগদ টাকার, অন্তত লাখখানেক টাকা কি পাওয়া যাবে না শাশুড়ি-বউয়ের গয়না মিলিয়ে? তবে আর ভাবনা কী? শুধু বিনয়েন্দ্র হালদারের জীবনই নয়, মরবার সময় পুত্র গগনকে তিনি নিঃস্ব ক'রে যাবেন না। অন্তত এক জীবনের পক্ষে তো পর্যাপ্ত!

অতো বড়ো বাড়িটার মধ্যে যেন প্রাণ এলো বউ এসে। বউ নামেও লক্ষ্মী কাজেও লক্ষ্মী। যেমন শান্ত তেমনি বাধ্য। গগনেন্দ্র প্রায় উদ্‌ভ্রান্ত হ'য়ে উঠলেন বউকে নিয়ে। আর বউয়ের শ্বশুর-শাশুড়িও তাতে কম ইন্ধন যোগালেন না। হাতের টাকা নিঃশেষ ক'রে ফিটন কিনে দিলেন একখানা, আলাদা মহল ক'রে দিলেন, ছেলেকে অবসর দিয়ে ব্যবসায়িক যাবতীয় কাজ একাই দেখাশুনো করতে লাগলেন। বাসনের কারখানা কিছুদিন আগে গগনের হাতে ছেড়ে দিয়েছিলেন, সেখান থেকেও কর্মচারী রেখে বেহাই দিলেন তাঁকে।

নিজের অতৃপ্ত আকাঙ্ক্ষার পরিপূরণ আর-কি। যা তিনি চেয়েছিলেন, যা তিনি কোনোরকমেই পাননি, তাই ছেলেকে দিয়ে মিটিয়ে নিচ্ছেন। নতুন বিয়ের পরে তাঁর স্ত্রীকে

BANGLAINTERNET.COM

নিয়েও তিনি কম মাতোয়ারা হননি, কিন্তু শ্বশুর-ভাশুর এড়িয়ে কতোটুকু দেখা দিতে পেরেছে তাঁর স্ত্রী? একগলা ঘোমটা দিয়ে শুধু সংসারের পরিচর্যা। ধ্যেৎ। রেগে অস্থির হ'য়ে গেছেন। সেই রাত্রিটুকু শুধু, যে-রাত্রি একটা পলক ফেলতেই শেষ হ'য়ে গেছে। ঐটুকুই মিলন। যে-বয়সের যা, তারপর যতোই একসঙ্গে থাকো না কেন, সেই আগুন কি আর জ্বলে? জ্বলে না। বিয়ের চোদ্দো বছর পরে যখন ঢাকায় নিজের কাছে একেবারে একা ক'রে নিয়ে এলেন স্ত্রীকে, তখন তাঁরা কর্তা-গিন্নী, তখন অনেক ঋতু পেরিয়ে গেছে যৌবন থেকে, উদ্দামতা শিথিল হ'য়ে গেছে। আর কি ফিরে পেলেন সেই জ্বলন্ত দিনগুলো?

সুতরাং যা করছে করুক, যেমন খুশি থাকুক, আমোদে আহ্লাদে ফুর্তিতে উপভোগ করুক বয়েসটা। সংসারে আর করবারই বা আছে কী? পরিবারে কেউ-ই তো চাকুরে নয়, জমিজমার দায়-দায়িত্ব বলতে গেলে বড়ো ভাইদের উপরেই, যা কিছু ঝামেলা, তার জন্য তো তাঁরাই আছেন। অতএব বাবার মতো স্ত্রৈণ নাম কিনতে বেশি দেরি করলেন না গগনেন্দ্র হালদার। সুন্দরী বউ নিয়ে ফিটনে বেড়িয়ে আপন মহলে থেকে একেবারে রঙিন পাখায় উড়তে লাগলেন।

বিয়ের ঠিক এক বছরের মাথায় অতসী জন্মালো। লক্ষ্মী লজ্জায় লাল। ছি, এতো তাড়াতাড়ি হওয়া কি উচিত ছিলো? কিন্তু হ'লেই বা করা কী। ঠাকুমা ঠাকুর্দা তো বটেই, গগনবাবু আর তাঁর স্ত্রীও ননির পুতুলের মতো টুকটুকে কন্যাটিকে দেখে মোহিত হ'য়ে গেলেন। ঠাকুমা রং মিলিয়ে নাম রাখলো অতসী। আর অতসী জন্মাবার মাস কয়েকের মধ্যে তাদের পড়ন্ত ব্যবসাটা জিইয়ে উঠলো দ্বিগুণ বেগে। শেষের দিকে কিছুই লাভ হচ্ছিলো না বাসনের কারখানা থেকে, দেশ থেকে দাদারা তুলে দেবার পরামর্শ দিচ্ছিলেন, হঠাৎ মস্ত একটা অর্ডার পেয়ে আবার চালু হ'য়ে উঠলো। সেই সঙ্গে একটা অপ্রত্যাশিত যোগাযোগে সম্পূর্ণ একার নামে একটা কাঠের কারবারেরও গোড়াপত্তন করলেন অতসীর দাদু। নাতনীকে আদর করতে করতে বললেন, 'দেখো দিদু, যেন বিপদে না পড়ি এই প্ররোচনায় অনেক কিন্তু ধার হ'য়ে গেলো, শেষে অতিলোভে না তাঁতী নষ্ট হয়।' দিদু ফোকলা দাঁতে হেসে দাদুর মুখে লালা লাগিয়ে দিলো।

এই কারবারে বাবার সঙ্গে উৎসাহভরে হাত মিলোলেন গগনেন্দ্র, পরিশ্রমের ভাগটা স্বেচ্ছায় কাঁধে নিলেন, ব্যবসাটাও অপ্রত্যাশিতভাবে তাড়াতাড়ি দাঁড়িয়ে গেলো। মেয়েকে কাঁধে নিয়ে বললেন, 'তুমি, সোনা তুমি, তোমার জন্যই সব হচ্ছে। আমার উৎসাহও তোমার দান।'

বিনয়েন্দ্র বললেন, 'বোধহয় ঘুরে-ফিরে আমার বাবার কর্তামাই এসেছেন আমাদের ঘরে, দেখলে না পুজোর সময় দেশে গিয়ে সে গোপাল-মূর্তি দেখে কেমন নিঃঝুম মেরে গেলো। যতোই কাঁদুক যাই করুক, সেই ঠাকুরঘরে নিয়ে গেলেই চুপ। নিজের পাওয়া ঠাকুর তো, ঠিক চিনতে পেরেছে।'

কুলপুরোহিত কুষ্ঠি করতে ব'সে বললেন, 'ঠিক-ঠিক, এই মেয়েই তোমাদের পূর্বপুরুষের মা, যিনি গোপাল পেয়েছিলেন। নামটা দ্যাখো, তোমরা রেখেছো অতসী, আর কুষ্ঠির

BanglaBook.org

নাম উঠেছে বিষ্ণুপ্রিয়া। আমার ঠাকুর্দার কাছে তোমাদের সকলেরই ঠিকুজি কুষ্ঠি দেখেছি তো, শুনেছি তো সব, তোমার ঠাকুর্দার ঠাকুমার নামও ছিলো বিষ্ণুপ্রিয়া।'

তবে আর কী, আদর আরো বেড়ে গেলো। আর তারপর একে-একে বড়ো দুই ভাই যখন অল্প বয়সেই দেহ রাখলেন, গ্রামের বাড়ি থেকে বিনয়েন্দ্র গোপাল নিয়ে এলেন ঢাকা শহরে। ঢাক-ঢোল বাজিয়ে মন্দির প্রতিষ্ঠা হ'লো, পূজারী নিজেই হলেন, বললেন, 'আমার ঠাকুরকে আমি পুজো করবো না তো পড়শীকে ডাকবো নাকি?' গ্রামে থাকতে যে-পুরোহিত চালকলা আর দর্শনী পাচ্ছিলেন, বিনা পুজোতেই তাঁকে তাঁর বরাদ্দ দেওয়া হ'তে লাগলো নিয়মিতভাবে।

আস্তে-আস্তে বিশ্বাস সকলের মনেই যেন দৃঢ়বদ্ধ হ'য়ে উঠলো। একটু বড়ো হ'তে না হ'তেই অতসী তার ঠাকুর্দার পুজোর সঙ্গী। কচি হাতে সে মালা গাঁথে, চন্দন ঘষে, স্নান ক'রে দেয় দাদুর সঙ্গে, কেঁদেকেটে একখানা ছোটো পাটের শাড়িও কিনে আনলো বাবার সঙ্গে গিয়ে।

তিন পুরুষ যাবৎ মেয়ে নেই হালদার-বংশে। তাছাড়া সন্তান-সংখ্যাও কম বইকি। গগনেন্দ্র একমাত্র, গগনেন্দ্র হালদারের বাবারা অবশ্য তিন ভাই, কিন্তু তাঁদের বাবা আবার একমাত্র ছিলেন।

অবশ্যি সন্তান সংখ্যা কম থাকার দরুনই বিষয়-সম্পত্তি তখনো টুকরো-টুকরো হ'য়ে যাবার সুযোগ পায়নি, ব'সে খেয়েও খাবার সংস্থান ফুরিয়ে যায়নি, কিন্তু আর কেউ না জানলেও বিনয়েন্দ্রর বড়দাদা অবনীন্দ্র বুঝতে পারছিলেন ফুরিয়ে আসার দিন খুব সুদূর নয়। আগে ঢাকা শহরে তাঁদের বাসনের কারবারই একমাত্র ছিলো, পরে শহর ভ'রে গেলো সেই ব্যবসায়। জমি-জায়গা ছাড়া ঐ একমাত্র অর্থকরি কর্ম ছিলো, সেটা গেলে আর থাকে কী?

কিন্তু দেখতে দেখতে অবস্থাটা আবার যখন জমজমাট হ'য়ে উঠলো সকলেই অবাক, সকলেই খুশি। কেন উঠলো তার তো নিশ্চয়ই একটা নিগূঢ় কারণ আছে। নইলে এর আগেও কি তাঁরা পড়ন্ত ব্যবসাটা তুলে ধরবার জন্য প্রাণপাত চেষ্টা করেননি? করেছেন। তাছাড়া 'সানবীম সোপ' নাম দিয়ে সাবানের কারখানা খুলেছিলো না একটা? হ'লো কোথায়? কেবল কতোগুলো অর্থদণ্ড হ'লো। অথচ বাসন তো বটেই, বাপ-ঠাকুরদার নিজস্ব কাঠের কারবারটাও কেমন ফেঁপে উঠলো আরম্ভ করতে না করতেই।

সারা বাড়িতে অতসী তোলা-তোলা। শুধু সারা বাড়িতেই নয়, সারা পরিবারে। বড়ো কর্তার ঘরে দুই নাতি, মেজো কর্তার ঘরে দুই নাতি, আর ছোটো কর্তার ঘরেই এক নাতনী— এই অতসী। পুরো পাঁচ বছর পর্যন্ত একেশ্বরী হ'য়ে সকলের সব আদর একলাই ভোগ করলো সে, তারপর মালতী জন্মালো। এ-নামও তাদের ঠাকুমার দেওয়া। অতসীর বোন যে মালতী হবে এই তো স্বাভাবিক নিয়ম। মালতীও রঙের বাহারে দিদির চেয়ে খুব বেশি খাটো হ'লো না। অতসী ভোরে-ফোটা অতসীর মতোই সজল হলুদ, মালতী

BanglaBook.org

সন্ধ্যা-মালতীর মতোই নরম লাল।

মেয়ের পরে মেয়ে হ'লো ব'লে একটুও বিরক্ত হ'লো না কেউ। তৃতীয়বার যখন আবার সন্তানবতী হলেন লক্ষ্মী তখন শুধু গগনেন্দ্রের মা বললেন, 'এবার নাতি হোক।' কিন্তু হ'লো না। তৃতীয়বারও মেয়ে হ'লো তাঁদের। ততোদিনে গ্রাম থেকে এসে গেছে সবাই। বিধবা জা দু-জন পাঁচখানা বাড়ির আর দু-খানা অধিকার ক'রে বসেছেন। খবর পেয়েই ঘোড়ার গাড়ি ক'রে ছুটে এলেন তাঁরা। সারাদিন সবাই মিলে কী হইহল্লা। নাতির ক্ষোভ ভুলে ফুলে ফুল মিলিয়ে ঠাকুমাই আবার নাম রাখলেন চম্পা। রূপে চম্পাও দিদিদের ধ'রে ফেললো। গগনবাবু খুব বেশি যেমন বউ নিয়ে মশগুল ছিলেন, তেমনি মেয়েদের নিয়েও কম মেতে রইলেন না। বুকে নিয়ে, কাঁধে নিয়ে, কোলে নিয়ে, হাতে নিয়ে সারাদিন চ্যাঁচামেচি।

এর পরে এলো চামেলি। এই নামও ঠাকুমার দেওয়া। অতসী, মালতী, চম্পা, চামেলি। গগনবাবু তাঁর মেমসাহেবের মতো সুন্দরী বৃদ্ধা মাকে জড়িয়ে ধ'রে বললেন, 'মা, তুমি কি লুকিয়ে-লুকিয়ে কবিতা লিখতে নাকি? যেরকম ছন্দের হাত দেখছি। ধরো, আরো চারজন মেয়ে হ'লো, কী রাখবে তখন? পরের লাইনটা কী হবে?'

মা সস্নেহে সহাস্যে মৃদু হাতে ছেলেকে ঠেলে দিয়ে বলেন, 'নে, সর, বিরক্ত করিস না।'

'বলো না, লক্ষ্মীটি—' গগনবাবু মায়ের গা ঘেঁষে তেমনিই আবদার করেন। অতসী ব'লে ওঠে, 'এর পরের নাম সব আমি রাখবো, বাবা।'

'কী রাখবি?'

অতসীর ততোদিনে দশ বছর বয়েস হয়েছে, বেণী বেঁধে নিয়মিত ইস্কুলে যায় বাবার হানিমুনের ফিটনে চেপে। ভুরু কুঁচকে চিন্তা ক'রে বললো, 'বোন হ'লে এইরকম মিলিয়ে রাখবো,

অতসী মালতী চম্পা চামেলি
মল্লিকা যূথিকা শম্পা শেফালি।

"গুড। গুড। এক্সেলেন্ট।' চিৎকার করে উঠলেন গগনবাবু। কোমর ধ'রে 'হুররে' ব'লে লুফে নিলেন মেয়েকে। বাড়িসুদ্ধ লোক আহ্লাদে আটখানা।

'আর ভাই হ'লে কী রাখবি?'

সেটা অবিশ্যি ভেবে-চিন্তে ঠিক করতে পারলো না অতসী। আর সেই জেদেই বোধহয় পর-পর তিনটি ভাই জন্মালো। বোনেদের নাম নিয়ে এতো আদিখ্যেতা, আর ভাইয়ের বেলা কিছু না? ভাবো এখন, মেলাও এখন, প্রথম নাতির নাম ঠাকুমাই রাখলেন। পরাধীন ভারতে তো নতুন শিবাজীরই প্রয়োজন। মেয়েরা সবকালে সর্বরকমেই ফুল, কিন্তু পুরুষের বেলা অন্যরকম। শৌর্যে-বীর্যেই তাদের পুরুষত্বের পরিচয়। সুতরাং শিবাজী নাম রেখেই তিনি তাঁর সব আশীর্বাদ নিক্ষেপ করলেন। তারপর অল্পদিনের মধ্যেই মারা গেলেন।

দ্বিতীয় নাতির নামকরণের ভার এবার স্ত্রীর হ'য়ে বিনয়েন্দ্রকেই নিতে হ'লো। তাঁদের চার পুরুষের ইন্দ্রত্ব এক শিবাজীকে দিয়েই ঘুচিয়ে দিয়ে গেছেন তাঁর স্ত্রী। কাজেই তিনিও

BanglaBook.org

আর সেদিকে পা বাড়ালেন না, ভেবে-চিন্তে বিশ্বকর্মার পুত্র একটি ছুঁচো প্রসব করালেন। নাম হ'লো কানাই।

নিশ্বাস ছাড়লেন গগনেন্দ্র। ঈশ্! মায়ের অমন সুন্দর ধারাবাহিকতাটা একবারে নষ্ট করে দিলেন বাবা। কানাই! কানাই নাকি একটা নাম? অন্তত কৃষ্ণ তো রাখতে পারতেন। তবু একটু আধুনিক হ'তো, একটা যুক্তাক্ষর থাকতো, এতোটা পানসে লাগতো না।

'তুই কী বলিস?' মেয়েকে জিজ্ঞেস করলেন তিনি।

কৃষ্ণ নামে অতসী একবাক্যে সায় দিলো, 'হ্যাঁ বাবা, কৃষ্ণ নামটা খুব সুন্দর। তাই ব'লে আবার যেন কৃষ্ণকান্ত, কৃষ্ণনারায়ণ, এসব কিছু করতে যেয়ো না। শুধু কৃষ্ণ। কৃষ্ণ হালদার। খুব সুন্দর। খুব ভালো। তাহ'লে কানাই নামটাও বেশ মানিয়ে যাবে। কানাই হবে ডাকনাম, আর কৃষ্ণ হবে পোশাকী।'

তাই হ'লো। আর তৃতীয় ছেলের নাম হ'লো অর্জুন। এবার আর বিনয়েন্দ্রকে নাক গলাতেও দেওয়া হ'লো না। অতসীই অগ্রণী হ'য়ে অর্জুন রেখে দিলো। কৃষ্ণের পরে তো অর্জুনই হয়।

কিন্তু এই অর্জুনেই নাম রাখার দায় শেষ হ'লো না তাদের। সাতটি সন্তানের পরে আরো দুটি এলো। লক্ষ্মী মুখ খুললেন এবার। মহাভারত খুঁজে-খুঁজে আরো দুটি নাম উঠলো প্রদীপের শিখায়। সব্যসাচী আর পার্থসারথি।

গগনেন্দ্র একেবার উচ্ছ্বসিত হ'য়ে অভিনন্দন জানালেন স্ত্রীকে। 'কী ভালো নাম। কী ভালো নাম।' ব'লে অতসী জড়িয়ে ধরলো মাকে। নিঃশব্দ নিশ্চুপ, অতি শান্ত অতি নরম লক্ষ্মীর মুখে হাসি ছড়ালো।

মাত্র এক ছেলে দিয়েই এতোগুলো নাতিনাতনীর মুখ দেখে তৃপ্তির আর অবধি রইলো না বিনয়েন্দ্রর। কিন্তু সঙ্গিনীকে হারিয়ে তিনি কাতর হয়ে পড়েছিলেন, স্ত্রীর অভাব তাঁকে বড় বেশি পীড়িত ক'রে তুলেছিলো। তাছাড়া তাঁরা অল্পায়ু গুষ্টি। কনিষ্ঠ নাতিটি জন্মাবার এক মাসের মধ্যেই মারা গেলেন। গেলেন সন্ন্যাস রোগে। আর তাঁর মৃত্যুর অব্যবহিত পরেই ভারতবর্ষ স্বাধীন হ'লো।

হিন্দু-মুসলমানের দাঙ্গা কিছু নতুন নয় ঢাকা শহরে। ইংরেজ প্রভুদের এই অবদান মাঝে-মাঝেই সেখানে দুর্জয় হ'য়ে উঠতো পাকা ফোঁড়ার মতো। কয়েকদিন খুব হানাহানি চলতো, দু-পক্ষই হিংসায় মরিয়া হ'য়ে নেমে যেতো যুদ্ধের আসরে। দুই ধর্মের বুদ্ধিমান ব্যক্তিরা তখন বিব্রত হ'য়ে দরজার-দরজায় ঘুরে বেড়িয়ে ঠাণ্ডা করতেন নির্বোধদের। বোঝাতেন, 'যা করছো তা তোমাদের সর্বনাশ। যে সর্বনাশ বিদেশী বণিকদের আরো একশো বছর কায়েমী করবে এখানে। যে সর্বনাশ সমগ্র ভারতবর্ষের সমস্ত কল্যাণকে আরো একশো বছর দূরে ঠেলে দেবে। তোমরা শান্ত হও, বুঝে দ্যাখো কে কাকে মারছো। তোমরা একই

BanglaBook.org

দেশের অধিবাসী, দেশকে যদি মা ব'লে মান্য করো, তাহ'লে তোমরা সেই একই মার সন্তান। তোমরা ভাই, যে তৃতীয় শক্তি তোমাদের ধর্মের নামে মিথ্যা ছলনায় বিভেদের চেষ্টা করছে তাদের কথা তোমরা শুনো না। তারা নিজেদের স্বার্থে ক্ষ্যাপাচ্ছে তোমাদের। তারা জানে তোমাদের মধ্যে বিরোধ জিইয়ে রাখতে পারলে তারা আরো অনেক দিন এভাবেই তোমাদের পদানত ক'রে রাখতে পারবে। দেখছো না, রক্তশোষা বাদুরের মতো কীভাবে শুষে নিচ্ছে দেশটাকে? দেখছো না, আজ তোমার দেশে তুমিই ভৃত্য, তারাই মনিব। তোমাদের ছেলে আর তাদের ছেলে কি এক বিদ্যালয়ে পড়ে? ট্রেনের যে-কামরা তোমাদের জন্য নির্দিষ্ট, সে কামরায় কি তারা চাপে? আপিসের যে-গদিতে তারা সমাসীন, তোমরা তার পায়ের তলার আসনে হাঁটু ভেঙে ব'সে থাকো না প্রভুদের মুখের দিকে তাকিয়ে? তারা তোমাদের "ব্লাডি নিগার" বলে, "সান অব এ বিচ"—এই তাদের সম্বোধন। পয়সা দিয়ে টিকিট কেটেও তুমি প্রথম শ্রেণীর যাত্রী হ'তে পারো না, বুটের ডগার লাথিতে তারা ঠেলে ফেলে দেবে নিচে। এই যে দেখছো একখানা হেঁটো-ধুতি-পরা একটি ছোট্ট মানুষ, যাঁর নাম মোহনদাস করমচাঁদ গান্ধী, যাঁকে লোকেরা তাঁর মহত্ত্বের জন্য মহাত্মা আখ্যা দিয়েছে, তিনি কি বলছেন শোনো। তিনি আমাদের সকলের পিতা, তিনি জাতির জনক। দেশের জন্য তাঁর বেদনা অপরিমিত। জেনো, সেই বেদনা আর আমাদের বেদনা অভিন্ন। আমাদের সম্মানের জন্যই তাঁর দুঃখবরণ, কারাবরণ। আমাদের সম্মানের জন্যই আজ তিনি সর্বত্যাগী সন্ন্যাসী। এই আমরা কারা? হিন্দু? মুসলমান? শিখ? জৈন? পার্সী? অথবা আরো কোনো ধর্মের অন্য কোনো সম্প্রদায়? না। এই আমরা শুধু ভারতবাসী। এই শুধু আমাদের একমাত্র পরিচয়।'

হিন্দু-মুসলমান পাশাপাশি দাঁড়িয়ে শুনতো সেইসব বক্তৃতা, হৃদয়ঙ্গম করতো তারপর অনুতপ্ত হ'তো। তারপর আবার হিংসা ভুলে সহজ হ'য়ে উঠতো তারা, আবার তেমনিই মেলামেশা ব্যবসা-বাণিজ্য আলাপ-আলোচনা হাসি-ঠাট্টা মায়া-মমতা; অবিশ্যি মেয়াদ কখনোই স্থায়ী হ'তে পারতো না। শাদা মানুষের শয়তানবৃত্তি অবিরত রন্ধ্র খুঁজতো, কোন ফাঁকে শনি হয়ে ঢুকবে, ভেঙে দেবে জোড়, ভেঙে দেবে শক্তি। সমস্ত ভারতবর্ষের সমস্ত জাত তখন এক হয়েছে, টলমল ক'রে উঠেছে তাদের সিংহাসন, ঘা খাচ্ছে একাধিপত্য, উন্মত্তের মতো হ'য়ে উঠেছে শ্বেতাঙ্গ শ্বাপদ। আর তাদের হাতল হয়েছে কতোগুলো নিরক্ষর, নিঃস্ব, নির্বোধ মানুষ।

কিন্তু দেশবিভাগ হবার পরের বছর যেটা হ'লো তার কোনো তুলনা রইলো না। ঢাকা শহরের মাটি থিকথিকে হ'য়ে গেলো মানুষের রক্তে। যে-কোনো বয়সের যে-কোনো হিন্দু প্রাণভয়ে শশকের মতো ছুটোছুটি করতে লাগলো। যে যেখানে পারলো, যেভাবে পারলো পালালো। কতো শিশুর কচি মাথা বর্শাবিদ্ধ হ'য়ে নাচতে লাগলো মায়ের চোখের সামনে। কতো মা ধর্ষিত হ'তে লাগলো সন্তানের চোখের তলায়।

দাউদাউ ক'রে আগুন জ্বলতে লাগলো শহরে; হিন্দুদের বাড়িঘর পুড়ে ছাই হ'য়ে গেলো,

BanglaBook.org

লুঠ হ'লো দোকানপাট, জীবন্ত দগ্ধ হ'লো কতো মানুষ, কতো স্ত্রীলোক আত্মহত্যা করলো—সেই যজ্ঞে গগনবাবুর আসবাবের কারখানাটিও আহুতি হ'লো বইকি! শুধু তাই নয়, বড়ো জ্যাঠামশায়ের বড়ো ছেলে দু-জনও আর ঘরে ফিরলেন না তাঁদের বাসনের কারখানা থেকে, আরো তিনজন ভাইয়ের কাটা মুণ্ডু গড়াতে লাগলো ঘরের চৌকাঠে। ছোটো বউদি গেলেন ধর্ষণে, বড়ো বউদি দেশলাইয়ের কাঠি জ্বাললেন কাপড়ে, আর যে সব কে কোথায় ছিটকে গেলো খোঁজ রইলো না কোনো। খোঁজ নেবার মতো সুযোগ বা মনের অবস্থাও রইলো না। মাঝখান থেকে গগনবাবুই যে কেমন ক'রে সপরিবারে বেঁচে রইলেন সেটা ভেবেই অবাক লাগলো তাঁর। অথচ তাঁর বাড়িতেও তো আগুন দিয়েছিলো ওরা। পিছনের দরজা দিয়ে, কাঁটাতারের বেড়া ডিঙিয়ে পালাতে পেরেছিলেন তিনি সকলকে নিয়ে। এক মুসলমান বন্ধুই আশ্রয় দিয়েছিলেন দাঙ্গাকারীদের চোখ এড়িয়ে।

সম্পূর্ণ সাতটা দিন ধ'রে চললো এই ভয়ংকর তাণ্ডব, তারপর জান্তব উল্লাস যখন ঈষৎ প্রশমিত হ'লো, তখন সেই বন্ধুর সাহায্যেই কোনো-এক ভোর-রাত্রের অন্ধকারে গা-ঢাকা দিয়ে ঘুরপথে স্ত্রী আর ন'টি ছেলেমেয়ে নিয়ে আরো অনেকের সঙ্গে তিনি কুর্মিটোলা এসে পৌঁছুলেন।

কুর্মিটোলা থেকে তখন প্লেন ছাড়ছিলো ঘণ্টায়-ঘণ্টায়। পূর্ববাংলার হৃতসর্বস্ব বিতাড়িত হিন্দুদের পাকিস্তান থেকে উদ্ধার করবার ব্যবস্থা করেছে পশ্চিমবাংলা। সবটাই ঠিক সরকারি ব্যাপার না হ'লেও কিছুটা সহযোগিতা আছে এবং সাহায্য আছে, আর তার বিনিময়ে নির্দেশ আছে বিপন্নদের মধ্যে যারা পারবে তারা অবশ্যই টিকিট কিনবে, কিন্তু যারা পারবে না তারাও যেন প'ড়ে না থাকে।

কিন্তু কার্যকালে দেখা গেলো এই নির্দেশের কোনো অর্থ নেই, এই নির্দেশ পালিত হচ্ছে না সেই কোম্পানির দ্বারা এবং তার জন্য কোনো চাপও আসছে না কর্তৃপক্ষ থেকে। অর্থাৎ বিনা টিকিটে একটি প্রাণীকেও উদ্ধার করবে, এমন আশা দিলো না কেউ। বরং উলটে ধমকের সুরে বললো, 'এ কি মামাবাড়ির আবদার না, না, শুকনো কথায় তো চিঁড়ে ভিজে না। ফ্যালো কড়ি মাখো তেল। পয়সা দিলে যে নিয়ে যাচ্ছি তাই বা কতো, আবার টাকা ছাড়া কথা। আরে বাপু, তুমি নিরাশ্রয় হয়েছো, তোমার ভাগ্য। তুমি বিপন্ন হয়েছো, সে তো একা তোমারই বিপদ। ঈশ্বর যাকে যেমন রেখেছেন তাই হয়েছে। তা ব'লে আমরা তো দান-খয়রাতের ভাণ্ডার খুলতে পারি না। সুতরাং হাতেই ধরো, পায়েই ধরো, ধরে, ওসব হবে না। আসল কথা, টাকা দিয়ে টিকিট তোমাকে কাটতেই হবে। নইলে রইলো। তোমার প্রাণের যতো দাম, আমার ব্যবসার দাম কি তার চেয়ে একতিল কম যে তেল খরচ ক'রে বিনা পয়সায় নিয়ে যাবো তোমাকে? কী? নিতেই হবে? জোর

BanglaBook.org

ক'রে উঠবে? কেন? সরকারি সাহায্য আছে এর মধ্যে? সেই সাহায্য ভাণ্ডার তোমাদের জনসাধরণের পয়সাতেই তৈরি? তা হোক না। আমরা সে সব জানি না। আমরা মোটকথা নিতে পারবো না। অতএব নামো নামো নামো, নেমে যেও। না, দয়ামায়া নেই এখানে। কাঁদছো? কাঁদো। থাকো প'ড়ে। চললাম।'

প্লেন বোঁ ক'রে উড়ে যাচ্ছে আকাশে। যে টিকিট কাটতে পারছে উঠছে, যে পারছে না তাকিয়ে থাকছে উদ্‌ভ্রান্তের মতো। তখনো তারা জবরদখল কাকে বলে শেখেনি, তখনো তারা ভদ্রতার দায় ভুলে প্রাণের দায়কে বড়ো ক'রে দেখতে লজ্জা পেয়েছে।

গগনবাবুও উদ্‌ভ্রান্তের মতো তাকিয়ে ছিলেন বইকি। তাঁরই বা টাকা কোথায়? কী তিনি নিয়ে আসতে পেরেছেন? তাঁর বাড়ি গেছে, ঘর গেছে, দোকান পুড়েছে, দোকানের লোহার সিন্দুক লুঠ হয়েছে। জিনিসপত্র, আসবাব, রূপা তামা কাঁসা কী আর আছে তাঁর? আছে শুধু প্রাণগুলো। সেই মুহূর্তে যা সবচেয়ে জরুরি। ওরা যে ন'টি ভাই-বোনের সব কটি বেঁচেবর্তে সঙ্গে এসে পৌঁছতে পেরেছে এখানে, ওদের মা-ও যে কেঁদে কেঁদে চোখ ফুলিয়ে পার্থকে কোলে নিয়ে দাঁড়িয়ে আছেন ঘোমটা টেনে, এই কি এখন ভাগ্যের চরম সার্থকতা নয়? পয়সাকড়ির কী মূল্য? প্রাণ থাকলে ধন আসবে। না, সেজন্য ভাবনা নেই।

এতোক্ষণ তাই ভেবে-ভেবেই ঝোপঝাড় ডিঙিয়ে, বিপথের আলখাল বেয়ে-বেয়ে কতো কাণ্ড ক'রে, কতো কৌশলে এই প্রাণগুলো আগলে-আগলে এখানে এসে নিশ্বাস ছেড়েছেন, কিন্তু এখন বুঝলেন প্রাণ থাকলেই ধন আসবে সে-কথা যতো সত্য, তার চেয়ে অনেক বেশি সত্য ধন থাকলেই প্রাণরক্ষার প্রশ্ন উঠবে।

বিহ্বল গগনবাবু অনেকক্ষণ পর্যন্ত ভেবে পেলেন না মানুষ এতো নিষ্ঠুর কেন। এতোগুলো শিশুর দিকে তাকিয়েও কেন ওদের দয়া হ'লো না? লক্ষ্মী প্রতিমার মতো লক্ষ্মীর দীনহীন ক্রন্দনরত চেহারার দিকে তাকিয়েও ওদের কেন করুণা হ'লো না? টাকা কি ওরা কম উপার্জন করছে এই উপলক্ষে? অনেকেই তো অনেক-কিছু নিয়ে আসতে পেরেছে। ব্যাগ ভরতি উঁচু হ'য়ে আছে নগদ টাকার বান্ডিল। আগে থেকেই যারা অনুমান করেছিলো, বুঝতে পেরেছিলো, তারা সাবধানমতো কাজ করেছে। শেষ পর্যন্ত গগনবাবুই যে কেন বোঝেননি কিছু কে জানে। অথচ ক'দিন থেকেই তো কী উত্তেজনা সকলের মধ্যে। একত্র হ'লে সকলের মুখেই তো এক কথা, 'ওহে শুনেছো আবার নাকি লাগবে।' বড়দা বলেছেন, 'ধ্যেৎ, আবার কী লাগবে! যা চেয়েছিলো তা তো পেয়েইছে।' মেজদা মাথা নেড়েছেন, 'উঁহু, এদের বিশ্বাস নেই, এরা চায় না মুসলমান ছাড়া আর কোনো ধর্মের লোক থাকে এখানে।' বৌদিরা বিমর্ষ মুখে বলেছেন, 'দেশ ভাগ হ'য়ে কী সর্বনাশই না হ'লো। তার উপরে বাংলাদেশ! গান্ধী তো বলেইছেন, বাংলা ভাগ হওয়াও যা, একজন মানুষের অঙ্গচ্ছেদও তাই।'

সত্যি, ইংরেজদের মতো এমন চতুর জাত আর নেই পৃথিবীতে। গেলো বটে, কেমন ঘাড় মটকে দিয়ে গেলো। এর বাড়ির তলা দিয়ে, তার বাড়ির পাশ দিয়ে কী অদ্ভুতভাবে

BanglaBook.org

আলাদা করে দিলো দুটো দেশ। করো এখন লাঠালাঠি, বোঝো স্বাধীনতার মূল্য। হায় রে পূর্ববঙ্গবাসী হিন্দুর দল শেষ পর্যন্ত তোমরাই এই স্বাধীন ভারতবর্ষের বলির পাঁঠা হ'লে।

চা খেয়ে সেদিন দোকানে যাবার জন্য প্রস্তুত হ'তে-হ'তে গগনবাবু ভাবছিলেন, মা আর স্ত্রী গয়নাগুলো দোকানের সিন্দুক থেকে এবার নিয়ে আসি বাড়িতে। তাছাড়া হাজার বিশেক টাকাও প'ড়ে আছে বান্ডিলসুদ্ধ, সেগুলোও কাছে রাখা ভালো। কে জানে কখন কী হয়। কী মনে আছে এদের। কেমন যেন সব থমথম করছে, কেমন গরম-গরম ভাব। তবু বড়দা আবার আশ্বাস দিয়েছিলেন, 'আরে না, না, আমি বলছি এখন আর ওসব কিছু হবে না। এই তো কালই মোতাহারের সঙ্গে কথা হচ্ছিলো। বুঝলি, যে যাই বলুক, আলাদা হ'য়ে ভালোই হয়েছে, এখন আর দাঙ্গাবাজি করবার কারণ রইলো না। নইলে যা চলছিলো শেষের দিকে। বছরের মধ্যে ছ'মাসই তো এদের চোখ লাল। বরং এখন বেশ ঠাণ্ডা হয়েছে। আর এমন যদি দেখাই যায় যে লাগবেই, তখন না হয় বুঝেসুঝে কাজ-কারবারের একটা বিলি-বন্দোবস্ত ক'রে চ'লে যাবো পাকিস্তান ছেড়ে। এখন ব্যস্ত হবার কোনো দরকার নেই।'

আসলে বড়দা একা-একাই ওসব কল্পনা করেছিলেন। আর তিনি বিশ্বাস করেছিলেন। কিন্তু অন্য সকলে অন্যরকম বলেছিলেন। শেষে লক্ষ্মীও বলেছিলেন, 'দরকার কী অনিশ্চিতভাবে ব'সে থেকে। তার চেয়ে গয়নাগুলো আর টাকাগুলো ঘরে এনেই রাখো।'

কিন্তু সেই কথা আর কাজে পরিণত করা গেলো কই?

মারামারি লাগতে দেরি আছে তো মানুষ কাটতে দেরি নেই। বেরুতে গিয়ে ফিরলেন তিনি, শুনলেন, হুশেনি দালানের কাছে শুরু হ'য়ে গেছে হিন্দুনিধন যজ্ঞ। কেন? আবার কেন কি? এর মধ্যে কি কোনোদিন কেন খুঁজে পেয়েছে কেউ? মানুষের ভিতরকার বিতৃষ্ণা বিদ্বেষ হিংসা—এসব বৃত্তি যুক্তির অধীন নয়।

এই অবস্থায় কী আনতে পেরেছেন গগনবাবু? ঘরে আলমারিতে দৈনন্দিন খরচের জন্য যে কয়েকখানা দশ টাকার নোট প'ড়েছিলো লক্ষ্মী নিয়ে এসেছেন মুঠো ক'রে। পালাবার সময় একটা স্যুটকেসে ভ'রে খানকয়েক কাপড়জামার সঙ্গে সেই নোট ক'টা। তাড়াহুড়োতে আর গগনবাবুর ধমকে ভুলে গেলেন বাঁ-দিকের দেরাজে কাগজের তলায় বেশ কয়েকখানা একশো টাকার নোট প'ড়ে আছে অনেক দিন ধরেং। আরো টুকটাক কিছু গয়না।

মানুষ তারা সব মিলিয়ে এগারোজন। এগারোজনের মধ্যে কেউ-কেউ বাদ যাচ্ছে, কারো-কারো হাফটিকিট। তা সত্ত্বেও ঐ টাকায় কুলোলো না। তবে? তবে কী করবো?

BanglaBook.org

দেখা গেলো উপায় আছে একটি। টাকার বদলে ওরা সোনা নিতে রাজি। বাঁচা গেলো। গগনবাবুর স্তিমিত প্রাণে আবার চঞ্চলতা উজিয়ে উঠলো। তিনি তৎপর হ'য়ে খুলে নিলেন স্ত্রীর গায়ের গয়না। গয়না আর কই? সে তো সবই কারখানার লকারে। যা আছে তা নেহাতই সর্বদাই ব্যবহার্য। দু-হাতে আটগাছা আটগাছা ষোলোগাছা চুড়ি, এক জোড়া তারের বালা, গলায় চোদ্দো ভরির পাটিহার, কানে হীরার ফুল। 'দাও, দাও, সব দাও। ওরকম কোরো না। এখন কিপটেমি করার সময় নয়। আগে প্রাণ বাঁচুক, তবে তো সব! একবার কলকাতা গিয়ে পৌঁছুতে পারলে আর ভয়টা কী? এ গয়না আবার আমি তোমাকে গড়িয়ে দেবো। যদি বেঁচে-বর্তে তোমাদের সকলকে নিয়ে গিয়ে ভারতবর্ষের মাটি ছুঁতে পারি তখন আবার সব হবে। আমি একা এই দু-হাতের শক্তিতেই সব পারবো ফিরিয়ে আনতে। আমি ভাগ্যের চেয়ে পুরুষকারে বেশি বিশ্বাসী।'

লক্ষ্মী যে গয়নাগুলো খুলে দিতে কোনো আপত্তি করেছিলেন তা নয়। এতো জবাব দেবার কিছু ছিলো না গগনবাবুর। লক্ষ্মী শুধু বলেছিলেন, 'সবগুলো দেবার দরকার কী? হয় শুধু চুড়ি দাও, নয় তো গলার হারটা। হাতের চুড়িগুলোতে এক-এক গাছা দেড় ভরি ক'রে-ক'রে ষোলো-গাছায় চব্বিশ ভরি সোনা আছে। মকরমুখ বালাটাতে আছে সাড়ে-সাত ভরি—'

এইটুকু বলতেই অতো কথা বলেছেন গগনবাবু। গগনবাবুর কোনো আন্দাজ-আক্কেল নেই। তিনি জানেন না কতো ধানে কতো চাল। জানবার দরকারও হয়নি তাঁর। সুতরাং স্ত্রীর কথায় কান না দিয়ে সব গয়না তিনি মেলে ধরলেন টিকিট ঘরে, ব্যস্ত বিবৃত ক্ষুব্ধ এবং ঈষৎ ক্রুদ্ধ গলায় বললেন, 'দেখুন, হবে এই সোনায়?'

আসলে এতগুলো গয়না নিয়ে ঢেলে দেওয়ার মধ্যে একটা অহংকারমিশ্রিত প্রতিশোধ স্পৃহাও ছিল তাঁর। তখনো তিনি নিজের পরিচয় ভুলে যাননি। তাঁর আঁতে ঘা দিয়েছিলো এরা।

টিকিট-দেনেওলাদের মুখে মাখন লাগলো; তেলতেলে হ'য়ে উঠে বললো, 'ঠিক আছে, ঠিক আছে, উঠে পড়ুন তো এবার। এখুনি কিন্তু ছেড়ে দেবে প্লেন।'

'মেপে নেবেন না?'

'সেজন্য ভাবছেন কেন? এখন, আপনাদের এই দুঃসময়ে আমরা কি অতো মাপামাপির কথা ভাববো, বলুন? না কি যাচাই ক'রে নেবো ঠিক সোনা কি না। যা দিলেন, জমা রইলো। কলকাতা গিয়ে টিকিটের দাম নিয়ে যা বাকি থাকবে সব তখুনি ফেরত পাবেন। আমরা তো আপনাদের সাহায্যের জন্যই এই বিপদের ঝুঁকি নিয়ে আসা-যাওয়া করছি। আর দেরি করবেন না।'

খুট ক'রে একটি নীল কাগজে রাবার স্ট্যাম্পের ছাপ পড়লো, হাত বাড়িয়ে বললো, 'নিন, এটা দেখালেই সব হ'য়ে যাবে।'

গগনবাবু দৌড়ে এসে সব-ক'টি শিশু এবং স্ত্রীকে সামলে প্লেনে উঠে হাঁপ ছাড়লেন।

BanglaBook.org

জন্মভূমির শিকড় ছিঁড়ে আকাশে উঠে এলো প্লেন। খুপরি জানালার ফোকরে তাকিয়ে একটা অকথ্য বেদনায় ফুঁপিয়ে উঠলেন লক্ষ্মী। নদীনালায় ভরা ফাটা-ফাটা মাটি প'ড়ে রইলো নিচে, গাছগুলো ছোটো হ'য়ে হ'য়ে একটা সবুজ আস্তরণে পরিণত হ'লো, তারপরে তাও মিলিয়ে গেলো চোখ থেকে।

সাত দিন যাবৎ একমাত্র প্রাণের ভয় ছাড়া আর কোনো অনুভূতিই কাজ করেনি হৃদয়ে। শুধু একমাত্র চিন্তা কেমন ক'রে পালাবেন। দিবারাত্রি এই একটি মাত্র প্রার্থনাতেই বিহ্বল ছিলেন। মনে-মনে কেবলই বলেছেন, 'হে ভগবান, যেন নিরাপদে এই মাটি ছাড়তে পারি।' হায়। হায়। কে জানতো সেই মাটির জন্যই এতো কষ্ট হবে। এমন ক'রে ফেটে যাবে বুকটা।

স্ত্রীর দিকে তাকিয়ে গগনবাবুর চোয়াল দুটোও দুঃসহ ব্যথায় কেঁপে-কেঁপে উঠতে লাগলো। তাঁর পুরুষ-চক্ষুও আর অসজল রইলো না। ছেলে-মেয়েরা কেমন ভয়ে-ভয়ে এ ওর গায়ে লেপটে আছে জড়োসড়ো হ'য়ে। সারা প্লেনের প্রায় সমস্ত যাত্রীরই এক অবস্থা। সমস্ত যাত্রীই এক অনিশ্চিত ভয়ে বিমূঢ়।

এরা কে? কোথায় যাচ্ছে? এদের কী পরিচয়? এরা সব কোথায় উঠবে? কোথায় থাকবে? কী করবে? কী খাবে? আমি কোথায় যাবো? আমাকে কে আশ্রয় দেবে? তবে? তবে কী? হঠাৎ গগনবাবু আবার একটা নতুন ভয়ে শিউরে উঠলেন।

ভাবনাগুলো যেন ঢেউ। কেবল আসছেই, আসছেই। কিছুতেই নিস্তার নেই। একটা কাটান দিতে না-দিতেই আর-একটা এসে হাজির হয়।

ঢাকা থেকে কলকাতার দূরত্ব আর কতোটুকু? হুস ক'রে এক ঘণ্টার মধ্যে পদ্মাপারের মানুষ-বোঝাই বিমানটি চ'লে এলো গাঙ্গেয় ভূমিতে। দমদম ঘাঁটির চত্বরে এসে এক-পাক দৌড় মেরে থেমে গেলো। সিঁড়ি লাগিয়ে খুলে দেওয়া হ'লো দরজা, যাত্রীদের ব্যস্তব্যাকুল পদপাতে শব্দের অনুরণন উঠলো।

স্ত্রী আর ছেলেমেয়ে বহর নিয়ে গগনবাবুও আর-সকলের সঙ্গে সকলের মতোই নেমে এলেন। চত্বর ছাড়িয়ে যতোক্ষণে লবিতে পৌঁছোলেন, অনিশ্চিত জীবনের সেই নতুন ভয় জলের ভিতরে অক্টোপাসের মতো আঁকড়ে ধরেছে তাঁকে। তিনি ভেবে পাচ্ছেন না এর পরে কী।

কলকাতার সঙ্গে যোগাযোগ তাঁদের অতি ক্ষীণ। ক্বচিৎ কদাচ বেড়াতে এসে কয়েকদিন থেকে যাওয়া, মাত্র এইটুকু। তাঁর বাবা বিনয়েন্দ্রবাবু শৌখিন মানুষ ছিলেন। ছাপ্পান্ন ইঞ্চি কোকিল-পাড় ধুতি, গিলে-করা পাঞ্জাবি, সোনার বোতাম, সোনার আংটি, হাতে রুপো-

BanglaBook.org

বাঁধানো লাঠি, পায়ে গ্রিসিয়ান স্লিপার, গায়ে সুগন্ধি, এই তাঁর ছবি। কিন্তু তাঁর শখ ঢাকা ছাড়িয়ে কোনোদিনই কলকাতা পর্যন্ত পৌঁছোলো না। একবার খুব ঝোঁক চেপেছিলো বটে যে, কিছুকাল এখানে এসে থাকবেন। দেখবেন কেমন লাগে। ভালো লাগলে বাড়ি কিনবেন একটি। সারা পরিবার নিয়ে মহাসমারোহে চ'লেও এলেন ছ'মাসের জন্য। মস্ত এক বাড়ি ভাড়া নিলেন ভবানীপুরে। কয়েকদিন খুব হইহল্লা চললো। আত্মীয়স্বজন যে যেখানে আছে হাজির হ'লো এসে। বন্ধুরা আড্ডা জমালো। তারপর একমাস যেতেই ক্লান্ত হ'য়ে পাততাড়ি গুটোলেন। বললেন, 'ধ্যেৎ, এখানে নাকি মানুষ থাকে? যেন একটা খাঁচা।' তার উপরে লোকগুলো মেকি। ওদিকে খাবার জিনিসের অভাব। দুধে জল, মাছ সেরের দামে, ফলফলারির তো নামগন্ধ নেই। আর সবচেয়ে যেটা মর্মান্তিক, কলকাতায় কেউ কাউকে চেনে না। তিনি যে একজন রাশভারী ছোটোবাবু এ যেন কারো নজরেই পড়ছে না। তবে আর এখানে থাকবেন কী সুখে? এখানে তিনি নেহাতই দশজনের একজন মাত্র। যতো বড়ো বাড়িতেই থাকুন, তার চেয়েও বড়ো বাড়ি অনেকের আছে।

মতলব ঘুরে গেলো। এমনিতেই কলকাতা বিষয়ে তাঁর তেমন কৌতূহল বা প্রবণতা ছিল না, এসে বাস ক'রে একেবারে নির্মূল হ'লো। তিনি তো আর জানতেন না তাঁর মৃত্যুর তিন মাসের মধ্যেই তাঁর পুত্র-পরিবারকে এমনভাবে বিতাড়িত হ'তে হবে আপন পিতৃভূমি থেকে। এমন ক'রে ধনে-প্রাণে নিধন হ'তে হবে। জানলে অন্যরকম হ'তো। এমন ভিক্ষুকের মতো পথে দাঁড়িয়ে আশ্রয়ের জন্য ভাবতে হ'তো না।

লবিটা লোকে লোকারণ্য। দু-চারজন বাদে প্রায় সকলেই পূর্ববাংলার উন্মূল অধিবাসী। বোঁচকা, পুঁটুলি, শিশু, স্ত্রীলোক, বৃদ্ধ, রোগী—দিকবিদিক ছড়ানো ছিটোনো মানুষের মিছিল। কেউ সরবে বুক চাপড়াতে চাপড়াতে এগুচ্ছে, কেউ নীরবে চোখ মুছছে। কারো স্বামী নেই, কারো স্ত্রী নেই, সন্তানহীনা হয়েছে কতো মেয়ে। কতো মেয়ে শরীরের জাত খুইয়ে সর্বস্বান্ত। পুরুষেরা যেন সব ধ্বংসস্তূপ। তাদের চলনে জোর নেই, বলনে ভাষা নেই, চোখের দৃষ্টি উদ্‌ভ্রান্ত। যেন এই জগৎসংসারটা চলতে-চলতে হঠাৎ থেমে গেছে তাদের সামনে। যেন নিশ্বাস নিতে-নিতে বাতাস বন্ধ হ'য়ে গেছে। মুখের ভাব বদলে গিয়ে নির্বোধ শিশুর মতো দেখাচ্ছে। কিছুতেই ভেবে উঠতে পারছে না এখন তারা কী ভরবে, কোথায় যাবে এই নিঃস্ব সহায়-সম্বলহীন আশ্রয়চ্যুত জীবন নিয়ে।

লোক ঠেলে-ঠেলে ভিড় কাটিয়ে কোনোরকমে ন'টি ছেলেমেয়ে আর স্ত্রীকে নিয়ে গগনবাবু লবির বাইরে এলেন। লক্ষ্মী সেই যে কান্নাকাটি শুরু করেছেন এখনো থামাতে পারেননি। অতসী কী যেন বলছে ভুরু কুঁচকে। বোধহয় শান্ত হ'তে বলছে। মালতী হাঁ ক'রে তাকিয়ে দেখছে কোনদিকে। বড়ো ছেলে দুটো-এর মধ্যেই দৌড়তে যাচ্ছিলো একটা ফড়িঙের পিছনে। স্বভাববিরুদ্ধভাবে গগনবাবু অত্যধিক জোরে ধমক দিলেন একটা। স্ত্রীর দিকে তাকিয়ে ক্রুদ্ধ কণ্ঠে বললেন, 'চুপ করো, ফ্যাঁচফ্যাঁচ ক'রে কাঁদতে হবে না আর।' স্বামীর কাছে উঁচু গলার কথা শুনতে অনভ্যস্ত লক্ষ্মী থেমে গেলেন। ছেলেরা মায়ের গা ঘেঁষে দাঁড়ালো।

BanglaBook.org

বারান্দা পেরিয়ে খোলা মাঠের এক কোণে আকাশের তলায় এসে মুখের ঘাম মুছলেন তিনি। গরমে, ক্লান্তিতে, উদ্বেগে অবসন্ন হ'য়ে আসছিলো দেহ। বড়ো মেয়ের দিকে তাকালেন। ধীর স্থির শান্ত। মার মতো কান্না নেই তার, চেহারায় ভয় বা দীনতা নেই। এই সাত দিনেই যেন অবস্থার সঙ্গে নিজেকে খাপ খাইয়ে নিয়েছে। শুধু যে ভাইবোনদেরই নরমে গরমে সামলে রাখছে তাই নয়, মাকেও সান্ত্বনা দিচ্ছে পরিণতবুদ্ধি বয়স্কের মতো। গগনবাবু কোথায় একটু ভরসা পেলেন। বললেন, 'শোন ওতুন, আমি ওদের আপিসটার খোঁজ ক'রে আসি—'

'কোন্ আপিস?'

'ঐ যে গয়নাগুলো নিলো। আমাদের টিকিটে আর কতো টাকা লেগেছে, আর্ধেকেরও কম নিশ্চয়ই। ফুল-টিকিট তো মাত্র তিনটে হবে। তোর, তোর মার আর আমার। আর হাফ-টিকিটও ধর গিয়ে মালতী, চম্পা, চামেলি—বড়ো জোর শিবাজী পর্যন্ত—'

'টিকিটের দাম কতো?'

'ঠিক জানি না, পঞ্চাশের বেশি নয়। যাইহোক, আমি খোঁজ ক'রে আসি। তুই আর তোর মা ওদের দিয়ে একটু একা-একা দাঁড়িয়ে থাকতে পারবি না এখানে?'

'কেন পারবো না?'

'কোথাও যাস না।'

'তুমি ভেবো না।'

'বরং ঐ গাছতলাটায় বোস গিয়ে একটু—'

'ঠিক আছে।'

গগনবাবু এগিয়ে গেলেন, ফিরে এলেন তখুনি। সঙ্গে চায়ের কেটলি হাতে একটা বারো-চোদ্দো বছরের ছেলে। বললেন, 'চা খেয়ে নে। দাও, এক খুরি ক'রে-ক'রে সব্বাইকে দাও। বিস্কুট নেই?'

চায়ের ছেলেটা জনসংখ্যা দেখে খুশি হ'লো। চা দিয়ে দৌড়লো বিস্কুট আনতে। হাতের ঘড়ির দিকে তাকিয়ে গগনবাবু বললেন, 'বারোটা দশ। এই অসময়ে কি এমন অস্নাত অভুক্ত অবস্থায় ওঠা যায় কারো বাড়ি? আমি গয়নাগুলোর একটা হিসেব নিকেশ ক'রে ফিরে আসি, তারপর চল, কোথাও খেয়ে নিয়ে শেষে যা হয়—'

অতসী বললে, 'তাই ভালো।'

লক্ষ্মী আবার চোখ মুছতে আরম্ভ করলেন।

আদ্ধেক চা খাওয়া খুরিটা ছুঁড়ে ফেলে আবার লবির দিকে দৌড়লেন গগনবাবু।

সবাইকে নিয়ে চুপচাপ দাঁড়িয়ে রইলো অতসী। কেবলমাত্র তারাই নয়, দলে-দলে বিভক্ত হ'য়ে অগণিত লোক, অগণিত দেশ-ছাড়া, গাঁ-ছাড়া, ভিটে-মাটিহীন অপেক্ষমান অথবা চলমান মানুষের অস্তিত্ব। একটু অন্যমনস্ক হ'য়ে পড়েছিলো, অনুভব করলো, কেউ যেন খুব কাছে এসে দাঁড়িয়েছে। তাকিয়ে দেখলো, একজন বয়স্ক ভদ্রলোক। পরনে পরিষ্কার

BanglaBook.org

ধুতি-শার্ট, পায়ে চকচকে জুতো, হাতে লাঠি। কোমল গলায় বললেন, 'তোমরা কি ঢাকা থেকে এসেছো?'

'হ্যাঁ।'

'এখন কোথায় যাবে?'

'আমাদের আত্মীয়ের বাড়ি আছে।'

'সঙ্গে কেউ নেই?'

'বাবা আছেন।'

'কোথায়?'

'একটা খোঁজ আনতে গেলেন।'

'কিসের খোঁজ?'

'আমি জানিনে।'

'আমি জনসেবক সংঘের ম্যানেজার। জনগণের সেবাই আমাদের ধর্ম। ইচ্ছে করলে তোমরা আমার সঙ্গে আমাদের আশ্রমে আসতে পারো। খাওয়া থাকা বাসস্থান সব ফ্রি।'

কথা শুনে লক্ষ্মী চঞ্চল হ'য়ে উঠে বললেন, যদ্দিন না সুবিধে হয়, আমরা তাহ'লে উঠতে পারি সেখানে? খাবো না, একটু শুধু মাথা গোঁজার জায়গা।

'নিশ্চয়ই। আমার সঙ্গে গাড়ি আছে, বলেন তো এখুনি বন্দোবস্ত ক'রে নিয়ে যাই।'

'আমার স্বামী আসুন, তাঁকে জিজ্ঞেস ক'রে—'

'সে তো বটেই। এক কাজ করুন না মা, আপনারা গিয়ে গাড়িতে বসুন না, আমি লোক দাঁড় করিয়ে রাখছি এখানে, আপনার স্বামী এলে সে নিয়ে যাবে।'

অতসীর দিকে তাকালেন ভদ্রলোক, 'তুমি বরং চলো, দেখে আসবে, এই তো কাছে, হেঁটেও যেতে পারো।'

'বাবা আসুন।'

'আচ্ছা দাঁড়াও। এই পঞ্চ, পঞ্চু—' কাকে যেন ডাকলেন তিনি। সঙ্গে সঙ্গে কোথা থেকে ছুটে এলো একটি ছেলে।

'তোমার বাবার নামটা কি বলো তো, মা-লক্ষ্মী।'

'গগনেন্দ্র হালদার।'

'যদি বলো উনি কী দরকারে গেছেন, আমরা এখুনি তা ক'রে দিতে পারি। এখানে তো সব "আয়াসে খায়, মজিদে ঘুমোয়, আঠারো মাসে বছর যায়।" যে-কাজ দু-মিনিটের সে-কাজে দু-মাস লাগাবে। আমাদের সঙ্গে পরিচয় আছে, ব্যবস্থা আছে এই ছেলেটি গিয়ে—'

আবার লক্ষ্মী ব্যাকুল হ'য়ে বললেন, 'তাহ'লে একটু দয়া করুন, যাতে তাড়াতাড়ি উনি খালাস ক'রে আনতে পারেন গয়নাগুলো—'

'ও, গয়না বন্ধক দিয়ে প্লেনে চড়েছেন? বুঝেছি। রাতদিন তো তাই আসছে। আর রাতদিন দেখছি টিকিটের দাম কেটে বাকি গয়না ফেরত দিতে কতো ঘুরোচ্ছে এরা।

BanglaBook.org

পঞ্চু, তাহ'লে তুমি যাও তো বাবা, কাউন্টারে আমার নাম ক'রে বলো তো গিয়ে, গগনেন্দ্রবাবুকে যেন না ঘুরনো হয়। যাও, যাও, শিগগির যাও—মা-লক্ষ্মীরা কতোক্ষণ দাঁড়িয়ে থাকবেন রোদ্দুরে।'

পঞ্চু বিনীতভাবে বললো, 'তাহ'লে কেউ একটু আসুন আমার সঙ্গে, আমি তো চিনি না ভদ্রলোককে।'

'ও, তাও তো বটে। আমার খেয়ালটা দ্যাখো একবার—' ভদ্রলোক খোলা গলায় হেসে অতসীর দিকে তাকিয়ে বললেন, 'তাহ'লে তুমি যাও তো মা সঙ্গে, একটু চিনিয়ে দেবে।'

হাতে স্বর্গ পেয়ে লক্ষ্মী বললেন, 'যা ওতুন। তাড়াতাড়ি হবে। মানুষটার উপর দিয়ে যে কী যাচ্ছে।' আবার কান্না এলো তাঁর।

ভদ্রলোকও দুঃখে কাঁদো-কাঁদো হলেন। মুখে-চোখে রুমাল বুলিয়ে বললেন, 'কী কাণ্ডটাই না করলো ব্যাটারা। নইলে এমন সব লোকের এমন অবস্থা হয়? বুঝলে পঞ্চু, আমার নাম ক'রে বড়ো সাহেবকে বেশ দু-কথা শুনিয়ে দিও তো। তাহ'লে যাও মা, একটু চিনিয়ে দেবে।'

অতসী তেমনি স্থির থেকে বললো, 'বাবা এখানেই দাঁড়িয়ে থাকতে ব'লে গেছেন।'

'তা তো সবাই থাকছে, তুমিও ফিরে আসবে এক্ষুনি।'

'গেলে বাবা রাগ করবেন।'

লক্ষ্মী বিরক্ত হ'য়ে বললেন, 'রাগ করবেন কেন? এঁরা নিজে থেকে উপকার করতে চাইছেন। এই ভিড় ঠেলে কিছু করা সহজ নাকি? কতো লোকের পিছনে হয়তো দাঁড়িয়ে আছে গিয়ে।'

ভদ্রলোক সঙ্গে-সঙ্গে মাথা নাড়লেন, 'ঠিক বলেছেন মা। শত-শত লোক এইভাবে এসে পৌঁছচ্ছে রোজ, এইভাবে শত-শত লোক লাইন ক'রে ধন্না দিচ্ছে। চেনা-জানা না থাকলে এক দুঘণ্টা কেন, এক বছরেও মেলে কিনা দেখুন।

তবু অতসী দ্বিধান্বিতভাবে দাঁড়িয়ে থাকলো চুপ ক'রে। একটু অপেক্ষা ক'রে ভদ্রলোক কী যেন ইঙ্গিত করলেন পঞ্চুকে। পঞ্চু মাথা হেলিয়ে বললো, 'ঠিক আছে।'

ভদ্রলোক বললেন, 'ছোটো গাড়িটা।'

পঞ্চু বললো, 'রুমালটা?'

ভদ্রলোক বললেন, 'ছোটো শিশিটা।'

পঞ্চু বললো, 'রামুকে?'

ভদ্রলোক বললেন, 'নরহরি।'

এই সাংকেতিক ভাষা অতি মৃদু গলায় বিনিময় করলো তারা। সহসা আপাদমস্তক একটা অহেতুক ভয়ে কেঁপে উঠে অতসী চেঁচিয়ে বললো, 'ঐ তো, ঐ তো বাবা আর আরো কে-কে আসছেন আমাদের দিকে। বুঝেছি কারা। আমাদের নিতে এসেছেন ওঁরা—'

BanglaBook.org

'কই, কই তোমার বাবা—'

'ঐ তো, দেখছেন না, ঐ যে।'

মস্ত লম্বা-চওড়া একজন ভদ্রলোক আরো দু-তিনজনের সঙ্গে কথা বলতে-বলতে এগিয়ে আসছিলেন, তাকিয়ে দেখে হঠাৎ দ্রুত পায়ে কোথায় স'রে গেলেন ভদ্রলোক, সঙ্গে-সঙ্গে পঞ্চুও হাওয়া।

লক্ষ্মী অবাক হ'য়ে বললেন, 'কাকে তুই বাবা ব'লে দেখাচ্ছিস?'

'যাকেই হোক, তুমি চুপ করো।'

'ওরা কোথায় গেলো?'

'চুপ করো।'

'কী হয়েছে বল না?'

'কিছু না, তুমি শুধু দাঁড়িয়ে থাকো চুপ ক'রে।'

অতসী হাঁপাচ্ছিলো। লক্ষ্মী তাকিয়ে রইলেন। তাঁর সহজ সরল মনে সহসা যেন একখণ্ড কালো মেঘের ঢেউ দুলে উঠলো।

খানিকবাদেই ফিরে এলেন গগনবাবু। খালি হাতেই এলেন। তবে শুনে এসেছেন গয়নাগুলো সব জমা পড়বে হেড আপিসে, সেখান থেকেই খালাস করতে হবে গিয়ে। আপিসটা এখানে নয়। ঠিকানা দিয়ে দিয়েছে ওরা। যেতে হবে দু-তিন দিন পরে।

স্বামীকে দেখে লক্ষ্মী সভয়ে বললেন, 'শোনো, দু-জন লোক এসে বলছিলো যে।'

অতসী থামিয়ে দিয়ে বললো, 'বাবা, আর দেরি না, এবার দুটো ট্যাক্সি ধরো।'

'দুটো ট্যাক্সি?'

'নইলে আমরা একটাতে যাবো কী ক'রে? ধরবে কেন?'

'তার চেয়ে চল হেঁটে-হেঁটে বাইরে রাস্তায় গিয়ে খোঁজ নিয়ে দেখি কোথাও কোনো হোটেল-টোটেল—'

'না বাবা, না।'

'কী হয়েছে?'

'একজন ভদ্রলোক এসে বললেন কি।' লক্ষ্মী আবার শুরু করলেন। এবার আর অতসী বাধা দিলো না। মনে হ'লো, বাবার জানা দরকার জায়গাটা নিরাপদ নয়। শোনো গল্পের মতোই ভীষণ। অতসী ঠিকই বুঝেছিলো ওদের মতলব ভালো নয়। খুব অদ্ভুতভাবে তার মনে হচ্ছিলো, ওদের প্রধান শিকার যেন সে নিজে। ভদ্রলোকের চোখের মধ্যে যেন স্পষ্ট লেখা ছিলো সে-কথা। ভাগ্যিস ভগবান মিথ্যা বলবার বুদ্ধিটা যুগিয়ে দিয়েছিলেন সময়মতো। কে জানে কী করতো শেষ পর্যন্ত। নইলে তাঁর কল্পিত বাবাকে দেখেই ওরকম

BanglaBook.org

পালিয়ে গেলো কেন? ভাবতে গিয়ে আবার শিউরে উঠলো অতসী।

সব শুনে ঘটনাটা বুঝে নিতে অসুবিধে হ'লো না গগনবাবুর। তিনি স্তম্ভিত হলেন, চুপ ক'রে থেকে দীর্ঘশ্বাস ফেলে হাত রাখলেন মেয়ের পিঠে।

ট্যাক্সি পাওয়া কিন্তু সহজ হলো না। সহজ অবশ্য কিছুই আর নেই জীবনে। সহজ জীবন তাঁরা রেখে এসেছেন ওপারে। এখন শুধু তার খেসারত গোনা।

অনবরত যাত্রী ব'য়ে-ব'য়ে ট্যাক্সিওয়ালাদের মেজাজ গরম। যাও-বা দু-একজন দাঁড়ালো একগাদা বাচ্চা দেখে তৎক্ষণাৎ মুখ ফেরালো। একটাই পাওয়া যায় না, তার আবার দুটো। গগনবাবু হন্তদন্ত হ'য়ে ছোটাছুটি করতে লাগলেন। শেষ পর্যন্ত একজন বৃদ্ধ শিখের দয়া হ'লো। দাঁড়ালো সে। সব ক'জনকেই তুললো, তার জন্য ভাড়াও বেশি নিলো না। এই ভালো হ'লো। রক্ষণাবেক্ষণকারী তো মাত্র একজন তিনি। লক্ষ্মীর উপর কোনো ভরসা নেই। সংসারের মধ্যে লক্ষ্মী গৃহস্থালীতে নিপুণ বটে, কিন্তু বাইরের জগতে তিনি একটি সেতু ছাড়া আর-কিছু নন। তাঁর সরলতা, ব্যাকুলতা, লজ্জা, ভয় তাঁকে পদে-পদে বাধা দিচ্ছে চলতে। অতসী সত্যিই যথেষ্ট শক্ত এবং সমর্থ। এক গাড়িতে কিছু বাচ্চা নিয়ে তিনি আর অপর গাড়িতে মাকে আর বাকি ভাইবোনকে নিয়ে অতসী, এভাবে ভাগ করতে পারতেন, কিন্তু একটু আগে যে-দুটি হাঙর ঘোরাফেরা করছিলো, এখন তারা কোথায় ওত পেতে আছে কে জানে। অতসীকে চোখের আড়াল না করাই এখন ভালো।

সামনে-পিছনে বাচ্চাদের কোলে-কাঁখে নিয়ে বসলেন গাড়িতে। কৃতজ্ঞ হ'য়ে নিঃশব্দে হাত চেপে ধরলেন সর্দারজির। সর্দারজিও চাপ দিয়ে হাসলো, তারপর স্টার্ট দিলো।

কিন্তু এখন কোথায়? আর কোথায়। দেবেনের ওখানে উঠতেই হবে। সে ছাড়া তেমন ঘনিষ্ঠ আর কে আছে?

দেবেনের মা ননিপিসি যদিও গগনবাবুর আপন পিসিমা নন, কিন্তু অল্প বয়সে বিধবা হ'য়ে পাঁচ বছরের দেবেনকে নিয়ে তাঁদের আশ্রয়েই এসে উঠেছিলেন। অর্থাৎ নিজের আপন ভাই এবং স্বামীর আপন ভাইদের দরজা থেকে বিতাড়িত হ'য়ে জ্ঞাতিসম্পর্কিত জ্যাঠতুতো ভাইদের ঘরে সমাদৃত হয়েছিলেন। কেবলমাত্র সমাদৃতই নয়, রীতিমতো প্রতিষ্ঠিত।

ননিপিসি মুখরা ছিলেন, নিন্দুক ছিলেন। গগনবাবুর মনে আছে, তাঁর মা-জ্যাঠাইমারা কী রকম তটস্থ হ'য়ে থাকতেন এই মহিলার কাছে। বাবা-জ্যাঠামশায়রা বলতেন, 'কী করবে, স'য়ে যাও। সব মানুষ তো একরকম হয় না। হাজার হোক অনেক দুঃখে-কষ্টে প'ড়েই এখানে এসেছে।'

জবাবে মা-জ্যাঠাইমারা বলতেন, 'এই যদি দুঃখী মানুষের নমুনা হয়, তাহ'লে তার খুরে-খুরে দণ্ডবৎ। বাব্বা! সাধে কি আপন ভাই-বান্ধবের ঘরে টিকতে পারেনি! এই মানুষকে কে জায়গা দেবে?'

বাবা-জ্যাঠামশায়রা প্রত্যুত্তরে বলেছেন, 'অবস্থার বিপর্যয়ে মানুষের কতো ধরনের সব

BanglaBook.org

বিকৃতি হয়। শাদাকে কালো দেখে। তা ব'লে তোমরা কেন নিষ্ঠুর হবে?'

অতএব ননিপিসির সব অপরাধ মাপ তাঁদের সংসারে। অতএব মাছের বড় টুকরোটি সর্বাগ্রে তাঁর ছেলের, দুধের বড় বাটিটি তাঁর ছেলের, পুজোর ভালো পেশাকটি তাঁর ছেলের—এমনকি ইস্কুলে যাবার সময় দেবেনের দৈনন্দিন টিফিন-বাটিটির খাদ্যের পরিমাণও তাঁদের দেড়া আসা চাই। নইলে ননিপিসির মুখ ভার। টিফিন-বাটিটা খুলে-খুলে দেখতেন তিনি। দেবেন যখন তাঁদের সঙ্গে খাবার-ঘরে খেতে বসতো, ননিপিসি চৌকাঠের ও-পিঠ থেকে নাকে কাপড় দিয়ে ডিঙি মেরে তাকিয়ে থাকতেন, লক্ষ করতেন; কারো সঙ্গে উনিশ-বিশ করা হচ্ছে কি না। ছাঁটা চুল, শক্ত-শক্ত চেহারা, কালো রং আর ভীষণ শুচিবায়ু, এই হলেন ননিপিসি।

দেবেন ঠিক গগনবাবুরই বয়সী ছিলো। খুব ভাব হ'লো দু-জনে। একসঙ্গে খেলাধুলো, লেখাপড়া—একেবারে হরিহর আত্মা। বড়ো হ'তে-হ'তে রুচির গরমিল দেখা দিলো বটে অনেক, কিন্তু বন্ধুতায় চিড় ধরলো না।

যখন গ্রাম ছেড়ে যাবার সঙ্গে ঢাকা চলে এলেন গগনবাবু, কী বিরহ দু-জনের! ম্যাট্রিক পাস ক'রে দেবেনও শেষে চ'লে এলো। গগনবাবুর এক বছর পরে পাস করেছিলো সে। মেধা বেশি ছিলো না কিন্তু অধ্যবসায় ছিলো। গগনবাবু যতোদিনে ছাত্রজীবনের সঙ্গে অসহযোগ করলেন, ততোদিনে সে কলেজে ভর্তি হ'লো। আই. এ. পাস করলো, বি. এ. পাস করলো, সবই সেই ঢাকার টিকাটুলির বাড়ি থেকে। গগনবাবুর বাবা বিনয়েন্দ্রই করেছেন সব। শুধু তাই নয়, গ্রামের বাড়িতে গগনেন্দ্রর অংশ থেকে অর্দ্ধেক অংশ লিখেও দিয়ে গেছেন ভাগ্নেকে, সেই সঙ্গে দশ বিঘা ধানের জমি।

যদিও দেবেন কলকাতায় চাকরি নিয়ে আসার পর থেকে প্রথম দু-চার বছর বাদে শেষের দিকে খুবই কম আসতো দেশে, বিশেষত ননিপিসির মৃত্যুর পরে, তবুও চিঠিপত্র লেখায় তার কার্পণ্য ছিলো না। শেষ এসেছিলো ছেলের মুখে-ভাত দিতে।

যতোদিন বিনয়েন্দ্র বেঁচে ছিলেন উৎসব-অনুষ্ঠান অন্যত্র হবার উপায় ছিলো না। অবিশ্যি সে-কথা ভাবতোও না কেউ। কলকাতাবাসী দেবেনও নয়। ফিরে যাবার সময় সেবার কী পীড়াপীড়ি, কলকাতা নিয়েই যাবে তাঁকে। লক্ষ্মী অন্তঃসত্ত্বা ছিলেন ব'লে এলেন না গগনবাবু। কিন্তু প্রতিজ্ঞাবদ্ধ হলেন শিগগিরই যাবেন বলে। সে শিগগির আর গগনবাবুর হ'য়ে ওঠেনি।

হ'লো এতোদিনে।

আকণ্ঠ-ঠাসা ট্যাক্সির ভিতরে সারা পরিবারটির দিকে একবার চোখ বুলোলেন তিনি। জনসংখ্যা দেখে তাঁর অভ্যস্ত চোখও আঁতকে উঠলো। তার উপরে এই অবস্থা, যখন একটি পয়সা নেই হাতে। আগে গগনবাবু এসেছেন রাজার মতো, খেয়েছেন যতো খাইয়েছেন দ্বিগুণ। যে-ক'দিন থেকেছেন, দু-হাতকে দশ হাত বানিয়ে খরচ করেছেন। আত্মীয়-বন্ধুদের কাছে খাতিরের অন্ত থাকেনি। কিন্তু এই অবস্থায়, যতো কৃতজ্ঞই থাকুক দেবেন, সপরিবার গগনকে দেখে কি তার সেই মন কাজ করবে আর?

BanglaBook.org

দরজা খুলে দিয়ে তিন হাত পিছিয়ে গেলো যূথিকা। দেবেনের স্ত্রী। 'আপনারা?' তার মুখ থেকে যেন খ'সে পড়লো এই শব্দ ক'টা।

গগনবাবু শীর্ণরেখায় হাসলেন, বললেন, 'আমরা নই, আমাদের প্রেত। ভয় পেলে দোষ দেবো না।'

'ভয় কেন, বাঃ।'

যূথিকার ভঙ্গি দেখে গগনবাবুর বুক সাত হাত দ'মে গেলো। বললেন, 'দেবেন কোথায়?'

'বাড়িতেই আছেন।' যূথিকা তেমনি দাঁড়িয়ে আছে দু-হাত দুই দরজায় রেখে।

গগনবাবু না বলে পারলেন না, 'মনে হচ্ছে যেন ঢুকতে দেবে না?'

'না, না, সে কি কথা,' লজ্জা পেয়ে স'রে দাঁড়িয়ে বললে, 'আসুন। এসো লক্ষ্মীদি। ইস! কী হাল হয়েছে সবার। নিশ্চয়ই লুকিয়ে পালিয়ে—'

'তাছাড়া আর কী? প্রাণ রাখতে প্রাণান্ত। যাও, দেবুকে শুভ খবরটা দিয়ে এসো, দেখুন কী দশা হয়েছে আমাদের।'

সকলকে নিয়ে ভিতরে ঢুকলেন তিনি। সঙ্গে-সঙ্গে যূথিকার সাজানো বসবার ঘরটি যেন মানুষের জঙ্গলে ভ'রে গেলো। তাকিয়ে চোখ নামিয়ে নিলেন গগনবাবু। যূথিকার চেহারায় কোনো অভ্যর্থনা ছিলো না। শুকনো গলায় 'বসুন' ব'লে পাখাটা না খুলেই সে ভিতরে চ'লো গেলো।

গগনবাবুর যেন ডাক ছেড়ে কান্না এলো। এমন চোর হ'য়ে, প্রার্থী হ'য়ে আর কোনোদিন তিনি কারো ঘরে ঢোকেননি। যূথিকার কাছ থেকে এই ব্যবহার তাঁর প্রত্যাশিত ছিলো না। অন্তত এই মুহূর্তে। তিনি স্ত্রীর দিকে তাকালেন। অতসী তাঁর দিকে তাকালো। তারপর তিনজন তিনজনের দিকে তাকিয়ে প্রত্যেকেই প্রত্যেকের বেদনা উপলব্ধি ক'রে ফিরিয়ে নিলো চোখ।

অথচ এই সেদিনও এই যূথিকাই কতো আদিখ্যেতা দেখিয়েছে, কতো মন যুগিয়েছে। সেবা যত্ন আতিথেয়তা—কোথাও কোনো ত্রুটি রাখেনি। যখন ঢাকা গেছে, লক্ষ্মীর ছায়া হ'য়ে ঘুরেছে সঙ্গে, হাতের কাজ কেড়ে নিয়ে করেছে। দাদা বলতে অজ্ঞান। আর দাদার ছেলেমেয়ের উপরই বা কী যত্ন। আজ? আজ সে তাঁদের বাইরের ঘরে বসিয়ে রেখে জানিয়ে দিয়ে গেলো, যতো নিকট ভেবে এসে হাজির হয়েছো বিপদের দিনে, ততো নিকট আমরা ভাবছি না তোমাদের। এতো অভদ্র যে পাখাটা পর্যন্ত খুলে দিয়ে গেলো না। তৎক্ষণাৎ দৌড়ে চ'লে যেতে ইচ্ছে হয়েছিলো গগনবাবুর। কিন্তু কোথায় যাবেন? এতোগুলো মানুষ নিয়ে এই অবসন্ন দেহ-মনে আর কোথাও যাবার ঠিকানা তিনি মনে আনতে পারলেন না।

BanglaBook.org

রবিবারের দুপুর। আরাম করে ঘুমুচ্ছিলো দেবেন। ছেলেমেয়ে দু-জনই কাছে কোথায় বন্ধুর বাড়ি গেছে। যূথিকা এসে ঠেলে তুললো স্বামীকে, 'দ্যাখো গিয়ে কারা এসেছে?'

'কারা?'

'যা ভয় করেছিলাম ঠিক তাই।'

'কী ব্যাপার?'

'কী আবার। ঘরে-ঘরেই যে ত্রাস তোমার ঘরেও তাই এলো।''

'কিসের ত্রাস?'

'বাব্বা, ভদ্রলোক সত্যি করিতকর্মা পুরুষ। জন্ম দিয়েছেন কিছু। এখন এই ছানাপোনা নিয়ে যদি এখানেই বরাবরের জন্য বহাল হন, আমি বাপু তার মধ্যে নেই। আর যেভাবে এসেছেন মনে হয় না একটি কপর্দকও আনতে পেরেছেন সঙ্গে। মফঃস্বলের চেহারাই আলাদা, যেমন বাচ্চাদের হাল তেমনি তাদের মা।'

দেবেন উঠে বসলো, চোখ রগড়ে বললো, 'কাদের কথা বলছো আমি তো কিছুই বুঝতে পারছি না।'

'তোমার গগনদা।'

'গগনদা? এসেছে? কোথায়? সবাই এসেছে? তাহ'লে বেঁচে আছে ওরা?' গলায় উৎসাহ ফুটে উঠলো দেবেনের, লাফিয়ে খাট থেকে নামলো সে।

যূথিকা হাত ধ'রে বললো, বেশি আপ্যায়নে কাজ নেই। দেখছো তো, প্রত্যেকেই এখন কলকাতায় রিফিউজিদের উৎপাতে কিরকম কাতর। সর্বাণীদি তো তাঁর মা-বাপের ভারই সহ্য করতে পারছেন না, সাফ ব'লে দিয়েছেন, "যেখানে হয় যাও, এখানে নয়।" আর এ তো কবেকার কোন মামাতো-পিসতুতো ভাই, তাও আপন নয়।'

স্ত্রীর কথায় একটু থমকালো দেবেন। কথাটা মিথ্যে নয়। বাড়িতে-বাড়িতেই এখন এই এক অভিজ্ঞতা, এক আতঙ্ক। দরজায় টোকা শুনলেই ভয়, এই বুঝি এসে চড়াও হ'লো কেউ। কে জানতো কলকাতার মানুষগুলোর এতো আত্মীয় আছে পূর্ববাংলায়।

কোথার থেকে কোথার থেকে খুঁজে-খুঁজে কে যে এসে কখন কার ঘরে কার ঘাড়ে চেপে বসবে কেউ জানে না। কথায়ই আছে নিজে বাঁচলে বাপের নাম। মোটামুটি সবাই ছাপোষা লোক, আনে নেয় খায়, কোনোরকমে বাস করে বাচ্চাকাচ্চা নিয়ে। দুটি-তিনটি চারটি, এই হচ্ছে ঘরের সংখ্যা। এর মধ্যে পিলপিল ক'রে এসে ঠাঁই নিচ্ছে সব। থাকছে। খাচ্ছে। যাচ্ছে না।

সুতরাং স্ত্রীর কথায় তৎক্ষণাৎ আবেগের আতিশয্যে লাগাম কষলো দেবেন। তার মনে যুক্তি-বুদ্ধি ফিরে এলো। ভুলে গেলো ক'দিন যাবৎ গগনদার জন্য সত্যি তার কতো দুর্ভাবনা হচ্ছিলো, কতোবার সে মনে মনে বলেছে ওরা যেন নিরাপদে থাকে। কিন্তু একজনদের নিরাপদ হ'তে বলা আর আপদ হ'য়ে এসে ঘাড়ে চাপা, দুটোতে নিশ্চয়ই তফাত আছে অনেক।

অবিশ্যি আগে থেকেই এতো ভাবা উচিত নয়। হাজার হোক, নন্দপুকুরের হালদার-

BanglaBook.org

গুষ্টি নিশ্চয়ই একেবারে নিঃস্ব হ'য়ে এসে উঠবে না কারো বাড়িতে।

লুঙ্গি-ক'রে-প'রে থাকা অসংবৃত ধুতিটায় পাক দিতে-দিতে এ-ঘরে এলো দেবেন।

'আরে গগনদা, লক্ষ্মীবউদি—আমি কতো ভাবছিলাম তোমাদের জন্য। তাহ'লে তোমরা—

'হ্যাঁ, বেঁচে আছি।' গগনবাবুর গলা যেন মৃত্যুর পরপার থেকে ভেসে এলো।

'তারপর? কী ক'রে এলে? আগে কেন পালালে না'?

'সেসব কথা আর ব'লে কী হবে? ভাগ্যে যা থাকে তাই হয়। এক গ্লাস জল দিতে বলবি কাউকে?'

'কী আশ্চর্য। যূথি, হরিধন—'

'চ্যাঁচাচ্ছো কেন? হরিধন ঘুমুচ্ছে।' যূথিকা এসে দাঁড়ালো পিছনে।

'ঘুমুচ্ছে তো উঠুক। চা করতে বলো, খাবার আনতে বলো—এক গ্লাস জল দাও।'

'জল আমি দিচ্ছি। কিন্তু হরিধনকে ডেকে লাভ নেই সে উঠবে না।'

'উঠবে না মানে?'

'উঠলেও আসবে না।'

'কেন? তাকে কি আমি মাইনে দিয়ে রাখিনি?'

'মাইনে দিলেও তারা সর্বক্ষণ হুকুম তামিল করতে বাধ্য নয়। চাকর-বাকরের যা দশা হয়েছে এখন, আমি—তাই টিকিয়ে রাখি।'

গগনবাবু বললেন, 'ব্যস্ত হচ্ছিস কেন? আমরা খেয়ে এসেছি। এই মুহূর্তে জল ছাড়া আর কিছুরই দরকার নেই। তবে কয়েকদিন বিরক্ত করবো তোদের। দেখছিস তো রাবণের গুষ্টি, যে-ক'দিন আর কোনো ব্যবস্থা করতে না পারি, একটু জায়গা ছেড়ে দিতে হবে থাকবার জন্য।'

'কী যে বলো। এই ওতুন, কী, কাকাকে চিনতে পারছো না?' জানালায় ছবির মতো দাঁড়িয়ে-থাকা অতসীকে সস্নেহে সম্বোধন করলো দেবেন। অতসী এগিয়ে এসে প্রণাম করলো। দু-জনকেই করলো। দেখাদেখি অন্য ভাই-বোনরাও ঝুপঝুপ প্রণাম করতে লাগলো।

গগনবাবুকে জল দিতে দিতে যূথিকা বললো, 'থাক, থাক। সেই সঙ্গে তারও ভাশুর আর জা-কে প্রণাম করার কথাটা মনে প'ড়ে গে'লো। লক্ষ্মীর কাছে যেতেই তিনি তাকে কম্পিত হাতে জড়িয়ে ধরলেন, বড়ো বড়ো দুই চোখে কান্নার সমুদ্র উথলে উঠলো। লক্ষ্মীদির মুখে হাসি নেই, এ দৃশ্য নতুন। স্নেহে যত্নে মায়ায়-মমতায় আদরে অভ্যর্থনায় কে কবে মলিন দেখেছে তাঁকে? লক্ষ্মীদি মানেই সুখ। সুখের উদ্ভাস। শাদা শঙ্খের মতো হাত ভর্তি সোনার চুড়ি, হাঁসের মতো কোমল নরম নমনীয় গলা ঘিরে চওড়া হার, পরনে সূক্ষ্ম সুতোর চওড়া পাড় ভিটের শাড়ি, ময়নামতীর রঙিন ব্লাউজ, চাঁদের মতো কপালে সিঁদুরের বড়ো টিপ। লক্ষ্মীদি সত্যিই লক্ষ্মীর মতো। দেখতেও স্বভাবেও। লক্ষ্মীদিকে ও-বাড়ির কে না ভালোবেসেছে? সে-ই কি বাসেনি? বেসেছে। সত্যিই বেসেছে। সে লক্ষ্মীদিকে নিজের বোন ছাড়া ভাবেনি। প্রথম সন্তান হবার সময় সেবার কী কাণ্ড। গিয়েছিলো মার

BanglaBook.org

কাছে, কামারখোলা গ্রামে, বাচ্চা হবার পরে একেবারে যমে-মানুষে টানাটানি। খবর পেয়ে ছুটে গেলেন লক্ষ্মীদি, চিঠি লিখে গগনদাকে আনিয়ে বিপুল খরচ ক'রে কতো সাবধানে নিয়ে এলেন ঢাকা। সেপটিক হ'য়ে তিন মাস ভুগেছিলো, সেই তিন মাস লক্ষ্মীদির নাওয়া-খাওয়া জ্ঞান ছিলো না। যেন দু-হাতের সেবাতেই মুছে নিলেন সব বিপদ সব কষ্ট সব অসুখ।

হঠাৎ মুহূর্তকাল আগের সমস্ত ভয়-বিরক্তি তার ধুয়ে গেলো লক্ষ্মীর চোখে জল দেখে। তাঁর বসনভূষণহীন দুঃখী চেহারার দিকে তাকিয়ে বুকটা বেদনায় ভারী হ'য়ে উঠলো। অকৃত্রিম মমতায় সেও জড়িয়ে ধরলো তাঁকে, সান্ত্বনা দিয়ে বললো, 'চলো, বাচ্চাদের নিয়ে ভিতরে যাই। কাঁদছো কেন, আবার সব ঠিক হ'য়ে যাবে। তবু যে সকলকে নিয়ে প্রাণে বেঁচে চ'লে আসতে পেরেছো এই কি সবচেয়ে বড়ো কথা নয়?'

ভিতরে এসে লক্ষ্মী ফুঁপিয়ে-ফুঁপিয়ে কাঁদতে লাগলেন, 'আমাদের সব গেছে, যূথি, সব গেছে। আমাদের বাড়ি পুড়িয়ে দিয়েছে, দোকান লুঠ করেছে—'

'শান্ত হও দিদি, শান্ত হও—'

'বড়দা-মেজদা কারো কথা না শুনে দোকানে গিয়েছিলেন, আর ফিরলেন না। সেজদা-রাঙাদাকে নাকি কেটে ফেলেছে, বড়দি নিজে কাপড়ে আগুন লাগিয়ে জ্যান্ত পুড়ে মরেছেন, আর ছোড়দিকে, উঃ, যূথি, তাকে আর ওরা রাখেনি কিছু। আমার বুক ফেটে যাচ্ছে। আমাদের সোনার সংসার ছাই ক'রে দিয়েছে ওরা।'

লক্ষ্মীর সঙ্গে সঙ্গে যূথির কান্নাও প্রবোধ মানলো না। হাজার হোক, সেও তো ওই বাড়িরই বউ ছিলো! ওই বাড়িতে ওই মানুষগুলোর সঙ্গে এককালে লক্ষ্মীর মতো তারও তো তেমনি যোগাযোগ ছিলো।

অনেক পরে বললো, আর সব? লাবণ্যদি, সতীদি, ওঁরা কোথায় গেলেন?'

'জানি না বোন, কিছু জানি না। কে যে কোথায় ভেসে গেলো কিছুই আর জানা গেলো না।'

'ছেলেমেয়েরা?'

লক্ষ্মী মাথা নাড়লেন, 'কারো খোঁজ নেয়াই আর শেষ পর্যন্ত সম্ভব হ'লো না। ওঁরা ছিলেন রাজার দেউড়ি, আর আমরা টিকাটুলীতে। কী ক'রে যোগাযোগ করবো বলো?'

'তাই তো।'

'আর আমরাও যে কীভাবে এসেছি—'

'কিছুই আনতে পারোনি?'

'কিছুই না।'

'গয়না?'

'সেও তো দোকানের লকারেই ছিলো।'

'এটা খুব বোকামি হয়েছে। তোমার গায়ের গয়নাও কি লকারে নিয়ে রেখেছিলো?'

'না। শুধু সেগুলোই যা গায়ে ছিলো আসবার সময়। বিমান আপিসে জমা রাখলো,

BanglaBook.org

টিকিট কাটার তো টাকা ছিল না।'

'গয়না জমা দিলে বুঝি আসতে দেয়?'

'হ্যাঁ।'

'সে তো তোমার অনেক সোনা। ভরি পঞ্চাশেক তো নিশ্চয়ই হবে।'

'হ'তে পারে।'

'সোনার দাম কতো জানো? সোয়া শো টাকার কম নয়। টিকিট আর ক'খানা লেগেছে? সবই তো কুচো। তাহ'লে তো অনেক টাকার সোনা ফেরত পাবে।'

'ঐটুকুই যা।'

যূথিকা মনে মনে কোথায় একটু আশ্বস্তবোধ করলো। চট ক'রে হিসেব ক'রে নিলো একটু যদি পঞ্চাশ ভরি হয়, যদি একশো পঁচিশ টাকা ক'রে ভরি হয় তাহ'লে তার দাম হবে ছ'হাজার দুটো পঞ্চাশ! তাহ'লে টিকিটের দাম বাদ গিয়ে হাজার ছয়েক টাকা হাতে আসছে। টিকিটের দাম তো আড়াইশো টাকার বেশি হবে না। যূথিকা যতোদূর জানে পঞ্চাশ টাকার বেশি নয়, একখানা পুরো টিকিট। আর এই ব্যাপারে নিশ্চয়ই আরো শস্তা ক'রে দিয়েছে।

তাড়াতাড়ি উঠলো সে। অভ্যর্থনায় উদ্বেল হয়ে খাওয়া-দাওয়ার বন্দোবস্ত করতে গেলো।

দুপুরের খাওয়া গগনবাবুরা কোনো হোটেল থেকেই সেরে এসেছিলেন, আয়োজন হ'লো বিকেলে চায়ের। প্লেট ভর্তি লুচি তরকারি মিষ্টি—কিন্তু লক্ষ্মী বা গগনবাবু কারো গলা দিয়েই গলতে চাইলো না সে-খাবার। দু-জনেই অনুভব করলেন বিনিময়হীন পরান্নভোজনের এটাই প্রথম সোপান, এবং এটাই শেষ নয়। এভাবে দেবেনের উপর তাঁদের ক'দিন থাকতে হবে কে জানে।

তা হ'লো। দেখতে-দেখতে পুরো দুটো সপ্তাহ কেটে গেলো, তবু গগনবাবু কলকাতা শহরে নিজের অন্ন নিজে সংস্থান করবার কোনো রাস্তাই খুঁজে পেলেন না। শেষে একটা আশ্রয়ের জন্য অনেক হাঁটাহাঁটি করলেন সরকারি দপ্তরে, শুধু ঘর্মক্ষরণ ছাড়া আর কিছুই ফললাভ হ'লো না তাতে।

দেবেনের বাড়িতে থাকা যে আর কোনোরকমেই সম্ভব নয় সেটা প্রতি পলকেই তিনি বুঝতে পারছিলেন। কিন্তু গয়নাগুলো আদায় করতে যে তাঁকে এমন হয়রান হ'তে হবে তা তিনি কল্পনাও করেননি। অথচ সেগুলো হাতে না পেলে যাবেনই বা কোথায়? এতোদিন খেয়েছেন এখানে, তারও তো দাম আছে কিছু? তাই বা দেবেন কী ক'রে?

আট-দশ দিন ঘুরিয়ে ঘুরিয়ে, ঘণ্টার পর ঘণ্টা লাইনে দাঁড় করিয়ে রেখে গগনবাবুকে প্রায় অর্ধমৃত ক'রে তারপর ওরা জানিয়ে দিলো, এই দাবি তাঁর অসংগত। কেননা তিনি যা চাইছেন তা যে তিনি জমা দিয়েছিলেন এখানে তার কোনো প্রমাণ নেই।

'প্রমাণ নেই মানে? এটা তবে কী? এই রাবার স্ট্যাম্পের ছাপমারা নীল কাগজের টুকরোটা?'

BanglaBook.org

'এটা কেবল প্লেনে ওঠার টিকিটের বিকল্পমাত্র, আর-কিছু নয়।'

আর-কিছু নয়? গগনবাবু বুক ফাটিয়ে চিৎকার ক'রে উঠলেন, 'তবে আপনারা কেন বললেন যে, এটা দেখালেই সব হবে? আপনারা কেন বললেন টিকিটের বাবদ যতোটুকু সোনা দরকার রেখে বাকিটা কলকাতা পৌঁছোনোমাত্র ফেরত দেবেন। এটা যদি প্রমাণপত্র না হয়, তবে অন্য প্রমাণপত্র আপনারা দেননি কেন? তার মানে মানুষের দুর্যোগের সুযোগে আপনারা জোচ্চোরির কারখানা খুলে বসেছেন। না, সে হবে না। বাকি আর যা-যা গয়না উদ্বৃত্ত থাকবে তা আমার চাই-ই চাই। দিতে আপনারা বাধ্য।'

'বাধ্য কি বাধ্য নই সেটা কোর্টে গিয়ে ফয়সালা করুন। এখানে গোলমাল করবেন না।' আপিসের লোকেরা অন্য কাজে মন দিলো।

গগনবাবু তবু গোলমাল করলেন, গড়গড় ক'রে ব'লে গেলেন কী কী গয়না তিনি দিয়েছিলেন, কতো তার ওজন ছিলো, কী তার নমুনা ছিলো। বললেন, চব্বিশ ভরির ষোলো-গাছা চুরি, সাড়ে-সাত ভরির বালা, ষোলো ভরির পাটিহার, কানের দুটো কুলবিচির মতো বড়ো বড়ো সাচ্চা হীরা—

তাঁর কথার কান দিলো না কেউ। যেন তিনি পাগল, যেন তিনি সেজন্যই অনর্গল অর্থহীন প্রলাপ ব'কে যাচ্ছেন, এমনিভাবে যে যার কাজে মনোনিবেশ ক'রে রইলো। গগনবাবুরা ইচ্ছে হ'লো বুনো মহিষের মতো ক্ষিপ্তবেগে ঢুকে পড়েন আপিসের মধ্যে, ছিঁড়ে খুঁড়ে সব ছত্রখান ক'রে দিয়ে বেরিয়ে আসেন।

পারলেন না। মানুষ সভ্য হয়েছে, সেই সভ্যতার মুখোশ শক্ত ক'রে এঁটে বসেছে মুখের উপর, বুকের উপর। যা ইচ্ছে হয় তাই করবার শক্তি হারিয়ে গেছে। যা উচিত তাও সে করতে পারে না সৌজন্যের খাতিরে। ক্লান্ত হ'য়ে গগনবাবুকেও অগত্যা নিবৃত্ত হ'তে হ'লো। ধুঁকতে-ধুঁকতে ফিরে আসতে হ'লো হতাশার সমুদ্রে সাঁতার কেটে-কেটে।

কিন্তু সেসব কবেকার কথা? আজকের তো নয়? সেসব কথা তো ভুলেই গিয়েছিলেন। সাত বছরের প্রলেপ পড়েছে তার উপর। তারপর থেকে দুঃখের সঙ্গে ঘর করতে-করতে দুঃখকে আর অপরিচিত মনে হয় না, দূর মনে হয় না, দুঃখই এখন অস্থিমজ্জা। দুঃখই এখন সঙ্গী। এই বেদনা নিয়েই এখন ঘর-সংসার। জীবন-মৃত্যু। কিন্তু—কিন্তু—না, কক্ষনো না, এই অপমান আমি কিছুতেই বরদাস্ত করবো না। কেন করবো? কিসের জন্য করবো? কী পাবো তার বিনিময়ে?

আমি গরিব, কিন্তু আমি ভদ্রলোক। আমি আমার বংশমর্যাদা ভুলে যাইনি, আত্মসম্মান বিক্রি করিনি, আমি শয়তানের হাতের ক্রীড়নক নই। ভাগ্যের পরিহাসে রাজনীতির

BanglaBook.org

জুয়াখেলায় দ্রৌপদীর মতো বিকিয়ে আছি বটে, কিন্তু অন্তহীন লজ্জাবস্ত্র এখনো আমাদের ত্যাগ করেনি। আমরা গৃহস্থ, গৃহস্থ, গৃহস্থ। মাটির ঘরে থাকি ব'লে ভেবো না বাজার পেতে বসেছি—

গগনবাবু কী যে করবেন, কী যে ভাববেন, কী যে বলবেন, কিছুই ঠিক করতে পারছিলেন না। সেই-যে গয়নাগুলো ফেরত না পেয়ে ফিরে এসেছিলেন, সেদিনের দুঃসহ হতাশাও তাঁকে আজকের মতো বিচলিত করেনি। শেষের দিকে দেবেন আর যূথিকার প্রায় তাড়িয়ে দেবার মতো ব্যবহারের অপমানও তিনি এর চেয়ে অনেক শান্তভাবে মেনে নিয়েছিলেন। তারপর এক আত্মীয়ের বাড়ি থেকে আর-এক আত্মীয়ের বাড়ি, আর-এক আত্মীয়ের বাড়ি থেকে অন্য আত্মীয়ের বাড়ি, তাড়িত কুকুরের মতো এই অবস্থাও তিনি এর চেয়ে অনেক বেশি ধৈর্যের সঙ্গে সহ্য করে ছিলেন। কিন্তু এই অপমানের জাত আলাদা। এর সঙ্গে সেসবের মিল নেই কোনো।

মনে পড়লো, সেদিন রাত্রিবেলা খেতে ব'সে দেবেন বলেছিলো, 'তা'হলে গয়নাগুলো পেলে না?'

গগনবাবু থালার উপর ভাতগুলো ইতস্তত বিক্ষিপ্ত ছড়াতে-ছড়াতে ঢোঁক গিলে গিলে বলেছিলেন, 'না।'

'এখন তাহ'লে কী করবে!'

'জানি না।'

যূথিকা পরিবেশন করতে-করতে ব'লে উঠেছিলো, 'কিন্তু আমাদের তো আর চলছে না।'

দরজার গায়ে হেলান দিয়ে দাঁড়িয়ে-থাকা লক্ষ্মী মৃদু গলায় জবাব দিয়েছিলেন, 'জানি।'

'জানো তো ব্যবস্থা করো।' যূথিকার গলা নিম্নশ্রেণীর স্ত্রীলোকের মতো কর্কশ ছিলো।

গগনবাবুর আগুনের মতো রং দুঃখে-ক্ষোভে তপ্ত হ'য়ে উঠেছিলো। সামনে ব'সে থাকা চোদ্দো বছরের অতসীকে চব্বিশ বছরের মেয়ের মতো শক্ত দেখাচ্ছিলো। লক্ষ্মী তেমনি মৃদু গলায় আবার বলেছিলেন, 'করবো।'

'কতো করবে তা জানি। করলে আর আমাকে মুখ ফুটে বলতে হ'তো না।'

চকিত হ'য়ে স্ত্রীর দিকে চোখ তুলে তাকিয়ে উঠে পড়েছিলেন গগনবাবু। চুপ ক'রে নিয়মিত ভাতের গ্রাস মুখে তোলা দেবেনকে লক্ষ্য ক'রে বলেছিলেন 'একদিন তুই আর তোর মা-ও অসহায় হ'য়ে আমাদের সংসারে এসে উঠেছিলি, এবং তার মেয়াদ এর চেয়ে অনেক বেশি ছিলো।'

'ও-কথা ছেড়ে দিন।' দেবেনের হয়ে যূথিকাই জবাব দিলে— অনেক ছিলো, ছিটিয়ে দিয়েছেন কিছু। সেসব কথা শুনিয়ে যদি এভাবে তার শোধ নিতে চান—'

লক্ষ্মী আঁচলের খুঁট থেকে কী খুলে নিচু হ'য়ে যূথিকার হাতে গুঁজে দিয়ে তেমনি নরম গলায় বললো, 'হালদাররা আর যাই করুন যূথি, ছড়িয়ে-ছিটিয়ে ফেলা জিনিসে

BanglaBook.org

আশ্রিত পোষেননি। সেটা তাঁদের ধরন নয়। খাইয়েছেন অনেককে, খাননি কারোটা। সেটাও তাদের নিয়ম নয়। যতো কষ্টেই পড়ি, ততো কষ্টে পড়িনি যে সেই গৌরব নষ্ট হ'তে দেবো।'

হঠাৎ যেন ঘরের সমস্ত আবহাওয়া মুহূর্ত বদলে গেলো। হাতের তালুতে তিনটি আকবরী মোহরের দিকে, লুব্ধ দৃষ্টিতে তাকিয়ে থাকতে-থাকতে যূথিকা লজ্জিতভাবে বললো, 'আমি কিন্তু কিছু মন্দ ভেবে বলিনি।'

'না, মন্দ আর কী।' লক্ষ্মী ঘরে ঢুকে ঘুমিয়ে-থাকা জেগে-থাকা সবক'টি ছেলেমেয়েকে উঠিয়ে নিয়ে আবার বারান্দায় ফিরে এলেন, স্তব্ধ হ'য়ে ব'সে থাকা অতসীর দিকে তাকিয়ে বললেন, 'ওঠ, চল যাই।'

স্ত্রীর ব্যবহারে গগনবাবু সেদিন সত্যি মুগ্ধ হয়ে গিয়েছিলেন। যে-মানুষ একটা জোরে ধমক দিতে জানে না, জোরে কথা বলে না, তর্ক করে না, প্রতিবাদ করে না, সেই মানুষের এই ব্যক্তিত্ব, এই দার্ঢ্য, আত্মসম্মানবোধের এই সুন্দর প্রকাশ সত্যি তাঁকে বিস্মিত করেছিলো। একটুও রাগ না ক'রে, গলার স্বরের কোমলতা একটুও বিকৃত হ'তে না দিয়ে অপমানের এমন চমৎকার প্রতিশোধ আর কে কবে নিতে পেরেছে? তিনিই কি পারতেন? যদি পারতেনই, তাহ'লে আর দেবেনকে অতীতে আশ্রয়ের কথা ব'লে খোঁটা দিতেন না। সেটা যে রুচিসম্মত নয় তা কি তিনি জানতেন না? কিন্তু ক্রোধের বিকারে সেই রুচিবোধ তাঁর রইলো কোথায়?

সেই রাত্রে অবিশ্যি শেষ পর্যন্ত কিছুতেই বেরুতে দিলো না দেবেন। লক্ষ্মীর কাছে সে সনির্বন্ধ হ'য়ে থাকবার অনুরোধ জানালো। লক্ষ্মী জেদ করলেন না, রইলেন। কিন্তু জলস্পর্শ করলেন না।

ছিঁড়লো আর একটা বাঁধন। পথে নেমে গগনবাবু বলেছিলেন, 'লক্ষ্মী, এই মোহরের কথা তো তুমি আগে বলোনি আমাকে?'

লক্ষ্মী বললেন, 'ভেবেছিলাম এগুলো এই মুহূর্তে বার না করলেও চলবে! গয়নাগুলো দিয়েই মানসম্মান বাঁচিয়ে বেরিয়ে আসতে পারবো। পারলাম কই?'

'ঐ তিনটেই কি ছিলো?'

'সবসুদ্ধ ন'খানার মধ্যে তিনখানা গেছে, আরো ছ'খানা আছে।'

'আরো ছ'খানা আছে?'

'তোমার বাবা যে প্রত্যেক নাতি-নাতনীরই মোহর দিয়ে মুখ দেখেছেন। প'ড়ে ছিলো ট্রাঙ্কের তলায়। আসবার সময় নিয়ে এসেছিলাম বুকে ভ'রে।'

BanglaBook.org

'লক্ষ্মী, তুমি সত্যি লক্ষ্মী।' যেন কোনো মৃতকল্প তৃষ্ণার্তের মুখে জলসিঞ্চন করেছে কেউ, এমনিভাবে উজ্জীবিত হ'য়ে গগনবাবু ব'লে উঠেছিলেন কথাটা।

ভবানীপুরের রাস্তা ধ'রে তখন হাঁটছিলেন তাঁরা। সকালের রোদ অল্প-অল্প ক'রে বেড়ে উঠছিলো। লক্ষ্মীর চোখে দুঃখের ছায়া গাঢ় ছিলো, তাঁকে নিস্তেজ দেখাচ্ছিলো, কেঁদে-কেঁদে ফুলে গিয়েছিলো মুখটা। গগনবাবুর বলতে ইচ্ছে করছিলো—তুমি ভেবো না লক্ষ্মী, তোমার হারিয়ে-যাওয়া সুখ আবার আমি তোমাকে ফিরিয়ে এনে দেবো। ভাগ্যের চেয়ে আমি পুরুষকারেই বেশি বিশ্বাসী।

কিন্তু বলেননি। এর আগেই একবার বলা হ'য়ে গেছে সে-কথা। তারপর মাত্র এই পক্ষকালের মধ্যেই সেই বিশ্বাস তাঁর ধূলিসাৎ হয়েছে।

তিনি শুধু বললেন, 'কাল রাত থেকে কিছু খাওনি, চলো, কোথাও কোনো হোটেলে-টোটেলে গিয়ে—'

ধীরে চোখ তুলে লক্ষ্মী বলেছিলেন, 'টালিগঞ্জে বিমলা-ঠাকুরঝির বাড়ি গেলে হয় না?'

অর্থাৎ, এতোগুলো ছেলেমেয়ে নিয়ে এমন ভিখিরির মতো রাস্তায়-রাস্তায় হাঁটতে তাঁর লজ্জা করছিলো। আর সত্যিই তো মানুষ পথে থাকতে পারে না।

এই বিমলাও দেবেনের মতোই আর এক আশ্রিত আত্মীয়ার মেয়ে। দেবেন পিসতুতো ভাই, বিমলা দূর সম্পর্কের খুড়তুতো বোন। বিমলার মা শৈবলিনী-কাকিমাও বিধবা হ'য়েই তাঁদের সংসারে এসেছিলেন। কিন্তু তার মেয়াদ দীর্ঘ ছিলো না। যখন এসেছিলেন তখন প্রায় শেষ হয়েই এসেছিলেন। বিমলার বয়েস তখন সতেরো। শৈবলিনী কাকিমাকে রোগে ধরেছিলো, মারা গেলেন এক বছরের মধ্যে। পরের বছর জ্যাঠামশায় চেষ্টাচরিত্র ক'রে বিয়ে দিয়ে দিলেন বিমলাকে। ভালোই বিয়ে দিয়েছিলেন, টাকা খরচ করেছিলেন বেশ। গগনবাবু জানেন বিমলা সুখে আছে।

কী লজ্জা! কী লজ্জা! এখন এইসব আত্মীয়ের বাড়ি ঘুরে ঘুরে আশ্রয় নিতে হবে তাঁকে? সে-কথা ভেবে কতো কষ্টই না পেয়েছিলেন তখন। তবু—তবু আজকের এই কষ্টের সঙ্গে তার তুলনা হয় না কোনো। আজকের কষ্ট তাঁর অনন্য। এই কষ্টের তুলনা শুধু এই কষ্টই।

দারিদ্র্য কি একটা অস্পৃশ্য ব্যাধি? একটা পাপ? কেন লোকে এতো অপাংক্তেয় ভাবে? কেন যা খুশি তাই বলতে দ্বিধা করে না? কেন এই অশ্রদ্ধা? অসম্মান। আর তুই? তুই একটা কীটস্য কীট, পদলেহনকারী কুকুর, কৃমির চেয়েও নিকৃষ্ট জীব, তোর এতোবড়ো স্পর্ধা? আমি নন্দপুকুরের গগনেন্দ্র হালদার, ছোটোকর্তার ঘরের একমাত্র কুলপ্রদীপ, আর তুই কিনা আমাকে—

'বাবা—' চলতে চলতে ডেকে উঠেছিলো অতসী।

BanglaBook.org

গগনবাবু বললেন, 'কী রে?'

'আমাদের টিকাটুলির বাড়িটা কি সত্যি পুড়ে গেছে?'

'আগুন তো দিয়েছিলো।'

'সে তো আমাদের পোড়াবার জন্য।'

যে জন্যই দিক, আগুন যখন দিয়েছিলো, পুড়েছে নিশ্চয়ই।'

'সব পোড়েনি। দুটো-একটা ঘর নিশ্চয়ই আছে।'

'থাকলেই বা কী?'

'আমরা তো ফিরে যেতে পারি।'

বুকের ভিতরটা মোচড় দিয়ে উঠলো গগনবাবুর। যেন নিশ্বাস-কষ্ট আরম্ভ হ'লো তাঁর।

মালতী ব'লে উঠলো, 'টিকাটুলিতে আমাদের যোলোটা ঘর ছিলো, না দিদি?

লক্ষ্মী তাড়া-খাওয়া পাখির মতো ছটফটিয়ে বললেন, 'থাক, সেসব কথা থাক।'

গগনবাবু বললেন, 'লক্ষ্মী, আমরা এখন সত্যি ভিখিরি। কেবল এক দরজা থেকে আর এক দরজায়, আর-এক দরজা থেকে আর-এক দরজা।'

লজ্জার মাথা খেয়ে শেষে বিমলার বাড়িতেই উঠেছিলেন গিয়ে। দরজায় দাঁড়িয়ে কড়া নাড়বার আগে লক্ষ্মী কম্পিত গলায় বলেছিলেন, 'যদি ওরাও দেবেনঠাকুরপোদের মতো তাড়িয়ে দেয়?'

গগনবাবু বললেন, 'তবুও চেষ্টা। আর তো কোনো জায়গা নেই। মানসম্মান সবই ভুলে গেছি এখন, পথের কুকুরের আর সে-প্রশ্ন কোথায়?'

বেলা চ'ড়ে উঠেছিলো মাথার ওপর। প্রখর রোদে বাচ্চাগুলো ফুলের মতো নেতিয়ে পড়েছিলো। তিনমাসের পার্থটা অনিয়মে লেপটে গিয়েছিলো লক্ষ্মীর বুকের মধ্যে। দেড় দু'বছরের সবুটা ঘুমিয়ে পড়েছিলো গগনবাবুর কোলে। অতসীর দু'হাত ধ'রে অন্য দু-ভাই জল হচ্ছিলো ঘেমে-ঘেমে। মেয়েদের ফ্রক ময়লা, চুল না-আঁচড়ানো—এই অবস্থায় ঝি এসে দরজা খুলে দিয়েছিলো বিমলার বাড়ির। দেখা গেলো পিছনেই এগিয়ে এসেছে বিমলা, চোখ কুঁচকে সে আরো এগিয়ে এলো, তারপরেই চমকে উঠলো। ঐ শ্রেণীবদ্ধ শিশুর পাল নিয়ে সস্ত্রীক গগনবাবুকে দেখলে যে-কোনো গৃহস্থই আঁতকে উঠতে পারে। দোষ নেই।

আবার সেই প্রশ্ন, 'তোমরা?'

এবার শান্ত গলায় জবাবটা অন্যরকম দিলেন গগনবাবু, 'হ্যাঁ, আমরা। অন্তত দু-একটা দিনের জন্য কি একটু আশ্রয় দিতে পারবে?'

BanglaBook.org

সহসা উদ্বেল হ'য়ে উঠে বিমলা বললো, 'ও কী কথা, গগনদা? ছি। এসো ভিতরে এসো। আয়, আয়, তোরা সব আয়। দু-হাতে সাপটে বাচ্চাগুলোকে ঘরে নিলো। অতসীর দিকে তাকিয়ে বললো, 'একি! এতো বড়ো হ'য়ে গেছিস? এতো সুন্দর? এই মালতী না? এই তো চম্পা—' আন্তরিক অভ্যর্থনাই করেছিলো বিমলা।

ঘরে ঢুকে যে-কোনো একটা আসনে ব'সে পড়েছিলেন গগনবাবু। ধূলি-ধূসরিত গায়ে-পায়ে, এলোমেলো চুলে, এলোমেলো বসনে ভূষণে উদ্‌ভ্রান্ত গগনবাবুর দিকে তাকিয়ে রইলো বিমলা। চোখে চোখ পড়তে হঠাৎ বহুকাল আগের একটা কথা মনে প'ড়ে গিয়েছিলো।

বিমলার বাবা পোস্টমাস্টার ছিলেন। নানা জায়গায় ঘুরে-ঘুরে চাকরি করতেন। মারা গিয়েছিলেন রংপুর জেলার নিলফামারী শহরে। বিমলারা সেখান থেকে প্রথমে মামাবাড়ি এসেছিলো, তারপর তাঁদের বাড়ি। বিমলার মা শৈবলিনী কাকীমা বড়ো জ্যাঠাইমাকে চিঠি লিখেছিলেন একটা। সুন্দর হস্তাক্ষরে সুন্দর চিঠি লিখেছিলেন ঃ 'বাপ-মা নেই, ভায়েরা দিন আনে দিন খায়। আপনাদের দয়ায় কতো আতুরজন প'ড়ে থাকছে দরজায়। যদি আমাকে আর আমার মেয়েটাকেও জায়গা দেন, চিরদিন ঋণী হ'য়ে থাকবো। আমার মেয়ের বয়েস অবিবাহিত থাকার পক্ষে রীতিমতো বেশি। এই গ্রামে তা নিয়ে বেশ লাঞ্ছিত হচ্ছি। ভাইরা গরিব, অতএব নগণ্য। অতএব নির্যাতিত হ'তে বাধা নেই। ভগবানের দয়ায়, আমার শ্রদ্ধেয় ভাশুরদের অখণ্ড প্রতাপ। নন্দপুকুরে তাঁরা গুণী মানী ধনী। মনে হয় সেখানে গেলে বিমলাকে নিয়ে আমার এতো কষ্ট হবে না। বস্তুতপক্ষে বিমলা আপনাদের বংশেরই মেয়ে, তার রক্ষণাবেক্ষণের ভার আপনারাই গ্রহণ করুন এইটুকুই আমার একান্ত মনের প্রার্থনা। আমার দিন বোধহয় ফুরিয়ে এসেছে।'

গগনবাবুর বয়েস তখন উনিশ, ঢাকা ইনটারমিডিয়েট কলেজের আই. এ. পড়ুয়া ছাত্র। গ্রীষ্মের ছুটি চলছে, ছুটি কাটাতে দেশে এসেছেন। নব্য যুবক, ফ্যাশান মাফিক ডবল ফেরতা দিয়ে মালকোঁচা মেরে ধুতি পরেন, বিলিতি পপলিনের স্মার্ট কলারের শার্ট গায়ে দেন, লুকিয়ে কবিতা লেখেন, আড়নয়নে মেয়ে দেখেন। চিঠি প'ড়ে বলেছিলেন, 'মহিলাটি বেশ শিক্ষিত কিন্তু।' পরে জানা গিয়েছিলো, মায়ের হ'য়ে এই বিমলাই লিখে দিয়েছিলো সেই চিঠি। বেশ ভালো বাংলা জানতো বিমলা, প্রত্যেকটি আধুনিক লেখক তার নখদর্পণে ছিলো। শৈবলিনী-কাকীমা বলেছিলেন, 'ওর বাবার খুব শখ ছিলো মেয়েকে বিদুষী করবেন। আজ এখানে কাল সেখানে বদলী হ'য়ে-হ'য়ে সে আশাও মিটলো না, বিয়েও দিয়ে যেতে পারলেন না। সে সমস্ত গণ্ডগ্রামে গিয়ে পড়তে হ'তো মাঝে-মাঝে, সেখানে না থাকতো ইস্কুল, না থাকতো পাত্র। নইলে যে ওর মাথায় কিছু ছিলো না, তা নয়। ঘরে ব'সে কম লেখাপড়া করেনি। আর দেখতেই কি খুব বিশ্রী? রংটাই যা একটু চাপা। বলো?'

গগনবাবু বলেছিলেন, 'আপনার মেয়ে চমৎকার, কাকিমা।'

বিমলা ফিরে তাকিয়ে হেসেছিলো, আস্তে বলেছিলো, 'চাটুকার।'

'কেন, কেন, চাটুকার কেন?' গগনবাবু সরবে ধাওয়া করেছিলেন তার পিছন-পিছন—'চাটুকারিতার কী করলাম শুনি?'

BanglaBook.org

'কী আবার', বিমলার কটাক্ষ বঙ্কিম. 'মেয়ের প্রশংসা ক'রে মাকে খুশি করলে একটু।'

'লাভ?'

'আমসত্ত্ব আর কুলের আচার।'

সেটা সত্য কথা। ও-দুটো বস্তুর উপরে গগনবাবুর লোভ দুর্জয় ছিলো আর শৈবলিনী-কাকিমা করেও এনেছিলেন কিছু। শুধু কি আমসত্ত্ব আর আচার? কতো ক্ষীরতক্তি, কতো নাড়ু মোয়া; মানুষটি ভারি সুন্দর স্বভাবের ছিলেন, দিতে থুতে খাওয়াতে কী ভালোই না বাসতেন। বিধবা মানুষ, হাতের পয়সা উজাড় ক'রে এইসব উপঢৌকন নিয়ে এ-বাড়িতে এসেছিলেন তিনি।

বিমলার জবাবে গগনবাবু বললেন, 'আচার-আমসত্ত্বের জন্য? মোটেও না।'

'তবে কি সত্যি?'

'কী সত্যি?'

'কাকিমার মেয়েটি খুব চমৎকার?'

'তাই তো মনে হয়।'

'কী হিসেবে?'

'হিসেব মেলাতে পারবো না, অঙ্কে ভীষণ কাঁচা।'

'আমার বিয়ে হয় না কেন জানো?'

'না।'

'আমি দেখতে খারাপ। অতএব চমৎকারের একশো নম্বর থেকে নব্বুই নম্বরই বাদ গেলো।'

'যদিও তুমি দেখতে খারাপ নও, তবু তোমার কথাই ধরা যাক—দেখতে খারাপ হ'লেই মানুষের নব্বুই নম্বর কাটা যায় নাকি?'

'মানুষের যায় না, মেয়েদের যায়।'

'মেয়েরা কি মানুষ নয়?'

'পুরুষশাসিত সমাজে বাস করি, তারা যা ভাবে বা বলে তাই বললাম।'

'আমিও তো পুরুষ, কই আমি তো এরকম ভাবি না বা বলি না।'

'তাই নাকি?'

'হ্যাঁ।'

'অতি উত্তম কথা।'

'পুরুষটিও উত্তম, কী বলো?'

'তুমি যখন আমাকে চমৎকার বলছো, তখন আমার নিশ্চয়ই কিছু সাধুবাদ দেয়া উচিত।'

'ও, উচিত ব'লে দিচ্ছো? আসলে তা ভাবো না?'

তির্যক ভঙ্গিতে তাকলো বিমলা, তারপর সেই ভঙ্গিটা বদলে গেলো আস্তে-আস্তে, এখন যে রকমভাবে তাকিয়ে আছে ঠিক এমনিভাবে দেখতে লাগলো গগনবাবুকে। খুব

BanglaBook.org

আস্তে বললো, 'ভাবি। একটু বেশিই ভাবি। আসলে সেটাই আমার উচিত নয়।'

চুপ ক'রে থেকে গগনবাবুও খুব আস্তে বললেন, 'তোমার জন্য আমি সব ঔচিত্যবোধ ছাড়তে পারি, বিমলা।'

অর্থাৎ মাত্র চোদ্দ দিনের পরিচয়েই ঐ দুটি ছেলেমেয়ে বেশ রঙিন হয়ে উঠেছিলো। সেই সতেরো বছরের আর উনিশ বছরের দুটি উন্মুখ হৃদয় প্রায় ছোঁয়াচে রোগের মতো একই অসুখে ভুগেছিলো কয়েকদিন। কিন্তু মাত্রই কয়েকদিন। তারপর ছুটি ফুরিয়ে গেলো।

বিদায়ের দিনে এই বিমলাকে তিনি চুপি-চুপি চিলকুঠির আড়ালে ডেকে নিয়ে গিয়ে চুমু খেয়েছিলেন। খুব সংক্ষিপ্ত। খুব দ্রুত। কোথায় যেন ঠাস ক'রে একটা শব্দ হয়েছিলো, আলিঙ্গন থেকে ছিটকে স'রে গিয়েছিলো বিমলা, লাল টকটকে ঘর্মাক্ত মুখে ফিসফিসিয়ে বলেছিলো, 'না, না, এ অন্যায়, অন্যায়, আমরা ভাইবোন।'

চারদিক তাকিয়ে গগনবাবু বলেছিলেন, 'হাতি। খুঁজতে গেলে সব মেয়েই সব ছেলের বোন আর সব ছেলেই সব মেয়ের ভাই। তোমার মা আমার ডাক-কাকিমা।'

ঢাকায় এসে চিঠি লিখেছিলেন গগনবাবু, জবাব পাননি। আবার লিখেছিলেন; তখনো জবাব দেয়নি বিমলা। আবারো লিখেছিলেন, তখনো নীরব। রেগে থেমে গিয়েছিলেন তারপর। ছেলেদের চিরন্তন প্রথামতো মেয়েদের নিন্দায় মুখর হয়েছিলেন বন্ধুদের সঙ্গে। মেয়েরা বিশ্বাসঘাতক, মেয়েরা ছলনাময়ী, মেয়েরা মিথ্যুক, মেয়েরা অমুক, মেয়েরা তমুক—এইসব আর-কি। শেষে ভুলে গিয়েছিলেন! প্রেমের ঐ প্রথম হাতেখড়ি।

তারপর বিমলার সঙ্গে দেখা হয়েছিলো একেবারে বিমলার বিয়ের সময়ে। পুরো এক বছর সাতমাস পরে। কোমরে গামছা বেঁধে খুব খাটলেন, বিমলার একটু বেশি বয়সের ভালোমানুষ স্বামীর সঙ্গে রসিকতা করলেন। কাঁদতে-কাঁদতে বিমলা চ'লে গেলো পদ্মা পার হ'য়ে সেই কলকাতা, কিন্তু মনের কোথাও একটা জলের রেখার মতো ঝাপসা দাগও আর তিনি অনুভব করলেন না সেই প্রেমের।

কিন্তু কে জানে বিমলা মনে রেখেছিলো কি না। কোনো-একবার কোনো-এক উপলক্ষে ঢাকায় তাঁদের বাড়িতে বেড়াতে এসে হাসতে-হাসতে বলেছিলো 'জানো গগনদা, একটা মাত্র গল্প লিখতে ইচ্ছে করে আমার, যে-গল্পের নাম হবে "প্রথম ও শেষ"।'

হাত তুলে গগনবাবু বলেছিলেন, 'আরে দাঁড়াও, দাঁড়াও, ফট ক'রে যেন লিখে ফেলো না।'

'কেন?'

'তোমার আগেই যে একজন বিখ্যাত লেখক লিখে ফেলেছেন সে-গল্প।'

'জানি। কিন্তু গল্পের নাম এক হ'লেই গল্প বুঝি এক হয়? দুটোতে মিল পাবে কিছু?'

'তাঁর গল্পটা তো পড়েছি, তোমার গল্পটা শুনি।'

'আমার মাত্রই এক লাইনের গল্প।'

BanglaBook.org

'মাত্র এক লাইনের?'

'মাত্র এক লাইনের।'

'বলো, বলো, এমন গল্প না শুনে যে আর পারছি না।'

'লাইনটি হ'লো, ''সে আর কিছুতেই তা ভুলতে পারলো না''।'

'ভুলতে পারলো না? কে? কাকে? কী ভুলতে পারলো না?'

'ব্যাখ্যা খুঁজো না, ঐ লাইনটি আমার ব্যাখ্যাহীন।'

'আহা, এই মেয়ে যদি জাপানে জন্মাতো নণ্ডচি হ'য়ে যেতো। চুক। চুক। চুক।'

ঠাট্টা করেছিলেন গগনবাবু। হেসেছিলেন। চুল টেনে দিয়ে বলেছিলেন, 'যদি কখনো প্রকাশক হই, সর্বপ্রথম তোমার এই উপন্যাসখানাই বার করবো। বুঝেছো?'

'বুঝেছি।' বিমলা অন্য ঘরে চ'লে গিয়েছিলো।

দূরসম্পর্কের মেয়ে, বিয়ে হয়েছে ফুরিয়ে গেছে। গরিব জ্ঞাতিগুষ্টি আত্মীয়পরিজনের জন্য এমন তো হালদাররা কতোই করেছে। সুতরাং পিত্রালয়ে আসা নামক যে-একটা ব্যাপার থাকে বাঙালি মেয়েদের জীবনে, বিমলার তা ছিলো না। তাছাড়া বিমলার স্বামী কলকাতার বাসিন্দা, অতো চটপট পদ্মা পাড়ি দেয়াও সহজ নয়। তবু এক বছর দু-বছর অন্তর-অন্তর বিমলা আসতো তাঁদের টিকাটুলির বাড়িতে। বেশি দিন থাকতো না, চ'লে যেতো। বলতো, 'দেশের জন্য মন-কেমন করে, একটু দেখে-টেখে গেলাম।' গগনবাবু কিন্তু অনুভব করতেন এই মন-কেমন-করাটা বিমলার শুধুমাত্রই দেশের নয়, বরং অন্য-একটা কিছুই প্রবল। অবিশ্যি এসব এতো অনেক দূরে ফেলে-আসা বয়সের কথা যে ফিরে তাকালে ধূধূ করে। অথচ কী আশ্চর্য, আবার বিমলার চোখে তিনি সেই একই দৃষ্টি দেখতে পেয়েছিলেন সেই মুহূর্তে!

ব্যস্তসমস্ত হ'য়ে তাড়াতাড়ি শরবত ক'রে নিয়ে এলো বিমলা, পাখার স্পিড বাড়িয়ে দিলো, মিষ্টি আনলো প্লেট-ভর্তি। বললো, 'একটু শান্ত হ'য়ে বোসো সবাই, তারপর আনাহার। কী গরম, না?'

দেখতে তেমনিই ছিপছিপে আছে, কথাবার্তা তেমনিই সহৃদয়, সহাস্য। অনেকটা আশ্বস্ত হলেন গগনবাবু। বিমলার স্বামী হরিশবাবুও চমৎকার মানুষ। তাঁদের অবস্থা দেখে প্রায় চোখে জল এলো তাঁর। বরাবরই বিমলার তুলনায় অনেকটা বড়ো ছিলেন, এখন প্রৌঢ়ত্বের সীমাও প্রায় অতিক্রান্ত। অবসর নেবার সময় হয়েছে। জমি খুঁজছেন তার আগে একটি বাড়ি করবার জন্য। একটি মেয়ে, মেয়েকে বছর দুই আগে বিয়ে দিয়ে এখন স্বামী-স্ত্রী

BanglaBook.org

একেবারে ঝাড়াঝাপটা।

বিমলার ওখানে তিনটে মাস সত্যি শান্তিতে কেটেছিলো। ওদের আন্তরিকতার কোনো তুলনা ছিলো না। কিন্তু একজনদের বাড়ি চড়াও হ'য়ে আর কতোদিন থাকা যায়? হরিশবাবু সওদাগরী আপিসে ভালোই চাকরি করতেন, উঠেছিলেন ধাপে-ধাপে। বিমলাকে লুকিয়ে গগনবাবু একদিন হাত চেপে ধরেছিলেন তাঁর, সজল গলায় বলেছিলেন, 'আমাকে যা-হয় একটা-কিছু জুটিয়ে দিন, হরিশবাবু। দেখছেন তো কী বিপদে পড়েছি?'

হরিশবাবু একটু সময় তাকিয়ে ছিলেন, কথাটা অনুধাবন করতে বোধহয় সময় লেগেছিলো তাঁর। তারপর অবাক হ'য়ে বলেছিলেন, 'কী জোটাবো?'

'চাকরি।'

'চাকরি!'

'নইলে খাবো কী? থাকবো কোথায়?'

'কী রকম টাকাকড়ি হাতে আছে?'

'কিছু না।'

'আমি বলছিলাম কি—'

'জানি, আমার মতো একজন প্রায়-প্রৌঢ়, মাত্র ম্যাট্রিক পাস লোকের কোনো চাকরি জোটা সম্ভাবনার পরপারে। তবু, তবু বলছি, আপনি একটু চেষ্টা করুন। কলকাতার আমি কিছু চিনি না, কিছু জানি না, এ-শহর আমার কাছে এক অপরিচিত সমুদ্র, কীভাবে কী করলে যে কী হবে, আমি তা অনুমানও করতে পারি না। হরিশবাবু—'

'আপনি ভাববেন না—' গগনবাবুর ব্যাকুল অবস্থা অনুধাবন ক'রে হরিশবাবু তখন সান্ত্বনা দিয়েছিলেন, 'কতো গুণ আপনার, আপনি গান জানেন, ছবি আঁকেন, কতো সুন্দর-সুন্দর পুতুল গড়তে দেখেছি আপনাকে—'

বাধা দিয়ে গগনবাবু বলেছিলেন, 'ওসব আমার কোনো কাজে লাগবে না, চর্চার অভাবে আমার সবই নষ্ট হ'য়ে গেছে, অধ্যবসায়ের অভাবে সব বিদ্যাই ত্যাগ করেছে আমাকে। আমি জানতাম না, এসব ভাঙিয়ে খাবার দরকার হ'তে পারে কোনোদিন, আমি—'

'ঠিক আছে, আমি নিশ্চয়ই চেষ্টা করবো।' হরিশবাবু সে প্রসঙ্গ সেখানেই চাপা দিয়ে অন্য কথা তুলেছিলেন। কিন্তু গগনবাবু নিজে মনে-মনে সে-কথাই ভাবছিলেন শুধু ধিক্কার দিচ্ছিলেন নিজেকে।

দু-দিন বাদে হরিশবাবু বললেন, 'আচ্ছা গগনবাবু—'

'বলুন।'

'অন্তত হাজার দশেক টাকাও কি আপনি সঙ্গে আনতে পারেননি?'

'কানাকড়িও না।'

'কিন্তু আপনাদের তো দেখেছি নগদ কারবার ছিলো, ঘরেই কতো টাকা থাকতো। প্রত্যেক দিন কাঁচা টাকার লেনদেন হ'তো—'

BanglaBook.org

'হরিশবাবু আগে অদৃষ্টকে ধিক্কার দেয়াটা মেয়েলি সংস্কার ব'লে মনে হ'তো, এখন বলি, অদৃষ্টই আমাকে ভিক্ষুক করেছে। নইলে অনেক আগেই গুছিয়ে চ'লে আসতে পারতাম। আমাদের পরিচিত বন্ধু-বান্ধব অনেকেই এসেছেন। বাড়ি বদলে বাড়ি পেয়েছেন, টাকা এনেছেন। আমার দোকানের লকারে বিশ হাজার টাকার বান্ডিল তেমনিই প'ড়েছিলো, মা আর লক্ষ্মীর গয়না মিলিয়ে প্রায় দুশো ভরি সোনা—' গগনবাবু কপালে করাঘাত করলেন, 'ভাগ্য। ভাগ্য। আসলে কি জানেন, শেষ পর্যন্ত ও-অহংকারটুকু ছাড়তে পারছিলাম না। ভেবেছিলাম, পাকিস্তান হ'লেও এমনিই বুঝি তালুক-মুলুকের অধিকারী হ'য়ে থাকতে পারবো। ঢাকা শহরের ঐ বিশাল বাড়িতে যখন ছিলাম, তেমনিই বাস ক'রে তেমনিই অন্যের চোখে সম্ভ্রমের উদ্রেক ক'রে ক'রে জীবন অবসান করবো। অভ্যস্ত আরামের মায়া কাটিয়ে অন্য কোনো অনিশ্চিত নতুন জীবন কল্পনা করতে পারছিলাম না।'

এর পরে চুপ ক'রে গেলেন হরিশবাবু। তিনি কোনো ব্যবসা-বুদ্ধি দেবেন ভেবেছিলেন, নিদেনপক্ষে কোনো প্রতিষ্ঠানে কিছু জমা দিয়ে কোনো দায়িত্বপূর্ণ কাজের কথা ভেবেছিলেন। তিনি বুঝেছিলেন একমাত্র বেয়ারার চাকরি ছাড়া কোনো আপিসে কোনো চাকরিরই আশা নেই গগনবাবুর। সে-কথা আর কী ক'রে বলেন! তবু তিনি কম ঘোরাঘুরি করেননি, কম ধরাধরি করেননি, শেষ পর্যন্ত হাওড়ার কাছে কোনো-এক ছোট্ট লোহার দোকানে হিসাব লেখার কাজের সন্ধান পেয়েছিলেন। মাইনে পঞ্চাশ টাকা।

হরিশবাবু বলতে চাননি প্রথমে, লজ্জিতবোধ করেছিলেন। শুধু বললেন, এই 'ঠিকানাতে নাকি কী জন্য একজন লোক খুঁজছে—অবিশ্যি এখানে আপনার যোগ্য কিছু আছে ব'লে আমার মনে হয় না।'

গগনবাবু সেই সূত্রটিই আঁকড়ে ধরেছিলেন। দিন সাতেকের মধ্যেই এক বিকেলে সব ঠিক ক'রে হতাশ হৃদয়ে বাড়ি ফিরে মুখে হাসি টেনে বলেছিলেন, 'আজ একটা ভালো খবর আছে বিমলা।'

উৎসুক হ'য়ে বিমলা বলেছিলো 'কী, বলো তো?'

'ভালো একটা কাজ পেয়েছি।'

'পেয়েছো!' বিমলা ছেলেমানুষের মতো খুশি হ'য়ে জড়িয়ে ধরেছিলো লক্ষ্মীকে।

'একটা আস্তানাও ঠিক ক'রে এসেছি।'

'এর মধ্যেই?'

'একজনের উপর যতোদূর অত্যাচার করা যায় করেছি, ভদ্রতার সীমা যতোদূর লঙ্ঘন করা যায় করেছি, তোমাদের কাছে আমার কৃতজ্ঞতার শেষ নেই এবার বিদায়।'

বিমলার চোখেমুখে বেদনা ছড়িয়ে পড়েছিলো।

গগনবাবু অনুভব করেছিলেন, তিনি লক্ষ্মীকে ছাড়া আর কাউকে জানেন না বটে, কিন্তু বিমলার মন বোধহয় তখনো তার স্বামীকে ছাড়িয়ে সেই সতেরো বছর বয়সের স্মৃতিতে দোলায়মান। গগনবাবুর প্রতি দুর্বলতা হয়তো তার আর সারাজীবনেও কাটবে

BanglaBook.org

না। ভেবে পাননি কেন এমন হয়। অথচ বিমলা হরিশবাবুকে নিয়েও তো কম সুখী নয়, কম ভালোবাসে না স্বামীকে। তবে? এই তবে শেষ পর্যন্ত উত্তরহীনই থেকে গেলো।

বিদায়ের দিনে মস্ত ভোজ দিয়েছিলো সে, ছেলেমেয়েদের উপহার কিনে দিয়েছিলো, তার বউদিকে শাড়ি দিয়েছিলো, গগনবাবুকে ধুতি। বিনিময়ে তিনিও চারখানা মোহর তার হাতে গুঁজে দিয়ে বলেছিলেন, 'গরিব ব'লে ফিরিয়ে দিতে চেয়ো না। সে-দুঃখ সইতে পারবো না।' তারপর একটি ভুল ঠিকানা দিয়ে আবার রাস্তা।

রাস্তা, রাস্তা আর রাস্তা। এই অন্তহীন রাস্তা আর ফুরোলো কই? এই বাড়িও তাঁর রাস্তায় দাঁড়িয়ে থাকাই। না, ভাঙা বাড়ি ব'লে নয়, অভাবের জন্যও নয়, উদ্বাস্তু ব'লে। নইলে ভাঙা বাড়িতে কি আর কেউ থাকে না কলকাতায়? অভাব কি আর কারো নেই কলকাতায়? আছে। কিন্তু তাঁরা যে-কারণে আলাদা তা হচ্ছে একটা ছাপ। যে-ছাপের নাম উদ্বাস্তু। রিফিউজি। আর যেহেতু রিফিউজি সেই হেতুই রাস্তার মানুষ। যাদের দিয়ে সব করানো যায়। সব বলা যায়। সবরকম অপমানের বিষ্ঠাই ছুঁড়ে মারা যায় মুখের উপর। নইলে ও বললো কী ক'রে? ভাবলো কী ক'রে? কী ক'রে সাহস পেলো? আর কেনই বা গগনবাবু ওর মুরগির মতো সরু গলাটা তৎক্ষণাৎ টিপে ধ'রে সব কথা শেষ করে দিলেন না? চাপের চোটে বেরিয়ে পড়তো জিবটা, চিরদিনের মতো স্তব্ধ হ'য়ে যেতো, আর কখনো কোনো পাপকথা উচ্চারণ করতে পারতো না সেই কলুষিত জিহ্বা দিয়ে। একটা ভালো কাজ হ'তো। এতো দুঃখের মধ্যেও একটা সুখ ঘিরে থাকতো কয়েকদিন। আরো অনেক লোক, তাঁর অবস্থার সব হতভাগ্যরা নিষ্কৃতি পেতো এই ভয়ানক ঘৃণার কষ্ট থেকে।

সেই পঞ্চাশটি টাকা সম্বল ক'রে এখানে ওখানে সেখানে কতো জায়গাতেই যে ডেরা বেঁধেছিলেন তার ঠিক নেই। ন'খানা মোহরের যে-দুখানা অবশিষ্ট ছিলো, ফুরোতে আর বিলম্ব হয়নি। অতসী মালতী চম্পা চামেলি—প্রত্যেকের গায়েই ছিটেফোঁটা সোনা ছিলো শেষ পর্যন্ত, কারো হার, কারো বালা, কারো মাকড়ি—তাও গেলো। নিজের হাতের দামী ওমেগা ঘড়িটাও গেলো। তারপর এসে যেখানে ঘর বাঁধলেন, সে ভারি আজার। বস্তির চেয়ে উৎকৃষ্ট, একক অথচ তার ভাড়া নেই। এর চেয়ে বেশি সুখ মানুষ কী হ'তে পারে? কপর্দক গগন হালদারের?

জীবনের সেই আট-দশ মাসের অভিজ্ঞতাতে অনেক-কিছুই বুঝেছিলেন তিনি, অনেক-কিছু শিখেছিলেন। পা অনেক শক্ত আর মন অনেক কর্কশ হ'য়ে উঠেছিলো। হৃদয় অনেক সহনশীল। এটুকু সময়ের মধ্যেই ঝাপসা হ'য়ে এসেছিলো অতীত জীবন। শুধু তিনিই নন, লক্ষ্মীর অবিরল কান্নাতেও ছেদ পড়েছিলো বইকি। আর অতসী? অতসীর মতো সন্তান তো একটা ভাগ্য। চোদ্দো বছরের যৌবন নিয়ে, রূপ নিয়ে, সেই সাংঘাতিক

BanglaBook.org

দিনগুলোতে এক ফোঁটা বিচলিত ছিলো না মেয়ে। সব সময়ই সে তাঁদের সহায়, তাঁদের সান্ত্বনা। বুদ্ধি দিচ্ছে, পরামর্শ দিচ্ছে, মনে বল যোগাচ্ছে, খাটছে মায়ের সঙ্গে, ভাইবোনদের উদ্বুদ্ধ করছে পরিশ্রমে, শিশুগুলোকে বর্ণপরিচয় ঘটাচ্ছে মুখে মুখে—কী আর বলবেন গগনবাবু! মেয়ের শক্তি দেখে তিনি তখনো অভিভূত ছিলেন, আজও অভিভূত আছেন। আজও তো অতসী তেমনি ক'রেই ধরে রেখেছে সংসারটাকে। ওরে পাপিষ্ঠ, তোর মুখে কুষ্ঠ হোক। তুই তাকিয়ে তাকিয়ে একদিন দেখিস এই মেয়ে আমার রাজরানী হয়েছে, তুই তার উচ্ছিষ্ট কুড়িয়ে খাচ্ছিস। তুই বেঁচে আছিস তার দয়ায়। হ্যাঁ, এই আমি বলছি। যদি আমি বাপ হই, তুমি আমার এই হৃদয়-নিংড়ানো প্রার্থনাটি শুনো। শুনো। শুনো।

আশ্চর্য! শিশুগুলোও কেমন কষ্ট সইতে শিখে গেলো, কেমন চতুর আর শক্তপোক্ত হ'য়ে উঠলো দেখতে-দেখতে। সব সময়েই যেন টানটান হ'য়ে আছে যে-কোনো-কিছুর বিরুদ্ধে অভিযানের জন্য। ভয়, দ্বিধা, ত্রাস, সংকোচ, সব যেন কর্পূরের মতো উবে গেলো চরিত্র থেকে। সজ্ঞানে হোক, অজ্ঞানে হোক, ঠিক বুঝে নিলো তাদের অবস্থায় যদি কিছু পেতে হয়, যুদ্ধ ক'রেই পেতে হ'বে, দরার হ'লে জোর ক'রে কেড়ে। নইলে তারা বাঁচবে না, কেউ বাঁচতে দেবে না, উপরন্তু মাড়িয়ে যাবে দু-পায়ে।

তখন চেনা মুখ বর্জন ক'রে চেনা সংস্রব থেকে সম্পূর্ণ বিচ্ছিন্ন হ'য়ে এক বস্তি থেকে আর-এক বস্তিতে গিয়ে সংসার পাতছিলেন গগনবাবু।

শেষ পর্যন্ত শুধু যে সেই প্রতিবেশীদের অশালীন সাহচর্যেই অতিষ্ঠ হ'য়ে বস্তি ছাড়তে হ'লো তাই নয়, ভাড়া দেবারও সামর্থ্য ছিলো না। যারা বস্তিতে থাকে, তারা স্ত্রী পুরুষ, বালক-বালিকা, বৃদ্ধ-বৃদ্ধা সবাই খেটে খায়। কেউ লোকের বাড়িতে খাটে, কেউ কলে-কারখানায়। কেউ ঘরামি, কেউ কুলি। ভিক্ষাও করে কেউ-কেউ। চুরি জোচ্চোরি ছিনতাই—এসব পেশার লোকেরও অভাব নেই। নিতান্ত মায়ের কোলের শিশু ছাড়া যার-যার পেট তার-তার দায়। কিন্তু গগনবাবুর সংসার অন্যরকম। তাঁর স্ত্রী বা সন্তানরা কেউ এভাবে উপার্জন করতে পারে না, তারা ঘরে থাকে। শুধু তাই নয়, ভয়ে-ভয়ে বন্ধ ক'রে রাখে দরজা। এমনকি রাস্তার কল থেকে জলটুকু আনতে হ'লেও লক্ষ্মী কি অতসী বেরুতে পারে না। মাত্র ন' বছরের মেয়ে মালতীও যদি যায় না ফেরা পর্যন্ত ধুকধুক করে বুক। আর-সব তো নেহাত শিশু। সুতরাং গগনবাবু যে শুধু এতোগুলো পেটের চিন্তাতেই গলদঘর্ম হন তাই নয়, সংসারের কাজও অনেক আটকে থাকে তাঁর জন্য। অতসীর উপর লোভের অন্ত নেই কারো। সে যুবক হোক, প্রৌঢ়ই হোক বা বৃদ্ধই হোক। হয়তো তারই মধ্যে মানিয়ে-চিনিয়ে থাকতে-থাকতে একদিন সেই শ্রেণীতেই পরিণত হতেন, কিন্তু একুশ টাকা ক'রে দু-মাসের বাড়িভাড়া বাকি পড়ার পরে বস্তিওলা জমিদারের ম্যানেজার হাতের ওমেগা ঘড়িটি নিয়ে তাড়িয়ে দিলো তাঁদের। ঘড়িটা গগনবাবু শেষ পর্যন্তও রেখেছিলেন, প্রিয় ঘড়ি, উৎকৃষ্ট ঘড়ি, বেচলে দু-মাসের বাড়িভাড়া দিয়েও হাতে থাকতো অনেক, কিন্তু তখন আর ঠেকানো গেলো না।

BanglaBook.org

ঘুরতে-ঘুরতে সেদিন হাওড়া স্টেশনে এসেই ঠাঁই নিলেন। কী করবেন? কোথায় যাবেন? অবিশ্যি সেই স্টেশনে একমাত্র পরিবার শুধু তাঁরাই ছিলেন না, অসংখ্য মানুষ থইথই করছিলো। তারাও সবাই উদ্বাস্তু, না ঘরের না বাইরের এক বিতাড়িত অদ্ভুত সমাজ।

স্টেশনে এসে বস্তির ভয় ছেড়ে ছেলেমেয়েরা স্বাধীনভাবে ঘোরাঘুরি করছিলো এদিক-ওদিক। অতসীও একটু হাঁপ ছেড়ে বেঁচেছিলো। লক্ষ্মীকে দেখে অবিশ্যি ভালোমন্দ কিছুই বোঝা যাচ্ছিলো না। অবস্থার বিপর্যয়ে স্তব্ধ হ'য়ে গিয়েছিলেন তিনি। হঠাৎ মালতী বললো, 'দিদি, দ্যাখো, দ্যাখো, ওইখানে কতো পুঁইশাক হয়েছে।' তার লোভ হচ্ছিলো তুলে আনবার জন্য। অভ্যস্ত হাত নিশপিশ করছিলো।

অতসী নিস্পৃহভাবে তাকিয়ে দেখলো স্টেশন ছাড়িয়ে অসংখ্য লাইন পেরিয়ে পিছনে সাইডিংয়ে ফেলে-রাখা কতোগুলো আলাদা-আলাদা অকেজো ট্রেনের কামরা। গজিয়ে-ওঠা ঘাস-জঙ্গলে আকীর্ণ, সামনে মাটির ঢিবিতে পুঁইশাক, পিছনের জলাভূমিতে কচুবন। গগনবাবুকে ডেকে নিয়ে এলো সে। শান্তভাবে বললো, 'বাবা, চলো, আমরা গিয়ে ওর ভিতরে থাকি। ঐ কামরাগুলোর ভিতরে সুন্দর ঘর।'

গগনবাবু ভীতস্বরে বললেন, 'না, না, ওসব সরকারি জিনিস।'

অতসী বললে, 'তাতে কী? ফেলেই তো রেখেছে, দরকারে তো লাগছে না।'

'যদি লাগে?'

'তখন ছেড়ে দেবো।'

'কে এসে গোলমাল করবে তখন—'

অতসীর মুখে হঠাৎ রাগের লাল আভা দেখা গেলো, জেদের সঙ্গে বললো, 'গোলমালকে ভয় করলে আমাদের চলবে কেন? আমরা থাকবো কোথায়? এমনি ক'রেই নিতে হবে।'

মেয়ের কথায় কেমন একটা জোর পেলেন, উড়িয়ে না দিয়ে দাঁড়িয়ে-দাঁড়িয়ে ভাবতে লাগলেন। সত্যিই তো। কথাটা মন্দই বা কী? কামরাগুলো তো ঠিকই প'ড়ে আছে, প'ড়ে-প'ড়ে ঢেকে যাচ্ছে জঙ্গলে, ব'সে যাচ্ছে মাটিতে। পরিষ্কার ক'রে নিয়ে যদি থাকতে আরম্ভ করেন তাঁরা, কী আর এমন দোষ? বেশ নির্জন, আড়াল, বাড়ি-বাড়ি। অথচ ভাড়া নেই।

দ্বিধা-সংকোচ ঝেড়ে ফেলে বোঁচকা পুঁটুলি নিয়ে ঢুকলেন সেখানে। ভাঙা দুটো ফার্স্ট ক্লাস বগি। বেশ প্রশস্ত। কয়েকদিন খুব ঝাড়পোঁছ চললো। একটু দূরে লাইনের ওপাশে একটা কালো পাইপ থেকে ছরছর ক'রে জল পড়ছে সারাদিন, বাচ্চারা হাঁড়ি-কলসী ভর্তি ক'রে সেই জল ধ'রে এনে ধুয়েমুছে ফিটফাট ক'রে ফেললো কামরা দুটো। কাছেই একটা পুকুর আবিষ্কার ক'রে আর আনন্দের সীমা রইলো না। সেখানেও খুব দাপাদাপি চললো। হঠাৎ যেন একটা মুক্তির হাওয়া ব'য়ে গেলো সকলের মনে।

কিন্তু এইটুকু সুখও স্থায়ী হয়নি গগনবাবুর কপালে। ওখানে ঢোকার মাস চারেকের মধ্যেই সেই পঞ্চাশ টাকার হিসাবরক্ষকের কাজটি তাঁর গেলো। দোকানের মালিক একদিন

BanglaBook.org

ব্যবসা-বাণিজ্য তুলে কারো কোনো দেনা-পাওনা না মিটিয়ে কোথায় উধাও হলেন। খবরটা যে কী মর্মান্তিক মনে হয়েছিলো গগনবাবুর। ঘরে ফিরে আসতে-আসতে কী ক্লান্তই লেগেছিলো নিজেকে। হাওড়া পুলের উপর দাঁড়িয়ে ভেবেছিলেন সব শান্তি বুঝি ঐ গঙ্গার জলে। পতিতোদ্ধারিণী গঙ্গে! প্রবল ইচ্ছে হচ্ছিলো ঝাঁপিয়ে প'ড়ে সকল জ্বালার অবসান করেন। নিজের ছিন্ন বসনের দিকে তাকালেন, তাকালেন পায়ের ছেঁড়া স্যান্ডেলটার দিকে। চুল ছাঁটেন না প্রায় তিন মাস। দাড়ি কামানো তো কবে ছেড়ে দিয়েছেন। প্রত্যেকটার পিছনেই পয়সা লাগে। যে পয়সা এখন তাঁর কাছে ভীষণ মহার্ঘ্য। আয়না সামনে না থাকলেও চেহারাটা অনুমান করতে পারছিলেন। তবু এতোদিন চাল কেনার পয়সাটা অন্তত জুটছিলো, অর্ধাশন হ'লেও অনশনের ত্রাসটা ছিলো না। কিন্তু সেই মুহূর্তে কী ছিলো তাঁর সামনে?

মৃত্যু। একমাত্র মৃত্যুই পারতো সব সমস্যা মিটিয়ে দিতে। কিন্তু সেই সাংঘাতিক লোভকে মনের জোর খাটিয়ে জয় করতে হ'লো। স্ত্রীকে মনে প'ড়ে গেলো, মনে প'ড়ে গেলো প্রত্যেকটি সন্তানের মুখচ্ছবি। অতসী, মালতী, চম্পা, চামেলি। এই সেদিনের চারটি নামের কবিতা। তারপর কতো সাধের শিবাজী, কৃষ্ণ, অর্জুন, সব্যসাচী আর পার্থ। হা ভগবান। মাথায় হাত দিয়ে সেদিন তিনি পুলের ধারে ফুটপাতের উপরই ব'সে পড়েছিলেন, ব'সে-ব'সে ধুঁকছিলেন। তারপর কখন যেন হাতের কাছে একটা ইটের টুকরো পেয়ে বাঁধানো শানের উপর হিজিবিজি কাটতে লাগলেন। কখন যে সেই হিজিবিজি ভেদ ক'রে তাঁদের ঢাকার বাড়ির ছবিটা স্পষ্ট হ'য়ে উঠলো কে জানে। সামনে সেই লন, বাগান, পিছনে সব্জির খেত, আর দেয়ালের ধারে-ধারে আম-কাঁঠালের ছায়া। দোতলার মস্ত টানা বারান্দায় একটি সুন্দর মুখ। কার মুখ? আর কে। লক্ষ্মী। সুখে-সমৃদ্ধিতে যাকে একেবারে রানীর মতো দেখাচ্ছে। চারপাশে প্রজাপতির মতো খেলছে সব শিশুরা।

নিজের সৃষ্টিতে নিজেই তন্ময় হ'য়ে গিয়েছিলেন। সচেতন হ'য়ে দেখলেন ভিড় জ'মে উঠেছে চারপাশে, ছবি-আঁকা পাগলাকে পয়সা ছুঁড়ে দিচ্ছে তারা।

কী অসম্মান! কী অপমান। বুক চিরে একটা আগুনের বিদ্যুৎ ব'য়ে গেলো। জ্ব'লে গেলো। পুড়ে গেলো। হাত মুঠো ক'রে দাঁত চেপে উঠে দাঁড়ালেন গগনবাবু। বড়ো-বড়ো নিশ্বাসে, বড়ো-বড়ো পায়ে স্থানত্যাগ করলেন। পয়সাগুলো প'ড়ে রইলো পিছনে। ভিখিরি বালকদের হরিলুঠ আরম্ভ হ'লো।

লোকগুলো শেষে তাঁকে ভিক্ষুক ভাবলো? ভিক্ষুক? তাঁকে? তাঁকে পয়সা ছুঁড়ে দিলো? যে-তিনি—না, না, আমি কেউ না, কিছু না, আমি কোনোদিন আর-কেউ ছিলাম না।

BanglaBook.org

কিন্তু আমি ভিখিরিও না।

দৌড়ে স্টেশন পেরিয়ে ঘরে ফিরে এলেন। এই দশ মাসে যতো কষ্ট পেয়েছেন এই কষ্ট তাঁর সব কষ্টকে ছাপিয়ে চোখের জল হ'য়ে ঝ'রে পড়লো। এসে দেখলেন পার্থর বেহুঁশ জ্বর।

ভয়-ভয় চোখে তাকিয়ে লক্ষ্মী বললেন, 'তুমি এসেছো? খুব ভালো হয়েছে। আমি কেবল মনে মনে ঠাকুরকে ডাকছিলাম, যেন তুমি তাড়াতাড়ি চ'লে এসো।'

তিক্তস্বরে গগনবাবু বললেন, 'ঠাকুর তাহ'লে কথা শুনেছেন দেখছি।'

চুপ ক'রে থেকে লক্ষ্মী বললেন, 'মাইনে পেয়েছো?'

মুখ ফিরিয়ে গগনবাবু বললেন, 'না।'

'আজ সাত তারিখ হ'য়ে গেলো।'

'কী করতে পারি?'

'দরকার তো হয়?'

'কী দরকার?'

হায় রে, কী দরকার তা যেন তিনি জানতেন না। যেন জানতেন না পঞ্চাশ টাকা এগারো ভাগ করলে মাথাপিছু মাসে পাঁচ টাকা ক'রেও পড়ে না। কী কিনতেন তাই দিয়ে? শুধু তো চাল। হিসেব ক'রে খেয়েও কি সেই চালে কুলাতো তাঁদের? রাত্রিবেলা মুড়ি চিড়ে রুটি চিবিয়ে কোনোরকম ক্ষুন্নিবৃত্তি।

বলাই বাহুল্য, এই জবাবের পরে আর কথা ফুটবে না লক্ষ্মীর মুখে, কেবল ঢোঁক গিলে কান্না সামলাবেন। তা তিনি যতো পারেন সামলান, দুঃখ-বেদনা গগনবাবুর চাইতে নিশ্চয় বেশি নয় কারো। অন্তত নিষ্ঠুরের মতো সেদিন তাঁর সে-কথাই মনে হয়েছিলো।

লক্ষ্মী কিন্তু চুপ ক'রে থাকলেন না, ব্যাকুল হ'য়ে বললেন, 'ওর বড্ড বেশি জ্বর হয়েছে। একটু যদি ডাক্তারখানায় নিয়ে গিয়ে কোনো ওষুধ-টসুধ—'

'ভেবো না, নিয়ে যাবো।' প্রায় বিধাতার মতো উক্তি। তারপর তেমনিই ব'সে রইলেন চুপ ক'রে। কিন্তু সন্ধ্যার অন্ধকারে দেখলেন, কে একটা লোক সারা মুখে দাড়ি-গোঁফের জঙ্গল নিয়ে, হাতে-মুখে কালিঝুলি মেখে, ছেঁড়া কাপড়ে গিঁট লাগিয়ে ছবি আঁকছে ব'সে। আঁকছে সেই বাড়িটা; যে-বাড়িতে ষোলোখানা ঘর, লম্বা টানা বারান্দা, সামনে-পিছনে বাগান লন আর দোতলার বারান্দায় দাঁড়িয়ে থাকা রানীর মতো একটি মেয়ে।

তা পয়সা মন্দ পড়লো কী? চোরা-চোখে এদিক-ওদিক তাকিয়ে রাস্তার স্বল্প আলোয় কুড়িয়ে নিলেন সব। মোট তিন টাকা সাড়েবারো আনা।

পরের দিন সকালে ওষুধ এলো পার্থর। এক সের চাল এলো, দুই ছটাক তেল।

একদিন করলে আর দু-দিনে লজ্জা কী? এখানে আর কে চিনছে তাঁকে? কে দেখতে যাচ্ছে? দেখলেও কে বুঝতে পারবে এই সেই হালদার-বংশের কুলতিলক গগনেন্দ্র হালদার?

BanglaBook.org

চুল বড়ো, নখ বড়ো, দাড়ি বড়ো, কপালে ছাই, গালের উন্মুক্ত অংশে কালির প্রলেপ। লক্ষ্মীকে একবার দেখাতে পারলে হয় তার স্বামীর চেহারাখানা। জানাতে পারলে হয় উপার্জনের পেশাটা! পাঁজর ভেদ ক'রে গগনবাবুর দীর্ঘশ্বাস পড়েছিলো। তিনি জেনেছিলেন, ক্ষুধার বাড়া জ্বালা নেই। আর সেই ক্ষুধার তাড়নাতেই দিনের বেলা চাকুরির উমেদারি আর রাত্রিবেলা ভিক্ষা—এই তাঁর জীবিকা হ'লো।

কিছুদিন যাবৎই দেখা যাচ্ছিলো, কোথা থেকে যেন সব আলাপী লোকের আমদানি হয়েছে ট্রেনের সেই ভাঙা কামরার আশেপাশে। লোকগুলো এই ক'মাস টের পায়নি, এবার, আম-কাঁঠালের গন্ধে যেমন নীল মাছিগুলো এসে ছেঁকে ধরে ঠিক তেমনি ক'রে তাঁর সুন্দরী স্ত্রী আর মেয়ের গন্ধে অনেক জন্তু-জানোয়ারের ভিড় হয়েছে। স্টেশনের কুলি কাবারি কর্মচারী এরা তো আছেই, আরো যে কতো লোকের কতো দরকার পড়লো সেই নির্জন প্রান্তে তার আর ইয়ত্তা রইলো না। আমি 'পুরুষসিংহ' এ-কথা ভেবে একদা তিনি মনে-মনে যতো অহংকার বহন করেছিলেন, সেদিন নিজেকে সেইসব পুরুষের স্বজাতি ভেবে ততোধিক ঘৃণা করেছিলেন।

রাত্রিবেলা ঠুন ক'রে ছোট্ট একটি ঢিল, অসময়ে গলা-খাঁকারি, শিস, কুৎসিত গান—এ পর্যন্ত সহ্য করা গিয়েছিলো; কিন্তু একদিন মধ্যরাত্রে একটা লোক একেবারে লাফিয়ে উঠে এলো দরজায়। চমকে জেগে গেলেন গগনবাবু গর্জন ক'রে এগিয়ে এলেন, তারপরেই তাঁর বুকের মধ্যে হিমস্রোত ব'য়ে গেলো। দেখলেন, একজন নয়, ঝাপসা অন্ধকারে আরো জন-দুই লোক কথা বলছে অস্পষ্ট গলায়।

এই ভাঙা কামরার সংসারে কী আছে তাঁর। ধন-দৌলতের জন্য এরা আসেনি। কী জন্য এসেছে গগনবাবু তা জানেন। মাংসের লোভে ক্ষিপ্ত নেকড়েগুলোকে তবে একাহাতে কী ক'রে ঠেকাবেন? দিকবিদিকহারা হ'য়ে আন্দাজেই উন্মত্তের মতো ঝাঁপিয়ে পড়লেন। সঙ্গে-সঙ্গে কে যেন টেনে নিচে নামিয়ে নিয়ে মাথামুখ চেপে ধরলো, অন্ধকারেও তিনি স্পষ্ট দেখলেন, লোকগুলো ভিতরে ঢুকছে। ওপাশের দরজাটা যেমন জং ধ'রে বন্ধ হ'য়ে আছে চিরতরে, এপাশের দরজাটা তেমনি ভাঙা উন্মুক্ত। উঠে যেতে আর অসুবিধে কী। প্রাণপণে বাধা দেবার চেষ্টা করছিলেন, চিৎকার করবার জন্য মুখটা ছাড়িয়ে নেবার চেষ্টা করছিলেন, পারছিলেন না। লাইনের ওদিকে, দূরের কোনো আলোর আভাসে হঠাৎ তিনি অতসীকে ঝলসে উঠতে দেখলেন, তারপরেই সমবেত কণ্ঠের এক অমানুষিক ভয়ার্ত চিৎকারে বিশ্বগগন যেন ভেঙেচুরে একাকার হ'য়ে গেলো। বোধহয় মুহূর্তের জন্য চৈতন্য হারিয়ে ফেলেছিলেন গগনবাবু। একটা বুকফাটা আর্তনাদে ডুকরে উঠেছিলেন। ট্রেনের উঁচু কামরা থেকে নিচু হ'য়ে হাত বাড়িয়ে হাঁপাতে-হাঁপাতে অতসী বললো, 'উঠে এসো বাবা, তাড়াতাড়ি।'

BanglaBook.org

চোখকে তিনি বিশ্বাস করতে পারছিলেন না, মেয়েকে বুকে জড়িয়ে ধ'রেও স্বপ্ন বোধ করছিলেন।

কিন্তু আবেগের সময় ছিল না অতসীর। তার হাতে মাছকাটা শানানো বঁটিটা চকচক করছিলো, সে ভাঙা দরজাটা হাঁড়িকুড়ি, প্যাকিং কেস, গুটোনো বিছানা ইত্যাদি দিয়ে ঠেসে দিচ্ছিলো, ভাইবোনদের পিঠ ফিরিয়ে সার-সার দাঁড় করিয়ে দিচ্ছিলো সেপাইয়ের মতো। ভাইবোনেরাও নিরস্ত্র ছিল না, হাতা খুন্তি কলসী ঘটি মগ টিন উনুনের শিক— প্রত্যেকের হাতের মুঠোই বীর যোদ্ধার মতো আক্রমণে উদ্যত। দৃশ্যটা দেখবার মতো।

অতসী নিঃশ্বাস নিতে-নিতে তীব্রতার সঙ্গে বললো, 'আর-একবার আসুক, বুঝুক কোন গর্তে হাত দিয়েছে। দা'টায় যদি ধার থাকতো, ওকে আমি কেটে দু-খণ্ড ক'রে ফেলতাম।'

মালতী চোখ বড়ো-বড়ো ক'রে বললো, 'ঐ লোকটার কাঁধে কোপ পড়েছিলো দিদি, ওরা যখন টর্চ জ্বালালো আমি দেখলাম ফিনকি দিয়ে রক্ত উঠছে। অন্য লোক দুটো তখন ধ'রে নিয়ে ছুটে পালালো।'

সাড়ে-সাত বছরের চম্পা ছেঁড়া পাজামায় লজ্জা ঢেকে, কোঁকড়া চুল ঝাঁকড়িয়ে বীরাঙ্গনার মতো ব'লে উঠলো, 'এই যে দেখছো আমার হাতে লোহার শিক, আবার আসুক না, চোখে ঢুকিয়ে দেবো।' ছ' বছরের চামেলি তৎক্ষণাৎ সায় দিলো মাথা দুলিয়ে। এরা সব সময়েই যে যার বড়োটিকে নকল করছে। মালতী তার দিদির ছায়া, চম্পা মালতীর, আর চামেলি চম্পার। পৌনে-পাঁচ বছরের শিবাজী কিছুটা স্বতন্ত্র। সে ছেলে, দিদিদের ধরন-ধারণের সঙ্গে তার গরমিল। কিন্তু তখন সেও তার ঘুম-চোখে ব্যাপারটা না-বুঝেই বীরের পার্ট ক'রে যাচ্ছিলো।

ব্যাপারটা অবিশ্যি অতসী বাদে আর কোনো ছেলেমেয়েই বা বুঝেছিলো। তারা ভেবেছিলো তাদের ছেঁড়া বিছানা আর ভাঙা মগ চুরি করতে এসেছিলো চোর।

ঐটুকু-টুকু শিশুর এই অদ্ভুত আত্মরক্ষার সাহস এবং ক্ষমতা দেখে গগনবাবু হকচকিয়ে গিয়েছিলেন। তাঁর মনে হচ্ছিলো যে-সাহস আজ পর্যন্ত তিনি আয়ত্ত করতে পারেননি, তা ওরা এই বয়সেই পেরে গেছে। যেমন জন্তুর মতো অনিরাপদ আশ্রয়ে বেড়ে উঠছে, তেমনি জন্তুর মতোই আত্মরক্ষার সহজাত প্রবৃত্তি। ভালো। স্বাবলম্বিতার মতো বড়ো গুণ আর কী আছে জীবনে?

দরজায় জিনিসপত্রের গন্ধমাদনের ফাঁকে মস্ত একটা কালো আকাশ চোখে পড়ছিলো তাঁর, যেন একটা নীরন্ধ্র মৃত্যুর দেয়াল। তখন তিনি যথেষ্ট বাতাস পাচ্ছিলেন না নিশ্বাস নিতে।

যেমন এখন পাচ্ছেন না। এখন যেমন বুকটা ফেটে যাচ্ছে চাপে, সেদিনও অনেকটা এই অনুভূতি হচ্ছিলো। এই যন্ত্রণার সঙ্গে শুধু সেদিনের সেই যন্ত্রণারই মিল পাওয়া যায় একটু। তবু, তবু কি কোনো তুলনা হয়?

লক্ষ্মী কেঁদে-কেঁদে বলেছিলেন, 'না, না, আর এক মুহূর্তও নয়। যখন একবার এসেছে,

BanglaBook.org

আবার আসবে। ঘা-খাওয়া সাপের মতো প্রতিহিংসাপরায়ণ হ'য়ে বিষ ঢালবে এসে। সব দুঃখ সওয়া যায় কিন্তু উচ্ছিষ্ট স্ত্রীলোকের জীবন অসহ্য। বনের পশু খেয়ে ফেললে সেটা অবসান, মানুষ-পশুর থাবা মৃত্যুর অধিক। শেষে মা-বাপ হ'য়ে পুরুষের সেই কামনার আগুনে ঠেলে দেবো মেয়েকে?'

ওঃ! লক্ষ্মী! লক্ষ্মী! যদি আজ আমি তোমাকে বলতে পারতাম সব কথা, যদি জানাতে পারতাম কী ভয়ংকর অগ্নিপিণ্ড বুকে নিয়ে আমি জ্বলছি, পুড়ছি-ছাই হ'য়ে ঘুরে বেড়াচ্ছি! যদি বলতে পারতাম! যদি জানাতে পারতাম!

কিন্তু কেন বলতে পারি না? কেন পারি না! তুমি অসুস্থ ব'লে? তুমি নিস্তেজ হ'য়ে গেছো ব'লে? কষ্ট পাবে ব'লে? তাই কি? শুধুই কি তাই? গগনেন্দ্র হালদার, বুকে হাত দিয়ে বলো তো, শুধুই কি দুর্বল স্ত্রীর উপর করুণাবশতই এতো বড়ো কথাটা তুমি চেপে রেখেছো তার কাছে? না কি তোমার বুকের গভীর অন্ধকার জঙ্গলে ওত পেতে একটা কালো ভালুক চুপ ক'রে ব'সে-ব'সে থাবা চাটছে? কী? কী?

এসব কী ভাবছি আমি? আমার ভাবনা আমাকে কোথায় টেনে নিয়ে যাচ্ছে? কোথায়? 'আমাকে বাঁচাও! বাঁচাও!' গগনবাবু হাত বাড়িয়ে দিলেন কোনদিকে, 'আমাকে দয়া করো! আমার মনে বল দাও। আমার সকল দুঃখ অতিক্রম ক'রে শুধু মনুষ্যত্বে অবিচল থাকতে দাও আমাকে। হে ঈশ্বর! হে ঈশ্বর!'

কান্নার দমকে তাঁর পুরুষ গলা অব্যক্ত থাকতে চাইছিলো না।

তা'হলে? তাহ'লে আর কী? আবার বাঁধো তল্পিতল্পা, আবার গুছিয়ে নাও বেদের সংসার।

কী বা আছে সংসারে। তবু অবাক বিস্ময়ে লক্ষ করলেন, মাত্র এই ক'মাসের সংসারেও অনিত্য জিনিসের স্তূপ বড়ো মন্দ জমেনি। ছেলেমেয়েরা যে কোথা থেকে কতো সব সংগ্রহ করেছে তার অন্ত নেই।

আরো আছে। অতসীর লাউগাছ জিইয়ে উঠে কী সুন্দর ডগা ছড়িয়েছে, মালতীর লঙ্কাগাছে লঙ্কা ধরেছে, আর সব ছাপিয়ে অন্য কোন বাচ্চার সূর্যমুখী গাছের মস্ত হলদে সূর্যমুখী ফুলটা মুখ উঁচু ক'রে তাকিয়ে আছে সূর্যের দিকে। হঠাৎ শিবাজী দাবি করলো, নন্দদুলালের লাল-হলুদ রঙের আলো করা ঝোপটা একা তার।

মানুষ কী অদ্ভুত প্রাণী! এতো পিষ্ট হ'য়েও আবার উঠে দাঁড়ায়, খড়কুটোর অবলম্বনকেও ফসকাতে দেয় না। আর সবচেয়ে যেটা আশ্চর্য, রাজনীতির যূপকাষ্ঠে গোটা জীবনটাকেই যারা বলি দিয়ে ফেলে রেখে এসেছে পদ্মার পরপারে, এই ক্ষণিক সংসারের টুকিটাকি ফুল লতাপাতার বিচ্ছেদ-বেদনাও তাদের কম কষ্ট দিলো না। চলতে-চলতে লক্ষ্মী আবার

BanglaBook.org

চোখ মুছতে লাগলেন, বাচ্চাগুলো ফিরে ফিরে তাকাতে লাগলো, অতসীর ভারী-ভারী চোখের পাতার লম্বা-লম্বা পালকগুলো ভেজা দেখালো, আর গগনবাবুর নিজেকে যেন বড়ো বৃদ্ধ ব'লে মনে হ'লো। তিনি জানেন না, অলক্ষ্যে তাঁর চুলগুলো কখন একেবারে পেকে গেছে।

আসলে তিনি লড়াই করতে শেখেননি জীবনের সঙ্গে। কী করলে কী হয় কিছুই তাঁর জানা নেই। নইলে যা সম্বল ছিলো, তাই নিয়েই হয়তো কিছু-একটা উপায় বার করতে পারতেন জীবিকার। শাকপাতা বেচেও তো মানুষ খেয়ে-প'রে থাকে! কিন্তু শাকপাতা বেচবার অবস্থায় না পৌঁছনো পর্যন্ত শাকপাতার ব্যবসায়ী হবার কল্পনাও মাথায় এলো না। কেবল ভাবলেন, আপাতত বিপন্ন হ'য়ে উঠলামই না-হয় কারো আশ্রয়ে, তা ব'লে কি চিরদিনই এমনি যাবে? যেতে পারে? কিছু-না-কিছু হবেই। আর-কিছু না হোক, অন্তত গোলমাল থামলে ফিরে তো যেতে পারবো। আসলে এটাই বোধহয় মনের তলাকার আসল চেহারা ছিলো। কিন্তু যতো দিন গেলো ততোই কঠিনভাবে হৃদয়ঙ্গম করলেন সে-আশা দুরাশামাত্র। কোথায় যাবেন? কার দেশে যাবেন? হিন্দুদের কোনো স্থান নেই সেখানে, ঘোষিতভাবেই পাকিস্তান মুসলিম রাষ্ট্র। ঘোষিতভাবেই আধিপত্য একমাত্র তাদের, অন্য ধর্ম সেখানে অবাঞ্ছিত। আর সর্বধর্মসমন্বয়ের ভারতবর্ষ? আহা, কোল যে মায়ের ভর্তি! অতএব সেখানেও ঠাঁই নেই। কী চমৎকার অবস্থা!

পাছে কোনো আত্মীয়পরিজন অথবা চেনা মানুষের চোখে পড়েন, এই ভয়েই গগনবাবু সর্বদা সন্ত্রস্ত। অনশন, অর্ধাশন, ভিক্ষা—সব তাঁর সইবে, সইবে না শুধু পরিচিত মানুষের বিহ্বল চোখের বিস্মিত দৃষ্টি। সইবে না তাদের আহা-উহু আর করুণা। তিনি নেই। তিনি ম'রে গেছেন। আমি কেউ না, কেউ না। কোনো অতীত নেই আমার, কোনো ভবিষ্যৎ নেই। আমি এই মুহূর্তে যা, শুধু তাই। তাই ছিলাম, তাই আছি, তাই থাকবো। একটা পোকার জীবন। যেন এই বৃহৎ পোকাটাকে কেউ পা দিয়ে এপিঠ-ওপিঠ ক'রে চিনতে চেষ্টা না করে। এই আমার দিনরাতের প্রার্থনা। বিস্মৃতি। শুধু একটু বিস্মৃতি চাই আমি। আর সেইটুকু ইচ্ছের অবলম্বন খুঁজে-খুঁজেই লুকিয়ে পালিয়ে এই ট্রেনের কামরার নির্জনে এসে একটু যেন স্বস্তি পেয়েছিলেন। ভাগ্য তাঁকে সেখানেও ঠিক অনুসরণ করলো, সেখান থেকেও উচ্ছেদ ক'রে ছাড়লো।

বোঁচকা-পুঁটলি নেহাত মন্দ হ'লো না। উদ্বৃত্ত চাল তেল নুন, সামান্য চিঁড়ে মুড়ি গুড় যা ছিলো তা ফেলে যাওয়া যায় না। সামান্য ছেঁড়া ন্যাকড়া লজ্জাবরণও আছে। কোথায় যাবেন তার ঠিকানা অবশ্য জানা নেই, কিন্তু যেখানেই যান ক্ষুধা আছে সঙ্গে-সঙ্গে, অতএব দু-চারখানা মাটির ভাণ্ডবাটিও নিতে হ'লো বইকি। শোবার জন্য বিছানাটাও গুটিয়ে কাঁধে তোলা হ'লো। হাতের বালতিতে গুঁজে দেওয়া হলো অনেক কিছু।

যে যতোটুকু পারে তাই বহন করলো। ভারী মাল গগনবাবু। তবু রক্ষে ছোটো বাচ্চাগুলো এখন কোলের নেই। পার্থ পর্যন্ত ট'লে-ট'লে চললো দাদা-দিদির হাত ধ'রে।

BanglaBook.org

কী দৃশ্য! চোখের জল লক্ষ্মীর কী ক'রে বাঁধ মানে? তা না মানুক, বাচ্চাগুলোর কিন্তু বিকার নেই। তারা খুশি! গুটিগুটি হেঁটে মা বাবা দিদির সঙ্গে-সঙ্গে দিব্যি স্টেশনে উঠে এলো, যে-স্টেশন উদ্বাস্তুতে থইথই। রান্নাবান্না, ঝগড়া, মিলন, প্রেম ভালোবাসা, নিষ্ঠুরতা বদমায়েশি সব চলছে একাধারে। প্রভু, তুমি সত্যি লীলাময়। সারা দেহে-মনে ঝংকার দিয়ে উঠলেন গগনবাবু। তিনি নিজেও এদেরই গুষ্টি, তবু তা মেনে নিতে বুক ফাটলো।

দ্রুত পায়ে পার হলেন স্টেশন। কতো ভদ্র ব্যক্তির আসা-যাওয়া সেখানে, কে জানে কোন চেনা মানুষের স্তম্ভিত দৃষ্টির তলায় প'ড়ে যাবেন, লজ্জার আর সীমা থাকবে না।

'আয়, আয়, তাড়াতাড়ি আয়' ব'লে রাস্তার এপিঠে এসে লোকালয় ছাড়িয়ে, ডান-দিকে দক্ষিণে পুলের তলায় নেমে গিয়ে গঙ্গার তীরে দাঁড়ালেন। দাঁড়িয়ে তারপর ভাবলেন, এবার কী করি! কোথায় যাই!

চৈত্র মাস, ঝাঁঝাঁ করছে রোদ, কিন্তু হাওয়ার প্রাচুর্যও কম নেই। তাছাড়া জলের ধার ব'লে সে-হাওয়া আর্দ্র। না, এখানে কোনো পরিচিত লোকের সঙ্গে দেখা হবার বিন্দুমাত্রও সম্ভাবনা নেই। এ পথ পথ নয়, বিপথ। কয়েকটা জেলে নৌকোয় ব'সে আরামে হুঁকো টানছে, কয়েকজন মাছ ধরছে, রান্না বসিয়ে গল্প করছে কেউ-কেউ, কতোগুলো ছেলে ন্যাংটো হ'য়ে ঝাঁপিয়ে-ঝাঁপিয়ে স্নান করছে। বেশ লাগলো দেখতে। নিশ্চিন্ত নিরুদ্বেগ জীবন।

হঠাৎ অতসী তাঁর মনের কথার প্রতিধ্বনি হ'য়ে ব'লে উঠলো, 'এ-জায়গাটা সুন্দর, কেউ কোথাও নেই, অথচ এরা আছে। আমার কেবল ভয় হয় যদি কখনো দেবেন-কাকারা বা বিমলা-পিসিরা আমাদের দেখে ফ্যালেন।'

মেয়ের দিকে ফিরে তাকিয়ে গগনবাবু বললেন, 'দেখলে কী?'

'না, লজ্জা করে।'

'লজ্জা কিসের? আমরা তো কারো সাহায্যপ্রার্থী নই? আমরা চুরিও করিনি, লোকও ঠকাইনি, কোনো অন্যায়ই করিনি। আমাদের একমাত্র অপরাধ আমরা দুঃখে পড়েছি। তাও নিজের দোষে নয়।'

মেয়েকে সান্ত্বনা দিতেই কথাগুলো বলেছিলেন গগনবাবু, কিন্তু সঙ্গে-সঙ্গে বিশ্বাসও করছিলেন। সহসা মনে হচ্ছিলো, সত্যিই তো তাই। এ নিয়ে কিসের লজ্জা? কিসের কুণ্ঠা?

চুপ ক'রে থেকে অতসী বললো, 'খবরের কাগজে ভারি সুন্দর একটা খবর বেরিয়েছে, জানো?'

'খবরের কাগজ তুই পেলি কোথায়?'

'কুড়িয়ে। সবটা কাগজ নয়, মাত্র একটা পৃষ্ঠা। আমি মাকে প'ড়ে শুনিয়েছি। এখন পথে বেরিয়ে বারে-বারে মনে পড়ছে।'

'কী খবর?'

'বেদেরা তো ইচ্ছে ক'রেই এমনি ঘুরে বেড়ায়, তাই না? এরকম অনিশ্চিত জীবনই

BanglaBook.org

ওরা ভালোবাসে কিংবা বৌদ্ধ ভিক্ষু। পরিব্রাজক। তারা কি কখনো নিজেদের ভিখিরী ভাবে? দুঃখী ভাবে? তারা কি লজ্জা পায় কারো কাছে?'

এ হচ্ছে নিজেকেই নিজে সান্ত্বনা দেওয়া। পনেরো বছরের অপরূপ সুন্দরী মেয়েদের দিকে পরিপূর্ণ চোখে তাকালেন গগনবাবু। দৃষ্টির শীতল স্নেহ দিয়ে ওর সমস্ত কষ্ট মুছিয়ে দিতে চাইলেন। সায় দিয়ে বললেন, 'সে তো ঠিকই, কিন্তু তোর খবরের কাগজের খবর কী তা তো বললি না।'

'দক্ষিণ ভারত থেকে নাকি একদল সন্ন্যাসিনী বেরিয়েছেন সারাভারত পরিভ্রমণে। ওঁরা পায়ে হেঁটে চলবেন, পথে-পথে ভিক্ষা করবেন, আর গৃহস্থদের ভগবানের নাম শোনাবেন। যেখানে রাত হবে ঘুমুবেন সেখানে, যা ভিক্ষে ক'রে পাবেন তাই খাবেন জীবনধারণের জন্য। সকাল হ'লে আবার বেরুবেন।'

'সুন্দর তো।' গগনবাবুর সত্যি ভালো লাগলো খবরটা। লক্ষ্মীর দিকে তাকালেন, পাথরের মতো চুপ ক'রে আছেন তিনি। লক্ষ্মীর এই ভঙ্গিটাই সবচেয়ে বেশি বিচলিত করে গগনবাবুকে, সবচেয়ে দুর্বল ক'রে দেয়। কাঁধে হাত রেখে বললেন, 'শুনলে খবরটা?'

চোখ তুললেন লক্ষ্মী, ঢোঁক গিলে বললেন, 'সেই নামগান কি আমরা জানি? ওঁদের উপর কি ভগবান এতোগুলো শিশুর ভার চাপিয়েছেন?'

'তা ঠিক। ওঁরা আমাদের মতো ভারবাহী নন।'

হঠাৎ গান শব্দটা কানে যেতেই শিবাজী মাথা দুলিয়ে ভাঙা-ভাঙা সুরে কচি গলায় গেয়ে উঠলো, 'মেরা জুতি হ্যায় জাপানী, পাৎলুন হিন্দুস্থানী—হাওড়া স্টেশনে শেখা নতুন গান। সেই সঙ্গে তার পরের ভাইটিকেও তাল দিতে দেখা গেলো। দশ বছরের একটু বড়ো হ'য়ে ওঠা মালতী শাসনের সুরে বললো, 'দেখলি দিদি, শিবাটা কী পাজী হয়েছে? কেমন পাকা-পাকা গান শিখেছে?'

'আরো জানি।' একটুও ঘাবড়ালো না শিবাজী, এবার একেবারে গলার শির ফুলিয়ে প্রচণ্ড জোরে নতুন গান ধরলো, 'হাওয়ামে উড়তা যাইয়ে, মেরা লাল দোপাট্টা মলমল, কা হুঁজি—'

বাঃ, কী সুন্দর সুর গলায়! গগনবাবু একেবারে মুগ্ধ হ'য়ে গেলেন। ধীরে-ধীরে পায়ে-পায়ে চলতে-চলতে তাঁরা বেশ খানিকটা দূর এগিয়ে এসেছিলেন, জায়গাটা একেবারেই নির্জন। শিবাজীই শুধু নয়, তার সঙ্গে অন্য ভাইবোনেরাও কেউ-কউ গলা মিলালো। অতগুলো কচি কণ্ঠের গানের সুরে গঙ্গাতীরের নিঃসঙ্গ বাতাস যেন প্রাণ পেয়ে ঠাণ্ডা হাত বুলিয়ে দিলো সকলের মুখে বুকে। হঠাৎ কী যে ভালো লাগলো!

গগনবাবু সামনের বটতলাটায় এসে ব'সে পড়লেন সবাইকে নিয়ে। লক্ষ্মীর মরা মুখেও কেমন একটু প্রাণের আভাস চিকচিক করছিলো তখন। গগনবাবু সব-কটা বাচ্চাকে উসকানি দিয়ে বললেন, 'চান করবি গঙ্গায়? চল।'

BanglaBook.org

সঙ্গে সঙ্গে সবাই রাজি। নামলো গিয়ে তখুনি, শুরু হ'য়ে গেলো ঝাঁপাঝাঁপি আর জল ছিটানো।

সকাল-সকাল যাহোক দুটো ফুটিয়ে প্রত্যেককে খাইয়ে এনেছিলেন লক্ষ্মী। কিন্তু তা কি এতোক্ষণে পেটে থাকে? এতোখানি হেঁটে? এতোক্ষণ চান ক'রে? তিনি তাঁর ঝুলিঝোলা থেকে চিড়ে-গুড় বার করলেন, জলে ভিজিয়ে এমন ক'রে খেলো সবাই, যেন জগতের সেরা খাদ্য।

গগনবাবু বললেন, 'জানিস ওতুন, তোর মা যদি একটু শক্ত হতেন না, এর মধ্যেও আমরা অনেক জোর পেতুম! বুঝলি না, এ হচ্ছে জীবনের একটা পরীক্ষা। তা মন্দ কী?'

এইজন্যই বাবাকে এতো ভালো লাগে অতসীর। এমন অদম্য প্রাণশক্তি আর কার? গামছা বিছিয়ে ছেলেমেয়েগুলোকে বুকে-পিঠে নিয়ে এর মধ্যে একটু ঘুমিয়েও নিলেন তিনি।

কিন্তু আবার ভয়ে আস্তে-আস্তে গ্রাস করলো সবাইকে। দেখা গেলো, কোথা থেকে দুটি লোক ঘোরাফেরা করছে এসে। একবার যাচ্ছে, একবার আসছে। বাঘ। বাঘ। তাড়াতাড়ি উঠে পড়ো সব। তীর ছাড়িয়ে উঠে এসো পথে। বেলা যে প'ড়ে এসেছে, পশ্চিমে হেলে গেছে সূর্য, টুপ ক'রে ডুব দেবে জলে। অন্ধকার হবার আগেই যে মাথার উপর একটা আচ্ছাদন চাই। কিন্তু কোথায়? এ-জায়গাটা যে কোথায় তাও তো গগনবাবু জানেন না। অন্তত কোনো গৃহস্থবাড়ির নিশানাও যদি মেলে, ঐটুকু অবলম্বন ক'রেই কিঞ্চিৎ আশ্বস্ত হ'তে পারেন। তাই বা মিলছে কোথায়? কী ভয়ানক নির্জন এই রাস্তাটা, একপাশে জঙ্গল, একপাশে নদীতীর। আর ঐ লোক দুটো? বাঘ দুটো? তারাই বা নিবৃত্ত হচ্ছে কই? সমানে আসছে সঙ্গে-সঙ্গে। ধ'রে ফেললো ব'লে।

কিন্তু না, শেষ পর্যন্ত তাঁরা নাগালের বাইরে এসে পড়লেন। সমানে পা চালিয়ে শ্রান্ত ক্লান্ত বিধ্বস্ত অবস্থায় যেখানে এসে সন্ধ্যার অন্ধকার গাঢ় হ'লো, কাছেই দেখা গেলো প্রকাণ্ড একটা পোড়োবাড়ির ভিতরে অসংখ্য মানুষের ভিড়। বাড়িটা একেবারে গঙ্গার উপরে, পোড়ো হ'লেও বসবাসের অযোগ্য নয়। চারদিকের ভাঙা দেওয়ালের মাঝামাঝি জায়গায় রাস্তার দিকে একটা বিশাল ফটক। ফটকের মাথার দু-দিকে দুই শ্বেতপাথরের সিংহমূর্তি থাবা পেতে ব'সে আছে। ফটকটি উন্মুক্ত, কোনো দরজা নেই।

সেই খোলা দরজা দিয়ে ভিতরে এক পলক তাকিয়েই গগনবাবু বুঝতে পারলেন ভিড়ের উৎসটা কী। আবার সেই নির্মূল নিরুদ্দেশ একদল উদ্বাস্তু। অসহায়ভাবে তিনি চারিদিকে তাকালেন। অতসী বললো, 'চলো বাবা, ভিতরে ঢুকি।'

BanglaBook.org

'এখানে! এর ভিতরে?'

লক্ষ্মী বললেন, 'দোষ কী? অন্ধকার হ'য়ে গেলো, আর কোথায় যাবো?

'অন্ধকার কী! কেমন চাঁদ উঠছে, চলো না, আর-একটু দেখি—'

'রাত করে তুমি কী দেখবে?'

'ভাবছিলাম একটু খোঁজাখুঁজি করলে যদি—'

'খোঁজাখুঁজি ক'রে লাভ নেই, আমাদের কি কোনো নির্দিষ্ট জায়গা আছে যে খুঁজলে পাবে?'

'নাই-বা থাকলো। ঈশ্বর পথে বার করেছেন, নয়তো গঙ্গার ধারেই শুয়ে থাকবো, তা ব'লে এই হাটের মধ্যে? এতগুলো অচেনা অজানা মানুষের সঙ্গে? লক্ষ্মী, আমি দম বন্ধ হ'য়ে ম'রে যাবো।'

অতসী তার বাবার মনের কথা জানে। জানে তিনি এদের কিছুতেই নিজের সগোত্র ভাবতে পারেন না। এই চিন্তাটাই তার বাবাকে বিকর্ষণ করে বেশি, বেশি কষ্ট দেয়। বেদনার্দ্র গলায় বললো, 'কিন্তু বাবা, আমরা তো লোকজনই চাইছিলাম, নির্জনতার ভয়েই তো পালিয়ে বেড়াচ্ছি।'

এ-কথায় গগনবাবুর পা থামলো। জানা কথাটাও কানে শুনে তিনি চমকালেন। তারপর দীর্ঘশ্বাস ছেড়ে মাথা নিচু করলেন।

'একটা রাত বরং থাকি, তারপর কাল সকালে নিশ্চয়ই চ'লে যেতে পারবো কোথাও।' অতসী সান্ত্বনা দিলো বাবাকে।

'কোথায় আর যাবো—' হতাশায় ডুব দিলেন তিনি।

অতসী উৎসাহ প্রকাশ করলো, 'মনে হচ্ছে একটা কিছু ভালো হবে আমাদের, নিশ্চয়ই একটা ভালো জায়গা পাবো এর পরে।'

'আরো ভালো!' শিথিলভাবে গগনবাবু ফটকের দিকে পা বাড়ালেন।

'শুনুন মশাই— একটি আধবুড়ো লোককে বক্তৃতার ভঙ্গিতে হাতমুখ নাড়তে দেখা যাচ্ছিলো, 'রিফিউজি মানে কী? অর্থাৎ যা বাতিল, যা ফেলে দেবার, যার কোনো মূল্য নেই। মানে, যাকে রিফিউজ করা হয়েছে! কে আমাদের রিফিউজ করলো? পাকিস্তান না ভারতবর্ষ? বলুন দেখি আমরা কার বলি হলাম?'

কম্পাউন্ডে ঢুকলেন গগনবাবু, অনধিকার প্রবেশের হাতেখড়ি হাওড়াতেই হ'য়ে এসেছে, তবু একটা অপরিচিত বাড়ির মধ্যে, আরো কতোগুলো অপরিচিত মানুষের মধ্যে এরকম বেপরোয়াভাবে ঢুকে এসে জায়গার জন্যই লাইন দেওয়া—এর চেয়ে লজ্জার আর তিনি কিছুই ভাবতে পারছিলেন না। অতিসংকোচের সঙ্গে দালানের দিকে এগিয়ে আসছিলেন, বক্তৃতা-দেওয়া লোকটি হঠাৎ ফিরে তাকিয়ে দেখতে পেলো তাঁদের। সঙ্গে-সঙ্গে গলাভরা কৌতুক নিয়ে ব'লে উঠলো, 'দেখুন, দেখুন, আরো একদল। যেন ছাপ্পর ফুঁড়ে এলো।

BanglaBook.org

বাঃ চমৎকার! ও মশাই, আপনাদের আবার কোন মাটি থেকে উপড়োনো হ'লো?'

লোকটির কথায় একটু মজা পেলেন গগনবাবু, মৃদু হেসে বললেন, 'ঢাকা।'

'ঢাকা! আমরা হলাম খুলনা, অর্থাৎ খুলো না। হাসালেন মশাই, হাসালেন। একেবারে উলটো? টাগ অব ওয়ার, অ্যাঁ? তা কবে আসা হ'লো?'

'দেড় বছর আগে।'

'ও, তাহ'লে পুরনো পাপী? আমরা একেবারে নতুন বলি। ঐ যে দেখছেন ব'সে আছে সব গঙ্গাজল হ'য়ে—' সমস্তদলটার দিকে সে অঙ্গুলি নির্দেশ করলো. 'সব এক গোয়ালের গরু, ঐ খুলনা! এখন এক গোঠেই চরে বেড়াতে এসেছি। পুরো পঞ্চাশ জন আছি দলে, হেঁ, হেঁ, হেঁ—' এর মধ্যে হাসির কী আছে ঠিক বোঝা গেল না, 'বলতে পারেন, সেই তো বাপু এলে, কিছু আগে এলে না কেন? সহজে কি কেউ বাস্তু ছাড়ে? বলুন? তাই রইলুম মাটি কামড়ে প'ড়ে, ভাবলুম রোয কি আর চিরকাল ধরে থাকবে? এ দেখছি থামেই না। মাঝখান থেকে সব গেলো। আর এখন? মহাশ্মশান।' কী একটা নাম ধ'রে ডেকে উঠলো, জোরে ডাকতে-ডাকতে ছুটে গেলো বাইরের দিকে।

সবাই বললো, মাথাটা একটু খারাপ হ'য়ে গেছে, আবোল-তাবোল বকে।

যতদূর বোঝা গেলো, কেউ অন্ধ আতুর ভিক্ষুক নয়, নেহাতই মধ্যবিত্ত গৃহস্থ। শেষ পর্যন্তও ভিটেমাটি আঁকড়ে প'ড়ে ছিলো কিন্তু টিকতে পারলো না। ভয়ে-ভয়ে চোর হ'য়ে থেকেও থাকতে পারলো না। স্বজন-সর্বস্বহারা হ'য়ে প্রাণের মায়ায় দৌড়তেই হ'লো। দৌড় দৌড় দৌড়। তারই মধ্যে কতো প'ড়ে রইলো পেছনে, কতো মৃতের দেহে হোঁচট খেতে হ'লো, দিনের বেলায় প্রকাশ্য রাজপথে সভা ব'সে গেলো শকুন-শিবার, তারপর সীমানা পেরিয়ে একটু নিশ্বাস। তারপর? তারপর প'ড়েছিলো এক আমবাগানের মধ্যে, না খেয়ে না ঘুমিয়ে, ভূমিহীন আশ্রয়-আচ্ছাদনহীন দেহ-মনে আর অবশিষ্ট ছিলো না কিছু। হঠাৎ একজন ভদ্রলোক খবর পেয়ে সমস্ত দলটাকে নিয়ে এলেন এখানে, এই বাড়িতে আশ্রয় দিলেন, এখন তিনিই রক্ষণাবেক্ষণ করছেন।

কথার মাঝখানে গগনবাবুরা উঠে এসেছেন দালানে, বসেছেন একটি কোণ ঘেঁষে, বাচ্চারা মা আর দিদিকে ঘেঁষে তন্দ্রায় ঢুলছে। একজন প্রৌঢ়া মহিলা, দেখতে সুন্দরী, দেয়ালে ঠেসান দিয়ে ব'সে ছিলেন, বললেন, 'ভালোমন্দ সবই পাশাপাশি। যেমন রাত্রি আর দিন, সুখ আর দুঃখ, জীবন আর মরণ। দেখবেন, যিনি আমাদের আশ্রয়দাতা, কেমন মানুষ তিনি। এতো বিপদ আপদ মন্দের পরেও আবার কেমন বিশ্বাস হয় জীবনে। আবার বেঁচে থাকতে ইচ্ছে করে।'

খানিক বাদে, একটি লোক এসে একটি হ্যাজাক জ্বেলে দিয়ে গেলো। আরো খানিক বাদে, রাত আটটা নাগাদ খাওয়া এলো। খিচুড়ি আর তরকারি। আশ্রয়দাতাকে কিন্তু দেখা গেলো না তখনো।

সেই রাত্রি, কী জানি কেন, সেই প্রথম নিজেকে আর এদের সমগোত্র ভাবতে বেদনা

BanglaBook.org

বোধ করলেন না গগনবাবু, ঘা লাগলো না পথের ধুলোয় পিষ্ট হ'য়ে যাওয়া গল্পকথার পচা আভিজাত্যে। বরং স্বীকৃতির মধ্যে সান্ত্বনা পেলেন, শান্তি পেলেন, আশ্বস্ত হলেন। মনে হ'লো ভগবানই তাঁকে নিয়ে এসেছেন এখানে, তাঁর সমস্ত অহংকার ধুয়ে দিতে।

সবাই ঘুমুলে নির্ঘুম চোখে জেগে রইলেন তিনি। চাঁদের আলোয় ভ'রে গেছে বারান্দাটা, গঙ্গা থেকে উত্থিত হাওয়ার দাক্ষিণ্য সমস্ত তাপ মুছে দিয়েছে জগতের, আর তারই মধ্যে এখানে-ওখানে ছোটো-ছোটো দলে বিভক্ত এতোগুলো ঘুমন্ত দুঃখী মানুষের সংশ্রব তাঁর পায়ের তলায় যেন মাটির স্পর্শ এনে দিলো। ঠিক তাঁরই মতো এতোগুলো পরিবারকে একসঙ্গে এরকম পথে দাঁড়ানো অবস্থায় দেখে যেন বল পেলেন ভিতরে। এরা তো সবাই একদিন গৃহস্থ ছিলো, ভদ্রস্থ ছিলো, তাঁর মতো সম্পন্ন না হোক, এমন নিঃস্বও তো কেউ ছিলো না।

না, সেদিন তাঁর হৃদয় অনেক শান্ত হ'য়ে গিয়েছিলো, জগতে যে তাঁর দুঃখই একমাত্র দুঃখ নয়, এ-কথা ভেবে তিনি লাঘব হয়েছিলেন।

পরের দিন বুঝেছিলেন পায়ের তলায় শুধু মাটিই নয়, আবার যেন শেকড়ের গন্ধও পাচ্ছেন সেই মাটিতে।

শিশুরা নমনীয়। ভোর হ'তেই অপরিচয়ের সমস্ত বাধা ডিঙিয়ে তারা যে যার আপন সঙ্গী বেছে নিলো। শুরু হ'য়ে গেলো খেলা। দেখা গেলো পঞ্চাশটি পরিবারে শিশুর সংখ্যা বড়ো মন্দ নেই। কাল এতোটা বোঝা যায়নি। লক্ষ্মীকেও আলাপ করতে দেখা গেলো দু-একজন মহিলার সঙ্গে, কোণে হাঁটুতে মুখ ঢেকে ব'সে থাকা মেয়েটিও অতসীর কাছে এগিয়ে এলো। আর আশ্রয়দাতা মানুষটিকে দেখা গেলো দুপুরের পরে। তাকিয়ে চোখ নামালেন গগনবাবু।

ঢাকার প্রধান বিপ্লবী, অনুশীলন সংঘের একচ্ছত্র নেতা মানব চিত্র। ঢাকার ছেলেরা কে না চেনে এঁর চেহারা? কে না এঁর বক্তৃতা শুনে ঘর ছেড়েছে তখন? গগনবাবুর বুকের ভিতরটা মেঘের মতো ডেকে উঠলো।

এখন বয়েস হয়েছে মানব মিত্রের, চুলগুলো সব ধবধবে শাদা, তবু সেই কালো চিক্কণ কৃষ্ণের মতো চেহারা তেমনি অটুট। এঁর না দ্বীপান্তর হয়েছিলো? ভাবতে-ভাবতে গগনবাবু আত্মগোপন করতে আস্তে উঠে সকলের অলক্ষ্যে গঙ্গার দিকে চলে গেলেন।

কিন্তু সেখানে এসে মানব মিত্র ধরলেন তাঁকে, কোনো লজ্জাদ্বিধার সময় না দিয়ে বললেন, 'শুনুন, আমার একটা স্কুল আছে, স্কুলের এখন ছুটি, বাড়িটা খালি, আপনার পরিবার নিয়ে আপনি সেখানে চলুন, মনে হচ্ছে কয়েকদিনের মধ্যে ভালো একটা বন্দোবস্ত হ'য়ে যাবে, ততোদিন আপনারা সেখানেই থাকবেন।'

কথার মধ্যে কোনো ভণিতা নেই, করুণা নেই, ভদ্রতার মুখোশ নেই, শুধু একটি পরিচিত বিপন্ন মানুষের জন্য উন্মুখ সাহায্যের সহজ প্রকাশ মাত্র।

BanglaBook.org

অভিভূত গগনবাবু অনেকক্ষণ কথা বলতে পারলেন না। মানব মিত্রই আবার বললেন, 'কুণ্ঠার কারণ নেই কোনো, বয়সে আমি আপনার অনেকটা বড়ো, অবস্থায় আপনার চেয়ে উৎকৃষ্ট নই, অতীতে যতোদূর মনে পড়ে আমার দলে আমি আপনাকে অনেকবার দেখেছি। নাম লিখিয়ে সভ্য না থাকলেও এবং সক্রিয়ভাবে রাজনীতির সঙ্গে যোগ না দিলেও, আপনি আমাদের পৃষ্ঠপোষকই ছিলেন। চলুন, এখুনি চলুন।'

এলালতার কথা মনে পড়লো গগনবাবুর। এঁর বোন। ঢাকার ফ্লেইম। বিশ্ববিদ্যালয়ের হৃদয়হারিণী। আর সেই সুব্রত সেন। এলার জন্য যে তোলপাড় ক'রে ফেলতে পারতো সারাজগৎ? সে কোথায়?

না, অন্ধকার নিরবচ্ছিন্ন নয়। মানব মিত্রের ইস্কুল-বাড়িতে এসে স্বস্তির নিশ্বাস ফেলতে ফেলতে মনে হয়েছিলো কথাটা। কতোকাল পরে একটা ভদ্র আশ্রয়ে ভদ্র সংস্রবে এসে মনে হচ্ছিলো যেন কোনো চেনা ফুলের বিস্মৃত মদির গন্ধের মোহ।

শুধুমাত্র মানব মিত্রই নয়, এলালতার সঙ্গেও দেখা হ'লো একদিন। একটু দূরে একটা ছোটো বাড়িতে থাকেন এঁরা ভাইবোন। কথাপ্রসঙ্গে ভদ্রলোক বললেন, 'দেশকে স্বাধীন করবার জন্য আমরা আমাদের ব্যক্তিগত জীবনকে আহুতি দিয়ে ছিলাম। তারপর তো সবই হ'লো, আমরা এখানে এলাম, আপনারা এখানে এলেন, সর্বস্তরে নুনভাতটুকুও জুটলো না। না, এই চেহারা তখন ভাবিনি। স্বাধীনতার পরে ছাড়া পেয়ে যখন ফিরে এলুম, যাবজ্জীবন কারাদণ্ড থেকে মুক্তি পেয়ে একেবারে ঘোড়ায় চ'ড়ে টগবগ করতে-করতে এসেছিলুম। তারপর দেখলুম একে বাঙাল, তায় বাঙালি, তার উপর আবার ঠেলে এগুতে শিখিনি, প'ড়ে গেলুম গর্তে। তারপর এই, ভাইবোনে ইস্কুল করেছি একটি, পেট কতোটুকু চলে জানি না, সেটা গৌণ, কিন্তু শিশুদের চলতে শেখাই প্রাণ দিয়ে।'

একদা তাঁর জগতের সবচাইতে আদর্শ পুরুষটির কথা মন দিয়ে শুনছিলেন গগনবাবু।

'তা দেখুন, সারাজীবনের অভ্যাস কি আর বদলানো যায়? এখন এইসব করি। প্রতিষ্ঠান ব'লে তো কিছু নেই, সামান্যই ফান্ড, ছেলেরা মাঝে-মাঝে কিছু চাঁদা তোলে, তাই দিয়ে সর্বহারা বিতাড়িত মানুষগুলোকে সাহায্য করার চেষ্টা করি। আমার বোন আমার চেয়ে বছর কয়েকের ছোটো, আমিই তাকে রাজনীতিতে দীক্ষা দিয়েছিলাম, এই দুঃখের পথে আমিই টেনে এনেছিলাম তাকে। তার জীবনেও আমি কোনো নিজস্ব সুখদুঃখ থাকতে দিইনি। এখন অনুতাপ হয়। তাকে বুঝিয়েছি, বিয়ে তো মানুষের স্বার্থপরতা। বিয়ে করলে মানুষের মন আপন সংসারের দিকেই ধাবিত হয় বেশি। দেশমাতৃকার সেবা তবে তখন করবে? চাই একাগ্রতা। চাই নিষ্ঠা। তবে তো? আমার বোন একটা আগুনের শিখার মতো মেয়ে ছিলো, মা-বাবার মনে কতো দুঃখ দিয়ে ঘরছাড়া করলুম তাকে। আর এখন? মাস্টারি করছে আর রোগে ধুঁকছে। মনে হচ্ছে জীবনের তেলে পলতে বুঝি আর বেশিদিন ভেজা থাকবে না।'

চুপ ক'রে উদাসভাবে কোথায় তাকিয়ে রইলেন তিনি। গগনবাবুরই বা আর বলবার কী ছিলো।

BanglaBook.org

তারপর সেই মানব মিত্রের দয়াতেই এই একখণ্ড জমি। কলকাতার এই দক্ষিণতম প্রান্তে। অব্যবহারে জঙ্গল হ'য়ে প'ড়ে ছিলো। মাটির সমুদ্র, মাত্র ষোলো টাকা জমা দিয়ে প্রত্যেকটি পরিবার পাঁচ কাঠা ক'রে জমির মালিক হ'লো। কোথায় গেলো বাঘ-ডাকা অন্ধকার আর জঙ্গল, মাথায় টালি দিয়ে-দিয়ে সব ঘর উঠে গেলো রাতারাতি। এই বাড়ি গগনবাবু বলতে গেলে প্রায় নিজে হাতে তুলেছেন। সাঁওতাল দিয়ে মাটি কাটিয়ে সারাদিন নিজে মাটি লেপেছেন দেয়ালের গায়ে। ঘরামিদের সঙ্গে হাত লাগিয়ে বেড়া বেঁধেছেন, মাথার উপর বাঁশের খাঁজে একটা-একটা ক'রে টালি বসিয়েছেন। এই ধরনের কাজে বরাবরই তাঁর উৎসাহ ছিলো, দক্ষতা ছিলো, সুখী শরীরে পরিশ্রমটাই শুধু করতে পারতেন না। অবস্থার বিপর্যয়ে সেটাও সইলো।

মাত্র ষোলো দিনে বাড়িটি তৈরি ক'রে ফেলেছিলেন তিনি। জমির জন্য জমা দেয়ার ষোলো টাকাও যেমন মানব মিত্রই ধার দিয়েছিলেন, বাড়ি তোলার টাকাটাও তিনি দিলেন। আরো দিলেন। একটি চাকরি দিলেন নিজের ইস্কুলে। কৃতজ্ঞতার সীমা ছিলো না গগনবাবুর।

হ'লো, সবই হ'লো, বাড়ি হ'লো, চাকরি হ'লো, তবু অভাব মিটলো কোথায়? সত্তর টাকা মাইনে থেকে ধার শোধ বাবদ পনেরো টাকা কেটে, যা থাকে তা তো ফুৎকার। ছেলেমেয়েরা বড়ো হ'য়ে উঠছে আস্তে-আস্তে, খোরাকও বাড়ছে সেই সঙ্গে। আর সেই খোরাক চোখে পড়ে গগনবাবুর। তেষ্টা পেলে জল, আর খিদে পেলে ভাত এই যাদের বরাদ্দ তাদের খোরাকির পরিমাণ চোখে পড়ার মতো হ'লেও ভেবে দেখতে গেলে জীবনধারণের পক্ষে ততোটাই তো তাদের দরকার। গগনবাবু বোঝেন, তবু ওদের চেটেপুটে খেয়ে উঠেও কাঙালের মতো ব'সে থাকার ধরন দেখে বেদনা এবং বিরক্তি দুই-ই অতিষ্ঠ করে তাঁকে। ওরা নেমে যাচ্ছে, এক পুরুষের অভাবেই সমস্ত আভিজাত্য মুছে যাচ্ছে চরিত্র থেকে। ভিতরটা যেন ছটফট করতে থাকে।

সব সত্ত্বেও নতুন বাড়িতে এসে নতুন চাকরিতে ঢুকে কয়েকটা দিন কিন্তু শান্তিতে ভ'রে উঠেছিলো। ছেলেমেয়েরা তো খুশিই, তাদের মার মুখেও হাসি ফুটতে দেখা গেলো। সবাই মিলে খড়কুটো যা আছে তাই দিয়ে সাজিয়ে নিলো বাড়ি, গগনবাবু আশা করতে লাগলেন, শিগগিরই উপার্জনের আরো কোনো রাস্তা তিনি পেয়ে যাবেন।

একজন বুদ্ধি দিলেন, 'বাণিজ্য করুন। বাণিজ্যই লক্ষ্মীর আসন।'

'শুধু হাতে কী বাণিজ্য করবো?'

'কেন? মাইনেটি পেয়েই বড়োবাজারে ছুটুন, শস্তায় নিয়ে আসুন তেজসপত্র, বেশি দামে বিক্রি করুন ঘরে ঘরে। দেখবেন লাভের অঙ্ক লাফিয়ে-লাফিয়ে উপরে উঠছে।'

ঠিক! মাসের পয়লা তারিখকে আর দোসরা হ'তে দিলেন না গগনবাবু, মুদি দোকানের ধার শোধ করলেন না, ইস্কুল থেকে মাইনে নিয়ে বাড়ি ফিরলেন না। সোজা বড়োবাজারে

BanglaBook.org

গিয়ে হলুদ, লঙ্কা, ধনে, জিরে, তেজপাতা, পোস্ত, মুসুরির ডাল, পাঁপর, যা দুই চোখে পড়লো কিনে নিয়ে ভারবাহী হ'য়ে ফিরে এলেন বাড়ি। লক্ষ্মী বললেন, 'একি!'

গগনবাবু বললেন, 'দ্যাখো না কী করি।'

তা করলেন। অঙ্ক ক'ষে দেখলেন যা মাল তিনি যে দামে এনেছেন, এখানকার দামে বিক্রি করলে পঁচিশ টাকায় তিনি সাড়ে-সাত টাকা লাভ করেছেন। সে কি কম! তার মানে একশো টাকায় তিরিশ টাকা। এর পরে কোনোরকমে বাকি-টাকি ক'রে সত্যি যদি একশো টাকার মাল যদি তিনি কিনে আনতে পারেন একলাফে তিরিশ টাকা বেশি আয় হ'য়ে যাবে। গগনবাবুর কাছে তিরিশ টাকা কি সোজা টাকা?

বিক্রির জন্য তাঁকে পরিশ্রমও করতে হ'লো না। গন্ধে-গন্ধে প্রতিবেশীরাই ছুটে এলো কিনতে। লক্ষ্মীকে দিদি-দিদি ক'রে, পাঁচ টাকার মালে এক টাকা দিয়ে বাকিটা বাকিতে নিয়ে চ'লে গেলো। তারপর ছেলেমেয়েদের পাঠিয়ে-পাঠিয়ে হাজার তাগাদায়ও সেই বাকি আর তারা পরিশোধ করলো না। মাল এনেছিলেন তিরিশ টাকার, বাকি পঁয়ত্রিশ টাকা। সে-মাসে শুধু দুটি ভাতের খিদেও মিটলো না কারো।

এর পরে তিনি আয় বাড়াবার জন্য আরো কী করেছিলেন না করেছিলেন তার প্রাত্যহিক ইতিহাস জেনে লাভ নেই। মোটকথা, হাজার চেষ্টা ক'রেও দারিদ্র্যের সেই ভীষণ আবর্ত থেকে আর উদ্ধার পেলেন না তিনি। একটা পুঁতে-যাওয়া বিরাট জন্তুর মতো ক্রমেই তলিয়ে যেতে লাগলেন, আরো, আরো, আরো গভীরতম অন্ধকার অতলে। ক্ষ'য়ে-ক্ষয়ে স্ত্রী শয্যা নিলেন, ছেলেমেয়েরা বেড়ে উঠতে পারলো না, কারো লিভারের দোষ হ'লো, কারো রক্ত কমলো, পার্থ আমাশয়ে ভুগে-ভুগে মৃত্যুর দরজায় এসে পৌঁছোলো, মালতী পা ভাঙলো, চম্পা বখা হ'লো, তারও উপরে ভগ্নীর মৃত্যুতে ইস্কুল তুলে দিয়ে কোথায় চ'লে গেলেন মানব মিত্র। এইটিই শেষ প্রহসন। তারপরেই মাত্র সাত বছরের ব্যবধানে গগনবাবু একেবারে সম্পূর্ণভাবে ধ্বংস হলেন।

কিন্তু আশার আলোও উঁকি দিচ্ছে না একটু? আশা? এর নাম আশা? গগন, একে তুমি আশা ভাবছো? তুমি শেষে এইখানে এসে পৌঁছোলে? এইখানে? ছ্ ছীঃ!

কিন্তু আমি কী করি! কী করি! আমাকে আজ কে বাঁচাবে? কে বুদ্ধি দেবে, শক্তি দেবে—না, না, না।

'বাবা,' চা নিয়ে এসে শিয়রে দাঁড়ালো অতসী, 'আর কতো ঘুমুবে?' মেয়ের ডাকে চমকে গিয়ে ন'ড়ে-চড়ে শুলেন গগনবাবু, মুখ তুললেন না। মুখ তিনি কী ক'রে তুলবেন? সারামুখ চোখের জলে ধোয়া। উঠলেন। চা রেখে অতসী চ'লে গেলে। এই সকালবেলায় অতসীর কাজের অন্ত থাকে না, কোনোদিকে বিশেষভাবে মন দেবার অবসর থাকে না, নইলে বাবাকে ঘুমন্ত ভাবতো না সে। অস্বাভাবিক ভাবতো।

গগনবাবু মুখ ধুতে চ'লে গেলেন। হাতে পায়ে মাথায় কানের পিঠে ভালো ক'রে জল দিয়ে শান্ত করতে চাইলেন নিজেকে। এসে দেখলেন চায়ের পাশে তেলনুন মেখে

BanglaBook.org

ছোটো একবাটি মুড়িও রেখে গেছে মেয়ে। খাবার বদলেছে, আটা-রুটির বদলে মুড়ি। গগনবাবুর মনে পড়লো ক'দিন আগে কথাপ্রসঙ্গে বলেছিলেন, হিন্দুস্থানীদের মতো দিনেরাতে আর আটা ঢুকতে চায় না গলা দিয়ে, এর চেয়ে তেলমুড়ি ঢের ভালো। অন্তত সকালে-বিকেল চায়ের সঙ্গে। বুক ভেদ ক'রে একটা দীর্ঘশ্বাস বেরিয়ে এলো। অদ্ভুত! ভালোমন্দ কতো ধরনের অভিজ্ঞতাই যে হ'লো এই ক'বছরে! কে জানতো জীবনের পথ এতো দুর্গম। কে জানতো মানুষের মতো বিষধর সর্প প্রাণীকুলে আর-কিছু নেই। জীবিকার জন্য মুটেগিরি থেকে মাটি কোপানো কোনো স্তরই তো বাদ দিলেন না, সর্বত্রই এক চেহারা।

কিন্তু—মানে—ঘুরে-ফিরে কেবল একটা কথাই উঁকি মারছে গগনবাবুর মনে, একটা চিন্তাই পাক খাচ্ছে, একা-একাই দু-জন মানুষ সেজে একে অপরের সঙ্গে যুক্তিতর্কের অবতারণা করছে। আত্মাটা দু'ভাগ হয়ে যাচ্ছে। গীতার শ্রীকৃষ্ণকে আঁকড়ে ধরেছে হৃদয়। অর্জুনকে তিনি মুখব্যাদান ক'রে বিশ্বরূপ দেখিয়েছিলেন। আত্মজনের সঙ্গে যুদ্ধবিমুখ অর্জুন দেখেছিলেন কালের কবলে আত্মপর ব'লে কিছু নেই। বন্ধু শত্রু কেউ নেই। সকলেই ধেয়ে-ধেয়ে ঐ একদিকেই ছুটছে। আগুনে পতঙ্গের মতো সব মানুষ সেখানে একাকার। আলাদা মত পথ, দুঃখ-বেদনা, ভালো মন্দ সবই জীবনের বিকার মাত্র। কে কার অনিষ্ট করতে পারে? কেউ না। সবই কর্ম।

অর্জুনকে কৃষ্ণ বলেছিলেন, 'ফলাফলের আশা কোরো না। কর্ম ক'রে যাও।' কর্মটা কী? যুদ্ধ। ফলাফলটা কী? যুদ্ধে জয় করা। অর্থাৎ যুদ্ধটা যুদ্ধের জন্যই করবে, জয়ী হব ব'লে নয়।

না, কৃষ্ণ এখানে সত্য কথা বলেননি। মুখে এ-কথা বলেছেন বটে, আচরণে দেখিয়েছেন অন্য। অর্জুনকে জয়ী হবার জন্য ছল বল কৌশল সমস্তরকম গর্হিত কর্মে উদ্বুদ্ধ করেছেন।

হে আমার হৃদিস্থিত হৃশীকেষ, তাহ'লে আমার কী কর্ম ব'লে দাও আমাকে। বলো, তোমার অর্জুন যদি আজ আমার অবস্থায় পড়তো তাকে তুমি কী বুদ্ধি দিতে? দ্যাখো, তাকিয়ে দ্যাখো, কতোগুলো প্রাণ নষ্ট হ'য়ে যাচ্ছে অকালে; সংসার ভেঙে তচনচ হ'য়ে গেছে আমার। আমার স্ত্রী মৃতকল্প, পুত্র মৃতকল্প, কন্যা পঙ্গু, আমার পেটে অন্ন নেই, দেহে বস্ত্র নেই, মাথায় আচ্ছাদন নেই, এই অবস্থায় আমার কী করা উচিত? যদি কেউ বলে মাত্র একজনের বিনিময়ে বাকি নয়জন আবার উজ্জীবিত হ'য়ে উঠবে, যেমন বৃষ্টির স্পর্শে শস্য তার উদ্‌গমে উচ্ছ্বসিত হ'য়ে ওঠে, তাহ'লে—তাহ'লে আমি—

'বাবা,' আবার অতসী এসে দাঁড়ালো।

থরথর করে কেঁপে উঠলেন গগনবাবু। জিব দিয়ে ঠোঁট ভেজালেন। মস্ত-মস্ত নিশ্বাস নিলেন।

'আমি বলছিলাম কি পার্থকে যদি কোনো হাসপাতালে দেয়া যায়।'

'হাসপাতালে?'

'ফ্রি ওয়ার্ডে। বাড়িতে তো ওর যত্নপথ্য কিছুই হচ্ছে না।'

BanglaBook.org

'যতুপথ্য?'

'আর মার কথাও ভাবছিলাম—'

'তাঁকেও হাসপাতালে?'

'যদি সম্ভব হয়।'

'তাঁকেও ফ্রি ওয়ার্ডে?'

'ঠিকমতো অন্তত খেতে দেবে ওরা।'

'হুঁ।'

'আমি কি তুমি না-হয় পালা ক'রে থাকবো গিয়ে সেখানে। কোনো অসুবিধে হ'লেই জানতে পারবো।'

'ওতুন।'

'বলো।'

'ওদের বাড়িতেই মরতে দে।'

অতসীর চোখে জল এসে গেলো। সামলে নিয়ে চ'লে গেলো সে। গগনবাবুর চিন্তার জোঁকগুলো আবার রক্ত শুষে নিতে লাগলো তাঁর।

তিনি জানেন, তিনি বুঝতে পেরেছেন, দু-দিন থেকে পার্থ এবং তার মা দু-জনের অবস্থাই বেশ বিপদজনকভাবে খারাপের দিকে এগিয়ে এসেছে। ওরা এবার যাবে। তাঁর বুকের পাঁজর খসিয়ে দিয়ে চ'লে যাবে। তারপর ধীরেধীরে সব বাতি নিববে। পঙ্গু মালতীকে শেয়ালে শকুনে ছিঁড়বে, চম্পাকে ছিঁড়বে তার কামনার আগুন, ছেলেগুলো কে কোথায় ভাসবে কেউ জানে না। তখন অতসী কী করবে?

কী করবে? কী করবে? কী করবে? গ্রামাফোনের ভাঙা রেকর্ডের মতো ঐ একটা লাইন আটকে থাকলো মাথার মধ্যে।

আচ্ছা, ওর সঙ্গে গগনবাবুর কবে না জানি দেখা হ'লো? কাল? পরশু? তরশু? কবে? কখন? কী বার ছিলো? না কি স্বপ্ন দেখেছেন? অভাবে অভাবে মাথা খারাপ হ'য়ে গিয়ে অলীক স্বপ্ন ভিড় করেছে মগজে? না কি ঘুমিয়ে আছেন এখনো? দুঃস্বপ্নগুলো ভূত-প্রেতের মতো ঘিরে ধরেছে? কী পাপের ফল এটা? পাপপুণ্য ব'লে তবে সত্যি কি কিছু আছে? থাকলে তিনি কী অপরাধে এই শাস্তি পাচ্ছেন? মিথ্যা কথা? কই, জ্ঞানত বলেছেন ব'লে তো মনে পড়ে না। লোক ঠকানো? কাকে ঠকালেন? ঈর্ষা? তাও তো স্মৃতিতে নেই। কারো মনে ব্যথা দেয়া? না, না, কারোকে তিনি ব্যথা দেননি। 'অতসী, অতসী,' হঠাৎ ভীষণ জোরে ডেকে উঠলেন, নিজের সত্তাকে অনুভব করার জন্যই ডাকলেন বোধহয়।

BanglaBook.org

অতসী দৌড়ে এলে, 'কী বাবা? কী হয়েছে?'

গগনবাবু হাঁপাচ্ছেন। মাথা ঝাঁকালেন, 'নাহ্, কিছু না। বলছিলাম, ওদের হাসপাতালে দেবার কথা ভাবলি কেন?'

অতসী চুপ ক'রে রইলো।

'হাসপাতালে যারা দাতব্য চিকিৎসার অধীন, তারা কীভাবে মরে জানিস?'

অতসী চোখ নামালো।

'ধুঁকে-ধুঁকে। ওষুধ কী দেয় জানি না, মরবার সময় এককোঁটা জল মুখে দেবার লোক থাকে না। এখানে অন্তত সেটুকু পাবে, তাই না?'

মুখে তুলে অতসী চায়ের বাটিটা বাবার হাতে ধরিয়ে দিলো, 'ঠাণ্ডা হ'য়ে যাচ্ছে, খেয়ে নাও।'

'এখনো যদি একটি ডাক্তার ডাকতে পারতাম!'

অতসী বাবার কাঁধের উপর হাত রাখলো, 'চা খেয়ে বরং একবার সুরেশ ডাক্তারকে ব'লে কোনো ওষুধ নিয়ে এসো। উনি তো মার অবস্থা জানেন।'

'আর পার্থ?'

'পার্থর জন্য আমি দীনুর বাবার কাছ থেকে একটা হোমিওপ্যাথিক ওষুধ নিয়ে এসেছি।'

'হ্যাঁ, মনকে সান্ত্বনা দে।' চায়ে চুমুক দিলেন তিনি।

অতসী চ'লে গেলো রান্নাঘরে। অন্যদিনের মতো আজ বাবাকে চিন্তাহীন করবার জন্য কোনো স্তোকবাক্য উচ্চারণ সম্ভব হ'লো না। আজ তার নিজেরই সান্ত্বনা দরকার। নিজেই আর পারছে না সে। সে বুঝেছে, আর রক্ষা নেই, এখন মা না পার্থ, কে আগে যায়, সেটাই শুধু নিষ্ক্রিয় হয়ে চেয়েচেয়ে দেখবার। দু-জনেরই সমান অবস্থা।

রান্নাঘরে এসে ভাঙা বেড়ার গায়ে ঠেসান দিয়ে মাথার মধ্যে তার ঝিমঝিম করতে লাগলো। 'একটা কিছু করো, হে ভগবান, একটা কিছু করো,' বলতে লাগলো মনে-মনে। এতো দুঃখে, এতো কষ্টেও যে শরীর তার তেমনি অটুট, সেই শরীরে আজ তার ভীষণ ক্লান্তিবোধ ছেয়ে গেলো। পার্থ তার পনেরো বছরের ছোটো ভাই, পার্থকে সে বুকে ক'রে মানুষ করেছে, পার্থর জন্য মমতা তার সন্তানের মতো। আর মা? মাও তো এখন একাধারে মা আর সন্তান দুই-ই। কী ক'রে সে এদের বিচ্ছেদ সহ্য করবে? অথচ কী ক'রে ধ'রে রাখবে, তাও কি সে জানে?

গগনবাবু কখন এসে রান্নাঘরের দরজায় দাঁড়িয়েছেন, জানে না অতসী। হঠাৎ তাঁর উদ্‌ভ্রান্ত মূর্তির দিকে তাকিয়ে কেমন অস্বাভাবিক লাগলো।

'ওতুন।'

'বাবা।'

'এ-সংসারে সবচেয়ে দুঃখী তুই।'

'এসব কী বলছো?'

'তুই হচ্ছিস এ-সংসারের দাসী।'

BanglaBook.org

'তাই নাকি?' অতসী হাসলো।

'তোকে ভাঙিয়েই সব চলছে।'

'শুধু একটা ডাক্তার দেখানো যাচ্ছে না, ওষুধ আনানো যাচ্ছে না, পথ্য জোটানো যাচ্ছে না—' বাবার কাছে এসে দাঁড়ালো, আদরের মতো হাত ধরলো, 'শোনো, দয়া ক'রে আজ স্নান করো তো, আমি লক্ষ্য করছি, স্নান না করার পুরানো বদাভ্যাসটি তুমি আবার চালু করার চেষ্টায় আছো।'

'দিনরাত কী করিস তুই? আধপেটা খাস আর গরুর মতো খাটিস। ওতুন,' দু-হাতে মেয়েকে জড়িয়ে ধরলেন, 'এ-বাঁচা বাঁচা নয়, এ মৃত্যুর অধিক। এর চেয়ে কোথায় গেলে আর কী বেশি কষ্ট হবে তোর? কষ্টের সব স্বাদ তোর জানা হয়ে গেছে। তুই পালা, এ-নরক থেকে পালা, নইলে আমি আরো কোথায় টেনে নিয়ে যাবো, তা আমি নিজেও জানি না। আমি এখন মানুষ নেই। আমি শয়তান হ'য়ে যাচ্ছি, আমাকে শয়তানে ভর করেছে।'

চোখের জলে মেয়ের মাথা ভাসিয়ে দিলেন গগনবাবু। মৃত্যুপথযাত্রী স্ত্রী-পুত্রের আসন্ন বিচ্ছেদের কষ্টে তিনি যতো না ব্যাকুল হলেন, সহসা এই মেয়ের জন্য কী জানি কেন বুকটা ভেঙে চুরে গুঁড়িয়ে একাকার হ'য়ে গেলো।

বেলা বেড়ে উঠলো ধীরে-ধীরে। বাড়ি থেকে তিনি আর সেদিন বেরুলেন না। স্ত্রী-পুত্রের অবস্থা দেখে বেরুতে সাহস পেলেন না। কিন্তু মেয়ের তাগাদায় স্নান করতে গেলেন।

সত্যি, স্নান করা বিষয়ে তাঁর অত্যন্ত আলস্য। অর্থ তাঁর জীবনে প্রকৃতই অনর্থ হয়েছে। তাঁকে অযোগ্য করেছে, অপদার্থে পরিণত করেছে। নিজেরটা নিজে গুছিয়ে নিয়ে স্নান করতে তিনি আবাল্য অনভ্যস্ত। শিশুবয়সে মা স্নান করিয়ে দিতেন, বালক বয়সে আশ্রিত বিধবা মঙ্গলাদিদি। দুষ্টু ছিলেন, ঘুরে বেড়াতেন চারদিকে, মঙ্গলাদিদি সোনা লক্ষ্মী ব'লে ডেকে এনে জোর ক'রে তেল মাখিয়ে দিতেন, কাপড়-জামা ঠিক ক'রে হাতে ধ'রে বসিয়ে দিতেন বাইরে, রোদ্দুরে, পিঁড়িতে। সস্নেহে গা ঘ'ষে দিতেন, ঘটি দিয়ে বালতি থেকে জল ঢেলে দিতে-দিতে বলতেন, 'হরিবোল হরিবোল।' আর-একটু বড়ো হ'লে নিতাই। তিন পুরুষের সেবক। নিতাইয়ের বাপ ঠাকুর্দাও তাঁদের সংসারেই বৃদ্ধ হয়েছে। নিতাই ছিলো গগনবাবুর খাস-চাকর। স্নানের আগে এক ঘণ্টা অলিভ তেলে মালিশ ক'রে দিতো সে, নিচু চৌকি পেতে দিতো বাথরুমে। তিনি বসতেন, সে গা রগড়ে দিতো সাবানে চিনামাটির টবে জল ধ'রে সুগন্ধি সেন্টে ঠাণ্ডা করে দিতো। হাতের কাছে মাথার তেল, সাবান, তোয়ালে, পাটভাঙা ধোয়া কাপড়।

সে-স্নান ছিলো আনন্দের, আয়েশের, আরামের। এখন সবই কষ্ট। একখানা কাপড় ছেড়ে আর-একখানা কাচা কাপড় জুটবে কি না স্নানের পরে তারও ঠিক নেই।

হেঁটে-হেঁটে গল্‌ফ ক্লাবের বড়ো পুকুরে এলেন তিনি। এটাও অতসীরই নির্দেশে।

'এই পুকুরে নয় বাবা, গল্‌ফ ক্লাবে যাও, ভালো জলে ভালো ক'রে স্নান করো। এ

BanglaBook.org

পুকুরের জলে তোমার শরীরের মতোই ময়লা পড়েছে।'

সহজভাবে কথাবার্তা ব'লে বাবার অস্বাভাবিক ভাবটা সে উড়িয়ে দিতে চাইছিলো।

গগনবাবুও হাল্কা সুরে বলেছিলেন, 'ঠিক বলেছিস, গায়ের ময়লা ধুলে মনের ময়লাও দূর হবে। দে, গামছাটা দে।'

আসলে তিনি ইচ্ছে করেই এলেন। বাড়ি থেকে যেমন বেরুতেও পারছিলেন না, তেমন থাকতেও পারছিলেন না। দু-বার ঘুরে-ঘুরে গিয়ে স্ত্রীর শিয়রে দাঁড়িয়েছেন, পার্থর কাছে এসেছেন, দু-জনই নিঃঝুম। পার্থকে আজ আর অতসী আলাদা বিছানায় শুইয়ে রাখেনি। মায়ের বুকের কাছে তুলে দিয়েছে। বোধহয় ভেবেছে, থাক। যে যতোক্ষণ যাকে ভোগ করতে পারে করুক। পার্থর নির্জীব শরীরটা লক্ষ্মী জড়িয়ে রেখেছেন নিজের নির্জীব হাতে।

এ-দৃশ্য কে দেখতে পারে? দৃশ্য সম্পূর্ণ করেছে মালতী, সে আজ বারান্দায় বসেনি, বসেছে মায়ের তক্তপোশে ঠেসান দিয়ে, যেন পণ করেছে সেও যাবে সহমরণে। সারা সকাল খায়নি।

অতসী পারে, সব সহ্য করতে পারে। ঈশ্বর তাকে কোন উপাদানে গড়েছেন তিনিই জানেন। সে যে কী দিয়ে কী করছে, জানেন না গগনবাবু! আসছে যাচ্ছে, মায়ের মুখের কাছে খাবার ধরছে, ভাইয়ের মুখের কাছে বার্লি ধরছে, পরিষ্কার ক'রে দিচ্ছে বিছানা, খুলে দিচ্ছে জানালা, অন্য ভাইবোনদের সামলে রাখছে, বাবাকে শান্ত করছে—হায় রে আমার উৎকৃষ্ট সন্তান—উৎকৃষ্ট বলেই কি—'

'এই য্যা, কী? খবর কী হালদারমশায়ের?'

গগনবাবু চমকে ফিরে তাকালেন। দোকানদার। মুদি দোকানের মালিক হরিচরণ পসারী।

জায়গাটা নির্জন। লোকজন বলতে গেলে নেই-ই চারপাশে। ক্বচিৎ কদাচ দু-একজন ভ্রমণকারী সকালে-বিকেলে হাওয়া খেতে আসে, আর এই সময়ে দু-চারজন স্নানার্থী। মস্ত পুকুরের মস্ত তীরের চারপাশে বড়ো-বড়ো গাছের শীতল ছায়া, মাঝে-মাঝে ফুলের বিছানা। সযত্ন রক্ষিত প্রকাণ্ড সবুজ মাঠে দিগন্তের বিস্তার। এখানে আসতে বরাবরই ভালোবাসেন গগনবাবু। ছেলেমেয়েদেরও নিয়ে আসেন। আজ এসেছিলেন একা হ'তে। ভয় ও ত্রাস থেকে নিস্তার পেতে। সেজন্যেই অতসী বলামাত্র লাফিয়ে উঠেছিলো মনটা। ভেবেছিলেন এমনি একটা জায়গায় গিয়েই খানিকক্ষণ ব'সে থাকা দরকার, নিজের সঙ্গে নিজের মোকাবিলা।

হরিচরণকে দেখে বুকটা দমে গেলো। কোনোদিন লোকটাকে এখানে স্নানের জন্য আসতে দ্যাখেননি তিনি। আজ এসেছে। একটা গামছা প'রে এসেছে, মনে হচ্ছে না লজ্জা নিবারণের কোনো আগ্রহ আছে। দাঁত মাজছে গুল দিয়ে, পিচ ক'রে এক-ধাবড়া থুতু ফেললো।

BanglaBook.org

হাসতেই হ'লো পরিচিত ভঙ্গিতে, অপেক্ষা করতে লাগলেন অপমানিত হবার জন্য।

বৃথা বাক্যব্যায়ে হরিচরণও দেরি করলো না, মাথা নেড়ে-নেড়ে বললো, 'ডুবে-ডুবে জল খান আর ভাবেন একাদশীর বাপও বুঝি টের পেলো না। এই নিয়ে ছ'দিন যাবৎ হাঁটাহাঁটি করছি মশাই, কেবলি শুনি বাড়ি নেই আর বাড়ি নেই। গা-ঢাকা দিয়ে শরীরটাকে কোথায় লুকোবেন শুনি? না কি লুকোতে পারবেন?'

'গা-ঢাকা দিইনি হরিবাবু, কাজের ধান্ধাতেই ঘুরছিলাম সারাদিন।'

'ঘুরুন না যতো খুশি, না করছে কে? আপনার পাঁঠা আপনি যতো বার খুশি ল্যাজে কাটুন। তা ব'লে আমাকেও ঘোরাবেন এটা তো ভদ্র লোকের কম্মো নয়।'

'হাতে টাকা থাকলে নিশ্চয়ই ঘোরাতাম না, আমি অত্যন্ত অসুবিধের মধ্যে আছি।'

'আমিও খুব সুবিধের মধ্যে নেই। এই আপনাদের মতো সব লোক নিয়েই তো কারবার, সুবিধে শিকেয় উঠেছে।'

গগনবাবু চুপ ক'রে রইলেন।

'তাই তো বলি আপনারা ভদ্রলোকেরাই যদি ঠগ জোচ্চোর হন, হাত পেতে খেয়ে দাম না দেন, তাহ'লে আর কাকে কী বলবো?'

স্বভাবতই ঈষৎ লাল বিস্ফারিত চোখ আরো লাল হ'লো, হরিচরণের দিকে তিনি সোজা তাকালেন, 'দাম আমি দেবো।'

'চোখ লাল ক'রে তাকাচ্ছেন কেন? শাদা কথায় ব'লে দিন না কবে দেবেন। আমি আর অপেক্ষা করতে পারবো না।'

'এতোবড়ো একটা পরিবার নিয়ে যখন এখানে বাস করছি, নিশ্চয়ই পালিয়ে যাবো না।'

'এ তো দেখছি কেবল টালবাহানা করে, ভালো জ্বালা। আরে বাপু, পালান বা থাকেন আমার তাতে কী, আমি চাই আমার পাওনা টাকা, ব্যস্। ফ্যালো কড়ি মাখো তেল।'

'পাবেন।'

'আর আপনার স্বভাব জানতে তো আমার বাকি নেই। ধার ক'রে খাওয়াই আপনার পেশা। এই তো পরশুদিন গিরিন পাল বললো, কবে কাপড় এনেছেন তার কাছ থেকে, দাম দেবার নাম নেই। রাধুর মার কাছ থেকে দুধ নিতেন একপো ক'রে, তারও বাকি পড়েছে ছ'মাসের, দাস ফার্মেসির কীর্তিবাবু সেদিন ওষুধের দামের জন্য রাগারাগি করছিলেন—শুনুন, সোমবারের মধ্যে যদি দাম না পাই গলায় গামচা দিয়ে আদায় করবো, এ আমি ব'লে রাখছি। আপনার মেয়েকেও জানিয়ে এসেছি যে—' বলতে বলতেই হরিচরণ হঠাৎ গলার স্বর বদলালো, 'ঐটি বুঝি আপনার বড়ো মেয়ে?'

'হ্যাঁ।'

'একেবারে পরীর মতো মেয়ে। হেঁ হেঁ হেঁ—' হাসিতে ভ'রে গেলো মুখ, 'এমন সোন্দোর চেহারা সত্যি মাস্টারবাবু বড়ো কম দেখেছি।'

BanglaBook.org

'আপনার আর-কিছু কথা আছে?'

'রাগ করছেন কেন?' হরিচরণের গলায় একেবারে গ'লে-যাওয়া সুর, 'আরে, আমরা হলাম ব্যবসায়ী লোক, টাকাকড়ি বাকি পড়লে মুখের ঠিক থাকে না, বোঝেন তো ব্যবসার টাকা দিয়েই ব্যবসা করি। বাকি থাকলেই ঘরের টাকা বের ক'রে মাল কিনতে হয়, মেজাজটা খারাপ হ'য়ে যায় অমনি। নইলে আপনার মতন মহাশয় লোককে অতো কথা বলি?'

'আপনার আর-কিছু কথা আছে?'

'আপনার বড়ো মেয়েটার নাম যেন কী? যখনি যাই ঐ মেয়েটিই এসে দাঁড়ায় কথা বলে। কী নরম কথা। যেমন চেহারা তেমন আচরণ। হেঁ হেঁ হেঁ—'

গগনবাবু ঠিক বুঝতে পারছিলেন না ওর বক্তব্যটা কী।

'তা বয়েস তো বেশ হয়েছে, বিয়ে দেবেন কবে?' হরিচরণ এসে গা ঘেঁষে দাঁড়ালো, 'শুনুন, ভালো সম্বন্ধে আছে, করবেন?'

'না।'

'টাকাকড়ি লাগবে না, টাকার বিছানায় শোবে গিয়ে শুধু।'

কথা শুনে গগনবাবুর দাঁতে কাঁকর পড়লো। তিনি জবাব না দিয়ে ফিরে যাবার জন্য পা বাড়িয়েছিলেন, হরিচরণ পথ আগলালো, 'আপনার সব ধার আমি এক কথায় মাপ ক'রে দেবো, কথাটা শুনুন।'

'আপনার ধার আমি শোধ ক'রে দেবো, পথ ছাড়ুন।'

'এখনো তো শোনেননি পাত্রটি কে? এই আমি। এইরকম উপযুক্ত পাত্র হ'য়ে যে আপনার কাছে আপনার কন্যাটিকে চাইছি, তার কারণ কী? বড়ো দুঃখু হয় আপনার জন্য। ধারে দেনায় তল, আমাকে ধরলে তবু হিল্লে হবে। লোকেরা আমাকে পসারী পসারী বলে, আসলে আমার পদবী হ'লো চক্কোত্তি। ফ্যালনা লোক নই। বামুন গাঁয়ের ভবতারণ চক্কোত্তি ছিলেন আমার সাক্ষাৎ পিতা, তস্য পিতা গুরুচরণ, তস্য পিতা শিবচরণ—সাত-পুরুষের নাম জিজ্ঞেস করলেও মুখস্থ ব'লে দিতে পারি! হ্যাঁ, মুদি দোকান ক'রে খাই, সেটা ঠিক। কিন্তু তা ব'লে পোজিশন নেই ভাববেন না। পাঁচটা লোকে নাম জানে, আপনাদের মতো দেনার জ্বালায় পালিয়ে বেড়াই না, বরং আমরা জ্বালাতেই অনেকে পালায়। খেয়ে প'রে দিব্যি আছি—'

'আমাকে যেতে দিন, আমার সময় নেই।'

'দাঁড়ান। দাঁড়ান। অতো উতলা হবেন না, আপনার বোধহয় মনে হচ্ছে বয়েসটা আমার কিছু বেশি। না, সে আপনার চোখের ভুল। দোষ দিই না, চেহারাটা সত্যি পাকিয়ে গেছে, বয়েসের চেয়ে বেশি দেখায়। তা কেন পাকিয়ে যাবে না বলুন? ঘরে বউ না থাকলে শরীরে-মনে কোথাও সুখ থাকে না। মেয়েমানুষের অভাবে আদর যত্ন খাওয়া-শোওয়া সব যেন কেমন ইয়ে-ইয়ে—গেলোসন নেড়ির মা ম'রে থেকে বিছানা যেন কণ্টকশয্যে, এটু যদি খাওয়া-শোওয়াটা ঠিকমতো হয়, দেখতেন এই আমিই তিনদিনে কেমন কন্দর্পকান্তি

BanglaBook.org

হ'য়ে গেছি। বিশ্বাস না নয় দেখুন হাতের রং, দেখুন, মিলান নিজের সঙ্গে। আপনি রাজি থাকলে আমি সুতোগাছা চাই না, শুধু এক সন্ধ্যা গিয়ে নমো-নমো ক'রে তুলে নিয়ে আসবো মেয়েকে, যতো তাড়াতাড়ি চান করতে পারেন, আমার আপত্তি নেই। আমি অতো দিনক্ষণ মানি না, পাঁচটা টাকা ফেলে দেবো, দক্ষিণাঠাকুর কালই বলবে শুভদিন। আর এইসব ধার-দেনার লেনদেনও সেই সঙ্গে মিটে যাবে। চাই-কি জামাইয়ের দোকানের চাল-ডাল—' সে চোখ মটকালো, 'বারো মাসই মাগনা পেতে পারবেন। হেঁ হেঁ হেঁ—'

গগনবাবুর মাথায় রক্ত চ'ড়ে উঠেছিলো, হাতের পেশী মুখের পেশী শক্ত হ'য়ে উঠেছিলো; কী ক'রে যে নিজেকে সংবরণ করলেন নিজেও জানেন না। হিংস্র দৃষ্টিতে একবার তাকালেন শুধু, তারপর হনহন ক'রে এগিয়ে গেলেন। পিছনে-পিছনে তেড়ে এসে হরিচরণ মাটিতে পা ঠুকলো, 'ঠিক আছে, ঠিক আছে, তেজ আমিও বার করতে জানি। ঢাল নেই তরোয়াল নেই, নিধিরাম সর্দার। খেতে জোটে না শুতে রাঙাপাটি। তোকে আমি দেখে নেবো শালার পো শালা—'

আশাভঙ্গের জোরালো চিৎকারে হরিচরণ আকাশ-বাতাস ফাটিয়ে দিলো। এখান-ওখান থেকে দু-চারজন শ্রোতাও এসে জুটলো। সামনে তাদের দেখে আরো উৎসাহিতবোধ করলো সে। শুনুন, আপনারাই শুনুন, আরে ঐ যে গগনমাস্টার, চেতলা না কোথায় মাস্টারি করে, কয় টঙ্কুলা মাইনে পাস তুই শুনি। খেতে তো পাস না, পাত চাটতে তো আমার দরজাতেই ঘুরঘুর করিস। কী এমন মন্দ কথা বলেছি? তুই পাবি এমন পাত্র? ঘুরে আয় না এ-তল্লাটে, কার ঘরে আমার মতো অঢেল ভাত-কাপড় আছে দেখে আয়। ঐ তো এক বুড়ি কিষ্কিন্দ্যা-পাহাড় মেয়ে, কবে দড়কচা মেরে গেছে, পাখনা মেলে পক্ষিরাজ ঘোড়ায় চ'ড়ে এবার রাজপুত্রেরা সব সার দিয়ে আসবেন বিয়ে করতে। কথাই আছে, চোরা না শোনে ধর্ম্মের কাহিনী। তুই কি শুয়োরের বাচ্চা দৌড়লেই আমার নাগালের বাইরে যেতে পারবি?' খিস্তি শুরু করলো হরিচরণ। তার শিক্ষা অনুযায়ী ভাষা ব্যবহার চললো এর পরে। দাঁড়িয়ে যাওয়া লোকেরা মজা পেলো, খুশি হ'লো। উসকানি দিতে লাগলো।

'তুই দেখিস, মেয়ে তোর ক'দিন ঘরে থাকে। হয় কালকের মধ্যেই টাকা দিবি, নয় মেয়ে দিবি, এই আমার পণ। হ্যাঁ।'

একজন চেনা মানুষ দেখতে পেলো, তখনি তাকে ধ'রে সালিসী মানলো হরিচরণ, 'এই যে সূর্যবাবু, আপনি বলুন, বুকে হাত দিয়ে বলুন, পাত্র হিসাবে আমি কি খারাপ? পাড়ায় যখন থাকেন তখন নিশ্চয়ই জানেন, কতোকতো সুন্দরী মেয়ের মা-বাপেরা ধন্না দিচ্ছে এসে, বলেছে, চক্কোত্তিমশাই, আবার সংসার পাতুন একটা। এতো রূপ এতো গুণ এতো টাকা, সব যে বিফলে যাচ্ছে। আমিও ফিরেও তাকাই না। মেয়েগুলো এসে ঠাট্টা-ঠিসারা করে না বুঝি? সওদা নিতে এসে কতো চোখ মটকায়, ঠারে-ঠারে মনের ইচ্ছা জানায়, আমি মশায় কঠিন, বজ্রের মতো কঠিন। একটা মডিনটেনের মতো ব'সে থাকি। কেন থাকবো না? আমি কি কারোটা খাই না পরি? না কি তোয়াক্কা করি কারোকে?

BanglaBook.org

ঐ তিনটে তো মাত্র ছেলেমেয়ে। বড়ো মেয়েটার কবে বিয়ে হ'য় গেছে, তারই চারটে হ'য়ে গেলো, মেজো ছেলেটা যথেষ্ট লায়েক হ'য়ে বসে গেছে দোকানে, হিসাবে তার মাথা আমার মাথাকেও হারিয়ে দেয়। হরিচরণকে দুটো পয়সা এদিক-ওদিক করলেও যদি করতে পারে কেউ, শ্যামাচরণ ডেঁয়োর পিছন টিপে মিষ্টি বার ক'রে নেবে। ঐ তো সেদিন বীরু পিপলাই দুই কুচি সুপুরি বেশি নিয়েছিলো, ধরলো না ক্যাঁক ক'রে চেপে? আর আছে নেড়ি। ছোটো মেয়েটা। তা সেও এমন কিছু ছোটো নয় যে নালন-পালনের কথা উঠবে। বারো তো পুরলো। রান্নাবান্না ঘর সংসার কে দ্যাখে? সব তো সেই নেড়ি। একহাতে দশহাতের কাজ করছে। সে হ'লো গিয়ে মশাই আমার পাইভেট শিক্ষা। করুক তো গাফিলি, লাথি মেরে হাড় ভেঙে দেবো না! তুই হ'লি মেয়ে, সেবা হ'লো তোর ধম্মো, তার আবার পুরফুর কী? ঘরের মধ্যে থাকবি' খাটবি পিটবি খাবি। সাজগোজ আরম্ভ করেছিল্যে মশাই, দিয়েছি মশাই টিট ক'রে। সম্বন্ধ খুঁজঝি, পেলেই বিয়ে দিয়ে দেবো। ব্যাস। ঝাড়াঝাপটা মাগভাতারের সংসার। কষ্টটা কী শুনি? তা নবাবের মন উঠলো না। উঠবে কেন? মনে মনে রস আছে যে। ভাঙিয়ে খাবে। বুঝলেন? ভাঙিয়ে খাবে তা মশাই ভাঙিয়ে খাবার মতোই রূপ। আহাহা', হরিচরণ জিভ কেটে চোখ বুজে কল্পনায় উপভোগ করলো, 'শরীর তো নয় যেন মাখমের দলা। ধরলে বুঝি গ'লে। আহাহা!' হঠাৎ ছিটকে উঠলো রাগে, 'তোর চোদ্দো পুরুষের ভাগ্যি যদি জামাই পাস আমাকে, বুঝলি? যদি না বিয়ে দিস, অহংকার তোর চুন্ন করবো আমি। গুণ্ডা লাগাবো, তার টেনে বার করবে তোর মেয়েকে। এই আমি পৈতে ছুঁয়ে পিতিজ্ঞে করছি, কাল সূর্যাস্তের মধ্যে হয় তোর কাছ থেকে সব টাকা আদায় করবো, নয় মেয়েটাকে টেনে বার করবো ঘর থেকে। দেখি আমার দুব্বাসার রোষ তুই হজম করতে পারিস কিনা।'

'তাই উচিত।' একটা প্যান্ট-পরা বুকে-তোয়ালে জড়ানো বাবরি-মাথা যুবক, কোথায় কোন ফ্যাক্টরিতে চাকরি করে, বুক ঠুকে কাছে এসে দাঁড়ালো। ঐ কলোনিরই বাসিন্দা সে, গালের ব্রণ খুঁটতে-খুঁটতে বললো, 'দেখেছি মেয়েটাকে, শুধু কি বাপটাই এরকম, আরে মশায়, মেয়েটা আরো নচ্ছার। যেন কারোকেই চোখে দ্যাখে না। যেন তিনি পাড়ার মহারানী। কারো সঙ্গে হাসলে-মিশলে জাত যাবে। আপনি ভালোমানুষ, তাই ছেড়ে কথা কইছেন, আমি হ'লে বলতাম, টেনে বার করা নয়, একেবারে কাপড় ছাড়িয়ে নেবো।'

সমবেত পাঁচ-সাতজনের জনতার মধ্যে এ-কথায় একটা ফুর্তির ঢেউ খেলে গেলো। হ্যা-হ্যা ক'রে হাসলো তারা, চোখের দৃষ্টি উজ্জ্বল হ'য়ে উঠলো।

কিন্তু সেসব শোনবার জন্য সেখানে দাঁড়িয়ে ছিলেন না গগনবাবু, থাকলে অবশ্যই খুনোখুনি হ'য়ে যেতো। প্রায় ছুটে গেট পেরিয়ে বাইরে আসতে আসতে তাঁর এমনিতেই মনে হচ্ছিলো,

BanglaBook.org

আবার তিনি ফিরে যান, লোকটাকে কিছু শিক্ষা দিয়ে আসেন। তাঁর বলিষ্ঠ শরীর লোহার মতো শক্ত হ'য়ে উঠছিলো থেকে-থেকে, তাঁর ক্রোধ তাঁকে ক্ষিপ্ত ক'রে তুলছিলো। সামান্য কয়েকটা বাকি টাকার বিনিময়ে এই প্রস্তাব তাঁর কল্পনায় ছিলো না।

ভয়ংকর রাগ দুঃখ অপমানে মাথার ভিতরটা জ্বলছিলো, অতিকষ্টে সংবরণ করলেন নিজেকে, প্রাণপণ চেষ্টায় শান্ত থাকতে চেষ্টা করলেন। তাঁর মনে হ'লো এই মুহূর্তের উত্তেজনার ফলে তিনি অনেক কঠিন বিপদের মধ্যে প'ড়ে যাবেন। আজ না-হয় মেরে এলেন দু-ঘা, সত্যি যদি কাল গুণ্ডা লেলিয়ে দেয় ঘরে? কে সামলাবে তখন? তিনি কি বাড়ি ব'সে থাকতে পারবেন সবসময়? সংসারের খুঁটিনাটি প্রতিটি কাজের দায়িত্ব অতসীর মাথায়, বেড়াতে না হোক, সেইসব কারণেও তো ওকে কতোবার বেরুতে হয়। এদিকে চম্পাটা সারাদিন বাইরে-বাইরে ঘোরে, কে জানে শেষে কী থেকে কী হবে। অন্যান্য ছেলেমেয়েরা—তারাও তো সবসময়েই পথে-পথে।

এরা ভদ্র নয়, ইতর। এরা সভ্য নয়, সমাজের তলানি। ভালো-মন্দ পচাগলা সব এখানে একাকার। হরিচরণ পসারীর সঙ্গে সত্যিই এ-পাড়ায় গগনেন্দ্র হালদারের কোনো তফাত নেই আজ। এখানে ঐতিহ্যের স্থান নেই কোনো। ঠেলাঠেলি গুঁতোগুঁতি ক'রে যে যতোটুকু এগুতো পারে এই মাত্র অবলম্বন। নিজের দেশে থাকলে আজ যতো গরিবই হোন, নিম্নশ্রেণীর হ'য়ে যাবার অবকাশ থাকেতা না। ব্রাহ্মণ-পণ্ডিতরা আর বড়োলোক কবে? আর্থিক সংগতির চাইতে চিরদিনই তাঁদের পরমার্থিক সংগতির দিকে নজর বেশি। তা ব'লে তাঁরা অসম্মানিত ছিলেন না। গগনেন্দ্র হালদারের পূর্বপুরুষও বড়লোক ছিলেন না। ব্রাহ্মণ-পণ্ডিতেরই বংশধর ছিলেন। সেই ধারাটুকুর জোরেই তাঁরা বেঁচে থেকেছেন, সবাই সমীহ করছে। আজ এ-পাড়ায় তিনি আর হরিচরণ মুদি একাসনে বিরাজমান। কেননা তাঁরা দু-জনেই উদ্বাস্তু। উদ্বাস্তুদের মধ্যে আবার শিক্ষাগত তফাতের প্রশ্ন কী? সংস্কৃতিগত পার্থক্যের কী অর্থ? রুচি প্রবৃত্তি—ওসব বড়ো বড়ো কথা রাখো। অন্ধের আবার দিনরাত্রি! উদ্বাস্তু আছো উদ্বাস্তুর মতো থাকে। কুঁজোর আবার চিৎ হ'য়ে শোবার শখ! না, ওসব পোষায় না তোমাদের। তোমাদের কোনো ভদ্র-ছোটো নেই, শিক্ষিত-অশিক্ষিত নেই, পারিবারিকতা নেই, সম্ভ্রান্ত-অসম্ভ্রান্তের প্রশ্ননেই, তোমরা সবাই বিতাড়িত, উচ্ছিন্ন, উন্মূল! ভালো মন্দ ইতর ভদ্র গুণ্ডা বা সৎ সব তেমরা এখানে একাকার। সুতরাং হরিচরণ পসারী কেন তোমার মেয়ের বিবাহিত স্বামী হ'তে পারবে না? এর চেয়ে ভালো পাত্র আর পাবে কোথায় তুমি? পাত্রই জুটবে না তার আবার ভালমন্দ। বাইশটা বছর কোথা দিয়ে কেটে গেলো—কী হ'লো ওর? কী হ'লো? কিছু না। কিছু না। না ইস্কুল-কলেজ, না বিয়ে। না খাওয়া, না পরা তবে? তবে কেন হরিচরণ মুদি নয়?

তবু তা একটা সংসার, একজন স্বামী, এক টুকরো স্বাধীন জীবন। অন্তত গগন হালদারের ঘরের চেয়ে বেশি সুখ সেখানে। সেখানে ক্ষুধার অন্ন আছে।

না ওতুন, আমি তোকে বিয়ে দিতে পারবো না, ঘর-সংসার ছেলেপুলে কিছুই হবে

BanglaBook.org

না তোর জীবনে। একটা শুয়োরের জীবন-যাপন করতে করতে এই অন্ধকারেই মরবি তুই। নিজের জীবন নিজে বেছে নিবি এমন পরিবেশই বা কোথায়? কাকে তোর মনে ধরবে? মন। ঐ মনের বালাই নিয়েই সব গেলো। তাঁরও গেলো, তাঁর মেয়েরও গেলো।

কেন অতসী এই পাড়ার মধ্যেই কোনে-একটা ছোকরাকে বেছে নিতে পারলো না? সে কি তার অবস্থা জানে না? সে যা চায়, তা কোথায় পাবে এখানে? চাওয়াটা খাটো করতে হবে। অতীত জীবন থেকে যদি সবরকমেই বিচ্ছিন্ন হ'তে পেরেছে তবে এখানেই বা ব্যতিক্রম কেন? স্বভাব। কতো পুরুষের স্বভাব। যেতে-যেতেও দুর্মর। অতসী এখানে ওদের মতো অবোধ অবস্থায় আসেনি, তাই ভুলতে পারেনি কিছু। সব ফেলে এসেছে, কিন্তু মনটাকে নিয়ে এসেছে বুকের মধ্যে ভ'রে। তাই সেই মনের বালাই নিয়ে ঠিক গগনবাবুর মতোই আলাদা হ'য়ে আছে।

না, অতসী এ-পাড়ায় কারো সঙ্গেই মেশে না। কারো সঙ্গেই মেলে না তার। পাড়া-ভর্তিই তো হরিচরণ মুদির সগোত্র, কার সঙ্গে মিশবে! তরকারির মধ্যে ফোড়নের মতো ছড়িয়ে-ছিটিয়ে যা দু-চারজন ভদ্রব্যক্তি আছেন এখানে-ওখানে, তাঁরা কেউই গগনবাবুর মতো এমন ভীষণ দারিদ্র্যের অন্ধকারে নিমজ্জিত নন। ঋণের দায়ে কেউ এরকম আকণ্ঠ নন। কারো ঘরে এমন ক'রে এক ফোঁটা ওষুধপথ্যের অভাবে তিলে-তিলে রোগী মরছে না। এতো অধিক সন্তানের দায়ও কারো নেই।

দারিদ্র্য থেকে মানুষের মনে কতোগুলো অদ্ভুত জটিলতার সৃষ্টি হয়। গভীরে ডুব দিলে হয়তো দেখা যাবে নিরাপত্তার অভাবই তার আসল কারণ। সেইজন্যই তারা সব সময়েই বেশি সাবধানী, বেশি অভিমানী এবং অকারণে অহংকারী। সকলকেই সন্দেহের চোখে দ্যাখে, ভাবে এই বুঝি অপমান করলো। অতসীর নির্মল চরিত্রে একটু-একটু সেই ময়লা ঢুকেছে। হরিচরণ পসারীদের সঙ্গেও যেমন শিক্ষার তফাতে মেলামেশা অসম্ভব তার পক্ষে, তেমনি যাদের সঙ্গে সে-তফাত নেই, অবস্থার তফাতেও এগুতে চায় না সেখানে। ফলত সে নিঃসঙ্গ। বন্ধুহীন। গগনবাবুও ঠিক তাই। এরই মধ্যে তাঁদের চমৎকার একটা পারিবারিকতা ছিলো সকলের সঙ্গে সকলের, মা বাপ সন্তান সবাই মিলে পরস্পরের সঙ্গী ছিলেন তাঁরা। লক্ষ্মী এবার চিরতরে সরিয়ে নিচ্ছেন নিজেকে। পার্থ যাচ্ছে। মালতী সম্পূর্ণ অন্য মানুষ। চম্পা আলাদা। শিবাজী হয়তো দেখতে-দেখতে অধঃপাতে যাবে আর তার পরেরগুলো? তারাই বা কী কারণে অন্যরকম হবে? আর এতোগুলো পরিবর্তিত মানুষ নিয়ে কোথায় দাঁড়াবে অতসী?

গগনবাবুই কি সেরকম আছেন? নেই। থাকলে এইসব লোক চোখ তুলে তাকাতে সাহস পেতো না তাঁর কাছে। সাহস পেলেও তাকে তিনি আস্ত রাখতেন না। তাঁর নিজের মনেই পোকা ঢুকেছে। পাপের পোকা। আর সেইজন্যই হরিচরণের এই আস্পর্ধা। সেই সন্ধ্যায় যখনই তিনি একটা আস্পর্ধাকে প্রশ্রয় দিয়েছেন তখন তো বোঝা উচিত ছিলো পৃথিবীর সব আস্পর্ধা এবার সব দিক থেকে ছেঁকে ধরবে। নইলে যে হরিচরণ কয়েক

BanglaBook.org

মাস আগেও 'এজ্ঞে মাস্টারবাবু' ব'লে বিনয়ের অবতার হ'য়ে জিনিস মেপে দিতো, একটা আড়াই হাত গামছায় লজ্জার সিকিভাগ ঢেকে চরিত্রে পঞ্চাশ বছরের পাঁক মেখে কী ক'রে তাঁর মেয়েকে বিয়ে করতে চাইলো? ভাবতে পারলো কী ক'রে? হায় রে, দারিদ্র্য! কী অপরিসীম তোমার ক্ষমতা! সব তুমি ধুলো ক'রে দাও, একাকার ক'রে দাও, দিতে পারো।

দ্রুত পায়ে হেঁটে, প্রায় দৌড়ে গল্‌ফ ক্লাবের বাগান থেকে গগনবাবু এক দমকে তাঁর নিজের বাড়ির পিছন দিককার কচুরিপানা-ভরা নোংরা পুকুরটার ধারে এসে থামলেন। হাতে একখানা লম্বা গামছা। কাপড় ভিজোলে চলবে না, এই গামছাটা প'রেই ডুব দিতে হবে জলে। এই একখানা ধুতিই এখন আস্ত আছে, দ্বিতীয়খানা শতচ্ছিন্ন। এই ধুতিখানাই নিতান্ত দায়ে প'ড়ে বাকিতে এনেছিলেন গিরিন পালের দোকান থেকে। এখানাই পরতে হয় সব সময়ে। কেচে দেন রাত্রিবেলা। শোবার সময় যে-কোনো একটা ছেঁড়া ন্যাকড়া প'রেই কাজ চ'লে

অবিশ্যি ছেঁড়া ন্যাকড়াই বা আর কোথায়? ধুতি নেই-ই, শাড়ির ছিন্নাংশ-ও বিরল। লক্ষ্মী বিছানা নিয়েছেন না বেঁচেছেন, তাঁর এখন ছেঁড়া শেমিজটা প'রে থাকলেই কোনোরকমে লজ্জা ঢাকে। উপরে চাদর-টাদর যা-হোক কিছু বিছিয়ে দিলেই হ'লো। শাড়ি পরার লোক আর বাকি তাহ'লে অতসী। তারই বা কী আছে! অন্য মেয়েরা তো ফ্রকের অবস্থাই ছাড়ালো না। ভাগ্যিস ছাড়ালো না, নইলে কী হ'তো ওদের?

কবে পুজোর সময় শস্তায় কিছু ছিট কিনেছিলেন, ছেলেমেয়েদের ফ্রক শর্ট প্যান্ট সব তৈরি করা হয়েছিলো তাই দিয়ে। অতসী মালতী আর তাদের মা যৌথভাবে দর্জির কাজটা করেছিলেন দশ-বারো দিন ধ'রে। তাইতেই চ'লে যাচ্ছে এখনো। কিন্তু যখন চলবে না? যখন ছিঁড়ে যাবে? তখন?

তখন কী? কী আবার। ভিক্ষুক হবে। চেয়ে আনবে বড়োলোকের বাড়ি থেকে। ধর্না দেবে পুরনো কাপড়ের জন্য। 'হবে না, যাও' ব'লে না-হয় এক বাড়ি থেকে তাড়ালো, তা ব'লে সব বাড়ি থেকেই তো আর তাড়িয়ে দেবে না, কেউ-না-কেউ হয়তো বলবে, 'দ্যাখো দ্যাখো, ভিখিরি হ'লে কী হবে, দেখতে কিন্তু বেশ মিষ্টি।' কোনো মহিলা ভুরু কুঁচকে বলবেন 'অ্যাই, ভিক্ষে ক'রে খাস কেন রে? খেটে খেতে পারিস না?' হয়তো ওরা তাই করবে শেষে। তারই মধ্যে কেউ চোর জোচ্চোর গুণ্ডা হ'তেই বা বাধা কী? না, এসব থেকে নিস্তার নেই এদের, এই ঘরছাড়া উদ্বাস্তু দলের। অন্তত গগনেন্দু হালদারের পুত্রকন্যাদের যে নেই তা তিনি ঠিক বুঝে নিয়েছেন।

গামছা প'রে ঝুপ-ঝুপ ডুব দিয়ে উঠে দাঁড়ালেন ঘাটের উপর। ঘাট নির্জন। এই সময়ে কেউ থাকে না। নিজেকে একা ভেবে ভালো লাগলো। একটা চিল উড়ছিলো, ঘুরে-ঘুরে নামছিলো বোধহয় মাছের আশায়। গামছা ছেড়ে ধুতি প'রে সেদিকেই তাকিয়েছিলেন। একটু উঁচুতে কাঁচা সরু রাস্তা দিয়ে যেতে-যেতে ফিরে দাঁড়ালো একজন, 'হালদারমশায় যে।'

BanglaBook.org

'কে!' একেবারে চমকে উঠেছিলেন।

'চান করছিলেন বুঝি?' পাড়ার কর্মকার ধনেশ পোদ্দার দাঁড়িয়ে পড়লো আলাপ করতে।

অবস্থাসম্পন্ন লোক, দিনকে রাত আর রাতকে দিন। এক নম্বরের কুচক্রী। চেহারার সঙ্গে চরিত্রের কোনো অমিল নেই। টিয়ার ঠোঁটের মতো নাক, গুলতির মতো গোল গোল ধূর্ত চোখ, গোঁফে ঢাকা ঠোঁট। প্রথম প্রথম এসে গগনবাবু এদের ক্ষমার চোখে দেখতেন, এড়িয়ে চলতেন, দেখা হ'লেই যা একটু সম্ভাষণ। তারপরে কিছুদিন মাস্টার নিযুক্ত হলেন ওর ছেলেকে পড়াবার জন্য। মাইনে ছিল বারো টাকা, ছেলেটির বয়েসেও ছিল বারো। এক নিরেট নির্বোধ ছেলে। তিনি পড়াবার আগে আরো অনেক গরু ঠেঙিয়ে গেছে, সুরাহা হয়নি। গগনবাবুর বেলায়ও তার ব্যতিক্রম হ'লো না। মাস পাঁচ-ছয় পড়িয়েই ছেড়ে দিলেন। মাইনে পেলেন তিন মাসের। বাকি দু-তিন মাসেরটা বাকিই র'য়ে গেলো। দু-চারবার চেয়ে বুঝলেন তাঁর মতো লোকের সাধ্য নয় আদায় করা।

না কোনো পাওনাদার নয়। তবু যেন বুকের মধ্যে কেমন ভয় শিরশির করতে লাগলো। মনে হ'লো এরও যেন কী মতলব আছে। মুখ-চোখে যেন বিচ্ছুরিত হচ্ছে সে-কথা। দাঁড়ালো কেন? কী চায়? কী বলবে? এও আবার বিয়ের প্রস্তাব তুলবে নাকি? এরও তো মাস তিনেক আগে বউ মরেছে। আর দেখতে কী অদ্ভুতভাবে মহিম সরকারের মতো। প্রায় ভুল হচ্ছে চোখের।

'শুনলাম, পরিবারের নাকি বড়ো অসুখ চলছে?'

'হ্যাঁ।' গগনবাবু সংক্ষেপে জবাব দিলেন।

'আর ছোটো ছেলেটিও নাকি বড়ো আমাশয় রোগে ভুগছে?'

'হ্যাঁ।'

'বড়ো দুঃখের কথা। পাড়ার এইসব হাতুড়ে ডাক্তারে হবে না হালদারমশায়, আপনি বালিগঞ্জ থেকে বড়ো ডাক্তার আনুন।'

'আনবো।'

'জানেন তো যতো গুড়ে ততো মিঠা। ভিজিট যেমন দেবেন তেমন চিকিৎসককে পাবেন। গত সনে আশ্বিন মাসে তো আমার ঘরেও এই। আমি অবশ্য চেষ্টার ত্রুটি করিনি, খরচের দিকে তাকাইনি, কিন্তু আয়ু শেষ হ'লে কি আর বাঁচানো যায়? গেলো, কপাল চাপড়ে বললাম, তুমি ম'রে গেলে মেরেও গেলে। যাবেই যদি দু-মাস আগে গেলে শরীরের রক্ত-জল-করা এতোগুলো পয়সার এমন দুর্গতি হ'তো না। ভস্মে ঘি ঢালা আর-কি।'

গগনবাবু জবাব দিলেন না। ধনেশ পোদ্দারও আর আলাপ দীর্ঘ করলো না। তালি মারা ছাতার বাঁটটা ঘুরোতে-ঘুরোতে বললো, 'আচ্ছা চলি।'

ধনেশ চোখের আড়াল হ'তে গগনবাবুও পুকুরের ঢালু পাড় ছেড়ে রাস্তায় উঠলেন। আর তৎক্ষণাৎ মনে পড়লো আজ মঙ্গলবার। সারা শরীরে যেন একটা তুফান বয়ে গেলো। সেদিনের সেই সন্ধ্যার সমস্ত ছবিটা স্পষ্ট হ'য়ে ধরা দিলো চোখে।

BanglaBook.org

আহা-হা, নামের কী মহিমা! মহিম সরকার। মহিমই বটে। চুলের কী বাহার! কী কাঁপা কাঁপা টেরি! তেল চুকচুক করছে সারা মাথাটা ভর্তি। ঘেন্না করে দেখতে। যেন সারা শরীরেই বেয়ে পড়ছে তেল। এমন একটা চিটচিটে লোক সারাজীবনে আর দেখলেন না গগনবাবু, এই মহিম সরকারটার মতো। দেশে থাকতে পা চাটতো হালদারদের। ও চাটতো, ওর বাবা চাটতো, ওর ঠাকুর্দা চাটতো, ওর চেদ্দো পুরুষ চাটতো। এই ওদের কাজ, ওদের পেশা। এই পা-চাটার পেশা। এখন তার সঙ্গে আরো-কিছু উচ্চাঙ্গের কর্মযোগ হয়েছে। শুধু খোশামোদ করাই নয়, বড়লোকের কুকর্মের সারথির পদমর্যাদার উন্নীত হয়েছে। তা তো হবেই! এ যে কলকাতা শহর। গ্রামের মনিব হালদাদের খোশামোদ করার সঙ্গে কলকাতার মনিবের খোশামোদ করার কি কখনো মিল থাকতে পারে? কক্ষনো না। কলকাতার মনিবরা সব মহামানব, তাদের কায়দাকানুনও সেইরকমই হবে বইকি! এরা অন্ধকারে সরীসৃপ, দিবালোকে পুরুষসিংহ। এরাই সমাজের আদর্শ। এরা দেশোদ্ধার ক'রে বক্তৃতা দেয়, মুখোশ এঁটে ঘুরে বেড়ায়। আর পয়সা দিয়ে দালাল পোষে। দ্যাখো না, সেই দালালি ক'রে মহিম সরকারের দড়ি-পাকিয়ে যাওয়া চেহারায় কেমন চটক্ লেগেছে। নতুন মনিবের পা চেটে চেটে কেমন চর্বি বেরিয়েছে শুঁটকো শরীরের এখানে-ওখানে। শাদা, মোটা শস্তা, হাঁটু পর্যন্ত খাপি ধুতির বদলে কোকিলপাড় ফিনফিনে কাঁচি-ধুতির লম্বা কোঁচা কেমন মাটি ঝাড় দিচ্ছে এখন। তা আর দেবে না? বিবেকের দাঁত ক'টা যে একেবারেই উপড়ে ফেলে দিয়েছে। আর দাঁতই যদি না রইলো তবে আর তার কামড় থাকবে কী ক'রে? আর বিবেকের কামড়ই যার না রইলো তার কাছে খেলার সামিল।

অথচ পেটজোড়া পিলের মতো হৃদয়জোড়া বিবেক নিয়ে আজ কী দশা গগনবাবুর। সেই কোন সত্যিকারের ধ্যান-ধারণা, সততা-সত্যকথা নিয়ে কোন নরকে তলিয়ে আছেন। ঈশ্বর, কে বলে তুমি মঙ্গলময়! এই মঙ্গলের নমুনা!

আচ্ছা, গগনবাবু কী করছিলেন তখন? সেই সন্ধ্যাবেলা? যখন ঐ মহিম নামের শেয়ালটা ঝাপসা-ঝাপসা ছাই-ছাই অন্ধকারে লাঠি উঁচিয়ে ডেকেছিলো তাঁকে? না তখনো সন্ধ্যা হয়নি। তখন বিকেল। বিকেলও নয়, সন্ধ্যা আর বিকেলের একটা সময়য়। ঠিক সেই সময়ে, সেই সন্ধিক্ষণে জিব দিয়ে মুখ চেটে-চেটে নেকড়েগুলো যেমন শিকারের গন্ধে লালা ঝরায়, তাকায় এদিক-ওদিক, ঠিক তেমনি ক'রে বেড়ার বাইরে এসে উঁকিঝুঁকি মারছিলো। দাঁড়িয়ে প'ড়ে বললো, 'এই শোনো।'

কী ভারিক্কি গলা, যেন পাদ্রিসাহেব। ঘর্মাক্ত গগনবাবু প্রায় হকচকিয়ে গিয়েছিলেন। শেয়ালটাকে, নেকড়েটাকে, কৃমিকীট বিষ্ঠার চেয়েও ঘৃণ্য নিকৃষ্ট জীবটাকে প্রায় মানুষ বলে

BanglaBook.org

ভেবে বসেছিলেন আর-কি ! থু, থু। একটু বেঁকে, ডান হাতে কোঁচাটা ধ'রে ডান পায়ের কোমর পর্যন্ত প্রায় সমস্তটা অংশ উন্মুক্ত ক'রে ইতরের মতো ক'রেই দাঁড়িয়ে ছিলো। কী ভঙ্গি ! মরি-মরি ! একেবারে মুরলীধর। কোঁচার ফুলটা আর লাঠিটা একসঙ্গে মুঠো ক'রে ধরা ! সেই লাঠি আর কোঁচা উঁচিয়েই ডাকছিলো গগনবাবুকে, 'এই শোনো—শুনছো ?'

গগনবাবুকে চাকর ভেবেছিলো ? না কি মালী ? সেটা ভাবা অবিশ্যি দোষের নয়। বেশভূষাই মানুষের পরিচয়। কাস্তে কোদাল বালতি ঘটির সঙ্গে গগনবাবুর পরিধেয় ছিন্ন বসনের কোনো বৈসাদৃশ্য ছিলো না। কাজেই মহিম সরকার কী ক'রে কল্পনা করবে যে, হালদার-বাড়ির ছোটোকর্তা বিনয়েন্দ্র হালদারের একমাত্র পুত্র গগনেন্দ্র হালদার একজন মাটিকাটা কুলির চেহারায় নেহাতই জোটাতে পারে না ব'লে খাটো কাপড়ে এলো-গায়ে জল দিচ্ছে গাছের গোড়ায়। কী ক'রে জানবে তাঁর প্রায়-ধসে পড়া বাড়ির মাটির দাওয়ায় তাঁর অতি আদরের জ্যেষ্ঠাকন্যা অতসীকুসুম গিঁট লাগানো শাড়িতে লজ্জা ঢেকে দাঁড়িয়ে আছে চায়ের বাটি হাতে। তাই ভেবেছিলো, গৃহস্থরা লোক লাগিয়েছে মাটি কাটতে, জঙ্গল সাফ করতে। অনেক উদ্বাস্তু ভদ্রলোকদেরই এখন এই ভাবে বাইরের মানুষেরা। উদ্বাস্তু ভদ্রলোকেরা নিজেরাও আজকাল নিজেদের তাই ভাবছে। গগনবাবু ভুলে গেছেন কবে কোন অতীতে বস্তুতই তিনি একজন ভদ্রলোক ছিলেন। ভুলে গেছেন ধোপদুরস্ত জামাকাপড় প'রে কখনো আর পাঁচজন ভদ্রলোকের সঙ্গে তিনি গল্প করেছেন, মিশেছেন, শিক্ষাসংস্কৃতির আবহাওয়ায় সময় কাটিয়েছেন, বড়ো হ'য়ে উঠেছেন। একটা পাকা বাড়িতে বাস ক'রে মাছ-মাংস দুধ খেয়ে নিশ্চিন্ত জীবনযাপন করেছেন। ভুলে গেছেন একদিন তাঁর ছেলেমেয়েরাও সুন্দর পোশাকের তলায় সুন্দর জীবনের অধিকারী ছিলো। যখন তিনি স্বপ্নেও ভাবেননি এরা একদিন কুকুরছানার মতো পথে পথে ঘুরে বেড়াবে, বেড়ে উঠবে কুকুরছানার মতো, এবং সেই জন্তুর মতোই মরবে ধুঁকে-ধুঁকে।

লোকটা যখন ডাকছিলো, প্রথমে কান দেননি তিনি। ভাবেননি তাঁকে উদ্দেশ ক'রেই এই মধুর আহ্বান।

তবু একপলক তাকিয়েছিলেন, আবার মন দিয়েছিলেন ফুলগাছের গোড়াতে তখন সেই লোকটা, মহিমান্বিত মহিমটা গলা-খাঁকারি দিয়ে একদলা কফ ফেললো। বললো, ওহে তোমাকে যে ডাকছি শুনতে পাচ্ছো না ?'

'আমাকে' গগনবাবু সোজা হ'য়ে দাঁড়িয়ে মুখ ফেরালেন।

'হ্যাঁ !'

গগনবাবু একটু এগিয়ে আবার বললেন, 'আমাকে ডাকছেন ?'

লোকটা অসহিষ্ণু হ'লো, মুরুব্বিয়ানার সুরে বললো, 'আজ্ঞে হ্যাঁ, তোমাকেই। শোনো, এদিকে এসো।'

গগনবাবু না এগিয়ে অনম্র গলায় বললেন, 'কেন, কী দরকার ?'

'একটু এদিকে এসো না।'

অতসী ততক্ষণে বারান্দায় চায়ের বাটি রেখে ঢুকে গিয়েছে ঘরের মধ্যে। গগনবাবু

BanglaBook.org

দেখলেন একবার। তারপর পায়ে-পায়ে এগুলেন, 'বলুন।'

বেড়ার বাইরে সরু কাঁচা রাস্তার দু'পাশের নর্দমা থেকে তখন খুব পচা গন্ধ উঠছিলো। ওরকম ওঠে সন্ধ্যাবেলা। সন্ধ্যাবেলা হাওয়া দেয় খুব, চৈত্রর সন্ধ্যা তখন সেই গন্ধে আমোদিত হয়। বেড়ার বাইরে দাঁড়িয়ে লোকটা নাকে কাপড় দিলো, একটু ঝুঁকে দাঁড়িয়ে বললো, 'এ বাড়িটা কার জানো?'

'কেন?'

'তুমি কি জন খাটছো এখানে?'

'বলুন না কি চান?'

'জানতে চাই বাড়িটা কার।'

অন্ধকার ততোক্ষণে বেশ ঘন হ'য়ে উঠেছে, নর্দমার গন্ধের সঙ্গে লেবুফুল আর ভাঁটফুলের গন্ধ মিশেছে, মশার আড়মোড়া ভেঙে প্রস্তুত হয়েছে রক্ত খাবার জন্য। গোল-গোল হ'য়ে ঘূর্ণি হাওয়ার মতো ঘুরে-ঘুরে পাক দিচ্ছিলো তারা। গুন গুন শব্দ উঠছিলো। বাঁ-হাত সঞ্চালিত ক'রে একপাক মশা তাড়িয়ে গগনবাবু নির্লিপ্ত গলায় বললেন, 'আমার।'

'তোমার?'

'আজ্ঞে হ্যাঁ।'

'জবরদখল, না?'

'না।'

'না আবার কী? তোমরা তো সবাই জবরদখল।'

'না।'

'তাহ'লে কি বলতে চাও জমি কিনে বাড়ি বানিয়েছো'?

'আপনার তা দিয়ে দরকার কী?'

'না আমার সেসবে নাক গলাবার কোনো দরকার নেই, তবে রিফিউজিরা যে সবাই জবরদখলে ওস্তাদ সে-কথা কে না জানে।'

গগনবাবু আবার প্রতিবাদ করলেন, 'সবাই হ'তে পারে, আমি নই।'

'তাহ'লে তো তুমি খুব সাধু দেখছি।'

তিনি জবাব দিলেন না; কিন্তু চোখের শাদাটা লাল হ'লো।

পাকানো চাদর গলায় জড়ানো লোকটা অর্থাৎ মহিমটা দেখতে পেলো না সেটা, বললো, 'বাড়িটা দেখছি একটা ঝাপটা হাওয়াতেই উড়ে যাবে।'

এবারও জবাব দিলেন না তিনি। লোকটার বেয়াদবি কতোদূর উঠতে পারে দেখবার জন্য অপেক্ষা করতে লাগলেন।

কিন্তু হঠাৎ অপ্রত্যাশিতভাবে একটা রাগ-জ্বল করা কথা ব'লে ফেললো লোকটা, 'কিছু পয়সা রোজগার করতে চাও?'

সব ভুলে তিনি সাগ্রহে বললেন, 'পয়সা রোজগার? চাকরি?'

BanglaBook.org

'তা রোজগার যখন চাকরিই বলতে পারো। বেশ বেশি টাকা।'

'কোথায়? কী কাজ?

'মনে হচ্ছে খুব অসুবিধেতে আছো, কী বলো?'

'খুব।'

'সেজন্যই বাড়িটা সারাতে পারছো না।'

'ঠিক।'

'আমি তোমাকে উপার্জনের উপায় ব'লে দিতে পারি।'

'অনুগ্রহ ক'রে বলুন, যা বলবেন তাই করবো।'

'তাই করবে?'

'তাই।'

'কথা দিচ্ছো?'

'কথা দিচ্ছি।'

লোকটা সামনে-পিছনে মাথা নাড়তে-নাড়তে চিন্তা করলো একটু। একটু এদিক-ওদিক তাকালো। একটু গলা নিচু ক'রে বললো, 'ঐ মেয়েটি কার হে?'

'কোন্ মেয়েটি?'

'বারান্দায় দাঁড়িয়ে ছিলো?'

'আমার।'

'লক্ষ্মীপ্রতিমা।'

'হ্যাঁ, আমার ছেলেমেয়েরা সবাই সুন্দর।'

লোকটা হাসলো হ্যা-হ্যা ক'রে, বললো, 'বাপ যখন, তখন তো সকলকেই সুন্দর দেখবে। তবে এই মেয়েটি প্রকৃত রূপসীই বলা যায়। ক'দিন থেকেই দেখছি তো।'

'ক'দিন থেকে দেখছেন? কোথায় দেখেছেন?' হঠাৎ একটু সন্দিগ্ধ হলেন গগনবাবু।

'এই চলতে-ফিরতে এখানে-ওখানে।'

'আমার মেয়ে তো বেরোয় না কোথাও।'

'আহা, আমি কি বলছি সে ঘোড়ায় চ'ড়ে চৌরঙ্গী যায়? এই তো পরশু ঘাটে বাসন মাজতে দেখলুম। এইরকম আর-কি।'

'কিন্তু আপনাকে তো আমি কখনো দেখিনি আগে?'

'আমি কি উদ্বাস্তু? এটা কি আমার পাড়া?'

'কিছু মনে করবেন না, আপনার নামটা জানতে পারি কি?'

'বিলক্ষণ। কিন্তু তার আগে জিজ্ঞাস্যটা এই যে, তুমি যে-কোনো কাজ করতেই তাহ'লে রাজি?'

'যদি বিনিময়ে টাকা পাই।'

'সে তো নিশ্চয়ই।'

BanglaBook.org

'আপনি কোথায় থাকেন?'

'আমি! লোকটি অবহেলার ভঙ্গিতে হাসলো, 'আমি এলগিন রোডের বাসিন্দা। তোমাদের সঙ্গে সম্পর্কটা একটু দূর।'

তা বটে। এলগিন রোডের লোকেদের সঙ্গে কলকাতা শহরের এই দক্ষিণ প্রান্তের উদ্বাস্তুরা নিতান্তই পরপারবাসী।

গগনবাবু জিজ্ঞেস করলেন, 'এখানে কেন এসেছেন? আত্মীয় আছে কোনো?'

'আরে না, না। আত্মীয়-ফাত্মীয়ের সঙ্গে আমার কোনো সম্পর্ক নেই। আমি এসেছি আপন কাজে।'

'ও।'

'আর সেই কাজ তোমার সঙ্গেই।'

'আমার সঙ্গে?'

'আমি শুনেছি তোমার কিছু উপার্জনের দরকার।'

'সেই শুনে এসেছেন?'

'হ্যাঁ।'

'যাতে উপার্জন হবে তার পরামর্শ দিতে?'

'পরামর্শই শুধু নয়, হাতে-হাতেই যাতে টাকাটা পেয়ে যাও তার ব্যবস্থা করতে।'

সহসা গগনবাবুর মনে হ'লো লোকটি নিশ্চয়ই সরকারি দপ্তরের চাকুরে। তাই খোঁজখবর নিচ্ছে সব। কেন্দ্রীয় সরকার থেকে যে কোটি-কোটি টাকা উদ্বাস্তুদের নামে বার ক'রে নিয়ে বড়ো-বড়ো রাজপুরুষেরা জুয়ো খেলছে কতোগুলো নিঃসম্বল মানুষের সঙ্গে, সেইসব টাকার বণ্টনব্যবস্থায় বুঝি মন দিয়েছেন রাজ্য সরকার। লোক পাঠাচ্ছেন ঘরে-ঘরে উঁকি মারতে। বুঝি তাঁর মতো দরিদ্রদের এবার সেধে নিয়ে গিয়ে ভর্তি করবে কোনো কাজে। মাইনে দেবে, ভাঙা ঘর সারিয়ে দেবে। অসুস্থ স্ত্রীকে চিকিৎসা করাবে অসুস্থ সন্তানের পথ্যের ব্যবস্থা হবে।

ঈশ্বর, তুমি করুণাময়!

গগনবাবু সহৃদয় হ'য়ে গেটটায় হাত দিলেন, বললেন, 'আসুন না ভিতরে, বসুন না এসে।'

'না, না, ব'সে আর কী হবে! কাজে এসেছি কাজ ক'রে চলে যাবো।'

'তা বটে। থাকেনও তো অনেক দূরে।'

'অথচ কাজ আমার এ পাড়াতেই। এই তোমাদের মতো লোকের কাছেই।'

'তাহ'লে বলুন কী কাজ আমাকে দেবেন।'

BanglaBook.org

'হরি, হরি।' তুড়ি মেরে হাই তুললো মহিম। পান-খাওয়া মুখের লাল গহ্বরটা অন্ধকারে গুহার মতো দেখালো।

'আমি বুঝতে পেরেছি, আপনি সরকারের লোক। দুঃখ দূর করতেই এসেছেন। আমার অবস্থাটা শুনুন—'

'দেবো, দেবো। বেশ মোটা হাতেই টাকা পাইয়ে দেবো তোমাকে।'

'আমার স্ত্রী মৃত্যুশয্যায়, আমার সন্তানেরা প্রায় উপবাসী, আর আমি একটা হাল-ভাঙা পাল-ছেঁড়া নৌকো!'

'কটি সন্তান?'

'ন'টি। তার মধ্যে একটি পা ভেঙে প'ড়ে আছে, সবচেয়ে ছোটোটি সেই ভুগছে তো ভুগছেই—'

'এইটিই বুঝি বড়ো?'

'কে?'

'ঐ মেয়েটি? দাঁড়িয়ে ছিলো বারান্দায়?'

'আজ্ঞে, ওই বড়ো।'

'বিয়ে দিয়েছো?'

'আর বিয়ে? সেসব ভাবি না। এতো ভালো ছিলো লেখাপড়ায়, এতো বুদ্ধিমতী—' গগনবাবুর গলা ধ'রে এলো।

'হুঁ।' মহিম মুখে একটা শব্দ ক'রে বললো, 'ঠিক আছে। টাকা আমি তোমাকে পাইয়ে দেবো। সেজন্য ভেবো না।'

'বলুন কী কাজ। কবে থেকে করতে হবে। একটা স্কুলে মাস্টারি করতাম, ভাগ্যদোষে তা-ও গেছে। আমি অত্যন্ত দুরবস্থার মধ্যে আছি, আপনি যা বলবেন, আমি তাই করতে রাজি আছি।'

মহিমের মুখে বিজলী খেলে গেলো। সন্ধ্যা গড়িয়ে রাত নেমেছে ততোক্ষণে; আকাশে তারা ফুটেছে, পুকুরের ঝোপে জোনাকি টিপটিপ করছে।

'তাহলে, আমার সঙ্গে বড়ো রাস্তা পর্যন্ত এসো। হাঁটতে-হাঁটতেই সব বলা যাবে।' মহিম দু-পা এগুলো লাঠি ঠুকতে ঠুকতে, বললো, তোমাদের এই রিফিউজি-পাড়াটা বড়ো ঘিঞ্জি, বড্ড দম-আটকানো। আর সন্ধেবেলা লতার ভয়ে কি দাঁড়িয়ে থাকতে সাহস হয়? আস্তিক। আস্তিক। আস্তিক।'

লতা হচ্ছে সাপ। সেই ভয়ংকর জীবটির নাম রাত্রিবেলা নেবেন না তিনি, তাই লতা বলছেন। নাম নিলেই পাছে এসে দংশায়, এই ভয়ে লোকটা একেবারে কাঁটা! আবার আস্তিক মুনির নাম নিচ্ছে।

কিন্তু ওসব দিকে মন দেবার সময় ছিলো না গগনবাবুর। একটা আশার আলো দেখতে পেয়েছেন তিনি। দ্রুত পায়ে বাঁশের গেটটা খুলে তাড়াতাড়ি বেরিয়ে এসে বললেন, 'চলুন।'

BanglaBook.org

'জামা গায়ে দিয়ে আসবে না?'

'কিচ্ছু দরকার নেই।'

'জামা নেইও বোধহয়।'

'না, নেই বলতে আমার কিছু নেই।'

ফিরে গিয়ে তিনি বাঁশের খুঁট থেকে জামাটা টেনে গায়ে দিতে দিতে বললেন, 'আমরা রাজনীতির পাশার দান। আমরা পুববাংলার লোকেরা নেহরুর স্বাধীন রাজত্বে উৎসর্গীকৃত পশু।'

'তা দেশটা কোথায় ছিলো?'

'বলে লাভ নেই।'

'নামটা কী?'

'গগনেন্দ্র হালদার।'

'গগনেন্দ্র হালদার!'

'আজ্ঞে হ্যাঁ।'

'বিক্রমপুর পরগনায় নন্দপুকুর ব'লে একটা গ্রাম ছিলো।'

'আমি সে-গ্রামেরই মানুষ।'

'সেই গ্রামের? মানে নন্দপুকুরের?'

'আজ্ঞে হ্যাঁ।'

'মানে নন্দপুকুরের হালদার-বংশের ছেলে তুমি?'

মহিম দাঁড়িয়ে গেলো। ততোক্ষণে কাঁচা রাস্তা ছাড়িয়ে রেবতীবাবুর পাকা দালানের পাশ দিয়ে অনেকটা এগিয়ে এসেছে। অন্ধকার ফিকে হ'য়ে এসেছে বড়ো রাস্তা থেকে ঠিকরে-পড়া ইলেকট্রিক আলোর আভাসে। সেই আলোয় গগনবাবুকে ভালো ক'রে তাকিয়ে দেখলো মহিম। গগনবাবুও তাকালেন বইকি। দুজনেই চমকে উঠলেন একসঙ্গে।

'তুমি! মহিম!'

'আশ্চর্য!'.

'আশ্চর্য।'

'কখনো ভাবিনি এ-অবস্থায় দেখা হবে।'

'কখনো ভাবিনি।'

সরকার-বাড়ির মহিমই তাহ'লে আজ তাঁকে একটা চাকরি পাইয়ে দিতে এসেছে? আশ্রিত আজ তাহ'লে আশ্রয়দাতারূপে অবতীর্ণ? ঈশ্বর অনেক রঙ্গ জানেন।

'আমি তোমাকে চিনতে পারিনি মহিম।'

'আমিও না।'

'শেষে তুমিই আমার ত্রাণকর্তা হবে?'

'সবই তাঁর লীলা।'

BanglaBook.org

'তা বটে।'

'আমি তোমাকে অনেক ছোটো দেখেছিলাম, তারপর তোমার বাপ ঢাকা-নিবাসী হলেন।'

'তোমার চেহারাও অনেক বদলে গেছে।'

'পৃথিবীটাই বদলে গেলো, আর চেহারা। যাকগে, কাজের কথাটা—'

'হ্যাঁ, সেটাই জরুরি।'

মহিমের বয়েস প্রায় গগনবাবুর দেড়া। তাঁদের নন্দপুকুরের বাড়িতে সে ছোটো ছেলেদের নিয়ে ইস্কুলে পৌঁছে দিতে যেতো আবার নিয়ে আসতো। খাওয়া-পরা বাদে মাইনেও পেতো সেজন্য। ওর বাপ নবীন সরকার একাধারে গোমস্তা আর চাটুকার দুই-ই ছিলো। মানে পা চাটতো। বড়ো জ্যাঠা-মশায়ের সঙ্গে-সঙ্গে থাকতো সারাক্ষণ। যা বলতেন, তাইতেই সায় দিতো। তিনি হাসলে হাসতো, বিরক্ত হ'লে হাত কচলাতো।

বড়ো জ্যাঠামশায় ভালবাসতেন এসব। চাটুকার না থাকলে চলতো না তাঁর। সেসব কথা মনে প'ড়ে গেলো গগনবাবুর। কিন্তু সেইসব পুরনো ছবিকে তৎক্ষণাৎ তিনি সবেগে উলটে দিলেন। যেন আয়নার ও-পিঠ।

ধাক্কাটা মহিমও সামলে নিলো। মুখের ভাবটা এমন রাখলো যেন এই-ই স্বাভাবিক, এই নিয়ম। কবে কোথায় চেনা ছিলো, আত্মীয়তা ছিলো, ঘনিষ্ঠতা ছিলো, তা নিয়ে সময় নষ্ট করতে সে নারাজ। পরিচয় ঝালিয়ে শেষে কি শিকার ফসকাতে দেবে? অতো কাঁচা লোক নয়। নিত্যই তো তাকে আসতে হয় উদ্বাস্তু পাড়ায়। কখনো উত্তরে, কখনো দক্ষিণে। কখনো ডাইনে, কখনো বামে। দিনরাত চরকির মতো ঘোরে সে। বছর-ভরতি তার কাজ। ওদিকে মানিকতলা, বেলেঘাটা, হালিশহর, সুখচর, এদিকে গঙ্গার ও-পিঠ পর্যন্ত।

মানুষগুলো যে কোথায় না গিয়ে বসেছে তার ঠিক নেই। করিতকর্মা বটে। শহরকে কেমন দেখতে-দেখতে বাড়িয়ে দিলো চারদিকে। উত্তর-দক্ষিণ পূর্ব-পশ্চিম—কোথায় এখন জঙ্গল আর সাপ আর বাঘ। এই ঘটিদের দেশে ইস্কুল-কলেজই বা কতোগুলো হ'লো ওদের চেষ্টায়। ছেলেমেয়ে একত্র পড়ার উচ্চ বিদ্যালয় পর্যন্ত। নিজেকে এখনো মহিম পশ্চিমবাংলার লোক ভাবতে শেখেনি। ঢাকা বিষয়ে গৌরববোধ এখনো তার অটুট। কথায়-কথায় তার মনের মধ্যে রাগ উথলে ওঠে। বললো, 'তোমরা তো সব দু-দিককার চাপনে বুড়ি মর আপনে, কী বলো?'

'দেখতেই তো পাচ্ছ।' গগনবাবু দীর্ঘনিশ্বাস ছাড়লেন।

'শালারা ওখানে থাকলেও পিটোবে, আবার এখানে এলেও প্রভুরা বলবেন, আসছো কেন? ক্যাম্পে আর জায়গা কই?' লেব্‌বাবা, তোরাই তো বলেছিলি যার খুশি চ'লে এসো। বল মা তারা দাঁড়াই কোথা। হেঁ হেঁ হেঁ—' হাসতে লাগলো মহিম। গগনবাবুর ভিখিরির অধম চেহারার দিকে তাকিয়ে মনে-মনে বললো, তা বাপু তোরাই আমার লক্ষ্মী! তোদের নিয়েই আমার উজান-উৎরাই। তোরা না থাকলে এখন আমাকেই বলতে হবে, 'বল মা তারা দাঁড়াই কোথা।' হাসির বেগটা হঠাৎ বেড়ে গেলো, পান আর সাদাপাতার

BanglaBook.org

ঝাঁঝে ক্ষয়ে ঝয়ে যাওয়া কালো-কালো দাঁতগুলো অনেকটা লাল মাড়ি-সহ বীভৎসভাবে বেরিয়ে থাকলো অনেকক্ষণ।

কিন্তু না, আর বাজে কথাবার্তা ব'লে হালদারের বাচ্চাকে প্রশ্রয় দিয়ে লাভ নেই। এমন রোজ কতোজনের সঙ্গে দেখা হ'য়ে যাচ্ছে। সেগুলোও তো এমনিই কচুরিপানার মতো ভেসে-ভেসে এসেছে এদেশে। মহিম সরকার দন্ত সংবরণ করলো, তারপর অচেনা ভাব দিয়ে ঝেড়ে ফেললো গগন হালদারের ভূত। মনটা একটু খুঁতখুঁত করছিলো বোধহয়। হাজার হোক কতোকালের মনিব বংশ, কতো কিছু পেয়েছে নিয়েছে, বিশেষ ক'রে এর বাপের দিলটাই কর্তাদের মধ্যে দরাজ ছিলো বেশি। বিয়ের সময় লোকটা এক কথায় পাঁচশো টাকা দিয়ে দিলো।

রাস্তা পার হ'য়ে মহিম এদিকে এলো। মস্ত একটা কৃষ্ণচূড়া গাছের ঝুপসি আড়ালে একটা কুচকুচে কালো গাড়ি দাঁড়িয়ে ছিলো, ঠেসান দিয়ে দাঁড়ালো সেখানে। গগনবাবুও সঙ্গে-সঙ্গে এলেন, পাশে দাঁড়ালেন। জায়গাটা অসম্ভব নির্জন! লোক প্রায় নেই বললেই চলে। মহিম এপাশে ওপাশে তাকালো। দু-বার গলা-খাঁকারি দিলো। হক থু ব'লে কফ ফেললো, কী ভেবে গাড়ির হাতলটা শক্ত ক'রে ধ'রে একটু ইতস্তত ক'রে গগনবাবু কানের কাছে মুখ নিয়ে অস্ফুটস্বরে ব'লে ফেললো উপার্জনের উপায়টা কী।

শোনার সঙ্গে-সঙ্গেই গগনবাবুর শরীরটা যেন গরম তেলে কাটা কইয়ের মতো দাপিয়ে উঠে তিন হাত ছিটকে স'রে গেলো ওপাশে। তাঁর মুখ থেকে বাতাসে উন্মত্ত চাবুকের শিসের শব্দের মতো তীব্র বেগে কয়েকটা শব্দ উৎসারিত হ'লো, 'ছ্ ছী! ছি ছি ছি!'

গগনবাবুর বিচলিত অবস্থাটা লক্ষ ক'রে মহিম হাতল ঘুরিয়ে খুলে ফেললো গাড়ির দরজাটা। সাবধানের মার নেই। দরকার মতো সুড়ুত ক'রে ঢুকে যাবার পথ পরিষ্কার রাখাই বুদ্ধিমানের কাজ।

মাঝে মাঝে রিফিউজিগুলো কেমন যেন গোঁয়ার মতো হ'য়ে ওঠে। খেতে জোটে না তার শুতে রাজপাটি। সতীগিরি দেখলে গা জ্বলে। পরনে কাপড় নেই, পেটে অন্ন নেই, বুলি কপচাতে ছাড়বে না। কে তোদের পোছে রে এই শহরে? আছিস তো তলানি হ'য়ে। তোদের পাড়া আলাদা, জাত আলাদা, চেহারা পর্যন্ত আলাদা হ'য়ে আসছে। ওঠ না গিয়ে বাসে ট্রামে, এক ডাকে ব'লে দেবো তোরা উদ্বাস্তু। তোদের চোখে মুখে লেখা আছে সেই কথা। তোদের কপালের রোখায়-রেখায় তোদের দৈন্যের ছবি, দুঃখের ছবি।

এই তো সামনে দাঁড়িয়ে আছে গগন হালদার। বাপ-দাদা তো অনেক সাধুগিরি ফলিয়েছে, অতিথিশালা বানিয়েছে, আশ্রয়হীনকে আশ্রয় দিয়েছে, নিরন্নকে খেতে দিয়েছে, তার ফলটা হ'লো কী শুনি? কী ছিলি আর কী হয়েছিস। তবু ঢঙটা দ্যাখো না একবার। যেন অজ্ঞান হ'য়ে পড়ে যাবে।

বলা কি যায়? এখনো যা দুশমনের মতো চেহারা, তেড়ে এসে দিলো হয়তো দুই ঘুষি চালিয়ে। ঢাকাই লোকগুলো ভয়ংকর পাজি, মরবে তবু গোঁ ছাড়বে না। ওই জন্যই

BanglaBook.org

তো একেবারে সম্পূর্ণ সাবধান হ'য়ে নিয়ে তবে প্রস্তাবটা দেয়। পাড়া থেকে একটু দূরে বড়ো রাস্তায় রেখে যায় গাড়িটা। যার সঙ্গে কথা বলবে তাকে নিয়ে চলে আসে সেখানে, তারপর ঝোপ বুঝে কোপ দেয়। বেগতিক দেখলে তৎক্ষণাৎ ঢুকে যায় গাড়ির মধ্যে, ড্রাইভারও প্রস্তুত থাকে সেজন্য।

এখন, এই মুহূর্তে অবিশ্যি এতো ভয় পাবার কিছু নেই। গগন একা, রাস্তায় দ্বিতীয় প্রাণী নেই চেঁচিয়ে ম'রে গেলেও কেউ এসে ওর পাশে দাঁড়াতে পারবে না। বরং সেই এখন ড্রাইভারের বলে বলীয়ান। দরকার মতো একে ধাক্কা দিয়ে ফেলে যেমন হুস ক'রে পালিয়েও যেতে পারবে তেমনি তেরিয়া হ'য়ে কিছু যদি করতে আসে দু-ঘা সেও বসাতে পারবে রাখালের সাহায্যে। রাখাল তাদের ড্রাইভারকে ড্রাইভার, গুণ্ডাকে গুণ্ডা।

কাজেই গগনবাবুর বিমূঢ় অবস্থা দেখে সে একটুও ঘাবড়ালো না। বললো, 'এমন আঁতকে উঠছো কেন? দশে মিলে করি কাজ, হারি জিতি নাহি লাজ। আজকাল ঘরে-ঘরেই এই। তলায় তলায় সবাই সব করে, শেষে শাক দিয়ে মাছ ঢাকে! এমন তো কিছু সাংঘাতিক ব্যাপার নয়। ধরো হপ্তা-তিন, এক মাসই হোক, এর বেশি তো নয়। এর বেশি কাউকেই সে আটকে রাখে না। ওই একটা শখ আর কি। তারপর বাড়ির মেয়ে বাড়ি ফিরে আসবে। কে জানতে যাবে কোথায় গিয়েছিলো?'

'দাঁত ক'টা ভেঙে দেবো তোমার।' গগনবাবু রুদ্ধশ্বাসে ব'লে উঠলেন।

এরকম কথা অনেক শোনে মহিম সরকার। এসব তার কাছে পুরোনো কাসুন্দি। সব বাপই প্রথমে অমন তড়পায়, শেষে ওই টাকার কাছে গোপাল নাচে। আরে বাবা, ইজ্জত-ইজ্জত ক'রে যে মরছিস, আগে খাবি পরে তো ইজ্জত! ইজ্জতের তোদের আছেটা কী? নন্দপুকুরের ছোটোকর্তার একটা মাত্র ছেলে তুই, জন্মেছিলি সোনার চামচ মুখে নিয়ে, এখন কী করছিস? আমার হাতে-পায়ে ধরছিস দুটো পয়সা কামাবার জন্য। নাঃ, এসব গ্রাহ্য করলে তার চলে না। বরং হেসে উঠে ঠাট্টা ক'রে বললো, 'দাঁত আর আছে নাকি যে ভাঙবে? সব বাঁধানো। তা যাই হোক, টাকার অঙ্কটাও ভেবে দেখো।'

'ভুলে যেয়ো না আমি তার বাপ।'

'ভুলবো কেন! একমাত্র বাপ তো তুমিই নও, অনেক বাপকেই আজকাল এটা করতে হচ্ছে। চাও তো অনেক হোমরা-চোমরার নামও শুনিয়ে দিতে পারি।'

'বদমাশ, তুমি সেখানেই যাও—' দাঁতে দাঁত ঘ'ষে বড়ো-বড়ো নিশ্বাস ফেলে ক্রুদ্ধ দৃষ্টিতে তাকালেন গগনবাবু।

মহিমের মুখে তেমনি মোলায়েম হাসি, তেমনি শান্ত ভাব, বললো, 'শোনো, আমি যা বলছি তা যে তোমাকে করতে হবে এমন কোনো বাধ্যবাধকতা তো নেই।'

'কক্ষনো না।'

'ধরো আমি একটা পথের লোক, পাগল লোক, ইতর বদমাশ, যা খুশি ধ'রে নিতে পারো, তাই যা বলছি ভেবে নাও তোমাকে বলছি না, আপন মনেই বলছি। আমার

BanglaBook.org

কথাটা হ'লো এই যে, সমস্ত টাকাটা তুমি হাতে-হাতে পাবে, মেয়েকেও ফিরে পাবে, আবার এদিকে কাক-পক্ষীটিও জানতে পারবে না, ঘুণাক্ষরেও প্রকাশ পাবে না এ-কথা। পাড়ায় বলবে মামাবাড়ি গেছে।'

উচিত ছিলো সত্যিই দাঁত ক'টা ভেঙে দেওয়া, সে বাঁধানোই হোক আর আসলই হোক। কিন্তু গগনবাবু তা দিলেন না। শক্ত হ'য়ে দাঁড়িয়ে রইলেন। কেবল নিশ্বাসের ঘনতায় বুকটা ওঠাপড়া করতে লাগলো জোরে-জোরে।

'বুঝলে, মাত্রই কয়েকটা দিন। ভেবে দ্যাখো, এগুলো তোমার নিতান্তই একটা সংস্কার ছাড়া আর কী? গায়ে তো আর ফোসকা পড়বে না তোমার মেয়ের। চিহ্ন তো থাকবে না কিছু। কোনো অঙ্গ-হানিও হবে না। কী আছে এতে?'

'আমি শুনতে চাই না।'

'তা জানি। কিন্তু আমার মতামতটা যদি আমি বলি তাতে তো আর বাধা দিতে পারো না? আমি বলি কি, মাত্র কয়েকটা দিনের বিনিময়ে এতোগুলো বিপন্ন জীবন যদি রক্ষা পায়—না, না, এটা কিছু ইয়ের কথা নয়; বলছি যে, ধরো স্ত্রীকে একটা ডাক্তার দেখাতে পারো, যে-ছেলের অসুখ তাকে একটা ওষুধ কিনে দিতে পারো—'

'চুপ করো, চুপ করো।'

'তারপর তোমার গিয়ে, ভিখিরির মতো ছেঁড়া কাপড়ে ছেঁড়া জামায় না খেয়ে না দেয়ে এখানে-ওখানে ঘুরে-বেড়ানো শুকনো-মুখ বাচ্চাগুলোকে খেতে দিতে পারো, পরতে দিতে পারো, লেখাপড়া শেখাতে পারো—'

'আমি চাই না, চাই না।'

'চাও বা না চাও সেটা তো কথা নয়, যা সত্য, তাই আমি বলছি শুধু। কী হয় এতে—এইসব সতীত্বের দিন এখন গলাপচা। খেতে পাবে পরতে পাবে তবে তো এইসব বিলাসিতা!'

'এসব তুমি বিলাসিতা বলছো? তোমার মতো একটা নিকৃষ্ট কুকুর আর এর চেয়ে কী বেশি ভাবতে পারে।'

'আমাকে গালিগালাজ ক'রে যদি তোমার মন শান্ত হয়, যতো খুশি করতে পারো। কিন্তু আমিও কয়েকটা কথা না বলে পারবো না। তুমি কি ভাবছো মেয়েকে এইভাবে এই অভাবের মধ্যে দাসীপনা করার চাইতে অন্য কোনো জীবন তুমি দিতে পারবে? তুমি কি মেয়েকে লেখাপড়া শেখাতে পারছো? খেতে দিতে পারছো? পরতে দিতে পারছো? বিয়ে দিতে পারছো? কী পারছো? না গগন, মনকে চোখঠার দিও না। সত্যি বলতে, নিজের সংসারের ঘানিতে কলুর বলদের মতো শুধু খাটাচ্ছো মেয়েটাকে, আর ভাবছো এরই নাম রক্ষণাবেক্ষণ। না, তা নয়।'

'আমি—আমি তোমার কোনো পরামর্শ শুনতে চাই না। চাই না, চাই না—' নিজেকে যেন জোর ক'রে ছিঁড়ে নিয়ে হনহন ক'রে চলে যাচ্ছিলেন গগনবাবু।

BanglaBook.org

মহিম এগিয়ে হাত ধরলো, আর একটা কথা শোনো। এতো উত্তেজিত হ'য়ো না, চিন্তা ক'রে দ্যাখো, ভেবে দ্যাখো, শুধু যে তোমার অন্য সন্তানরাই এতে খেতে-পরতে পাবে, লাভবান হবে, অথবা ওষুধ-পথ্য পেয়ে স্ত্রীই সুস্থ হ'য়ে উঠবেন তা তো নয়, এই টাকার অংশে এই মেয়েকেও তুমি ভালো ঘরে বিয়ে দিতে পারবে, অথবা লেখাপড়া শেখাতে পারবে। একটু বিশ্রাম পাবে মেয়েটা।'

'থামো, তোমাকে আর দরদ দেখাতে হবে না।'

'আর বুঝলে, আজকালকার মেয়েদের মধ্যে কাকে তুমি—একেবারে সতী-সাবিত্রী দেখছো, বলো তো? অভাবে-অভিযোগে না খেতে পেয়ে কে ঘরে বসে থাকতে পারছে ঘোমটা টেনে? বিয়ে হচ্ছে না, বুড়ি হচ্ছে, নিজেরাই শেষে ঘুরছে কতো ছেলের পিছনে। প্রেম ভালোবাসা এখন হাতের মোয়া। আজ এর সঙ্গে ভালোবাসা, কাল তার সঙ্গে। আজ একে চুমু খাচ্ছে, কাল তার সঙ্গে শুচ্ছে। শুক। ক্ষ'য়ে যাচ্ছে না কিছু। পুরুষেরা শোয় না? ক'টা পুরুষ শুধু এক স্ত্রীলোকেই আবদ্ধ থাকে? আরে বাবা, বয়েসকালে সকল পুরুষই বেশ ওড়ে। বুকে হাত দিয়ে বলতে বলো না, দেখবে অনেকের মুখই তখন চুয়া। আর মেয়েদের বেলাই একেবারে ধরণী রসাতল! কেন? পুরুষের অঙ্গও অঙ্গ, মেয়েদের অঙ্গও অঙ্গ, পুরুষের অঙ্গ যদি ক্ষ'য়ে না যায় মেয়েছেলেরই বা যাবে কেন? না, আমি তা মানি না। ওইটুকু ইজ্জত বেচে যদি বাকি জীবনের ইজ্জত রক্ষা করা যায়, আমি বলবো তার মূল্য অনেক বেশি।'

গগনবাবু আবার যাবার জন্য পিছনে ফিরলেন! মহিম আবার ধরলো তাঁকে, 'তারপর গিয়ে তোমার, বড়োলোকের মেয়েগুলোর কথাই যদি ধরো, ওগুলো কী? ওগুলোর ঢলাঢলি দেখে তো বেশ্যারা লজ্জা পায় হে, কতো বা বলবো। ছুঁড়িগুলো যে বেণী দুলিয়ে ইস্কুল কলেজে যায় একা-একা, সেখানে গিয়ে কী করে তা কি কেউ জানে? যতো না লেখাপড়া, শরীরচর্চা তার চেয়ে বেশি। সন্ধ্যাবেলা যাও না লেকের ধারে, দেখবে কেমন সব ঘুরছে জোড়ায়-জোড়ায়। অন্ধকারে ব'সে কতো কী করছে তার যেন ঠিক আছে কিছু। আমার এক বন্ধু ট্যাকসি চালায়, চাও তো তাকে নিয়ে আসতে পারি, পিছনের সিটে ব'সে কী করে শুনবে তার কাছে। সামনের আয়নায় সে দ্যাখে মজা ক'রে। দেখতে-দেখতে প্রায় অ্যাকসিডেন্ট ক'রে আর-কি। সেসব কিছু নয়, না? আর একটু জেনেশুনে দিয়ে আসা, এটাকেই খুব বড়ো ক'রে দেখছো। ভারি পাপ ব'লে মনে হচ্ছে। উলটো পক্ষে এটা মনে হচ্ছে না যে, যতোটুকু পাপ, পুণ্য তার চেয়ে বেশি। কী পুণ্য? না, নিজেকে সামান্যও ব্যবহার করতে দিয়ে কতোগুলো জীবনকে খাদ্য-বস্ত্র দেওয়া। এগুলো বুঝি আর কিছু না? নিজের মাকে, ভাইকে রক্ষা করা, এ বুঝি কিছু নয়?'

গগনবাবু চুপ।

'শোনো বলি, শরীরের ব্যবহার আজকাল সকল মেয়েই করে। ওটা একেবারে জলভাত। আর তাছাড়া, আমি তো বলি, রাত্রিবাস করলেও যা, চোখ মটকালেও তা। উদ্দেশ্য তো বাপু, একই!'

BanglaBook.org

গগনবাবু চুপ।

'নন্দপুকুরের পীতাম্বর চৌধুরীকে মনে পড়ছে তোমার? সেই যে জোড়া-দীঘির ধারে ব'সে থাকতো এসে একা-একা, বউ ম'রে গিয়েছিলো ব'লে মাছ খেতো না, থান কাপড় পরতো—'

বুঝতে পেরেছেন গগনবাবু। পীতাম্বর চৌধুরীকে ঠিকই মনে পড়েছে তাঁর। ওরকম একজন সভ্য শিক্ষিত সজ্জন ব্যক্তি ওই গ্রামে দ্বিতীয় কেউ ছিলো না। কিন্তু গগনবাবুর ঠোঁট আটকে গিয়েছিলো, দাঁতে দাঁত লেগে গিয়েছিলো, তাঁর কথা বলার শক্তি ছিলো না। নিজের উপর আয়ত্ত ছিলো না। তাঁর শ্রবণ লোকটার মুখনিঃসৃত প্রত্যেকটি শব্দে জ্বলে-পুড়ে ছাই হ'য়ে যাচ্ছিলো, তবু তিনি দাঁড়িয়ে ছিলেন সম্মোহিতের মতো।

'সেই পীতাম্বর চৌধুরীরও তো ঠিক তোমার দশাই হ'য়ে উঠেছিলো। চিরটা কাল গ্রামে ব'সে জমিজমা নেড়েচেড়ে খেয়েছেন, খাদ্যাভাব কী জানেননি। প্রজাদের কাছ থেকে পুজোয়-পার্বণে যা নজরানা পেয়েছেন অন্য খরচের পক্ষে ওই ঢের। আরে, সংসার তো ছোটো ছিলো। বউ তো ম'রে গেলো; শুধু মেয়ে দুটো। বেশ চলছিলো, দেশ ভাগ হ'য়ে মহা ফাঁপরে প'ড়ে গেলেন। নিজে বয়স্ক লোক, থাকতে পারতেন। মেয়েদের নিয়ে আসবেন কী? তারা যে ততোদিনে পূর্ণযুবতী। ভেবে দ্যাখো অবস্থাটা। দিনে-কালেই আমরা বউ-মেয়ে নিয়ে ওদের পাড়া মাড়াই না ভয়ে, পাকিস্তান হ'য়ে তো পোয়াবারো। ওই জন্যই তো আমি রেগে যাই। আমরা ওখানেও নির্যাতিত, এখানেও আশ্রয়হীন। আর তানারা তো এখানে সব গভরমেন্টের নাতজামাই। সর্বধর্ম সমন্বয়ের দেশ যে গো, পরের ছাওয়াল বুকে না নিলে ভারতবর্ষের আদর্শ যে যায়! যা আদর্শ ধুয়ে জল খা গিয়ে। বলি আপনা খেতে নাই ঠাঁই, রামনবীনেরে ডাকে। আপন ধর্মের লোকদেরই রক্ষা করতে পারিস না, আবার সর্বধর্ম। কথায় একেবারে বৃহস্পতি, কাজে ঢঢং ঢঢং। বুঝলে হে, সব দেশে সব জাতই আগে ঘর সামলায়, তারপর পর। সব যেন এক্কেবারে শ্রীচৈতন্যের ভায়রাভাই, বুক পেতেই আছে। অবিশ্যি যাচাই ক'রেই চুম দিচ্ছে। স্বাজাতি হ'লেই এক ঠ্যালা—যা, আন্দামানে যা, দণ্ডকারণ্যে যা। প'ড়ে থাক গিয়ে রাস্তায়, প'ড়ো থাক ইস্টিশনে, নইলে গলায় দড়ি দিয়ে মর। আবার দেখছো তো, দিল্লি থেকে বড়োকর্তা আসবেন ব'লে কেমন সাফ করা হচ্ছে শহর। শ'য়ে শ'য়ে রিফিউজিদের ইঁদুরের মতো পথ থেকে, স্টেশন থেকে, গলিঘুপচি থেকে ধ'রে নিয়ে গিয়ে লরি-ভরতি কোথায় ফেলে দিয়ে আসা হচ্ছে। ওরা যে আবর্জনা, মানুষ ব'লে ভাবছে নাকি কেউ? নেহরু যে বলেছেন, আইন ক'রে পাকিস্তান থেকে উদ্বাস্তু আসা বন্ধ ক'রে দেবেন। আর কোনো দায়িত্ব নিতে তিনি অপারগ। তবে দেশ ভাগ করলি কেন শুনি? আরে ব্যাটাচ্ছেলে, দায়িত্বটা তোরা নিলি বা কবে যে এখন পারবি না বলছিস? পারবি না বললেই হ'লো? প্রাণ দিয়ে স্বাধীনতা আনলাম আমরা, পুববাংলার লোকেরা, আর কর্তা হ'য়ে গদিতে চ'ড়ে আরাম করবি তোরা? বুঝলে গগন, এসব কথা ভাবলে মাথায় রক্ত চ'ড়ে যায়, খুনখারাপি করতে ইচ্ছে করে। আমি বলবো,

BanglaBook.org

আমাদের রক্ষা করাই সবচেয়ে বড়ো কর্তব্য সরকারের আমরা সর্বধর্মসমন্বয়টয় বুঝি না। বুঝি আগে আমার নিজের পুত্র, তারপর রাঙাদাদার পোলা। ক্ষমতা থাকে খাওয়াও না পরেরে, নাকি আগেই পরের পোলা খাওয়াইবা, শেষে পাতে থাকলে নিজের পোলা? এই কেমন কথা?'

বক্তৃতার আবেগে মহিম সরকারের মুখ দিয়ে তার নিজস্ব ভাষা বেরিয়ে এলো। সে কোঁচা ঝাড়লো, লাঠি ঠুকলো, থুতু ছিটিয়ে বললো, 'কুত্তাগুলিরে দ্যাখো না? একটা কুত্তা আর একটা কুত্তারে কেমন খিঁচায়? কেন খিঁচায়? স্বজাতি-বিদ্বেষ। সেই লেইগাই তো কুত্তা সবচেয়ে নীচ জীব। না অইলে কুত্তার গুণ কি কম? বিশ্বাসী প্রভুভক্ত, গৃহপালিত। তবে? কিন্তু ওই একখানা দোষেই যে খাইয়ে থুইছে।'

অন্ধকারে গাড়ির ভিতর থেকে গম্ভীর আওয়াজ শোনা গেলো, 'বাজে কথা রাখুন, দেরি হয়ে যাচ্ছে।'

'ওহ্ হ্যাঁ!' নিজের উদ্দেশ্য-ভুলে-যাওয়া মহিম অবহিত হ'লো এ-কথায়। তাড়াতাড়ি বাইরের জগৎ থেকে গুটিয়ে নিলো মনটা। মুখ ফিরিয়ে বললো, 'ঠিক বলছো রাখাল, এসব কথা উঠলে আমার সব গোলমাল হ'য়ে যায়। আরম্ভ করলে থামতে পারি না। আরে বোঝো তো আপন দেশ ছেড়ে এলে সকলেরই একটু টানাটানি থাকে, রাগ থাকে। বিষয়-আশয় না হয় না-ই ছিলো, নাড়ির টান যাবে কোথায়? আর আত্মীয়-পরিজন? তুমি হ'লে পুরা ঘটি, ওসব কথা তুমি বুঝবে না। তা যাকগে, সেই পীতাম্বর চৌধুরীর বড়ো মেয়ে শুকতারার কথাটাই বলি তোমাকে, গগন। দিব্যি আছে। গায়ে একেবারে ফুঁ দিয়ে বেড়াচ্ছে। চমৎকার তকতকে বাড়িঘর, বুড়ো বাপকে কেমন আয়েশে রেখেছে, ছোটো বোনকে বিয়ে দিয়েছে, এখন নিজেও বিয়ে করছে শিগগির। কেমন হিল্লে হ'য়ে গেলো দ্যাখো দিকি। কোনো চিহ্নও রইলো না অতীতের। সবই মনের কাছে, বুঝলে? মনকে মুক্ত রাখতে পারলে কিছুই কিছু না। অথচ এই মেয়েই একদিন সাত-সাতটা বছর ধ'রে এর-ওর কেপ্‌ট হ'য়ে।'

'চুপ।'

এতোক্ষণে গগনবাবু গগন ফাটিয়ে একটা শব্দ ক'রে উঠলেন। এক মুহূর্ত না দাঁড়িয়ে দৌড়ে পার হ'য়ে এলেন রাস্তাটা।

মহিমও ছুটে পিছনে এলো, 'শোনো, শুধু আর-একটা কথা শুনে যাও—' এখন আর মহিমের ততো ভয় করছে না, এখন সে গন্ধ শুঁকে বুঝেছে জালে আটকা পড়েছে শিকার। সবটুকু না হোক, একটুখানি টোপ কোথায় যেন বিঁধেছে গলায়। হয়তো উগরে ফেলবে,

BanglaBook.org

কিন্তু সাবধানে এগুতে পারলে উগরোবার আগেই আর-একটু বিঁধিয়ে দেওয়াও অসম্ভব না। সামান্য দূরত্ব বজায় রেখে ছুঁড়ে মারতে লাগলো কথার বাণ, 'কোটি-কোটি টাকার মালিক আমার মনিব। চেহারা কন্দর্পের মতো। শিক্ষায় দীক্ষায় সমাজের উঁচু স্তরের মানুষ। তাঁর কাছে টাকা মাটি, মাটি টাকা। একটা ইচ্ছের দাম জীবনের মতো মূল্যবান। সেজন্য তিনি সর্বস্ব পণ করতে পারেন। এখানে তাঁর সেই ইচ্ছেই প্রবল হয়েছে, এখন এটাই তাঁর একমাত্র কামনা বাসনা জেদ অহংকার, সব। আমি বলছি, এই সুযোগ তুমি ছেড়ো না, সাধা লক্ষ্মী পায়ে ঠেলো না, বরং মোচড় দিয়ে আরো বেশি টাকা তুমি চেয়ে নাও, আমি আদায় ক'রে দেবো।'

গগনবাবুর পা তাঁর অজান্তেই আবার থামলো। তিনি হাঁপাতে লাগলেন। তাঁর কপাল বেয়ে দরদর ক'রে ঘাম নামলো, কেমন ক'রে উঠলো মাথার ভিতরটা, ভয়ানক দুর্বল বোধ করলেন, কোণের দিকে এসে একটা গাছের গুঁড়িতে ঠেসান দিলেন।

মহিম আরো-একটু এগিয়ে এলো, 'এই আমি, এই মহিম সরকারই তাঁর ডান হাত বাঁ-হাত। তাঁর প্রতাপে এই শহরে আমি একখানা বাড়ির মালিক, ভাড়া খাটিয়ে মাসে দেড়শো টাকা পাই; নিজে কোয়ার্টারে থাকি, পয়সা লাগে না, খাই মাগনা। এই যে গাড়িখানা, এও আমার কাজেই খাটে। আমি ইচ্ছে করলে, আজ যে ফকির, প্রভুর মর্জিতে কাল তাকে রাজা বানাতে পারি। অন্তত তোমার উপর সে মর্জি যে খাটবে তা আমি জানি। পছন্দের তারতম্যে দামেরও তারতম্য ঘটে। এখানে আমার মনিব দু-হাতকে দশ হাত বানাতেও গররাজি হবেন না। শুধু তোমাকে একটু স্থির হতে হবে, মন বাঁধতে হবে, পূর্বাপর বিবেচনা করে বলতে হবে বিনিময়ে কি চাও, কতো চাও। দু-অঙ্ককে তিন বানাতে পারো, তিনকে চার করাও হয়তো কঠিন হবে না। সাধারণ রেটের দ্বিগুণ টাকা আমি পাইয়ে দেবো তোমাকে। বলো, তুমি কতো চাও।'

গগনবাবু চুপ।

'ঘটনাটা শোনো তবে। দিন পনের আগে তোমাদের পাড়াতেই এসেছিলেন সভাপতিত্ব করতে। নাম বলবো না। নাম শুনলে চিনতে পারবে। তোমাদের এখানকার ছেলেরা তাঁর কাছে ডোনেশন চেয়েছে, টিউবওয়েল করবে, লাইব্রেরি করবে, কাঁচা নর্দমা পাকা করবে— লোকটার দানের হাতেও মুঠো নেই; শুধু মনে লাগলেই হ'লো। ঐ মনে লাগাবার জন্যই পাড়া ঘুরিয়ে দেখাচ্ছিল ছেলেরা, নিজেদের দুঃখকষ্টের ছবিটা তুলে ধরেছিলো চোখের সামনে। কিন্তু কী ছবি যে আটকে গেলো চোখে। সব-কিছুর সঙ্গে তোমার মেয়েকেও দেখলেন তিনি। তারপরেই কাজ গেলো, কর্ম গেলো, জেদ চাপলো, ঝোঁক চাপলো, এখন এই মেয়ে তাঁর চাই-ই চাই। তার জন্যে যা লাগে, যতো লাগে। খুঁজে-খুঁজে বার করেছি এতোদিনে। এখন তুমি বলো, কতো টাকা চাও তুমি।'

'কিচ্ছু না। কিচ্ছু না। তুমি যাও। তুমি জাহান্নামে যাও।'

মহিম সরকারের মুখ বিগলিত হাস্যে আকর্ণ বিস্তৃত হ'লো। 'যা বলছো', মাথা নাড়লো

BanglaBook.org

ঐ তিনটে তো মাত্র ছেলেমেয়ে। বড়ো মেয়েটার কবে বিয়ে হ'য় গেছে, তারই চারটে হ'য়ে গেলো, মেজো ছেলেটা যথেষ্ট লায়েক হ'য়ে বসে গেছে দোকানে, হিসাবে তার মাথা আমার মাথাকেও হারিয়ে দেয়। হরিচরণকে দুটো পয়সা এদিক-ওদিক করলেও যদি করতে পারে কেউ, শ্যামাচরণ ডেঁয়োর পিছন টিপে মিষ্টি বার ক'রে নেবে। ঐ তো সেদিন বীরু পিপলাই দুই কুচি সুপুরি বেশি নিয়েছিলো, ধরলো না ক্যাঁক ক'রে চেপে? আর আছে নেড়ি। ছোটো মেয়েটা। তা সেও এমন কিছু ছোটো নয় যে নালন-পালনের কথা উঠবে। বারো তো পুরলো। রান্নাবান্না ঘর সংসার কে দ্যাখে? সব তো সেই নেড়ি। একহাতে দশহাতের কাজ করছে। সে হ'লো গিয়ে মশাই আমার পাইভেট শিক্ষা। করুক তো গাফিলি, লাথি মেরে হাড় ভেঙে দেবো না! তুই হ'লি মেয়ে, সেবা হ'লো তোর ধম্মো, তার আবার পুরফুর কী? ঘরের মধ্যে থাকবি' খাটবি পিটবি খাবি। সাজগোজ আরম্ভ করেছিল্যে মশাই, দিয়েছি মশাই টিট ক'রে। সম্বন্ধ খুঁজ়ঝি, পেলেই বিয়ে দিয়ে দেবো। ব্যাস। ঝাড়াঝাপটা মাগভাতারের সংসার। কষ্টটা কী শুনি? তা নবাবের মন উঠলো না। উঠবে কেন? মনে মনে রস আছে যে। ভাঙিয়ে খাবে। বুঝলেন? ভাঙিয়ে খাবে তা মশাই ভাঙিয়ে খাবার মতোই রূপ। আহাহা', হরিচরণ জিভ কেটে চোখ বুজে কল্পনায় উপভোগ করলো, 'শরীর তো নয় যেন মাখমের দলা। ধরলে বুঝি গ'লে। আহাহা!' হঠাৎ ছিটকে উঠলো রাগে, 'তোর চোদ্দো পুরুষের ভাগ্যি যদি জামাই পাস আমাকে, বুঝলি? যদি না বিয়ে দিস, অহংকার তোর চুন্ন করবো আমি। গুণ্ডা লাগাবো, তার টেনে বার করবে তোর মেয়েকে। এই আমি পৈতে ছুঁয়ে পিতিজ্ঞে করছি, কাল সূর্যাস্তের মধ্যে হয় তোর কাছ থেকে সব টাকা আদায় করবো, নয় মেয়েটাকে টেনে বার করবো ঘর থেকে। দেখি আমার দুব্বাসার রোষ তুই হজম করতে পারিস কিনা।'

'তাই উচিত।' একটা প্যান্ট-পরা বুকে-তোয়ালে জড়ানো বাবরি-মাথা যুবক, কোথায় কোন ফ্যাক্টরিতে চাকরি করে, বুক ঠুকে কাছে এসে দাঁড়ালো। ঐ কলোনিরই বাসিন্দা সে, গালের ব্রণ খুঁটতে-খুঁটতে বললো, 'দেখেছি মেয়েটাকে, শুধু কি বাপটাই এরকম, আরে মশায়, মেয়েটা আরো নচ্ছার। যেন কারোকেই চোখে দ্যাখে না। যেন তিনি পাড়ার মহারানী। কারো সঙ্গে হাসলে-মিশলে জাত যাবে। আপনি ভালোমানুষ তাই ছেড়ে কথা কইছেন, আমি হ'লে বলতাম, টেনে বার করা নয়, একেবারে কাপড় ছাড়িয়ে নেবো।'

সমবেত পাঁচ-সাতজনের জনতার মধ্যে এ-কথায় একটা ফুর্তির ঢেউ খেলে গেলো। হ্যা-হ্যা ক'রে হাসলো তারা, চোখের দৃষ্টি উজ্জ্বল হ'য়ে উঠলো।

কিন্তু সেসব শোনবার জন্য সেখানে দাঁড়িয়ে ছিলেন না গগনবাবু, থাকলে অবশ্যই খুনোখুনি হ'য়ে যেতো। প্রায় ছুটে গেট পেরিয়ে বাইরে আসতে আসতে তাঁর এমনিতেই মনে হচ্ছিলো,

BanglaBook.org

আবার তিনি ফিরে যান, লোকটাকে কিছু শিক্ষা দিয়ে আসেন। তাঁর বলিষ্ঠ শরীর লোহার মতো শক্ত হ'য়ে উঠছিলো থেকে-থেকে, তাঁর ক্রোধ তাঁকে ক্ষিপ্ত ক'রে তুলছিলো। সামান্য কয়েকটা বাকি টাকার বিনিময়ে এই প্রস্তাব তাঁর কল্পনায় ছিলো না।

ভয়ংকর রাগ দুঃখ অপমানে মাথার ভিতরটা জ্বলছিলো, অতিকষ্টে সংবরণ করলেন নিজেকে, প্রাণপণ চেষ্টায় শান্ত থাকতে চেষ্টা করলেন। তাঁর মনে হ'লো এই মুহূর্তের উত্তেজনার ফলে তিনি অনেক কঠিন বিপদের মধ্যে প'ড়ে যাবেন। আজ না-হয় মেরে এলেন দু-ঘা, সত্যি যদি কাল গুণ্ডা লেলিয়ে দেয় ঘরে? কে সামলাবে তখন? তিনি কি বাড়ি ব'সে থাকতে পারবেন সবসময়? সংসারের খুঁটিনাটি প্রতিটি কাজের দায়িত্ব অতসীর মাথায়, বেড়াতে না হোক, সেইসব কারণেও তো ওকে কতোবার বেরুতে হয়। এদিকে চম্পাটা সারাদিন বাইরে-বাইরে ঘোরে, কে জানে শেষে কী থেকে কী হবে। অন্যান্য ছেলেমেয়েরা—তারাও তো সবসময়েই পথে-পথে।

এরা ভদ্র নয়, ইতর। এরা সভ্য নয়, সমাজের তলানি। ভালো-মন্দ পচাগলা সব এখানে একাকার। হরিচরণ পসারীর সঙ্গে সত্যিই এ-পাড়ায় গগনেন্দ্র হালদারের কোনো তফাত নেই আজ। এখানে ঐতিহ্যের স্থান নেই কোনো। ঠেলাঠেলি গুঁতোগুঁতি ক'রে যে যতোটুকু এগুতো পারে এই মাত্র অবলম্বন। নিজের দেশে থাকলে আজ যতো গরিবই হোন, নিম্নশ্রেণীর হ'য়ে যাবার অবকাশ থাকেতা না। ব্রাহ্মণ-পণ্ডিতরা আর বড়োলোক কবে? আর্থিক সংগতির চাইতে চিরদিনই তাঁদের পরমার্থিক সংগতির দিকে নজর বেশি। তা ব'লে তাঁরা অসম্মানিত ছিলেন না। গগনেন্দ্র হালদারের পূর্বপুরুষও বড়লোক ছিলেন না। ব্রাহ্মণ-পণ্ডিতেরই বংশধর ছিলেন। সেই ধারাটুকুর জোরেই তাঁরা বেঁচে থেকেছেন, সবাই সমীহ করছে। আজ এ-পাড়ায় তিনি আর হরিচরণ মুদি একাসনে বিরাজমান। কেননা তাঁরা দু-জনেই উদ্বাস্তু। উদ্বাস্তুদের মধ্যে আবার শিক্ষাগত তফাতের প্রশ্ন কী? সংস্কৃতিগত পার্থক্যের কী অর্থ? রুচি প্রবৃত্তি—ওসব বড়ো বড়ো কথা রাখো। অন্ধের আবার দিনরাত্রি! উদ্বাস্তু আছো উদ্বাস্তুর মতো থাকে। কুঁজোর আবার চিৎ হ'য়ে শোবার শখ! না, ওসব পোষায় না তোমাদের। তোমাদের কোনো ভদ্র-ছোটো নেই, শিক্ষিত-অশিক্ষিত নেই, পারিবারিকতা নেই, সম্ভ্রান্ত-অসম্ভ্রান্তের প্রশ্ননেই, তোমরা সবাই বিতাড়িত, উচ্ছিন্ন, উন্মূল! ভালো মন্দ ইতর ভদ্র গুণ্ডা বা সৎ সব তেমরা এখানে একাকার। সুতরাং হরিচরণ পসারী কেন তোমার মেয়ের বিবাহিত স্বামী হ'তে পারবে না? এর চেয়ে ভালো পাত্র আর পাবে কোথায় তুমি? পাত্রই জুটবে না তার আবার ভালমন্দ। বাইশটা বছর কোথা দিয়ে কেটে গেলো—কী হ'লো ওর? কী হ'লো? কিছু না। কিছু না। না ইস্কুল-কলেজ, না বিয়ে। না খাওয়া, না পরা তবে? তবে কেন হরিচরণ মুদি নয়?

তবু তা একটা সংসার, একজন স্বামী, এক টুকরো স্বাধীন জীবন। অন্তত গগন হালদারের ঘরের চেয়ে বেশি সুখ সেখানে। সেখানে ক্ষুধার অন্ন আছে।

না ওতুন, আমি তোকে বিয়ে দিতে পারবো না, ঘর-সংসার ছেলেপুলে কিছুই হবে

BanglaBook.org

সে, 'জাহান্নামেই যাচ্ছি। আর যেদিকেই আমাকে আটকাও, ও-রাস্তা থেকে কেউ ফেরাতে পারবে না। তা দ্যাখো, সেসব তো হ'লো গিয়ে পরজন্মের কথা। আমার বউও আমাকে বলে, "তুমি কী করো আর না করো কিছুই জানি না, কিছুই বুঝি না। আমি স্ত্রী হ'য়েও তোমার স্বরূপটি চিনতে পারলাম না। মিথ্যে কথা তো ঠোঁটের আগে। নরকেও ঠাঁই হবে না তোমার। তপ্ত কড়াইতে ভাজবে তোমাকে।" আমি তাকেও বলি, সে তো সব পরজন্মের কথা। তপ্ত কড়াইতে যদি ভাজেই ভাজুক না, কী ভাজবে বলো তো? নরকেই যাই আর স্বর্গেই যাই, আগেই তো দেহটা পুড়িয়ে ছাই ক'রে দেবে তোমরা। ভাজা-পোড়ার আর বাকি থাকবে কী? হা হা হা—' পিশাচের মতো হাসলো মহিম, 'বুঝলে গগন, এ জন্মে যাকে তোমার পাপ বলো, তাতে আমার কোনো আস্থা নেই। তোমাদের ধারণা-মতো পাপের যতোগুলো পথ আছে, তার প্রায় অনেকগুলোতেই আমি ঢুকেছি, নিষিদ্ধ কর্ম অনেক করেছি, কর্মসিদ্ধির জন্য কোথাও পিছপা হইনি, কিন্তু অপকার তো কখনও হয়নি সেজন্য। খেয়ে-পরে ভালোই তো আছি। দেশ গেছে, গ্রাম গেছে, আত্মীয়-পরিজন কে কোথায় ভেসে গেছে, একটি পয়সা সম্বল না নিয়ে এসেও কলকাতার পথে-পথে ঘুরিনি। আর যাকে তোমরা পুণ্য বলো, সততা অথবা বিবেক বলো, তার পরিণতিও তো দেখেছি চোখের সামনে। স্বীকার করতে তো লজ্জা নেই, বলতে গেলে আমি তোমাদের সংসারে একধরনের চাকরই ছিলাম। কিন্তু এখন? পুণ্যবলে তোমার বা কী হ'লো, আমার বা কী হ'লো! পাপের ফলে আমিই বা কেমন আছি আর তুমিই বা কেমন আছো দ্যাখো তুলনা ক'রে।'

গগনবাবু চুপ।

'এখন কথাটা হচ্ছে এই যে, আমার মনিবের যখন ইচ্ছে হয়েছে, তখন সে-ইচ্ছে তার কেউ রোধ করতে পারবে না। ইচ্ছে দমন করতে শেখেনি ওরা। ওরা বিধাতার বরপুত্র। চাইলেই পেয়ে অভ্যাস! সেই থেকে এই কলোনি চ'ষে ফেলছি আমি, কিছুতেই ঠিক করতে পারছিলাম না কে। উঃ, কটা দিন যেন নাওয়া-খাওয়া ছিলো না। সন্ধান পেলুম মাত্র কাল। দেখলুম লক্ষ্মীপ্রতিমা ঘাট আলো ক'রে বাসন মাজছে ব'সে।'

হঠাৎ গগনবাবু হাউমাউ ক'রে কেঁদে উঠলেন। দু-হাতে মুখ ঢেকে ব'সে পড়লেন পথের মধ্যে।

লম্বা চওড়া পিচঢালা রাস্তাটা থমথম করছিলো। শনশন ক'রে বাতাসের শব্দ হচ্ছিলো! পাখিদের প্রথম প্রহরের ডানা ঝাপটাবার আওয়াজ হ'লো একবার, তারপর আবার চুপ! নির্জনতার চাপে মনে হচ্ছিলো এখুনি দম বন্ধ হ'য়ে যাবে। এ-পথে লোক চলে না, একটি

BanglaBook.org

গাড়ি যায় না। কেবল রাস্তার এপাশে-ওপাশের পোড়ো সৈন্যাবাসের অন্ধকার জঙ্গলে লক্ষ-লক্ষ জোনাকি জ্বলে আর নেবে! এখন যেখানে সব সরকারি নিবাস অনেক জায়গা জুড়ে মাথা তুলে দাঁড়িয়ে আছে, তার পাশ দিয়ে নতুন একটি সুরকির রাস্তা চ'লে গিয়েছিলো ভিতরে, সাজিয়ে লাগানো বড়ো বড়ো গাছের ডালগুলো দু-পাশ থেকে এ ওকে আলিঙ্গনাবদ্ধ ক'রে রেখে শোভা বাড়িয়েছিলো খুব। সেই রাস্তায় অনেক বড়োলোকের বাস ছিলো। সিনেমার তারকারা নিভৃত হ'তে স্টুডিও-পাড়ার কাছাকাছি এই অঞ্চলটাতে এসে বাসা বেঁধেছিলো। তখন তারা জানতো না তাদের এই নিরালা নিকুঞ্জের অজস্র বৃক্ষ-সংবলিত প্রশস্ত সবুজ পাড়াটির সমস্ত সৌন্দর্য, শীতলতা, সভ্যতা, আভিজাত্য একদিন মত্ত হাতির মতো তচনচ ক'রে দেবে যতো সব নোংরা রিফিউজিরা এসে। এখানে-ওখানে ছড়িয়ে থাকা দিগন্ত বিস্তৃত মাটির প্রান্তর, যা হয়তো কখনোই কোন কাজে ব্যবহৃত হবে না, অমনিই প'ড়ে থাকবে সেইসব ভূ-সমুদ্রে খুদে-খুদে কুটির উঠে যাবে! তবু এদিকটা এখনো বড়ো বড়ো ঘাসের জঙ্গলে আকীর্ণ আছে! গোল-গোল গড়ানো চালের অ্যালুমিনিয়মের তৈরি সৈন্যাবাসের জানলায় রিফিউজিদের জবরদখল করা মুখের ছায়া নেই, ভাঙা সংসার জোড়া লাগাবার ব্যর্থ হাহাকার নেই। শুধু অন্ধকার, অন্ধকার আর অন্ধকার। আর সেই অন্ধকার ফিকে ক'রে আস্তে আস্তে চাঁদ উঠে আসছিলো আকাশে।

মহিম সরকার একটু চুপ ক'রে থেকে নিচু হ'য়ে গগনবাবুর পিঠে হাত রাখলো, নরম গলায় বললো,'কাঁদছো কেন? আমি তো এখুনি কিছু বলছি না, আমি জোরও করছি না, আমি বলছি তুমি একেবারে উড়িয়ে দিয়ো না, ভেবে দেখো। এ-কথাও ভেবো, এ-অবস্থায় চললে শিগগিরিই তুমি সমূলে ধ্বংস হবে। একটিকে সামান্য একটু ক্ষতি অথবা খুঁত থেকে বাঁচাতে গিয়ে সব-কটিকেই আরও অনেক বড়ো ক্ষতির মধ্যে ঠেলে দেবে। যে নৈতিক চরিত্রের এতো মূল্য তোমার কাছে, তুমি ভাব সেই নীতি থেকে একটি মেয়েকেও রক্ষা করতে পারবে তুমি? মা তো মরতেই চলেছেন, তোমার শরীর ভেঙে পড়তেই বা কতক্ষণ? কে কখন চোখ বুজবে এ কি বলতে পারে কেউ? তারপর? তারপর কে রক্ষা করবে তাদের? ভেসে যাবে, সব ভেসে যাবে!'

'না, না, না—'

'মাত্রই কয়েকটা দিন।'

'না, না—'

'আমি নিজে এসে ফিরিয়ে দিয়ে যাবো, তুমি আমার ঠিকানা রেখে দিয়ো।'

'না।'

'এক হাজার—'

'না—'

'দু-হাজার—'

'না—'

'তিন, চার, পাঁচ—'

BanglaBook.org

প্রত্যেকটা অঙ্কের সঙ্গে সঙ্গে কাঁপুনি বাড়তে লাগলো গগনবাবুর। মহিম সরকার শেয়ালের চোখে তাঁর সমস্ত অঙ্গভঙ্গি লক্ষ করতে লাগলো। মুখে তার উল্লাস ফুটে উঠলো।

মনিবের ইচ্ছা। মনিবের ইচ্ছা আর কে এমনভাবে পূরণ করতে পারে তার মতো? এই মেয়ের উপর মনিব একটা অসংগত দাম ধরেছেন। একা তো সে-ই খুঁজতে বেরোয়নি, আরো দালাল ছড়িয়ে পড়েছে চারদিকে। খুঁজে-খুঁজে তারা যতো ব্যর্থ হয়ে ঘরে ফিরছে ততোবার বেড়ে যাচ্ছে টাকার অঙ্ক। জেদ। মর্জি। মতলব। এইসব প্রবৃত্তির তাড়নাতেই এরা গেলো। নিজের বাসনা চরিতার্থ করার জন্য কী না করতে পারে? নইলে, মাত্রই তো একটা মেয়ে, তার জন্য এমন মরণ-কামড়? অবিশ্যি এই-ই তাঁর চরিত্র। এমনিই তাঁর জেদ। অহংকার। যা চাই তা চাই-ই। না পেলেই সব গেলো।

এই ভয়ংকর তৃষ্ণায় এই পানীয়টি নিয়ে যখন হাজির হবে মহিম, কী বলবেন তিনি? মহিম জানে সে কথা। আগেকার দিনের রাজা-রাজড়াদের মতো কণ্ঠের মণিহারও খুলে দিতে পারেন। হুকুম হয়েছে, এনে দাও, তার বিনিময়ে যা লাগে, যতো লাগে। ধূর্ত মহিম রোজই খুঁজে-খুঁজে ফিরে গিয়ে বলে, 'হ'লো না কর্তা, বাপ ব্যাটা ভয়ানক সেয়ানা, অনেক টাকা চায়।'

লাল-লাল চোখ তুলে তাকিয়ে থাকেন মনিব, পরে বলেন, 'কতো?'

'তাও বলছে না—' মহিম এর পর টিপে দ্যাখে—'যদ্দুর মনে হয় হাজারের নিচে ভাবছে না।'

'ঠিক আছে।' পিছনে ফেরেন তিনি। বেশি কথা বলা তাঁর অভ্যাস নয়।

আর এতো সহজেই যখন হাজারে রাজি তখন কতো হাজার পর্যন্ত উঠতে পারেন জানতে দোষ কী? পরের দিন সে আবার হাত ঘষতে ঘষতে গিয়ে দাঁড়ায় সন্ধ্যাবেলা—'স্যার, কতো খোশামোদ করছি, কিছুতেই রাজি নয়।'

কী চায়?'

'ওর লোভ বেড়ে যাচ্ছে। শুনে স্যার আমার মাথা ঘোরে।'

'নিয়ে এসো।'

'বলছে, বাপ হ'য়ে মেয়েকে এমন সর্বনাশের পথে ঠেলে দেবো, তার ক্ষতিপূরণ কি অল্পে হয়?'

'বলছি তো নিয়ে এসো।'

'স্যার—'

'কথা বাড়িয়ো না।'

'বলছিলাম—'

'হ্যাঁ জানিয়ে দিও, ক্ষতিপূরণ সে যা চায় তাই পাবে।'

'তার চেয়ে স্যার, লোক লাগিয়ে হরণ ক'রে আনলে হয় না?'

'চুপ বেয়াদপ। আমি কি জোচ্চোর? ডাকাত? উৎকৃষ্ট জিনিস উৎকৃষ্ট দাম দিয়েই কিনবো আমি, জবরদস্তি করে নয়! যাও।'

BanglaBook.org

মহিম সরকার তবু নড়ে না, তবু মাথা চুলকোয়।

'কী?'

'লোকটা স্যার, এক মাসের জন্য দশ হাজার টাকা চায়।'

'পাবে। য-যাও।'

প্রভু শেষ ক'রে দিলেন কথা। ভিতরে ভিতরে ফুর্তিতে আনন্দে টগবগ করতে-করতে বেরিয়ে আসে মহিম। তারপর আবার পূর্ণোদ্যমে কর্মে প্রবৃত্ত হয়। ভাবে, কতোরকমের বোঝা নিয়েই না এই সংসার। শালা। বলে যে, আমি কি জোচ্চোর? আমি কি ডাকাত? হাসতে হাসতে ম'রে যাবে নাকি সে? তোর চেয়ে বড়ো ডাকাত আর আছে কে রে জগতে? টাকা দিয়ে এমন মর্মবিদারক ডাকাতি আর কে করতে পারে রে তোর মতো? লম্পট। শাক দিয়ে মাছ ঢাকছিস। টাকা দিয়ে পাপ ঢাকছিস।

দশ হাজার টাকা! গগন কি কল্পনাও করতে পারছে? তিন চার পাঁচ বলতেই যা কাঁপুনি!

'শোনো।'

গগনবাবুর উত্তেজনাকে সে প্রশমিত হ'তে দিয়ে বললো, 'আরো উপরে তুলে দেবো আমি। আমি তোমাকে হাতে হাতে গুনে ছ'টি হাজার টাকা দিয়ে যাবো, ভেবে দ্যাখো, একসঙ্গে ছ'হাজার টাকা। তা দিয়ে তুমি কি না করতে পারো? সব সব পারো, রাতারাতি সব দুঃখ মুছে ফেলতে পারো। মৃত্যুর মুখ থেকে বাঁচাতে পারো স্ত্রীকে, সন্তানকে, ডুবে-যাওয়া নৌকো আবার টেনে তুলতে পারো তীরে। তারপর ফিরে আসবে মেয়ে, বিয়ে দেবে তাকে, সে সুখী হবে, ভুলে যাবে সব।'

গগনবাবু পাথর।

'আমি সময় দিচ্ছি তোমাকে, তুমি শুধু ভালো ক'রে ভেবে দ্যাখো। হ্যাঁ, আরো একটি কথা জানিয়ে যাই, এসব হচ্ছে রাজা-মহারাজার মেজাজ। আমার সাহেবটির নজর বড়ো ভীষণ নজর। তা থেকে নিস্তার পাওয়া সমুদ্র সাঁতরে পার হবার মতোই দুরূহ। একবার যখন কামনার আগুন জ্বলেছে দেহে, আর উপায় নেই চরিতার্থ না করা পর্যন্ত। হ্যাঁ, খোলাখুলিই বলছি তোমাকে। সেই অনল থেকে কিছুতেই রক্ষা পাবে না তোমার মেয়ে। কে বলতে পারে একদিন এসে যে কেউ তাকে চুরি করে নিয়ে যাবে না মুখে কাপড় দিয়ে? লোকলস্করের তো আর অভাব নেই। ভাত ছড়ালে কি কাকের অভাব, বলো? পাড়ার ছেলেরাই হয়তো পাঁচটা টাকার লোভে একদিন ঘর ভাঙবে তোমার। সর্বনাশ করবে। একটা মানুষকে তো আর তুমি সিন্দুকে তালা বন্ধ করে রাখতে পারবে না বারো মাস? কতো সময় কতো কাজে বেরুতে হবে তাকে। এই তো ধরো, কাল সন্ধেবেলা বসে-বসে বাসন মাজছিলো ঘাটে, কে ছিলো আশেপাশে? কেউ না! মতলবে থাকলে নির্জন জায়গায় পাওয়াই যাবে কোন-না-কোন সময়ে। সাহেব যে সেদিন মেয়েকে দেখলেন, তখন কি সে বাইরে ছিলো? সে কি মিটিং-এ গিয়েছিলো? মোটেই না। এই বেড়ার গেট

BanglaBook.org

ধরে ডাকছিলো ''চম্পা-চম্পা'' ব'লে। কে চম্পা তাও আমি জানি না। সাহেব যেতে যেতে ফিরে তাকিয়ে দেখেছেন। দেখেই বিগড়েছেন। উপায় নেই এখন তাঁর হাত থেকে ছাড়ান পাবার।'

'আমি পুলিসে খবর দেবো। আমি ধরিয়ে দেবো তোমাদের।'

কান্না ভুলে হঠাৎ হাতে ঘুষি পাকিয়ে চিৎকার করে উঠলেন গগনবাবু। প্রায় ঝাঁপিয়ে পড়েছিলেন আর-কি। পাঁকাল মাছের মতো বগলের তলা দিয়ে পিছলে দৌড় দিলো সে, একেবারে রাস্তার এপারে এসে গাড়ির হাতল ধরে দাড়ালো। গগনবাবুও মরিয়া হ'য়ে ছুটে এলেন 'তোমার টুঁটি ছিঁড়ে দেবো। যেন আর কখনও এসব পাপ প্রস্তাব নিয়ে ঘরে-ঘরে না ঘুরতে পারো।'

তাঁর উদ্যত রোষ থেকে নিজেকে বাঁচিয়ে মহিম ফট করে গাড়ির ভিতরে উঠে বসলো। মুখ বার ক'রে বললো,'টুঁটিই ছেঁড়ো আর পুলিসেই খবর দাও, জেনো লাভের মধ্যে একূল-ওকূল দু-কূলই যাবে। মেয়েও ঘরে থকবে না, টাকাটাও পাবে না। আবার এদিকে পুলিসের হাতকড়াটাও তোমার হাতেই পড়বে। ভিমরুলের চাকে খোঁচা দিলে দংশন সইতেই হবে। আচ্ছা, চলি। শোনো, যাবার আগে শেষ কথা ব'লে যাই, পুরো একসপ্তাহ সময় দিলাম তোমাকে, ভালো করে ভেবে দেখো, হাতে-হাতে ছ'য়ের পিঠে তিনটে শূন্য, একেবারে নগদ কড়-কড়ে। স্ত্রী বাঁচবেন, ছেলেমেয়েরাও বাঁচবে, ভাঙা ঘর নতুন হবে, বাচ্চাদের জামা-কাপড় লেখাপড়া—আর এই মেয়ের বিয়ের সময় আরও কিছু হাতে পাবে নগদে, এই আমিই আদায় ক'রে দেবো। বড়োজোর তিন সপ্তাহ—' গাড়িতে স্টার্ট দিলো রাখাল, শরীর এতোখানি ঝুঁকিয়ে মহিম গলা চড়ালো, মনে রেখো সাতদিন পরে, মঙ্গলবার রাত ন'টায় টাকা নিয়ে আমি ঠিক এইখানে এসে অপেক্ষা করবো—' কণ্ঠস্বর মিলিয়ে গেলো, হতভম্ব মূর্ছাহত গগনবাবুকে দাঁড় করিয়ে রেখে কোথায় চ'লে গেলো গাড়িটা। শুধু অনেক দূর পর্যন্ত পিছনের আলো দুটো অনেকক্ষণ দপদপ করলো। তারপর মিলিয়ে গেলো।

পুরোদমে গাড়ি চালাতে-চালাতে রাখাল বিরক্তস্বরে ব'লে উঠলো,'আপনি বেড়ো বোগ-বোগ গরেন মোসাই। দেকচেন স্সালা একেবারে রেগে কাঁই—'

'তুমি চুপ করো—'মহিম নাক দিয়ে একটা তাচ্ছিল্যের আওয়াজ বার করলো, 'ঐ ক-কে যারা গ বলে আর শ কে স, আর যেখানে-সেখানে চন্দ্রবিন্দু আর ড়, তাদের ঘটি মাথায় এসব বকবকানির অর্থ বোঝা সাধ্যে নয়। কী করে কাকে বশে আনতে হয়

BanglaBook.org

সেই মন্ত্র মহিম সরকারের কণ্ঠস্থ, বুঝলে?'

'যান যান মোসাই, কেবল ঘটি ঘটি করবেন না। সেই সোন্দা থেকে এক ফোঁটা গলায় পড়েনি। এক ঠাঁয় বোসে-বোসে শুধু মোসার কামড়! ওদিকে সারাদিন ঘুরচি তো ঘুরচি।'

'না ঘুরলে কি পেতাম?'

'না ঘুরলে কি পেতাম?' মুখে-মুখে ভ্যাংচালো রাখাল, 'কী পাওয়াটা পেলেন সুনি? কী দোরগার এতো খোসামোদে? ঐ যে-কোনো একটা মেয়েছেলেকে ধ'রে নিলেই তো সোব ল্যাঠা চুকে যেতো।'

'চুকতো না হে চুকতো না।'

'রেখে দিন ওসোব বাজে কথা। মেয়েমানুষের শরীর, তা এটাও যা ওটাও তা। ঐ সব শেয়ালের এক রা।'

'তোমার মতো গর্দভের কাছে তাই, আমার মনিবের কাছে নয়। তাই যদি হবে তাহলে তোমার সঙ্গে তার আর তফাত হবে কেন? নুন-লবণ জ্ঞান হওয়া চাই, বুঝলে?'

'রেখে দিন, রেখে দিন।'

'রাখাল', গলায় রস ঢাললো মহিম, 'বলো তো দেখি, এই মেয়ে নিয়ে গিয়ে যখন দাঁড়াবো সাহেবের কাছে, কী হবে তখন?'

'আপনার পিণ্ডি হবে।'

'পিণ্ডিই হবে। সখারাম ঘুরে বেড়াচ্ছে না? নৃপতি পোদ্দার ঘুরে বেড়াচ্ছে না? পেয়েছে কেউ? পেলেও পারতো এরকম পটাতে? জানো না তো এরা কারা? সিংহের ঘরে শেয়াল ঢুকেছে। আহা, কী থেকে কী!'

'দেখবেন মোসাই, কুমিরের চোখে আবার জল না বেরোয়।'

মহিম সরকারকে টেক্কা দেবে এমন বান্দা কেউ নেই এ তল্লাটে। লাভের অঙ্কটা শুনবে নাকি? তার উপরে বকশিশ।' মুখটা রাখালের কানের কাছে আনলো মহিম।

এক ঝটকায় মুখটা সে সরিয়ে নিলো, 'উঃ। মুখে কী গন্দো মাইরি!'

এ-কথায় একটুও দুঃখিত হলো না মহিম। হেসে বললো, 'দেবো, দেবো, তোমাকেও ভাগ দেবো। ক'দিন ধরে খোঁজাখুঁজিতে তোমার উপরেও তো কম খাটুনি যাচ্ছে না? কিন্তু একটা কথা বলতে ভুলে গেলাম।'

'কী?'

'হঠাৎ এমন শিং বাগিয়ে এলো যে—নইলে যা সব উপমা দিতাম মহাভারত থেকে—'

'মহাভারত?'

'তুমি তো একেবারে রামপণ্ডিত। মহাভারতের নামও বোধহয় জানো না।'

'না জানি না। সব আপনি জানেন।'

BanglaBook.org

'পড়েছো মহাভারত?'

'বলুন না কি বলবেন।'

'মহাভারতের চাঁই-চাঁই সব ছেলেমেয়েদের নাম জান? যেমন ধরো কুন্তী, দ্রৌপদী—'

'সব জানি।'

'তাহ'লে বলো দেখি, কুন্তী, ক'জনের সঙ্গে শুয়েছে?'

হঠাৎ অন্ধকারে দাঁত বার করে হেসে ধেললো রাখাল। গদগদ স্বরে বললো, 'ক'জনের সোঙ্গে সরকারমোসাই?'

'ভেবে দ্যাখো, যুধিষ্ঠির হলেন ধর্মের পুত্র, ভীম পবনের, অর্জুন ইন্দ্রের।'

'তার মানে তিনজন?'

'হ্যাঁহ্।'

'বাঃ, খ্‌খোব মজা।'

'তারপর কুন্তীর সতীন মাদ্রী?'

'সেও তাই নাকি?'

'তাছাড়া কি?'

'ক'জনের সোঙ্গে?'

'দু-জন। নিজের স্বামী আর স্বর্গের ডাক্তার অশ্বিনী—নকুল-সহদেব কার ছেলে?'

'বা-বা—'

'তবে কুন্তীর কাছে কিছু না।'

'তা সোত্যি। কুন্তী হ'লো গিয়ে তিনজন—'

'তিনজন কী হে? কুন্তীর তো কুমারী অবস্থা থেকেই এরকম। সূর্যের ঔরসে কর্ণ হ'লো না?'

'তাই নাকি?'

'আবার কী?'

'কেয়া তোফা—'

'তারপর তোমার গিয়ে শান্তনু রাজার বউ সত্যবতী!'

'সে আবার কী করলো?'

'বিয়ের আগে পরাশরের সঙ্গে!'

'তাই নাকি?'

'হ্যাঁ এঁ— এঁ— এঁ—'

'তারপর, তারপর?'

'তারপর গিয়ে তোমার দ্রৌপদী!'

'কজনের সঙ্গে?'

'পাঁচজন! পঞ্চপাণ্ডব! পাঁচজনের পাঁচটা ছেলে হলো।'

BanglaBook.org

রাখাল একেবারে হাসতে হাসতে ম'রে গেলো। মহিমও হাসলো।

'বুঝলে রাখাল, এসবই বলা হ'লো না গগন হালদারকে। উপমা হিসেবে একেবারে থান ইট। বলতাম, আরে বাপু, তোমার মেয়ে তো আর মহাভারতের মেয়েদের চাইতে উৎকৃষ্ট নয়! আর তুমিও কিছু সেইসব মহাপুরুষদের চাইতে মহৎ নও। যেমন কুন্তী বললো, পাঁচ ভাইয়ে ভাগ করে নাও, ব্যস, অমনি বউ নিয়ে কাড়াকাড়ি। গুরুজনে বললে আবার দোষ কী? আগে গুরুজনরা আদেশ দিলে সব মেয়েকেই সব করতে হ'তো। মেয়েরা তো গরু। নইলে কি দ্রৌপদী অর্জুনকে ছাড়া আর কারো গলায় মালা দেয়? অর্জুনের বউ হয়েই তো এসেছিলো। কিন্তু কুন্তী বললো—'

'স্বামী করতে হবে পাঁচজনকেই, হ্যাহ্ হ্যাহ্ হ্যা, লেস্‌সালা, কলজের জোর আছে মেয়েছেলেটার। তা জাই বলিস মহিমদাদা—' বোঝা গেলো এসব কথায় আবেগ উঠে গেছে রাখালের, 'ছিলো বটে সেসোব দিন! এখনকার মেয়েছেলেগুলো যেন সোব পিরিং পিরিং করে। আরে বউটা যে বউটা, সেটা পর্যন্ত মুখ ঝামটা দিয়ে সোরে সোয়। মাগীর তেজ কতো, বলে, খেতে দিতে পারবে না, পরতে দিতে পারবে না, সুধু-সুধু ছেলে বানাবার গোঁসাই। সোন, কথা সোন।'

'তার মানে, গগন আদেশ করলে তার বউ হোক মেয়ে হোক—'

'সুতে বাধ্য, তাই না?'

'নিশ্চই। আর কুমারী অবস্থায় মা হ'য়ে কুন্তী-সত্যবতীর যদি আবার বিয়ে হ'তে পারে—মজা দ্যাখো রাখাল, দু-জনেরই দুটো ছেলে আছে আগের।'

'তাই তো।'

'একেবারে কুমারী অবস্থার ছেলে। অথচ আবার বিয়ে করলো, আবার ছেলেপুলে হ'লো।'

'আঃ, কী সব দিনকাল ছিলো। কোথায় গেলো সেসোব!' 'রাখাল দীর্ঘশ্বাস ছাড়লো, 'আর এখোন? বেটীগুলোর পয়সার কী খামতি রে বাবা।'

'তারপর তোমার গিয়ে শান্তনুর দুই ছেলের বিধবা বউ দুটো? আরে, ঐ যে পাণ্ডু আর অন্ধ ধৃতরাষ্ট্রের মা—কী যেন নাম?'

'নামে আর কাম নেই, সোবার কথা ব'লে দিন—'

'পাণ্ডু হ'লো কেন? পাণ্ডু অর্থ জানো তো? হলদে! ব্যাসদেব যখন দাঁড়ি-গোঁফের জঙ্গল আর গায়ের দুর্গন্ধ নিয়ে এসে বিছানায় উঠলেন, একটা বউ ভয়ে হলদে হয়ে গেলো। ছেলেও অমনি শোঁটা মেরে গেলো। আর একটা বউ ভয়ে চোখ বুজলো, অমনি ছেলে অন্ধ হ'লো। অর্থাৎ ব্যাসদেব রেগে অভিশাপ দিলেন। অর্থাৎ এটাই প্রমাণ করলেন মেয়েরা গরু। তাদের কোনো পছন্দ-অপছন্দের কথা থাকবে না। যে পুরুষ যখন চাইবে—'

'অর্থাৎ সুতে চাইবে—' টাগরায় জিব দিয়ে টকটক শব্দ করলো রাখাল— কাকে চাপা দিতে-দিতে ব্রেক কষলো।

BanglaBook.org

আজ মঙ্গলবার। সেই মঙ্গলবার! ঠোঁট নেড়ে নেড়ে বিড়বিড় করছিলেন গগনবাবু। রোদ চড়ে গেছে অনেক, অনেক বেলা হয়ে গেছে, সেদিকে তাঁর খেয়াল হ'লো না। কী ভাবতে ভাবতে তিনি মোহের মতো কোন দিকে পা বাড়ালেন।

ছয়ের পিঠে কটা শূন্য? ভুরু কুঁচকে নিঃশব্দে কাকে যেন জিজ্ঞেস করলেন। একটা? মানে ষাট? ষাট টাকা। না, ষাট টাকাও আমি অনেক দিন একসঙ্গে চোখে দেখিনি। কী? একটা শূন্য নয়? দুটো? দুটো শূন্য? ছ'য়ের পিঠে দুটো শূন্য? ছ'শো? ছ'শো টাকা। সে যে অনেক। কবে দেখেছি অতো টাকা? মনে পড়ছে না। কী একটা ধুধু স্বপ্নের মতো, ধোঁয়ার মতো স্মৃতি কুয়াশা ঘন থেকে ঘনতর হচ্ছে শুধু। অ্যাঁ! তাও নয়? দুটো শূন্য নয়? তিনটে? তিনটে? তিনটে? এক শূন্য! দুই শূন্য! তিন শূন্য! সত্যি! সত্যি! সত্যি! তার মানে ছ' হা-জা-র টাকা? মাত্র তিন সপ্তাহের রোজগার? তারপর ঘরের মেয়ে আবার ঘরে ফিরে আসবে? আর তার বিনিময়ে বেঁচে উঠবে সব? মরা গঙ্গায় আবার বান ডাকবে; শুকনো ডালে পাতা গজাবে? ফুল ফুটবে, পাখি বসবে?

আমি ডাক্তার নিয়ে আসবো, আমি ওষুধ আনবো, পথ্য আনবো। লক্ষ্মী! আমার প্রিয়তমা! দেখতে দেখতে তুমি সেরে উঠবে? পার্থ! আমার বুকের পাঁজর! দেখতে দেখতে তোর ধিকিধিকি প্রাণের সাত বছরের মরা কলজেটা আবার দুলতে থাকবে সজোরে? সত্যি? সব সত্যি? কী ভীষণ কথা! কী অবাক করা কথা! কী ভয়ংকর দাম! সেই যে কবে কোন রাজা স্বপ্ন দেখেছিলেন ছেলে কেটে রক্ত দিলে জল থইথই ক'রে উঠবে নির্জলা অভিশপ্ত দীঘিতে, এক প্রাণের বিনিময়ে বেঁচে যাবে সহস্র প্রাণ, সেই স্বপ্নই তো আর এক চেহারায় বাস্তব হ'য়ে উঠেছে তার জীবনে। শুধু কী লক্ষ্মী আর পার্থ? মালতীই কি বাঁচবে না? তাকে আমি নিয়ে যাবো বড়ো সার্জেনের কাছে। ভাঙা পা জোড়া লাগবে। ও আবার উঠতে পারবে, ফিরে পাবে মানুষের জীবন। উপযুক্ত খাদ্যে বস্ত্রে জোয়ার আসবে বালিকা হয়ে থাকা স্তব্ধ দেহে। হাসি ফুটবে মুখে। চম্পাকেও ভর্তি ক'রে দেবো স্কুলে, ওর বেকার মন কাজ পেয়ে ভুলে যাবে বাইরের কথা। আর চামেলি? আহা চামেলি! ঠিক যেন তার দিদি। কী বুদ্ধি, কী সহানুভূতি, কী তুখোড়! ওকে আমি অনেক দূর পর্যন্ত পড়াবো। ও একটা মানুষের মতো মানুষ হবে। তারপর আরো পাঁচটি সন্তান, অতীতের সেইসব শান্ত বাধ্য ভদ্র ছেলেরা! তারা আবার আগের সহবত ফিরে পাবে। শীতে গ্রীষ্মে নিরাবরণ দেহে আবরণ উঠবে আবার, ফেটে-যাওয়া কচি পায়ে জুতো মচমচ করবে, বই বগলে আবার পড়তে যাবে, ঠিকমতো ফিরে আসবে ঘরে, খাবে, খেলবে, যার-যার নামের মহিমায় একদিন তেমনি মহিমান্বিত হ'য়ে উঠবে।

ওদের সকলের জন্মের কথা মনে প'ড়ে যাচ্ছে আজ। একে একে এসে কেমন ভরে ফেললো বাড়িটা। ভ'রে ফেললো মন-প্রাণ। পার্থ তো এই সেদিন জন্মালো। মাত্রই সাত

BanglaBook.org

বছর আগের কথা। মানদা দাসী যে শাঁখ বাজালো গলা ফুলিয়ে সে শব্দও তো কান পাতলে শুনতে পান গগনবাবু। বউদিরা এলেন রাজারদেউড়ি থেকে, বাবা সন্দেশ খেতে টাকা দিলেন সকলকে, ঢাকার সবচেয়ে বড়ো গাইনোকোলজিস্ট কড়কড়ে তিনখানা একশো টাকার নোট পকেটে নিয়ে উঠলেন গিয়ে ফিটনে। ঢাকার বড়োলোকদের মহাযান। মোটর তো ছিলোই না মোটে। যাদের ছিলো তাদের হাতের এক আঙুলে গোনা যায়। যেমন ঢাকা কলেজের প্রিন্সিপাল মৈত্রসাহেবের একখানা, ম্যাজিস্টেটের একখানা, ব্যরিস্টার পি কে দাশের একখানা—পি.কে.দাশের সুন্দরী সুন্দরী তিনটি মেয়ে ছিলো। দুজন সেই মোটরে চড়ে বিশ্ববিদ্যালয়ে পড়তে আসতো। একজন বি এ, একজন এম এ। ছেলেরা পাগল পাগল হ'য়ে উঠতো তাদের দেখলে। শহরের লোক সবিস্ময়ে তাকিয়ে থাকতো। পেটকাটা, হাতকাটা জামা, খাটো চুল, ঠোঁটে-মুখে রং, আবার মাঝে মাঝে নাকি গাড়ির ভিতরে বসে সিগারেটও খেতে দেখেছে কেউ-কেউ। লম্বা লম্বা আঙুলের লম্বা নখে লাল টুকটুকে পালিশ, সেই আঙুলে ধরা সিগারেট। তবে কেন তাকিয়ে থাকবে না? এর চেয়ে বেশি রোমাঞ্চকর ঘটনা আর কি বেশি ঘটতো সেই শহরে?

ওরা থাকতো নীলক্ষেতের এক মস্ত একতলা বাড়িতে। বারান্দায় বসে-বসে চা খেতো, আড্ডা দিতো! কখোন লনেও বসতো সবাই গোল হ'য়ে, কুটকুট করে সরু গলায় হাসতো। ছেলে বন্ধুর সঙ্গে ভাব করতে ওদের লজ্জা বা সংকোচ কিছুই ছিলো না। তাই নিয়ে কী টিটি। ছেলেগুলো সাইকেল নিয়ে আশিবার চক্কর দিতো পাড়াটা। ঐ আভাসে ইঙ্গিতে যতোটুকু দেখা যায়, পাওয়া যায়।

টিকাটুলি থেকে নীলক্ষেত সোজা দূর নয়। গগনবাবু কখনো দ্যাখেননি সেসব। ওরাও যেমন এ-পাড়ায় আসতো না, ইনিও তেমন ও-পাড়ায় যেতেন না। কিন্তু গল্প শুনে শুনে সব মুখস্থ হ'য়ে গিয়েছিলো। চেহারাটা চিনতেন, মিলিয়ে নিতেন মনে মনে। সবাই যখন নিন্দের বান ডাকতো, তর্ক করতেন সমানে। তাঁর ভালো লাগতো ওদের জীবন-যাপন পদ্ধতি। শখ হ'তো সেভাবে থাকার। ভবিষ্যতের ছবি আঁকতেন সেভাবে। যখন তাঁর মেয়েরা বড়ো হবে, তাদের তিনি সেভাবেই মানুষ করার কথা ভাবতেন।

যদি স্বাধীনতার সেই ভয়ংকর বলি হ'তে না হ'তো তাহ'লে এতোদিনে যে তাঁর সেই সাধ পূর্ণ হ'তো না, কে বলতে পারে। কিন্তু হ'লো না। হ'লো না। কিচ্ছু হ'লো না। আগ্রহ, মেধা, রুচি, চেহারা সব নিয়ে শুধু ভিক্ষুক হ'লো ওরা। তিনি কাঙাল হলেন। সবরকমে কাঙাল।

হাঁটতে-হাঁটতে বাড়ি ছাড়িয়ে অনেকটা দূরে, শ্যাওলা আর জঙ্গলে ভরা একটা ভাঙা মন্দিরের কাছে এসে দাঁড়ালেন তিনি। বসলেন সিঁড়িতে। মন্দিরের ফাটলে-ফাটলে বটগাছের শিকড়, ঠিক যেন মা হ'য়ে আঁকড়ে ধরেছে। মন্দিরটা যে তার ধ্বংস থেকে বেঁচে সোজা দাঁড়িয়ে থাকতে পারছে, তার কারণই ঐসব শিকড়ের স্নেহ। একদৃষ্টে তাকিয়ে-তাকিয়ে দেখতে লাগলেন সেসব। তারপর সহসা বুক ভ'রে কান্না এলো তাঁর। তিনি সহ্যের

BanglaBook.org

শেষ সীমা অতিক্রান্ত হ'য়ে দু-হাতে মুখ ঢেকে সেই ভয়ানক নির্জন নিঃসঙ্গ বনে ব'সে ব'সে শব্দ করে কাঁদতে লাগলেন। তারপর কখন যে ঘুমিয়ে পড়লেন অথবা কিছুক্ষণের জন্য চেতনা হারালেন কখন যে মাথার উপর দিয়ে ঝাঁ ঝাঁ রোদ তার প্রচণ্ড তাপ শেষ ক'রে গড়িয়ে দিলো বেলা, কখন অন্ধকার নামলো কিছুই তিনি টের পেলেন না। যখন সচেতন হ'য়ে উঠে দাঁড়ালেন, পা বাড়াতে গিয়েও দাঁড়িয়ে থাকলেন চুপ ক'রে। বাড়ি ফিরতে তাঁর ভয় করছিলো। অনেক ধরনের ভয়। প্রথম ভয় ফিরে গিয়ে স্ত্রী আর ছেলেকে দেখবেন কি না; প্রাধান ভয়, নিজেকে সংবরণ করতে পারবেন কি না।

আজ মঙ্গলবার।

গগনবাবু সারাদিন ফিরলেন না বটে, কিন্তু অতসীর সারাবেলা যে কীভাবে কাটলো সে-কথা শুধু সেই জানলো। তার রান্না রইলো না, শুধু ঘর-বার করতে-করতেই পায়ের দড়ি ছিঁড়ে গেলো। পার্থর জ্বর উঠেছে একশো চার, তাকে সরিয়ে এনেছে বাবার বিছানায়, বারে-বারে ধুয়ে দিচ্ছে মাথা, গা মুছিয়ে দিচ্ছে, তাপ কমাবার যতোটুকু জ্ঞান তার সঞ্চিত আছে পাগলের মতো তাই করে যাচ্ছে। ভাই-বোনদের দিকবিদিকে ছুটিয়ে দিয়েছে বাবাকে খুঁজে আনতে। গা মুছে-মুছে পার্থর জ্বর যদি-বা নিচের দিকে নামলো, বেলা পড়ে আসার সঙ্গে সঙ্গে নিস্তেজ হ'য়ে পড়তে লাগলেন লক্ষ্মী। তিনি স্বামীকে খুঁজলেন, ছেলেমেয়েদের খুঁজলেন, মূর্ছা গেলেন দু-বার—মাকে যে কী প্রক্রিয়ায় সারিয়ে তুলবে বুঝতে পারলো না অতসী। ভাই-বোনদের মুখ শুকিয়ে গেলো। কেউ আর বাড়ি থেকে এক-পা বেরুচ্ছে না, এক পা নড়ছে না মায়ের তপ্তপোশের ধার থেকে। এদিকে জ্বর ছেড়ে দিদিকে আঁকড়ে ধরেছে পার্থ, ছাড়তে চাইছে না এক মুহূর্তের জন্য। তার উপরে টেলিফোনবাবু কৈলাস বিশ্বাসের ঘরে গানবাজনার আসর বসলো। হারমোনিয়ামের প্রবল শব্দের সঙ্গে তার নতুন বড়োলোক শালার উদাত্ত কণ্ঠের আধুনিক গান সমস্ত পাড়া প্রকম্পিত ক'রে তুলেছিলো, মা-ও কেঁপে-কেঁপে উঠছিলেন সেই প্রচণ্ড আওয়াজে, মনে হচ্ছিলো এই বুঝি হৃদযন্ত্রের ক্রিয়া বন্ধ হ'য়ে যায়।

এই গায়কটিকে অতসী চেনে। অতসীর প্রতি এক অত্যুৎসাহী যুবক। গানটাও বোধহয় সেই উদ্দেশ্যেই গীত হচ্ছিলো। প্রায়ই আসে, এটা ওর দিদির বাড়ি। ঠিকাদারি ক'রে কিছু কাঁচা পয়সা এসেছে হাতে। এলেই খুব খাওয়া দাওয়ার ধুমধাড়াক্কা হয়, আজ মাংস নিয়ে আসে তো কাল রুই-কাতলা, পরের দিন হয়তো হাঁড়ি ভর্তি দই-মিষ্টি। এ-পথ দিয়ে ঘুরে যায় বাজার নিয়ে। ক্রীং-ক্রীং সাইকেলের বেল বাজিয়ে অবহিত করে গৃহস্থদের। আর সেই সঙ্গে এইসব হইচই। অতসী যে কী করবে, কোন দিকে যাবে, ভেবে পাচ্ছিলো না। শুধু তো মা আর ভাই-ই নয়, বাবার চিন্তাতেও সে পাগলের মতো হ'য়ে উঠছিলো ভিতরে ভিতরে। অথচ প্রকাশ করার উপায় নেই। সকলের কাছে এমন ভান করতে হচ্ছে যেন বাবার এরকম একটা অনুপস্থিতির কথা আগে থেকেই জানতো সে! ভাই-বোনদের ব্যাকুলতা কমাবার জন্যও, আর মার জন্য তো বটেই। মা জানেন বেলা এগারোটায় স্নান করতে গিয়ে রাত প্রায় ন'টার মধ্যেও ফেরেননি তাঁর স্বামী, তা'হলে কি তিনি আর

BanglaBook.org

এক মুহূর্তও বাঁচবেন? সেই উদ্বেগ, দুশ্চিন্তা সহ্য করার ক্ষমতা তাঁর কোথায়?

কিন্তু গগনবাবু এলেন। রাত্রির অন্ধকারে নিঃশব্দ পায়ে এসে ঘরে ঢুকলেন।

বাড়িটা থমথম করছিলো। ঘরের চারদিকে তাকালেন তিনি, বড়ো ছেলে দু-জনকে বাদে সব-ক'টি সন্তানকেই দেখলেন ব'সে আছে মাকে ঘিরে, নিশ্চয়ই তাঁকে খুঁজতে গেছে ব'লে তারা এখানে অনুপস্থিত। প্রত্যেকের মুখই কান্নায় ভেজা। চম্পা বসেছে শিয়রে, তার হাতে পাখা। এই মুহূর্তে দুঃসহ বেদনা ছাড়া আর কিছু লেখা নেই তার চেহারায়। মনে হচ্ছে মাকে ফেরত পেলে জীবনের সবকিছু সে পণ রাখতে রাজি। মালতীর তেমনি অদ্বিতীয় ভঙ্গি, তেমনি তাকিয়ে আছে স্থির হ'য়েও শুধু চোখ দুটো খুব বড়ো-বড়ো দেখাচ্ছে। যেন একটা অদ্ভুত অপেক্ষায় কাঁপছে থর থর ক'রে, বাঁ পাখানা তেমনি সামনের দিকে ছড়ানো। চামেলি মুখ গুঁজে আছে হাঁটুতে, থেকে-থেকে ঝেঁকে উঠছে পিঠটা। অর্জুনও জানলায় দাড়িয়ে কাঁদছে হেঁচকি তুলে তুলে, সবু ঘুমিয়ে আছে মাটির উপর গড়িয়ে। অতসী চামচ দিয়ে পার্থকে কী খাওয়াচ্ছে নিচু হ'য়ে।

প্রথমে সেই বাবাকে দেখলো, ব্যস্ত পায়ে ছুটে এলো কাছে, তার ঠোঁট দুটো কাঁপতে লাগলো কান্না থামাবার অক্লান্ত চেষ্টায়। ইশারায় সে মায়ের কাছে যেতে বললো। গগনবাবু বুঝলেন, সময় হ'য়ে এসেছে। একটু এগিয়ে গিয়ে তিনি স্ত্রীর প'ড়ে-থাকা হাতটা ছুঁলেন, সহসা ভরা জীবনের সদ্য প্রেম অনুভব করলেন বুকের মধ্যে। মনে হলো, সন্তানরা যদি তাঁর পাঁজর, এই মানুষটা তাঁর হৃৎপিণ্ড। সেই হৃৎপিণ্ডেই টান ধরলো তাঁর। পার্থর দিকে তাকাতেও ভুলে গেলেন। ছটফট ক'রে স'রে এলেন এদিকে, এলেন দরজার বাইরের বারান্দার অন্ধকারে। কয়েকটা বড়ো-বড়ো মশা একসঙ্গে আক্রমণ করলো মুখের উপর, খেজুর পাতায় বাতাস বয়ে গেলো শব্দ ক'রে, তিনি দু-হাতে বুকটা চেপে ধ'রে মোচড়াতে লাগলেন সারা শরীরে।

অতসী এলো। অশান্ত গলায় বললো, 'বাবা, একজন ডাক্তার, একজন ডাক্তার, যে ক'রে হোক একজন ডাক্তার নিয়ে এসো তুমি—' তার গলা বুজে-বুজে যাচ্ছিলো কান্নায়।

সারা শরীরে চমকে উঠে গগনবাবু বললেন, 'ডাক্তার? তুই ডাক্তার আনতে বলছিস? ডাক্তার এলে ভালো হবেন তোর মা?'

'নিশ্চয়ই। নিশ্চয়ই।'

'আর পার্থ?'

'দু-জনের জন্যই এই মুহূর্তে একজন ডাক্তার দরকার, কতোদিন এক ফোঁটা ওষুধ পড়েনি, কতোদিন—কতোদিন—কতোদিন—' অতসী কথা বলতে পারছিলো না।

মেয়ের মুখের উপর থেকে চোখ সরিয়ে নিয়ে পিছনে ফিরে দাঁড়ালেন গগনবাবু।

'সারাদিন তুমি, তুমি কোথায় ছিলে বাবা? কী যে গেছে—'

'তাহ'লে বলছিস, একজন ডাক্তার আনা উচিত? তা যে ক'রেই হোক?'

'যে ক'রেই হোক। হাতে পায়ে ধ'রে—'

'তবে চল।'

BanglaBook.org

'আমি!'

'তুই না গেলে ডাক্তার আসবে কেমন ক'রে? কেমন ক'রে ওরা ভালো হবে, বেঁচে উঠবে?'

'কিন্তু—'

'দেরি করিস না, সময় নেই হাতে।'

'ওদের রেখে দু-জনেই বেরিয়ে যাবো?'

'কিছু হবে না।'

বাবার উদ্‌ভ্রান্ত মূর্তি, অসংলগ্ন কথা এসব ছাপিয়ে অতসী যেন হঠাৎ বুঝতে পারলো, তিনি কী বলতে চাইছেন। তার মনে হ'লো, বাবা যা পারবেন না, সে তা পারবে। মায়ের জন্য, ভাইয়ের জন্য, সে যদি গিয়ে কোনো ডাক্তারের পা জড়িয়ে কেঁদে পড়ে তাহ'লে কি তিনি না এসে পারবেন? হাজার হোক একটা মানুষই তো। তাছাড়া সে একজন মেয়ে, বাবার চেয়ে তার উপরই হয়তো বেশি দয়া হবে। আর কোন কথা বললো না, তাড়াতাড়ি ঘরে গিয়ে খাটের তলা থেকে রবারের স্যান্ডেলটা পায়ে দিয়ে বেরিয়ে এসে বললো, 'চলো'। মুখ ফিরিয়ে ঘরের ভিরে তাকালো একবার, ইশারায় চম্পাকে ডাকলো, ফিসফিস ক'রে বললো,'শোন, শিবু আর কানাই বাবাকে খুঁজতে গেছে, এলে বলিস, বাবা এসেছেন। পার্থকে দেখিস। মাকে একটু একটু ক'রে জলটা খাইয়ে দিস, গলায় ঠেকে না যেন। আমি এখুনি আসছি ডাক্তার নিয়ে।'

চম্পা মুখ নিচু ক'রে মাথা নাড়লো। অতসী তার গালে হাত বুলিয়ে দিয়ে বললো, 'ভয় পাস না, কেমন?'

গগনবাবু হনহন ক'রে হাঁটছেন, পেছনে অতসী। কারো মুখে কথা নেই কোনো। লক্ষ্য শুধু গন্তব্য। বড়ো রাস্তা দু-মিনিটের পথ। পৌঁছুঁতে দেরি হ'লো না। নির্জন রাস্তা তেমনি ফিতে হয়ে পড়ে আছে আলোর তলায় প্রশস্ত অজগরের মতো। গগনবাবু এদিক-ওদিক তাকালেন। গাছের আড়ালে ঠিক দাঁড়িয়ে আছে গাড়িটা, পা-দানিতে পা রেখে বিড়ি টানছে মহিম।

গগনবাবুকে দেখেই দৌড়ে এলো, পকেট থেকে একতাড়া নোটের বান্ডিলটা এগিয়ে ধরলো, ত্রস্ত কণ্ঠে বললো, 'গুনে নাও, ছ'হাজার! ফিরে আসবে এক মাসের মধ্যে।'

গগনবাবুর হাত কাঁপছিলো, জ্ঞান হারিয়ে যাচ্ছিলো, পিছন থেকে যখন অতসী এগিয়ে এলো সামনের দিকে, তখন তিনি ত্রিভুবন অন্ধকার দেখলেন। একটা গর্জন ক'রে এক মোচড়ে গাড়িটা রাস্তার ও-পিঠ থেকে এ-পিঠে ঘুরিয়ে আনলো রাস্তার একেবারে অতসীর পায়ের কাছে। মহিম সরকার আর একপলক দেরি করার অবকাশ দিলো না। গগনবাবু 'না না না' বলে চিৎকার করে উঠলেন। ততোক্ষণে অতসীকে মহিম এক ঝটকায় তুলে নিলো গাড়িতে। নিঃশব্দ হরিণ বাঘের থাবার ঘায়ে উলটে পড়ে গেলো সিটের উপরে। কারা যেন জাপটে ধরলো তাকে।

BanglaBook.org

দ্বিতীয় খণ্ড

The Online Library of Bangla Books
BanglaBook.org

গল্পটা এখানেই শেষ হ'য়ে যাওয়া উচিত ছিল। একটা প্রকাণ্ড অনড় অভঙ্গুর শক্ত অটুট পাথরকেও ঠুকতে-ঠুকতে তার অবস্থার বিপর্যয়ের সুযোগে ভেঙেচুরে টুকরো-টুকরো ক'রে কেমন নিঃসীম নরকে নিক্ষেপ করা যায়, তার এমন উৎকৃষ্ট উদাহরণ আর কী হ'তে পারে?

কিন্তু এটা গল্প নয়, জীবন। আমার সুবিধেমতো আমি একে কেটেছেঁটে বাদ দিয়ে একটা নির্দিষ্ট পরিণতিতে এনে সমাপ্তি ঘটাতে পারি না। আর পারি না ব'লেই তারও পরে আরো কোনো-একটি অধ্যায় উদঘাটিত হ'য়ে আমার চোখের সামনে। আমি দেখলাম কলকাতার বিশিষ্ট নাগরিক, বিশিষ্ট ধনী, যুগপৎ খ্যতানামা দেশসেবক ও দুর্দান্ত সাহেব নীলেন্দুনারায়ণ মিত্র তথা মিস্টার মিত্র তাঁর এলগিন রোডের একশোফুট রাস্তা-জোড়া বিশাল পৈতৃক প্রাসাদের দোতলার মর্মর বারান্দায় এমাথা-ওমাথা ক্ষিপ্রপদে পাইচারি করতে-করতে হঠাৎ থেমে গেলেন।

এতোক্ষণে তাঁকে অতিরিক্ত অসহিষ্ণু, অধীর এবং জ্বলন্ত মনে হচ্ছিলো। মনে হচ্ছিলো, একটা ভয়ংকর অপেক্ষার চাপে ক্রমশই তাঁর ক্রোধ, জেদ, অহংকার তাঁকে উন্মত্ত ক'রে তুলেছে। এই প্রান্ত থেকে ঐ প্রান্ত পর্যন্ত লম্বা বারান্দাটা যেন তিনি ফাটিয়ে ফেলতে চাইছিলেন তাঁর প্রচণ্ড পদপাতে।

দেউড়ির পেটাঘড়িতে রাত সাড়ে-ন'টা বাজার সময়-সংকেত হ'লো। বারান্দার জলতরঙ্গ ঘড়িটাও গান গেয়ে উঠলো মুহূর্তের জন্য। তার পরেই দেখা গেলো পাথরের নুড়িতে শব্দ তুলে মিস্টার মিত্রর তিনখানা গাড়ির কালো 'মেজ' গাড়িখানা ফটকের ভিতরে ঢুকছে। সেই দিকে তাকিয়েই থেমে গেছেন তিনি, তাকিয়ে আছেন স্থিরদৃষ্টিতে। তাঁর গায়ের কালো হলুদ লাল সবুজ মেশা ছোপ-ছোপ দামী জাপানী সিল্কের কিমোনোর ঝুল বাতাসে ফুলে-ফুলে উঠছে পালের মতো। যেন তাঁরই মনের প্রতীক।

এটা তাঁর খাবার সময়। ঠিক সাড়ে-ন'টা বাজার সঙ্গে-সঙ্গেই তিনি তাঁর বিলিতী প্রথায় সুসজ্জিত খাবার ঘরে খেতে ঢোকেন। রাত্রিবেলা সাড়ে-ন'টায় দিনের বেলা দেড়টায়। একেবারে কলের নিয়ম। বয়-বেয়ারারা সন্ত্রস্ত হ'য়ে ওঠে তখন, হুকুম তামিলের অপেক্ষায় আগে-পিছে ছুটে আসে ভৃত্যের দল। পরিবেশনকারী প্রধান রাঁধুনিটি শাদা কোট গায়ে মাথায় পাগড়ি বেঁধে একেবারে ফিটফাট। উঁচু দামের মেট্রন মহিলাটিও আসে তদারক করতে। ধবধবে নরুনপাড় শাড়িতে ব্লাউজে চটিতে তাকে সম্ভ্রান্ত দেখায়। অবিশ্যি এমনিতেও সে অ-সম্ভ্রান্ত নয়। মহিলাটি মধ্যবয়স্কা এবং সুশ্রী। অল্প বয়সে বিধবা হ'য়ে

অনেক দুরবস্থার সঙ্গে ঘর করছিলো, অনেক লাঞ্ছনা-গঞ্জনার সঙ্গে নিত্য লড়াইতে প্রায় আত্মহত্যার ইচ্ছে দুর্বার হ'য়ে উঠেছিলো এমনি সময়ে বিজ্ঞাপন দেখে এই চাকরিতে এসে যোগ দেয়। তা এমন আজকের কথা কী। বছর ছ'সাত তো হবেই। এসেছিলো ভয়ে-ভয়ে, কিন্তু ভয়ের কারণ ঘটেনি কোনো। মিত্রসাহেবের সংসার-তরণীর হাল ধ'রে সে সসম্মানেই টিকে আছে। বারো মাস চাল-ডাল আর তেল-নুনের হিসেব করতে-করতে প্রায় গিন্নী হ'য়ে উঠেছে। মনিবটি প্রায়ই উধাও হন, কিন্তু তিনি থাকুন-না-থাকুন, তাঁর সাঙ্গোপাঙ্গের অভাব নেই। আমলা-ফয়লা উজির-নাজির কতো লোক যে পোষ্য, আজও তার হদিস ক'রে উঠতে পারেনি মেট্রন। আঁচলে চাবি বেঁধে ভাঁড়ার আটকায়। নইলে এ রাজাদের গোলাও ফুরিয়ে যেতো ব'লে তার বিশ্বাস। নিজের ঘর নেই, পরের ঘরেই টান পড়েছে, এখন এই ঘরই তার ঘর।

মিস্টার মিত্র এমনিতে, উদার চরিত্রের লোক, টাকাকড়ি বিষয়ে সম্পূর্ণ উদাসীন, সেবকদের প্রতিও দয়ার্দ্র, কিন্তু অত্যন্ত স্বেচ্ছাচারী। যেমনটি চান, ঠিক তেমনটি না হ'লেই সর্বনাশ। হুলস্থুল লেগে যাবে তক্ষুনি। এই রাজকীয় মেজাজটি রক্ষিত হ'লেই আর কোনো গোলমাল নেই। জেদ, মর্জি, মতলব এগুলো তাঁর পৈতৃক সূত্রে পাওয়া। যা চাই, তা চাই। ইচ্ছের উপর এই প্রচণ্ড আসক্তিও তাঁর পিতৃ-পুরুষের। শোনা যায়, মায়ের স্বভাব অতিমাত্রায় শীতল ছিলো, তাঁর চরিত্রের অধৈর্যহীনতাই ছিলো তাঁর বৈশিষ্ট্য। মেয়ে ছিলেন পণ্ডিতদের ঘরের, রূপের জোরে বিয়ে হয়েছিলো এখানে। কিন্তু সেই রূপের আগুন কেঁদে-কেঁদে ঘরের কোণেই নির্বাপিত হয়েছিলো। শুধু তার স্বাক্ষরটুকু রেখে গেছেন ছেলের মধ্যে। মিস্টার মিত্র তাঁর মায়ের স্বভাবের অধিকারী না হ'লেও আকৃতিতে সম্পূর্ণ মায়েরই প্রতিমূর্তি। তেমনি টকটকে গায়ের রং, নিখুঁত মুখশ্রী, সুঠাম শরীর। কল্পিত গন্ধর্বদের মতো সুপুরুষ। তাকানো, কথা বলা, হাঁটা-চলা—সমস্ত ভঙ্গিই এতে অচঞ্চল যে দেখামাত্র সম্ভ্রমের উদ্রেক হয়। বয়স পাঁচ বছর আগে তিরিশের ঘর ছাড়িয়েছে, পিতৃবিয়োগ হয়েছে প্রায় দশ বছর আগে, মা মারা গেছেন শৈশবে। অর্থাৎ প্রথম যৌবনের নির্বান্ধব অবস্থায় এই বিশাল সম্পত্তির অধিকারী হ'য়ে যতোদূর উচ্ছৃঙ্খল হ'তে পারেন ততোদূরই হয়েছেন। দেশ-বিদেশে, যত্র-তত্র তাঁর অবস্থান। একদা ব্যারিস্টারি পাস করেছিলেন, যতোদিন পিতা জীবিত ছিলেন, দেশে ফেরেননি, লন্ডন শহরে সেই পেশার বিনিময়ে চালিয়েছেন নিজেকে, নিজের উপার্জনেই কিস্তিতে ফ্ল্যাট কিনেছেন একটি, পিতার মৃত্যুর পরে দেশে ফিরলেও সেই ফ্ল্যাট তিনি বিক্রি ক'রে দেননি। দুই দেশই এখন তাঁর দেশ। ভাগাভাগি ক'রে এপারে-ওপারে ঘোরাফেরা করেন। এখনো বিয়ে করেননি, বিয়েতে তাঁর বিশ্বাস নেই, ভালোবাসা নামক শব্দটিতে তাঁর বিবমিষা। তিনি মনে করেন, বিভিন্ন মেয়েতেই তবু কিঞ্চিৎ বসন্তের আবেদন আছে, বিভিন্ন শরীরেই তবু কিছু রোমাঞ্চের সন্ধান পাওয়া যেতে পারে, কিন্তু বিবাহ? থুঃ।

কখনো-কখনো অবিশ্যি মনে হয়, যে-কোনো একটাকে বিয়ে ক'রে ফেলেন। বেশ

BanglaBook.org

বাড়িতে ঘরেতে থাকবে, গুছিয়ে-গাছিয়ে রাখবে, সেবা-দেবা করবে— বিশেষত অসুখ বিসুখ করলেই একজন এই ধরনের স্ত্রীলোকের অভাব তাঁকে কাতর করে। কিন্তু তারপরেই কী জানি কী ভেবে মনটা উদাস হ'য়ে যায়। মা নামক এমনিই একজন অপমানিত অসম্মানিত কোনো মহিলার ধুধু স্মৃতি বোধহয় সমস্ত বাধা ঠেলে উঠে আসে অবচেতনের অন্ধকার থেকে।

কোনো মেয়ের সংস্পর্শ ছাড়া কখনোই তিনি থাকতে পারেন না। কিন্তু তার মধ্যে বাছবিচার আছে, মনোনয়নের প্রশ্ন আছে। পনেরো বছর বয়স থেকে এই পঁয়ত্রিশ বছর পর্যন্ত কোনোদিন তিনি এই নিয়ম অথবা স্বভাব থেকে চ্যুত হননি। কখনো তিনি পাড়ায় যাননি, পথের দালালের কবলস্থ হননি। যে-মেয়ে বহুভোগ্যা, ভুলেও নজর দেননি তার দিকে। হাজার সুন্দরী হলেও উচ্ছিষ্ট ভেবে বর্জন করেছেন। তাতে তাঁর রুচি আহত হয়। অনেকগুলো শর্ত পূরণ না হ'লে নাকি তাঁর সম্ভোগ সম্পূর্ণ হয় না। তাই তিনি ঘরে ব'সে উৎকৃষ্ঠ দাম দিয়ে উৎকৃষ্ট জিনিসের সন্ধান করেন। ভদ্রঘরের কুমারী মেয়ের উপরই তাঁর প্রথম পক্ষপাত। যে-ক'দিন ভালো লাগে সযত্নে রেখে দেন, তারপর আর ফিরে তাকান না। আপাততত ঝোঁক পড়েছে রিফিউজি মেয়েদের উপর। এক অদ্ভুত ধারণা হয়েছে স্বদেশে-বিদেশে এ-পর্যন্ত যতো মেয়ে তিনি কাছে পেয়েছেন, এদের মতো সরল, ভীরু, পবিত্র এবং কৃত্রিমতাবর্জিত মেয়ে নাকি খুব কম দেখেছেন। হয়তো ঠিক, হয়তো নয়। বড়োলোকের খেয়াল, যখন যেদিকে ধাবিত হয় ছোট আগুনের মতো। এই কর্মে মহিম সরকার তাঁর প্রধান টাউট। প্রভুর মনোরঞ্জনের জন্য সে অসাধ্য সাধন করতে পারে, টাকার জন্য সে যে-কোনো কুকর্মে প্রস্তুত, তার ক্ষমতা অপরিসীম। সে দিনকে রাত করে, রাতকে দিন।

বাড়িটা মস্ত, ঘরের সংখ্যা অগণ্য এবং কলকাতা শহরে মিত্র সাহেবের মাত্র এই একখানা বাড়িই নয়, সারা লিনটন স্ট্রিট ভরতিই মিত্রদের জমি-জায়গা ছড়ানো। বস্তি বাজার ভেড়ি — সব আছে সেখানে। পিতৃপুরুষেরা থাকতেনও সেখানে, এখনো আছেন, কেবল নীলেন্দুনারায়ণের ঠাকুর্দাই হঠাৎ বিলেত ফেরত হ'য়ে সে-বাড়ি ছেড়ে সীতাগড়ের রাজার কাছ থেকে কিনে ফেললেন এ-বাড়িটা। উগ্র সাহেব হ'য়ে স্ত্রী-পুত্র নিয়ে বাস করতে এলেন এখানে। রাজবাড়ির ফ্যাশান অনুযায়ী বাগান ফোয়ারা সিংহমুখ ফটক ইত্যাদি সবই বানানো ছিলো। ঝোপে-ঝাড়ে লুকোনো আলোর উচ্ছ্বাস, মোড়ে-মোড়ে ইটালিয়ান পুতুলের বিবস্ত্র অবয়ব, নিকুঞ্জ, গিরিগুহা, কিছুরই অভাব ছিলো না। পিছনে পেয়ারাবাগান। ছায়ায়-ছায়ায় কর্মচারীদের আস্তানা এবং মিশ্রিত আত্মীয়দের কলরোল।

স্বজন বলতে তেমন ঘনিষ্ঠ কেউ নেই অবশ্য মিত্রসাহেবের, তবু জ্ঞাতিগুষ্টি যারা আছে এ-বাড়িতে তাদের বিষয়ে তিনি একেবারেই অবহিত নন। এই মস্ত তিনমহলা বাড়ির কোন মহলের কোন খোপে যে কে বাস করে তা তিনি জানেন না। জানতে চান না। বৃদ্ধ তত্ত্বাবধায়ক শ্বেতশ্মশ্রু হরিশবাবুই সব দ্যাখেন-শোনেন, বন্দোবস্ত করেন। তিনি সং

BanglaBook.org

লোক, যে-কাজের জন্য বেতন ভোগ করেন সে-কাজে তাঁর নিষ্ঠা অনন্য। সেদিক থেকেও মিস্টার মিত্র ভাগ্যবান পুরুষ। তাঁর যখন যতো টাকা প্রয়োজন, হরিশবাবুই যুগিয়ে দেন। মাঝে মাঝে বয়েস হয়েছে ব'লে বিষয়-আশয় বুঝিয়ে দিতে চান মিত্রসাহেবকে, মিত্রসাহেব সে-কথা কানে তোলেন না।

রাস্তার দিকে পূর্ব-দক্ষিণ ঘিরে খান বারো-চোদ্দ ঘর নিয়ে তাঁর নিজের রাজ্যপাট, সেখানে তিনি একা বিরাজ করেন। নৈতিক চরিত্র যতোই কদর্য হোক, অন্য অনেক বিষয়ে একান্তভাবেই খাঁটি। কিঞ্চিৎ পড়াশুনো করার অভ্যাসও আছে। ঠাকুর্দার আমলের বড়ো লাইব্রেরি একতলায়, চারখানা ঘর জুড়ে। দোতলায় তাঁর নিজস্ব পাঠাগার। সেখানে ব'সে তিনি শুধু পড়েনই না, লেখেনও। অল্প বয়সে কবিতা লেখার রোগ ছিলো, সেটা সেরেছে, বর্তমানে প্রবন্ধ লেখেন। অবিশ্যি লিখতে হয় ব'লেই লেখেন। স্বাধীন ভারতে তিনি হলেন একজন দুরন্ত দেশসেবক, নানা খাতে তাঁর দানের তালিকা। সেই লোক ইচ্ছে করুন চাই না করুন, বাণী তাঁকে দিতেই হবে। দেশকে সৎচরিত্র করবার দায়িত্বে উপদেশমূলক প্রবন্ধ না লিখলে চলবে কেন? বড়ো বড়ো কাগজে সেইসব প্রবন্ধ ছাপা হয়, প্রশংসা হয়। তিনি মনে-মনে হাসেন। অনভ্যস্ত হাতে ভৃত্যের সাহায্যে প্যান্ট-শার্ট ছেড়ে ধুতি-পাঞ্জাবি প'রে হাসতে-হাসতেই সভা-সমিতিতে যান, গিয়ে সেসব বিষয়েই আবার বক্তৃতা দেন। গলায় দরদ ঢেলে বলেন, 'বন্ধুগণ, আপনারাই বলুন, এই অনাদৃত লক্ষ্মীর দেশে কী ক'রে লক্ষ্মী অচলা হবেন। আমরা তাদের কী চোখে দেখি? কীভাবে ব্যবহার করি? কতোটুকু সম্মান দিতে শিখেছি আমরা? তাই আজ আমি আমার মা-বোনের কাছেই সর্বান্তঃকরণে এই আবেদন জানাবো, আপনারা জেগে উঠুন, এই অযত্ন অসম্মানের প্রতিশোধ নিতে বদ্ধপরিকর হোন। আপনারা জানুন, পুরুষের লালসার ইন্ধন এবং সেবাদাসী হবার জন্য আপনাদের জন্ম নয়, আপনারা প্রথমে মানুষ, তারপরে মেয়ে। এই পুরুষ-শাসিত সমাজকে আপনারা ভেঙেচুরে নতুন ক'রে গড়ে তুলুন —'

তুমুল করতালির মধ্যে যতোক্ষণ তাঁর বক্তৃতা শেষ হয় ততোক্ষণে তিনি বিগলিত দৃষ্টিতে মা-বোনদের দ্যাখেন ভালো ক'রে, একজন মেয়েকেও পছন্দ হয় না। ঠোঁট বাঁকিয়ে ভাবেন, ঈশ্, জগৎ থেকে সুন্দর মেয়েরা যেন গঙ্গার ইলিশের মতোই অন্তর্হিত। একটাও ছুঁতে ইচ্ছে করে না।

বলাই বাহুল্য, এতো যার বাছাবাছি তার জন্য জুটিয়ে আনা সহজ নয়। সুতরাং অনেক সময়ই খেলাধুলা বন্ধ থাকে, অনেক দিনই উপবাসে কাটে। অবশ্য ওইটুকু সংযম অথবা অপেক্ষা নিতান্ত মন্দ লাগে না তাঁর, আবেগ সঞ্চারিত হয়, ইচ্ছের জোর বাড়ে! এই জুটিয়ে আনার কাজে নিযুক্ত লোকেরা চাকরি যাবার ভয়ে গলদ্ঘর্ম হ'য়ে ভদ্রঘরের মেয়ে-বউ ফুসলে বেড়ায়।

যদিও বহুভোগ্যাতে তাঁর আপত্তি, তা ব'লে গৃহস্থ ঘরের অল্পবয়সী সুন্দরী বউ পেলে তিনি ছাড়েন না। অন্য একটা লোকের ঘর ভেঙে দেওয়ার মধ্যে বেশ একটা নির্দয় মজা

BanglaBook.org

আছে। সরু সিঁথির লাল সিঁদুরের গরব নিয়ে সদ্য-বিবাহিত মেয়েগুলো যখন অপরিমিত যন্ত্রণায় কাটা পাঁঠার মতো দাপায় তাঁর হাতে, ওদের সেই ভয় বেদনা ত্রাস লজ্জা শোক পথের ধুলোয় মিশে যাওয়ার হতাশা—বিচিত্র সব অভিব্যক্তির দিকে তাকিয়ে নাটক দেখার সুখ হয়। নিজেকে বিধাতার মতো লাগে। অনুভব করেন এই সৃষ্টি তাঁর নিজের। সেই সঙ্গে কোথায় যেন একটা আক্রোশ চরিতার্থ হয়। বস্তুত কামনা চরিতার্থ করবার জন্য যতোটা নয়, এই আক্রোশ চরিতার্থ করবার জন্যই যেন এই খেলা তাঁর বেশি প্রয়োজন ব'লে বোধ হ'তে থাকে। তিনি চিন্তা ক'রে দেখেছেন, বাইরে থেকে তাঁকে যতোই লোভী অথবা কামুক ব'লে মনে হোক না কেন, আসলে ভিতরে-ভিতরে তিনি তা নন, বরং কিছু নিস্পৃহই।

কিন্তু কিসের এই আক্রোশ? সেটাই তিনি ভেবে পান না। শৈশবে কোনো মেয়ে যে তাঁকে স্নেহ দিয়ে লালন করেননি এটাই কি তার কারণ? না কি আকৈশোর পিতার রক্ষিতাদের ঘৃণা ক'রে এসেছেন ব'লেই এই অদ্ভুত মনোবিকলন? যেহেতু তিনি মাতৃহীন ছিলেন, গবর্নেসদের হাতেই থাকতে হয়েছে তাঁকে। সব সুন্দরী বিদেশিনী। তারা মোটা মাইনে নিয়েছে তাঁর রক্ষণাবেক্ষণের জন্য, কিন্তু পরিচর্যা করেছে তাঁর পিতার। রাত্রে তাঁকে একা ঘরের অন্ধকারে ফেলে রেখে, বাইরে থেকে তালা বন্ধ ক'রে তারা কোথায় শুতে গেছে? এই উত্তর তিনি তখন খুঁজে পাননি, পরে পেয়েছেন। তখন তাঁর শিশুপ্রাণ একা ঘরের নির্জন ভয়ে স্তব্ধ হ'য়ে থেকেছে শুধু। ওইটুকু মানুষটা তখন না ঘুমিয়ে দাঁড়িয়ে থেকেছে জানালা ধ'রে। কতো কষ্ট জমা হয়েছে বুকের মধ্যে। আর ঘৃণা। ঘৃণার চেহারা তখন অস্পষ্ট ছিলো, নির্দিষ্ট মানুষও ছিলো না কেউ, কিন্তু চারদিকে তাকিয়ে যে-উপলব্ধি কাজ করতো হৃদয়ে তার নাম ঘৃণা ছাড়া আর কী হ'তে পারে?

আর তারপর একটু বড়ো হ'য়ে উঠতেই বোর্ডিং। মা মারা গিয়েছিলেন চার বছর বয়সে, বোর্ডিংয়ের ঢুকলেন সাত বছরের বালক হ'য়ে। মাতৃহীন অবস্থায় তিন বছর কাটিয়েছিলেন এ-বাড়িতে। বোর্ডিয়ের জেলখানা হয়তো বাড়ির এই ঘৃণ্য পরিবেশের চাইতে কিঞ্চিৎ সহনীয় ছিলো, কিন্তু জেলখানাই তো! তাই কি, বড়ো হ'য়ে, উঠতে-উঠতে জীবনের প্রতি সব মমতা, সব বিশ্বাস এমন নিঃশেষে হারিয়ে গেলো? তাই কি এমন বীতশ্রদ্ধ আর নির্মম হ'য়ে উঠেছেন?

ছোটো-ছোটো চুমুকে দামী মদের আস্বাদ গ্রহণ করতে-করতে অধিক রাত্রি পর্যন্ত যখন বন্ধ ঘরে বন্দিনীদের নিয়ে তিনি প্রমোদে মত্ত থাকেন, হঠাৎ-হঠাৎ তখন এই চেতনা তাঁর চমকে ওঠে! তিনি অন্যমনস্ক হ'য়ে যান। সমস্ত উত্তেজনার উপর কে যেন এক-পাহাড় বরফ ঢেলে দেয়।

যদি কারো উপর আক্রোশ পোষণ করতে হয়, তাহ'লে এরা কেন? এরা কে? অপরিচিত দৃষ্টিতে তাকিয়ে এই ভাবনা তাঁকে উতলা করে। আক্রোশের একমাত্র পাত্র কি তাঁর বাবাই নন? সেই দুরন্ত অমিত চারী এক লম্পট পুরুষ? বিয়ে ক'রে যে-লোক স্ত্রীকে স্ত্রীর মর্যাদা

BanglaBook.org

দেয়নি, প্রৌঢ় বয়সের একমাত্র মাতৃহীন শিশুকে যে সর্বরকমে কাঙাল করেছে? কী নির্মম ছিলো! কী দয়ামায়াহীন! একটাই তো মাত্র সন্তান, তাও কতো অধিক বয়সের, মনের মধ্যে নিজের রিপু চরিতার্থ করা ছাড়া এতোটুকু স্নেহও কি অবশিষ্ট ছিলো না লোকটার? কোথায়-কোথায় কতো দূরে ছাত্রাবাসে পাঠিয়ে নিশ্চিন্ত থেকেছেন। স্ত্রীলোক নিয়ে হল্লা করেছেন বাড়ির মধ্যে, ছুটিছাটায় এলে আদর তো দূরের কথা, সামান্য অপরাধটুকুও বরদাস্ত করেননি। মেরে ছাল তুলে দিয়েছেন পিঠের। যে-বছর সিনিয়ম কেমব্রিজ পাস করলেন, তৎক্ষণাৎ পাঠিয়ে দিলেন সাত সমুদ্র তেরো নদীর পারে। বড়োলোকের ছেলে, বিলেতে পড়তে গেলেন। না, বাপ বেঁচে থাকতে আর ফেরেননি তিনি। শোনা যায়, রোগে ভুগে-ভুগে মরেছিলেন শেষটা, বিছানায় প'ড়ে ছিলেন এক বছর, পত্রের আকারে অনেক কাতর ক্রন্দন পাঠিয়েছেন আসবার জন্য, আসেননি তিনি। তাঁর একটুও মায়া হয়নি। সুতরাং যদি কারো উপর কোনো আক্রোশ পোষণ করতে হয়, প্রতিশোধ নিতে হয়, সে তো তাঁর বাবা! এরা তো নয়!

তবে কি এই রাগের কারণ তাঁর বাবা নয়, মা? মায়ের উপর অভিমান থেকেই কি তিনি এই বিকৃত অভিরুচির অধিকারী হয়েছেন? মা কেন তাঁকে তাঁর এই পাষণ্ড স্বামীটির ঔরসে জন্ম দিলেন? কেন এই শরীরসর্বস্ব লোকটার কাছে অতো অপমানের পরেও আত্মনিবেদন করলেন? যদি একটা সন্তান তাঁর প্রয়োজনই ছিলো তাহ'লে পুষ্যি নিলেন না কেন? যদি না-ই নিলেন, তবে যাকে নিয়ে এলেন সংসারে, কেন তাকে ফেলে চিরকালের জন্য চ'লে গেলেন? মায়ের উপর এই অভিযোগের ফলই কি সমস্ত নারীজাতিকে শাস্তি দেবার আসল কারণ?

কিন্তু সে-ভাবনা ক্ষণিক। বছরে দু-চার দিন। বোধহয় অত্যধিক হৃদয়হীনতার একটা ক্লান্ত প্রতিক্রিয়া। অথবা সামান্য বিবেক-দংশন। অথবা মদ্যপানজনিত দিবাস্বপ্ন! এর বেশি নিশ্চয়ই কিছু নয়।

তাঁর এই একলা মহলে একাই তিনি সম্পূর্ণ। বাড়ির কর্মচারীরা (যারা নিতান্তই প্রয়োজনে আসে, তারা) বাদে অন্য মহলের আত্মীয়-আত্মীয়ারা আসেন না কেউ। খুড়ী জেঠী পিসি অথবা কাকা জ্যাঠা পিসেমশায়ের দল ওই দিকটায় কিলবিল করে। সরকারি রন্ধনশালায় তারা খায়। খরচ মিত্রসাহেবের তহবিল থেকে চলে। মাসের গোড়ার দিকে একতলার ভিতরের বৈঠকখানায় কোনো-একটা নির্দিষ্ট দিনে তিনি পদার্পণ করেন, সধবা-বিধবা, স্ত্রী-আত্মীয়ারা ভিড় ক'রে আসেন সেখানে, খুড়ো-জ্যাঠারাও আসেন বাবাজীকে দর্শন করতে, প্রত্যেকেই তাঁর চাটুকারিতা করেন, মিত্রসাহেব গম্ভীর দৃষ্টিতে তাকিয়ে তাদের মিথ্যুক জিহ্বাকে সংযত ক'রে বলেন, 'কার কী দরকার বলুন।'

দরকারের তালিকা নিতান্ত হ্রস্ব হয় না, ফর্দটা হরিশবাবুর কাছে যায়, তিনি মাথা চুলকে বলেন, 'এভাবে এদের প্রশ্রয় দিতে গেলে কি—

মিস্টার মিত্র ওইটুকু শুনেই অসহিষ্ণুভাবে ব'লে ওঠেন, 'যা ভালো বোঝেন করুন, তবে একেবারে ছেঁটে দেবেন না কিছু। প্রয়োজনের তালিকা এদের অশেষ, সেটাকেই সীমাবদ্ধ

BanglaBook.org

করুন।'

তবু হরিশবাবু মাথা নাড়েন জানিয়ে দেন, 'প্রত্যহ দু-বেলা মিলিয়ে অন্তত পঞ্চাশজনের পাত পড়ে রান্নাঘরে, মাথাপিছু গড়ে আট আনা খরচ হ'লেও দিনে পঁচিশটা টাকা, মাসের শেষে তার অঙ্ক নেহাত কম দাঁড়ায় না, এর উপরে যদি আবার হাতখরচাও চালাতে হয়—'

মিত্রসাহেব হাসেন একটু, শান্তমুখে বলেন, 'কিছু তো কম পড়ছে না, মানুষ তো আমি একলা।'

কিন্তু একলা মানুষ তাঁরই যে কী বিপুল পরিমাণ টাকা লাগে তা তো আর বলতে পারেন না হরিশবাবু! আর শুধুই কি এইসব স্বার্থান্বেষী বেকার আত্মীয়ের দল? তার উপরে চাকর-বাকর কর্মচারী মিলিয়ে তো আরো পঞ্চাশটা মুখ! চ'লে যেতে যেতে ভাবেন, দয়ার্ধর্ম ভালো কথা, কিন্তু এই দয়া নীলেন্দুর অপাত্রে বর্ষিত হচ্ছে। মিত্রসাহেবকে মনে-মনে তিনি নীলেন্দুই বলেন। তিনি যখন এ-বাড়িতে কাজে ঢুকেছিলেন নীলেন্দুর তখন তিন বছর বয়েস। পরের বছর ওর মা মারা গেলেন। বত্রিশ বছর তিনি আছেন এখানে। নীলেন্দুর বাবার আমলে কষ্ট গেছে অনেক, লোক তিনি সুবিধের ছিলেন না, কিন্তু নীলেন্দু সোনার মানুষ, নীলেন্দুর হৃদয় আকাশের মতো উদার। নীলেন্দুর শুভানুধ্যায়ী তিনি।

জীবন-যাপন পদ্ধতির মধ্যে উচ্ছৃঙ্খলতা এবং শৃঙ্খলা দুটোই পাশাপাশি কাজ করে মিত্রসাহেবের। কতোগুলো বিষয়ে তিনি একান্তভাবেই নিয়মের অধীন। সেখানে এতোটুকু এদিক-ওদিক হবার উপায় নেই। এই যে সাড়ে ন'টা বাজার সময়-সংকেত হওয়ামাত্রই তিনি খেতে গেলেন না, নির্দিষ্ট চেয়ারে ব'সে নির্দিষ্ট ভঙ্গিতে সেদ্ধ মাংসে আর সেদ্ধ তরকারিতে ছুরি-কাঁটা ডোবাতে পারলেন না, দাঁড়িয়ে অপেক্ষা করলেন গাড়িখানা ঢুকতে দেখে, এটা তাঁর পক্ষে একটা বিশেষ ঘটনা। এ থেকেই বোঝা যাচ্ছে, মানসিকভাবে তিনি কতোটা অস্থির ছিলেন।

না, এই মহিম নামের লোকটাকে তিনি একেবারে সহ্য করতে পারেন না। এই রকম একটা নোংরা লোককে বরদাস্ত করা রীতিমতো কঠিন। তিনি দেখেছেন, যে-যে-কাজই করুক না কেন, উৎকৃষ্ট নিকৃষ্ট যাই হোক, কাজের বাইরেও তাদের একটা জীবন থাকে। আসলে সেটাই তাদের মনুষ্যত্ব। জীবিকার জন্য কে যে কোন পেশায় রপ্ত হ'য়ে ওঠে বলা যায় না। তা পাপের গোপন পথেই হোক বা সাধু ভাবেই হোক, সব-কিছুর উপরে একটা হৃদয় আছে মানুষের। যে-হৃদয় আলো-অন্ধকার দুয়েরই সমন্বয়ে তৈরি। কিন্তু এই

BanglaBook.org

একটা লোক, স্বভাবগত ভাবেই এতো নীচ এতো হীন এতো অর্থগৃধ্নু যে তার বাইরে আর কোনো জগৎ নেই, ওর, কোনো ভালোমন্দের বোধ নেই। আর মিথ্যা কথা? উঃ! অসহ্য, অসহ্য।

অথচ কী আশ্চর্য, ওকে না হ'লেও কিছুতেই চলে না তাঁর। কী ক'রে চলবে? সমস্ত অবাধ্য অসংযত অন্যায় ইচ্ছাপূরণের এমন সুযোগ্য সহায় আর কে আছে ওর মতো? তাঁর কামনার জ্বলন্ত আগুনে আর কে এমন বাতাস দিয়ে উত্তপ্ত ক'রে তুলতে পারে? কেউ না। আর সেইজন্যই এই লোকটা যতোই অপরিহার্য হ'য়ে উঠেছে ততোই তিনি একটা দুঃসহ ঘৃণায় ছটফট করছেন।

শিগগিরই লম্বা পাড়ি দেবেন বিদেশে এইটুকুই বাঁচোয়া। ভাবেননি সেই ব্যস্ততার মুখে আবার এই ধরনের কোনো ইচ্ছের তাড়না তাঁকে উদভ্রান্ত করবে। বস্তুত এই লীলাখেলায় আর তিনি বিশেষ আমোদ পাচ্ছেন না। যখন আরকিছু ভালো না লাগলেও এইসব হুল্লোড়ে উজ্জীবিত হ'য়ে উঠতেন, সেদিন এখন অস্ত। এখন শুধুই দিনগত পাপক্ষয়। মাঝে-মাঝে এমন রাগ হয় নিজের উপর, এমন বীতস্পৃহ হ'য়ে ওঠেন, এমন বিস্বাদ বিমর্ষ বোধ হয় জীবনটা, যে ইচ্ছে করে নরকের মতো এই বীভৎস নিরানন্দ নিস্তরঙ্গ জগৎটাকে ছিঁড়েখুঁড়ে লণ্ডভণ্ড ক'রে দিয়ে চ'লে যান কোথাও।

তবু স্বভাব যাবে কোথায়! কতোদিনের অভ্যাস! লোভের চোখ ঠিক চকচকে হ'য়ে উঠলো শিকার দেখে। কান টানলে যেমন মাথা আসে, তেমনি মহিম সরকারও এসে হাজির। তৎক্ষণাৎ হুকুম তামিলে প্রস্তুত সে।

কিন্তু আজ, আজও যদি স্কাউনড্রেলটা বাজে খবর নিয়ে আসে, ধানাইপানাই ক'রে টাকার অঙ্ক বাড়াতে চেষ্টা করে, আস্ত রাখবেন না। হঠাৎ ঝোঁকের মাথায় একেবারে এককথায় অতোগুলো টাকা পণ ক'রে অত্যন্ত আত্মগ্লাঘায় ভুগছেন তিনি, অনবরত এই একই কথা তাঁর মাথায় ঘুরপাক খাচ্ছে। কোনো সন্দেহ নেই যে, ভয়ানক একটা মূঢ়ের মতো কাজ ক'রে বসেছেন। লোকটা বোকা ভেবেছে তাঁকে। বোকা ভেবে ঠকিয়েছে। হ্যাঁ, এখন তিনি অনুতাপ করছেন সেজন্য। বেদে যেমন সাপকে খেলিয়ে-খেলিয়ে ছোবলের অপঘাত ঘটায়, এই লোকটাও সেই সুযোগে ঠিক সেই খেলাই খেলছে তাঁর সঙ্গে। নইলে কেউ দশ হাজার টাকা কবুল করে? ঈশ্!

কিন্তু এই খেলার তিনি আজই শেষ করবেন। ইডিয়ট। ইমবেসিল। আজ পনেরো-কুড়ি দিনের মধ্যে সামান্য একটা মেয়েকে খুঁজে বার করতে পারলো না। যতো সব আজে-বাজে খবর নিয়ে আসবে, কোথা থেকে কোন ঘুঁটেকুঁড়ুনী ধ'রে আনবে—যেন যে-কেউ একজন হ'লেই হ'লো! যেন তার কোনো আলাদা জাত-কুল নেই। এই কীটগুলোকে তিনি কেমন ক'রে বোঝাবেন — সবের মধ্যেই সব থাকে না, নির্বাচনেও যথেষ্ট মগজ খরচ করতে হয়। কেবল শরীরের চাহিদাটাই মুখ্য নয়। ওদের হাসি কান্না রাগ দুঃখ ক্ষোভ যন্ত্রণা— প্রত্যেকটি অভিব্যক্তি নিয়েই ওরা সম্পূর্ণ।

BanglaBook.org

ওরে মূর্খ, তাই যদি না হবে তা'হলে টাকা দিয়ে আর তোদের পুষছি কেন? তুড়ি মেরে নিজেই তো নিয়ে আসতে পারি ক'টাকে। প'ড়ে থাকতে পারি গিয়ে এর-ওর ঘরে। বিশেষটির জন্যই না এই বিশেষ ব্যবস্থা, বিশেষ দক্ষিণা।

সিঁড়িতে পায়ের শব্দ হ'লো। আসছে—হাতের নতুন-ধরানো সিগারেটটা পিষে দিলেন তিনি। মাথার এলোমেলো চুলে হাত বুলোলেন, ফুলেওঠা কিমোনোটা সংযত ক'রে চেয়ারে বসলেন। তাঁর চোয়াল শক্ত দেখাচ্ছিলো, হাতের কব্জি মুঠো হ'য়ে উঠছিলো। তাঁর মনে হচ্ছিলো লোকটাকে দেখলে ক্রোধ সামলানো কঠিন হবে, খুন ক'রে ফেলতে ইচ্ছে করবে।

হাঁপাতে-হাঁপাতে সিঁড়ি বেয়ে উঠে এলো মহিম।

'স্যার'।

প্রভুকে দেখে বিনীত কুকুরের মতো অবনত হ'য়ে কোঁচার খুঁটে হাত ঘষতে লাগলো।

মিস্টার মিত্র মুখ ফেরালেন। বাইশ ফুট চওড়া চল্লিশ ফুট লম্বা মার্বেল বারান্দায় সারি-সারি ঝোলানো ঘষা কাচের গ্লোব থেকে উচ্ছ্রিত উজ্জ্বল ঠাণ্ডা স্নিগ্ধ আলোর আভায় তাঁর চোখের স্থির দৃষ্টির দিকে এক পলক তাকিয়েই মহিম চোখ নামিয়ে নিলো।

চিঁচিঁ ক'রে বললো, 'এনেছি স্যার।'

'কী?'

'এনেছি।'

'কী এনেছো!' এই অপ্রত্যাশিত খবরটা যেন তৎক্ষণাৎ বোধগম্য হ'লো না মিত্রসাহেবের।

'আপনি যা চেয়েছেন।'

'আমি যা চেয়েছি?' তাঁর বড়ো-বড়ো আরক্ত চোখের কোলে সন্দেহ দুলে উঠলো।

মহিম বৈষ্ণব ভঙ্গিতে হাতজোড় ক'রে মাথা নোওয়ালো, 'আজ্ঞে হ্যাঁ, স্যার।'

'ঠিক?'

'একেবারে ঠিক।'

'কোথায়?'

'আজ্ঞে স্যার, গাড়িতে।'

'নিয়েসো।'

'স্যার।'

'নিয়েসো।' খাদের গলা ঈষৎ উঁচুতে উঠলো।

'কিন্তু স্যার—'

BanglaBook.org

'বেশি বকিও না—'

'না, তা নয়, মানে—'

'অন্য-কেউ হ'লে এখুনি বিদায় ক'রে দাও।'

'না, না অন্য-কেউ নয়। একেবারে খাঁটি মাল, স্যার!'

'স্টপ। বেয়াদপ।'

মহিম থরথর করে কেঁপে উঠলো। জিব দিয়ে ঠোঁট চেটে ভাষা সংশোধন করলো, 'মাল নয়, মাল নয় মহিলা—'

'কী বলতে চাইছো?'

'বলছিলাম সেই মহিলাটি, স্যার গাড়ির ভিতরে অজ্ঞান হ'য়ে আছে।'

'অজ্ঞান?'

'আজ্ঞে হ্যাঁ।'

'কেন?'

'জানি না।'

'কতোক্ষণ?'

'গাড়িতে তোলবার একটু পরেই—'

মিস্টার মিত্র ভুরু কুঁচকে চিন্তা করলেন, বললেন 'ঠিক আছে। গোলমাল কোরো না। আস্তে উপরে তুলে এনে দক্ষিণের ছোটো ঘরে শুইয়ে দাও, জলপাখা করো। জ্ঞান হ'লে আমাকে ডেকো।'

'আচ্ছা, স্যার।' মহিম দ্রুত পায়ে নেমে গেলো নিচে।

মিস্টার মিত্র পিছনে ডাকলেন, 'হ্যাঁ শোনো।'

তৎক্ষণাৎ সিঁড়ি টপকে উঠে এলো আবার।

'ঠিই সেই মেয়েই তো?'

'একেবারে সেই মেয়ে।'

'যদি না হয়—'

'লাথি মেরে তাড়িয়ে দেবেন।'

'কাকে?'

'আমাকে।'

'মনে থাকে যেন।'

'মনে থাকবে, স্যার।'

'যাও।'

চেয়ারে শব্দ ক'রে তিনি উঠলেন। লম্বা হেঁটে চ'লে গেলেন খাবার-ঘরের দিকে। অবিশ্রান্ত হুকুমের অপেক্ষায় দাঁড়িয়ে-থাকা নেপালী ভৃত্য খায়লা নিঃশব্দে অনুসরণ করলো।

এলেন খাবার-ঘরে। সব দাঁড়িয়ে আছে তটস্থ হ'য়ে। আজ দু-দিন সাহেবের দিমাগ

BanglaBook.org

ভালো নেই, এই সময়ে যেন পান থেকে চুনটুকুও না খসে সেদিকেই নজর সকলের। মেট্রনও আছে সেখানে। মিস্টার মিত্রকে দেখামাত্রই যে যার কাজে ছড়িয়ে পড়লো। মেট্রন টেবিলের কাছে এসে ঠিকঠাক করা জিনিসই আবার ঠিকঠাক ক'রে দিলে তিনি বসলেন।

সামান্যই খান। খানিকটা মাংস আর খানিকটা সব্জি। কিছু ফল আর আইসক্রিম। এবার আইসক্রিমের অভ্যেসটা ছাড়বেন ঠিক করেছেন! মদ্যপানের দরুন এমনিতেই মেদ জমতে চাইছে শরীরে, তার উপর আইসক্রিম? সে তো ভীষণ শত্রু। চেহারা নিয়ে বেশ একটু গর্ব আছে, স্বাস্থ্য বিষয়েও বেশ মনোযোগী। এই তো আশ্বিনেই পঁয়ত্রিশ বছর পূর্ণ হবে — পঁয়ত্রিশ! এতো! ভেবে নিজেই অবাক হ'য়ে গেলেন। তাহ'লে তো তিনি বুড়ো। এই তো সেদিন পঁচিশ ছিলো, বাবা মারা গেছেন, টেলিগ্রাম পেয়ে চ'লে এলেন। হরিশবাবু টেলিগ্রাম করেছিলেন।

সতেরো বছর বয়েস থেকে পঁচিশ বছর, একাদিক্রমে আট বছর পর তিনি দেশে ফিরলেন। আর আশ্চর্য, ঐ নিষ্ঠুর দুরন্ত পিতাটির জন্য কেমন একটু কষ্টও হ'লো। ঘরগুলো ফাঁকা-ফাঁকা লাগলো। আর এখানে-ওখানে টেবিলের কাগজে ছড়ানো-ছিটানো অনেক অর্ধসমাপ্ত চিঠি দেখতে পেলেন। সব চিঠিরই এক বয়ান, 'খোকা, আমার মৃত্যু আসন্ন, তুই চ'লে আয়।' অথবা 'নীলু, তুমি যদি পত্রপাঠ চলিয়া না আইস, আমি তোমাকে ত্যাজ্যপুত্র করিব।'

না, শেষ পর্যন্ত বৃদ্ধ ত্যাজ্য তো করেনইনি, বরং মরবার আগে দুটি চা-বাগান কিনে তাকে আরো একটু বেশি ধনসম্পদের অধিকারী ক'রে রেখে গেছেন।

হরিশবাবু বলেছিলেন, 'এইবার বুঝেটুঝে নিন সব।'

'ওরে বাবা—' প্রায় চেঁচিয়ে উঠেছেন তিনি।

'দুটি বাজার, একটি বস্তি, আঠারোখানা বাড়ি—' হরিশবাবু মোটা কাচের চশমার ফাঁকে তাঁর ষাট বছরের ব্যবহৃত ক্ষীণ চোখের দৃষ্টি স্থাপন ক'রে তালিকা দিয়েছেন।

একইভাবে অসহিষ্ণু ভঙ্গিতে তিনি বলেছেন, 'ওসব আমাকে শুনিয়ে লাভ নেই, আপনি জানলেই হবে।'

মনে-মনে বলেছেন, হরিশবাবু আমাকে এখন আপনি-আজ্ঞে করছেন কেন? আগে তো নাম ধরে ডাকতেন, তুমি বলতেন।

হরিশবাবুর মুখ সস্নেহ হাস্যে ভ'রে উঠেছে, 'আমি তো বৃদ্ধ, কোনদিন ডাক আসে ঠিক আছে কিছু? অন্ধকারে প'ড়ে যাবেন যে।'

'ডাক আপনারও আসতে পারে, আমারও আসতে পারে। ডাকের কি বয়েস আছে?'

'আছে।'

'থাকলেও আপনার সে-বয়েস হয়নি।'

'হয়নি?'

'না।'

BanglaBook.org

'আপনি সেদিনের খোকামণি, আপনিই তো বড়ো একজন গণ্যমান্য বিলেতের ব্যারিস্টার হ'য়ে এলেন, আর আমার ডাক আসার বয়েস হ'লো না?' ভক্তিতে ভালোবাসায় প্রায় উছলে উঠেছেন হরিশবাবু।

সেই মুখের দিকে তাকিয়ে হঠাৎ যেন দেশে ফেরার একটা অর্থ খুঁজে পেয়েছেন মিস্টার মিত্র। ছেলেবেলায়ও একমাত্র এই মানুষটিকেই তাঁর ভালো লাগতো। এই বাড়ির স্নেহহীন মরুভূমিতে ঐ তো এক ফোঁটা জল ছিলো তখন।

খাওয়া শেষ ক'রে যথানিয়মে এক কাপ কফি নিয়ে যখন বারান্দায় এসে বসলেন, তখনি মনে হ'লো নবাগতাটিকে একবার দেখে আসা দরকার। কাকে আনতে কাকে এনে পরিচর্যার বান ডাকাচ্ছে শকুনটা, তার ঠিক কী? চক্ষুকর্ণের বিবাদভঞ্জন করাই ভালো।

গাড়িটা বিধিমতো ঘুরিয়ে পেয়ারা বাগানের অন্ধকারেই দাঁড় করিয়ে রেখেছিল রাখাল। ব'সে ছিলে স্টিয়ারিং ধ'রে। মহিমকে দেখে নেমে এলো, নিচু গলায় বললো, 'মেয়েছেলেটার তো মাইরি জ্ঞান হ'লো না এখনো, ম'রে-ট'রে গেলো না তো?'

'য্যা—' দরজা খুলে মহিম সভয়ে উঁকি মারলো। মরার মতোই বটে। কেমন শক্ত হ'য়ে ঝুলে আছে সিট থেকে। বললো, 'কর্তার হুকুম হয়েছে সোজা দোতলায় তুলে নিয়ে যেতে হবে। তুমি একটু দাঁড়াও, আমি বন্দোবস্ত ক'রে আসি।'

মহিম আবার দৌড়লো। কয়েক মিনিট পরেই এলো আবার, লোকজন, হুইলচেয়ার, সব এবার নিয়ে এসেছে। ধরাধরি করে নামানো হ'লো অতসীকে, এলিয়ে দেওয়া হ'লো চেয়ারে, দুটো লোক দু-দিক থেকে তু'লে অন্দরের উঠোন দিয়ে নিচের বারান্দায় এলো, একটু এগিয়েই ভিতরের সিঁড়ি, সোজা উঠে গেছে তেতলার দিকে, আলো জ্বেলে সাবধানে উঠে এলো সেখানে। গোল চত্বর পেরিয়ে তারপর দক্ষিণের ছোটো ঘর একেবারে এক কোণে, এক প্রান্তে। সাজানো-গুছানো হ'য়ে প'ড়েই থাকে বারো মাস। আসবাবের তেমন বাহুল্য নেই, জানালা ঘেঁষে একটি পরিপাটি একক বিছানা কটকি চাদরে ঢাকা, মুখোমুখি আয়নাওয়ালা টেবিল, পায়ের দেয়ালে একটা বেঁটে আলমারি, মাথার দেয়ালে লম্বা কৌচ। বেশ ফিটফাট ছিমছাম মাঝারি সাইজের ঘর। মাঝে-মধ্যে তেমন ঘনিষ্ঠ কোনো বন্ধু-স্থানীয় অতিথি এলে থাকে এখানে।

নরম বিছানার উপরে অতসীর অচেতন শরীরটা বিছিয়ে দিলো ওরা। সারদা-ঝি-এলো জল নিয়ে, মাথার উপরে পাখার স্পিডটা বাড়িয়ে দেওয়া হ'লো যতদূর বাড়ানো যায়।

মহিম নিজেই ঝাপটা দিয়ে-দিয়ে জল ছিটোতে লাগলো চোখে-মুখে। মেয়েটার রকম-সকম দেখে সত্যি তার ভয় করছে, ত্রাস হচ্ছে, ঘাম ছুটছে, হিম হ'য়ে যাচ্ছে ভিতরটা।

BanglaBook.org

মহিমের মনে হচ্ছে পরজন্ম নয়, এই জন্মেই মানুষ তার পাপের সাজা ভোগ করে এবং এই মেয়েটাই হবে তার উপলক্ষ। ভগবানের রাজত্বে যে কিছুর কোনো নিস্তার নেই, জীবনে এই প্রথম এই বোধ তাকে খুব বড়োরকম একটা ঝাঁকানি দিলো।

পর্দা ঠেলে খুব আস্তে এসে ঘরে ঢুকলেন মিত্রসাহেব। মহিম প্রথমটায় দেখতে পায়নি, তারপরেই চকিত হ'য়ে সরে দাঁড়ালো।

মিস্টার মিত্র দরজা থেকে সোজা চলে এলেন খাটের কাছে, প্রথমে অতসীর ঘন কৃষ্ণ মেঘের মতো ছড়ানো অবিন্যস্ত রাশীকৃত চুলের ঢেউ চোখে পড়লো তাঁর, তারপর একখানা ঝুলে-থাকা নিরাভরণ শাদা শঙ্খের মতো হাত, তারপর পদ্মের মতো পায়ের পাতা।

এদিকে ঘুরে এসে দেখলেন বর্ষা-ভেজা ফুটন্ত বেলাকুঁড়ির মতো সজল একখানা মুখ। একদিকে কাত হ'য়ে আছে। ফোলা-ফোলা টানা মুদ্রিত চোখের কোলে লম্বা ধারায় জলের রেখা, সে-জল কান্নার অথবা জলের ঝাপটার সেটা বোঝা গেলো না। ক্লান্ত বিধ্বস্ত অচৈতন্য দেহটা এবোরে স্থির। তিনি চুপ ক'রে তাকিয়ে রইলেন। মনে হ'লো দ্য ভিঞ্চির ছবি দেখছেন। এই ছবিই তিনি সেদিন আর-এক ভঙ্গিতে এক ভাঙা কুঁড়ে আলো ক'রে দাঁড়িয়ে থাকতে দেখে এসেছিলেন। না, মহিমটার সত্যি যোগ্যতা আছে।

কাতর গলায় মহিম বললো, 'কিছুতেই জ্ঞান হচ্ছে না, স্যার।'

মিস্টার মিত্র জবাব দিলেন না, মেট্রনকে ডেকে পাঠালেন, তারপর বাইরে এলেন। ঘড়িতে সাড়ে-দশটা বাজলো শব্দ ক'রে। তিনি টেলিফোন তুললেন।

'হ্যাঁলো।

'ডক্টর সামন্তকে চাই।'

'বলছি।'

'আমি পাথরকুঠির নীলেন্দুনারায়ণ—'

'ও, নমস্কার। কী খবর? কেমন আছেন?'

'আপনাকে একবার আসতে হবে, ডক্টর সামন্ত।'

'বেশ তো। কবে?'

'আজই।'

'আজ?'

'এখুনি।'

'এখনই?'

'একটু জরুরি।'

'আপনার সেই বুকের ব্যথাটা—'

'না, না, আমার জন্য নয়, আমি ভালো আছি।'

'ও। আচ্ছা, আমি যাচ্ছি।'

ফোন রাখলেন মিস্টার মিত্র। মেট্রন এসে অপেক্ষা করছিলো, তাকালেন তার দিকে,

BanglaBook.org

বললেন, 'দক্ষিণের কোণের ঘরে একটি মেয়ে অসুস্থ হ'য়ে আছে, যতোক্ষণ না নার্সের বন্দোবস্ত করা যায় আপনাকেই দেখাশুনো করতে হবে।'

মেট্রন চ'লে গেলো। তিনি এসে বারান্দার রেলিংয়ে দাঁড়ালেন।

আধ ঘণ্টার মধ্যেই এসে গেলেন ডাক্তার। বয়স্ক, কিন্তু টগবগে। সহাস্যে হাত বাড়িয়ে দিয়ে বললেন, 'কী ব্যাপার? কার অসুখ করলো?'

এ-বাড়িতে মিত্রসাহেবের আত্মীয় অথবা সুহৃদ বলতে মিত্রসাহেব নিজেই। এবং এই ডক্টর সামন্তই তাঁর একমাত্র বিশ্বাসভাজন চিকিৎসক। এ-পর্যন্ত তাঁর নিজের জন্য ছাড়া আর কারো জন্যই তাঁকে ডাকতে হয়নি। প্রশ্নের জবাব দিতে প্রথমে একটু ব্রাশ করলেন, তারপর সহজ গলায় বললেন, 'একটি মেয়ে অজ্ঞান হ'য়ে পড়েছে।'

'একটি মেয়ে?'

'আজ্ঞে হ্যাঁ।'

'কোনো আত্মীয়া?'

'যা হোক একটা নাম দিন, ক্ষতি নেই।'

'এ-বাড়িতেই আছেন?'

'এ-বাড়িতেই আছেন।'

'চলুন।'

'চলুন।'

ডক্টর সামন্তকে নিয়ে বারান্দার শেষ প্রান্ত পেরিয়ে একটু বাঁয়ে বেঁকে তিনি দক্ষিণের ঘরে এলেন।

অতসী তখনো তেমনিই প'ড়ে ছিলো চোখ বুজে। সেই একই ভঙ্গি।

'এখনো জ্ঞান হয়নি, না?' মেট্রনের দিকে তাকালেন মিস্টার মিত্র।

ডাক্তার বললেন, 'কতোক্ষণ অজ্ঞান হয়েছে?'

মিস্টার মিত্র মহিমের দিকে তাকালেন, মহিম কোণের দিক থেকে এগিয়ে এসে বললেন, 'আজ্ঞে, তা এক ঘণ্টা সোয়া ঘণ্টা হবে।'

'এতোণে! কী হয়েছিলো?'

এবার মনিবের দিকে তাকালো মহিম। মিত্রসাহেব বললেন, 'বোধহয় বিশেষ কোনো উত্তেজনার কারণ ঘটে থাকবে, অথবা অন্য-কিছু—ঠিক বলা যাচ্ছে না।'

মেট্রন দুখানা চেয়ার এগিয়ে দিলো। ডাক্তার ব'সে নাড়ি টিপলেন।

যার জন্য পাথরকুঠির নীলেন্দুনারায়ণ নিজে ব্যস্ত হ'য়ে এই রাত ক'রে ডাক্তার ডেকে এনেছেন, তাকে নিশ্চয়ই যত্ন নিয়ে দেখা দরকার। তা দেখলোও ডক্টর সামন্ত। তারপর

BanglaBook.org

বাথরুমে গিয়ে হাত ধুয়ে বারান্দায় এসে দাঁড়ালেন।

'লাভ্‌লি ভারান্ডা', সপ্রশংস দৃষ্টিতে এদিক-ওদিক তাকালেন, 'জানেন মিস্টার মিত্র, আপনার এই বারান্দাটিতেই দাঁড়ালেই আমার নস্টালজিয়া হয়। আমাদের গ্রামের বাড়িতে এরকম একটা বারান্দা ছিলো।'

মিস্টার মিত্র একটি সিগারেট এগিয়ে দিয়ে লাইটারে আগুন উদ্‌গিরণ করতে-করতে বললেন, মাঝে-মাঝে আসতে কোনো বাধা নেই, তবে সেজন্য অসুস্থ হ'তে পারবো না আগেই ব'লে রাখছি।'

খোলা গলায় হাসলেন ডাক্তার।

'রোগী কেমন দেখলেন, বলুন।'

'অত্যন্ত দুর্বল। প্রেসার ভীষণ নেমে গেছে। মনে হয় কোনো কারণে বড়ো বেশি স্ট্রেইন হয়েছে। অবিশ্যি ভাববার কিছু নেই তা নিয়ে, ও ঠিক হ'য়ে যাবে। কিন্তু—' একটু থামলেন, সংকোচের সঙ্গে বললেন, 'কয়েকটা আঘাতের চিহ্ন দেখা যাচ্ছে শরীরে।

'আঘাত?' অবাক হলেন মিস্টার মিত্র।

'কণ্ঠনালীতে।'

'মানে।'

'মনে হয় কেউ খুব জোরে গলা টিপে ধরেছিলো।'

'সেকি!'

'তাছাড়াও হাতে-মুখে আরো অনেক দাগ, চাপ-চাপ রক্ত জ'মে আছে এখানে ওখানে।'

'স্ট্রেন্‌জ!'

'আচ্ছা, যখন অজ্ঞান হয় আপনি কোথায় ছিলেন?'

'কেন বলুন তো?'

'সমস্ত ঘটনাটা জানতে পারলে একটা পারম্পর্য বোঝা যায়।'

একটু এড়িয়ে গিয়ে মিস্টার মিত্র বললেন, 'আপনি তো জানেন, এখানে আমি সম্পূর্ণ আলাদা মানুষ। কোন মহলে কোন মাসি-পিসি ভ্রাতা-ভগিনীর দল বিরাজ করেন, খোঁজও রাখি না। কে কখন অসুস্থ হয় তাও জানতে পারি না। এই মেয়েটি এই অবস্থাতেই আমার মহলে এসেছে।'

'ও।'

তবে এই মুহূর্তে এর সবরকম দায়িত্বই আমার ব'লে জানবেন, এবং সারিয়ে তোলাটাই এখন মুখ্য কর্তব্য।

'সে তো নিশ্চয়ই। কিন্তু চেহারা দেখে আমি আপনার ঘনিষ্ঠ কেউ ব'লেই ভাবছিলাম। এতো সুন্দর মেয়ে তো বড়ো সচরাচর দেখা যায় না।'

স্মিতহাস্যে মিস্টার মিত্র বললেন, 'কমপ্লিমেন্টটা কাকে দিচ্ছেন? আমাকে, না মেয়েটিকে?'

BanglaBook.org

ডক্টর সামন্তও হাসলেন 'বলা যাক উভয়কেই। তবে প্রতিযোগিতা হ'লে আমি কিন্তু মেয়েটিকেই বেশি নম্বর দেবো।'

'তা তো দেবেনই, মেয়ে যে!'

এর পরে দু-জনেই হেসে উঠলেন একসঙ্গে।

ডক্টর সামন্ত বয়সে যদিও তাঁর চেয়ে অন্তত দশ-বারো বছরের বড়ো, কিন্তু স্বভাবের তারুণ্যে যখনই আসেন তখনই হাস্যপরিহাসে একটা তাৎক্ষণিক বন্ধুতার সম্পর্ক গ'ড়ে ওঠে। আসেন রোগী দেখতে, চেহারাটা দাঁড়ায় আড্ডার। আজও তার ব্যতিক্রম হ'লো না।

যাবার আগে ওষুধ লিখে, পথ্য বাতলে, আরো-কিছু আদেশ-নির্দেশ দিয়ে তিনি উঠলেন। বললেন, অনবরত আইস-ব্যাগটা দিয়ে যান। জ্ঞান হওয়া দরকার, অনেকটা সময় কেটে গেলো। আর জ্ঞান হওয়ামাত্রই এক নম্বর ওষুধটা খাইয়ে দেবেন, সেটা জরুরি। তাতে ঘুম হবে ভালো।'

রাত ক'রে আসার দরুন বত্রিশ টাকার জায়গায় চৌষট্টি টাকা দর্শনী নিয়ে তিনি বিলিতী জুতোয় মশমশ শব্দ তুলে নেমে গেলেন সিঁড়ি বেয়ে। শায়লা সঙ্গে গেলো তুলে দিয়ে আসতে।

মিস্টার মিত্র এবার আর-একটি টেলিফোন করলেন। নার্সের জন্য, তাদের ব্যুরোতে।

'হ্যালো।'

'হ্যাঁ, শুনুন ...দের একজন নার্সের দরকার।'

'এখন?'

'যতো তাড়াতাড়ি হয়। ট্রেইন্ড নার্স।'

'কিন্তু এখন তো কাউকে পাবেন না।'

'দাম বেশি দেবো।'

'তাহলেও না।'

'এখন কোনো নার্স নেই আপনাদের হাতে?'

'আগে থেকেই ওদের কাজ ঠিক করা থাকে, সেভাবেই যে-যার কাজে চ'লে যায়। যারা খানিক আগে রাত দশটা পর্যন্ত ডিউটি সেরে ফিরেছে, তারা যাবে না। শিফটে কাজ হয় তো! রাত বারোটার শিফটে তিনজন মেয়ে ফাঁকা আছে, বলেন তো পাঠাতে পারি একজনকে।'

'ঠিক আছে, তাই পাঠাবেন।'

'আপনার ঠিকানা বলুন।'

'এলগিন রোড, পাথরকুঠি। আমার নাম নীলেন্দুনারায়ণ মিত্র।'

'ও। নমস্কার, স্যার। স্যার, কিছু মনে করবেন না, না জেনে হয়তো কী বলতে কী বলেছি। আজকাল নার্সেরা স্যার বড়োই ইয়ে হ'য়ে গেছে, কথা শোনে না। আগে ধর্না দিতো, এখন বলে পারবো না। এদেরই বাজার, বুঝলেন না!'

BanglaBook.org

'তাহ'লে বারোটায় পাঠিয়ে দেবেন।' বৃথা বাক্যব্যয় না ক'রে টেলিফোন নামালেন।

কী এক উৎপাত এসে জুটলো, অথচ এক মুহূর্তে আগেও জানতেন না, এরকম একটা অনর্থের মধ্যে প'ড়ে যাবেন। তাঁর আশা-প্রত্যাশাকে সম্পূর্ণ ধূলিসাৎ ক'রে এরকম যে একটা বিঘ্ন উপস্থিত হ'তে পারে তা তাঁর কল্পনায়ও ছিলো না। বঁড়শি এখন বিঁধে গেছে গলায়, গেলাও কঠিন, ফেলাও দায়। তথাকথিত চরিত্র নামক পদার্থটিকে তাঁর যে-নরকে গিয়েই পৌঁছোক, ব্যথা-বেদনা মায়া-মমতার নিবাস হৃদয় নামের অস্তিত্বটা বোধহয় এখনো ধুকপুক করছে বুকের মধ্যে। বিবেকের দাঁত বোধহয় এখনো সব-ক'টাই প'ড়ে যায়নি। নয়তো মেয়েটাকে আর্বজনার মতো ফেলে দিলেই বা ক্ষতি ছিলো কী?

একটা দশ হাজার টাকা দামের জিনিস কি অমনিই ফেলে দেওয়া যায়, নীলেন্দুনারায়ণ? জেদের নিলামে চড়িয়ে আপনি ডেকে এনেছেন ওকে, এখন তো আপন স্বার্থেই সারিয়ে তোলার এই গরজ। তাই না? না। কক্ষনো না।

এই চিন্তার সঙ্গে তৎক্ষণাৎ তিনি প্রতিবাদী হলেন। সজ্ঞানে নিজেকে অতো ছোটো ভাবতে আঘাত লাগলো। মনুষ্যত্বের দাবি নিয়ে বললেন, না, এ আমার লোভ নয়, এ আমার দায়, দায়, কর্তব্য। আমি পাথরকুঠির নীলেন্দুনারায়ণ মিত্র, টাকা আমার কাছে হাতের ময়লা। এ আমার আভিজাত্য। আমার উদারতা। সেই মনোবিকারেই আমি ব্যস্ত হয়েছি, সেই মন নিয়েই আমি দ্বিগুণ ভিজিট দিয়ে ডাক্তার ডেকেছি, সেবিকা খুঁজছি। কোনো দান-প্রতিদানের প্রশ্ন নেই এখানে, দাতা-গ্রহীতার সম্পর্ক নেই।

অবিশ্যি কারো জন্যে ব্যস্ত হ'য়ে কিছু করা এ-ও তাঁর প্রথম। কার জন্যই বা করবেন? কে আছে তাঁর? কে ছিলো? কাকে তিনি ভালোবেসেছেনে জীবনে? কে তাঁকে ভালোবেসেছে? কেউ না। কেউ না। একটা নিঃসঙ্গ হাহাকার ছাড়া তাঁর নিভৃত অন্তরে আর-কিছু নেই, ছিলো না।

'শায়লা।'

বেল না টিপে তিনি ডেকে উঠলেন জোরে। এটা তাঁর অভ্যাস নয়।

ডাক্তারবাবুকে গাড়িতে তুলে ফিরে আসতে-আসতে মনিবের ডাক শুনে শায়লা কয়েক সিঁড়ি টপকে এসে দাঁড়ালো।

'মহিমকো বোলাও।'

হন্তদন্ত হ'য়ে ছুটে এলো মহিম।

'স্যার।'

'মেয়েটির জ্ঞান হচ্ছে না কেন?' ঝাঁঝিয়ে উঠলেন তিনি।

'আজ্ঞে, আমি তো কতো চেষ্টা করছি।'

'সমস্ত টাকাটা আত্মসাৎ ক'রে তুমি কি ওকে চুরি ক'রে এনেছো?

'এ কী কথা, স্যার?'

'ওর বাপ যে রাজি ছিলো তা আমি কী ক'রে জানবো?'

'আমি ঠিকানা দিচ্ছি, আপনি গোয়েন্দা লেলিয়ে দিন। আমার শত্রু সখারামকে পাঠান।'

BanglaBook.org

'টাকা তুমি ঠিকমেতো দিয়েছিলে তবে?'

'আজ্ঞে হ্যাঁ, স্যার। মা-কালীর দিব্যি, টাকা আমি ঠিকমতো দিয়েছি।'

'সঙ্গে কে কে ছিলো?'

'রাখাল ড্রাইভার, ননিদাসী, রতনদাসী।'

'তারা সব সাক্ষী আছে যে টাকা তুমি দিয়েছো?'

'আজ্ঞে নিশ্চয়ই।'

'তারা সব কোথায়?'

'ননিদাসী রতনদাসী পৌঁছে দিয়েই চ'লে গেছে। কাল সকালে আসবে, তখন জিজ্ঞেস করবেন। রাখাল আছে, ডাকবো?'

'তুমি ওর বাবার হাতে সই করিয়ে আনোনি কেন?'

'এক্ষেত্রে, স্যার, সেটা সম্ভব ছিলো না।'

'কেন?'

'বাপ লোকটি শেষ পর্যন্ত মন ঠিক করতে পারছিলো না।'

'কী বলছিলো?'

'তার সঙ্গে কথাবার্তা পাকা না ক'রেই আমি গিয়েছিলাম। আমি ভাবিনি, সত্যি সে তার মেয়ে নিয়ে আমাদের অপেক্ষা করার জায়গায় এসে পৌঁছবে। আগের দিন আমাকে খুন করতে চেয়েছিলো।'

'খুন?'

'সমস্ত বিপদ অগ্রাহ্য ক'রে তবু আমি তাকে বলেছিলাম— অনেক কথাই বলেছিলাম, এসব ব্যাপারে যা ব'লে থাকি, যা আমি মুখস্থ ক'রে রেখেছি, সে-বয়ান আজ পর্যন্ত সকলের কাছেই সিদ্ধ হয়েছে। তবে এখানে যে এই বাণও বিদ্ধ হবে তা আমি ভাবিনি, কর্তা। সত্যিই ভাবিনি। কিন্তু দুঃখের সাগরে আর সাঁতার কাটার শক্তি ছিলো না লোকটির। নইলে কি আর তার মতো মানুষ—'

মহিম চুপ করলো।

মিস্টার মিত্র তাকাতেই আবার বললো, 'আমি তবু গিয়ে কপাল ঠুকে দাঁড়িয়ে ছিলাম, গাড়ির বাইরে অপেক্ষা করছিলাম, ভিতরে ননি আর রতন ব'সে ছিলো চুপ ক'রে, দূর থেকে দেখলাম ওরা আসছে। বাপ আগে-আগে, মেয়ে পিছনে। অমনি আমি ইঙ্গিত দিলাম রাখালকে। আপনি তো জানেন স্যার এই কাজে আমার মতো অভিজ্ঞ লোক এই শহরে খুব কমই আছে। আমি লোক চিনি। আমি বললাম, টাকাটা যে দিচ্ছি সাক্ষী থাকো কিন্তু, দেরি কোরো না। মেয়ে নিয়ে এলে হবে কী, লোকটা মুহূর্তে ক্ষিপ্ত জানোয়ারের মতো লাফিয়ে পড়তে পারে ঘাড়ে, আর তাছাড়া হাজার হোক বাপ তো! টাকাই নিক, যা-ই নিক, কলিজা ছিঁড়েই তো দেয়! মর্জি ঘুরতে কতোক্ষণ!

'বাজে কথা থাক, যা বলছিলো বলো।'

'দৌড়ে গিয়ে টাকাটা গুঁজে দিলাম হাতে, আর রাখাল বোঁ ক'রে গাড়ি ঘুরিয়ে চোখের

BanglaBook.org

পলকে মেয়েটিকে তুলে পুরোদমে গাড়ি ছুটিয়ে দিলো। এমন বিদ্যুতের মতো সব করলো যে, আমিই প্রায় প'ড়ে থাকছিলাম। কোনোমতে উঠে পড়লাম। পিছনের কাছ দিয়ে দেখলাম, কপাল চাপড়াতে-চাপড়াতে অন্ধকারে ওর বাপ ছুটছে গাড়ির পিছনে।'

'তারপর?'

'মেয়েটি নিশ্চয়ই জানতো না কিছু, নিশ্চয়ই অন্য কথা ব'লে নিয়ে এসেছিলো। ননি আর রতন ওকে টান মেরে তুলে এনেছিলো। প্রথমটায় কেমন হতভম্ব হ'য়ে রইলো, তারপরেই যা শুরু করলো।'

'কী?'

'স্যার, এ-পর্যন্ত কতো মেয়েই তো এনেছি, কেউ ইচ্ছায় এসেছে কেউ অনিচ্ছায় এসেছে, এমন দুরন্ত মেয়ে আর দেখিনি। এর ভয়-ডর নেই, প্রাণের মায়া নেই, একটা বুনো বেড়াল, পোষ মানাবার শিক্ষা নেই ওর।'

ডাক্তার বলেছেন, কেউ এরা গলা টিপে ধরেছিলো, তিনি দাগ দেখেছেন। আমি জানতে চাই তার অর্থ কী? কার এতো স্পর্ধা, কে এর গায়ে হাত দিয়েছিলো?'

জিব কেটে তিন হাত পিছিয়ে গেলো মহিম, 'ছি ছি, এ আপনি কী বলছেন স্যার, যাকে আপনার জন্য নিয়ে আসছি, তিনি তো আমাদের মনিব এখন, এ কথা শুনলেও যে পাপ। আপনি, সাহেব, রাখালকে এখুনি ডাকুন, জিজ্ঞেস ক'রে দেখুন কী ধরনের গুণ্ডা প্রকৃতির। যেন একটা বাঘিনী। কী ধস্তাধস্তি যে করেছে! অবস্থা বৈগুণ্যে কী না হয়! আমি এদের উষ্টিগুষ্টি চিনি ; মেয়ে, স্যার, অতি সম্ভ্রান্ত বংশের, এমন বড়োঘরের মেয়ে কখনো আসেনি। এককালে অঢেল টাকার মালিক ছিলো, আর এখন চিকিৎসার অভাবে ঘরে বউ মরছে, ছেলে মরছে, খেতে পাচ্ছে না, শেষে মেয়েও বিক্রি করলো। অদৃষ্ট, স্যার, মানতেই হয়, নইলে—'

'থামো। তোমাকে বক্তৃতা দিতে ডাকিনি। আমি জানতে চাইছি, মেয়েটির হাতে-মুখে গলায় ওসব কিসের দাগ?'

'না স্যার, কোনো অসুখ নেই।' মহিম জানে তার মনিব নিজের স্বাস্থ্য বিষয়েও যেমন হুঁশিয়ার, অন্যের স্বাস্থ্য সম্পর্কেও তেমন সাবধান, সন্দিহান। বিশেষত মেয়েরা যখন আসে, প্রথমেই তিনি তাদের স্বাস্থ্য নিয়ে প্রশ্ন করেন, ডাক্তার দেখান। সে-কথা মনে ক'রেই জোর দিলো সে, 'মেয়েটি একেবারে নীরোগ, পবিত্র। শুধু দুরবস্থায় পড়েছে, এছাড়া আর কোনো দোষ নেই।'

'কেবল বাজে কথা।' মিষ্টার মিত্রর বজ্রগম্ভীর আওয়াজে মহিম এতটুকু হ'য়ে গেলো। 'দাগগুলো কিসের, সেটা বলো।'

হঠাৎ দীর্ঘশ্বাস পড়লো মহিমের। বিচার-বিবেকহীন বুকের ভিতরে কোথায় যেন বিবেকের পিঁপড়ে কুট ক'রে কামড়ে দিলো তাকে। ছেলেবেলাকার সেই গৌরকান্তি গগনকে মনে প'ড়ে গেলো। তার নিজের যখন ষোলো-সতেরো বছর বয়েস গগন তখন সাত-আট বছরের বালক। হালদার-বাবুদের সব ছেলের চেয়ে সুন্দর, সকলের চেয়ে মধুর।

BanglaBook.org

যখন-তখন মহিম ব'লে ঝুলে পড়তো গলা ধ'রে, আবদার করতো। মহিম তাকে ঘুড়ি ওড়ানো শেখাতো, মারবেল খেলায় জিতিয়ে দিতো, ছোটোরা ঝগড়া করলে গগনের পক্ষ হ'য়ে দাঁড়াতো। চুরি ক'রে আম কুল কলা তেঁতুল—কতো কিছু যে নিয়ে আসতো ওর জন্য। তখনো, সেই ষোলো-সতেরো বছরের কাঁচা হৃদয় এমন করে পোকায় কাটেনি। সেই দুর্মর স্মৃতি কষ্ট দিলো তাকে।

অনেকক্ষণ চুপ ক'রে থেকে বললো, অত্যন্ত দাপাদাপি করেছিলো, ওরা ধ'রে রাখতে পারছিলো না, আঁচড়ে-কামড়ে অস্থির ক'রে দিয়েছে। দু-বার প্রায় দরজা খুলে ফেলে লাফিয়ে পড়ছিলো, শেষে আমিই কোনোরকমে টেনে রেখেছি জোর করে। এই দেখুন 'মহিম তার ডান হাতের শার্ট তুলে ব্যান্ডেজ দেখালো, 'দাঁত বসিয়ে প্রায় আধ ইঞ্চি গর্ত ক'রে দিয়েছে এখানে। বাড়ি এসে ওষুধ দিয়ে বেঁধেছি। কী বলবো স্যার, সবশেষে আর-কিছু না পেরে, আমাদের হাত থেকে বাঁচবার শেষ চেষ্টা হিসেবে নিজের গলা নিজেই টিপে ধরলো।'

'কী!'

'দু-হাত দিয়ে এমন ক'রে নলীটা চেপে ধরেছিলো যে, চোখ বেরিয়ে এসেছিলো। দু-ছলক রক্ত পর্যন্ত উঠে এসেছিলো মুখের গ্যাঁজলার সঙ্গে। তারপরেই অজ্ঞান হ'য়ে গেলো।'

'আর তোমরা করছিলে কী? ঘাস কাটছিলে?'

'ছাড়াতে পারছিলাম না, মনে হচ্ছিলো তখনকার মতো ওর গায়ে যেন শত হস্তীর বল দিয়েছেন ভগবান। টানাহ্যাঁচড়াতে আরো কতো ব্যথা পেয়েছে তার কি ঠিক আছে কোনো? হাতে-মুখে নিজেরই চড়-চাপড়ের দাগ। ভীষণ কাঁদছিলো।'

'হুঁ।'

'আর স্যার, পলক ফেলতে না ফেলতে একটা ছেড়ে আর একটা বুদ্ধি খাটাচ্ছিলো আত্মহত্যে করবার।'

মিত্রসাহেব বারান্দা পেরিয়ে আকাশে তাকালেন, 'নাম কী মেয়েটির?'

'ওর বাপ যখন গাড়ির পিছে-পিছে ছুটছিলো, চিৎকার ক'রে ডাকছিলো সঙ্গে-সঙ্গে, ঐটুকুই কানে গেলো। একবার বলছিলো 'ওতুল' একবার বলছিলো 'অতসী'।'

মিস্টার মিত্র চুপ ক'রে রইলেন।

অপেক্ষা ক'রে মহিম বললো, 'তাহলে আমি—'

চোখ না ফিরিয়েই বললেন, 'হ্যাঁ, যাও।' তারপর তেমনিই ব'সে রইলেন চুপ ক'রে।

আস্তে-আস্তে ঝিমিয়ে এলো শহর, রাস্তা জনবিরল হ'লো। বারোটা প্রায় বাজে। অত্যন্ত ক্লান্ত বোধ করছিলেন, তবু ব'সে ছিলেন নার্সের জন্য। অবিশ্যি না থাকলেও ক্ষতি ছিলো না। সম্পূর্ণ ভার তিনি মিসেস রায়ের উপরেই, অর্থাৎ মেট্রনের উপরেই ছেড়ে দিয়ে শুতে

BanglaBook.org

যেতে পারেন। মহিম অপেক্ষা করতে পারে দরজায় দাঁড়িয়ে। আরো অন্যান্য অনেকেই আছে হুকুম তামিল করবার জন্য। কিন্তু ঠিক এ ধরনের একটা দায়িত্ব অন্যের উপর চাপাতে ঈষৎ সংকোচ বোধ করলেন।

আর কারো জন্য না হোক, ঐ মিসেস রায় মহিলাটির জন্যই একটু লজ্জাবোধ করছিলেন। তাঁর মহলে তাঁর জন্য অনেক মেয়েই আসে বটে, কিন্তু কিছু আড়ালও আছে। বাইরের চেহারাটা খুব ভদ্র রাখেন তিনি। তাদের জন্য মিসেস রায়কে কখনো ডাকেন না। তাঁর চোদ্দোখানা ঘরের দুটি চারটি ঘরে তখন সব কিছুর ব্যবস্থাই আলাদা হ'য়ে যায়। মিসেস রায় জানতেও পারে না কিছু। তার ঘর নিচে, নিচেই থাকে, ঘর-সংসার সামলায়, উঠে আসে একান্তভাবেই খাওয়া-দাওয়ার তদারক করতে। মিস্টার মিত্রর খানাপিনা সরকারি রন্ধনশালায় চলে না। সব বন্দোবস্ত আলাদা। দোতলাতেই তাঁর বিলিতি ধরনে তৈরি কিচেন, উনুনও এসেছে সে দেশ থেকে। একটি উৎকৃষ্ট গোয়ান কুক রান্না ক'রে দেয়। এই মহিলা মাঝে-মাঝে পালটে দেয় খাবার, নিজে দাঁড়িয়ে শুক্তো শাক তেতোর ডাল ইত্যাদি দিশী রান্না বাঁধায়। ভালোই লাগে মুখ বদলাতে। দিশী রান্না খান বা না খান, খাবার সময়ে এসে দাঁড়বেই মিসেস রায়। এই কর্তব্যটুকু অবশ্যই তার চাকরির অন্তর্গত নয়, নিজের নারীজনোচিত স্বাভাবগুণেই এই যত্ন তার। বেশ ভালো লাগে মিস্টার মিত্রর।

কিন্তু তাঁর পরিচর্যা করে ব'লে তাঁর স্ত্রীলোকদের পরিচর্যা নিশ্চয়ই করাতে পারেন না তাকে দিয়ে।

আহা। ঐটুকু মেয়ে আবার স্ত্রীলোক, ভাবনার সঙ্গে-সঙ্গে প্রতিবাদটাও উঠলো মনের মধ্যে, অতসীর অচৈতন্য মুখের কাঁচা লাবণ্য ভেসে উঠলো চোখে। কতো বয়েস হবে? কুড়ি? বাইশ? তেইশ? উঁহু। এর চেয়ে বেশি না। টাকাকড়ির প্রলোভনে অন্য যে সব মেয়ে আসে, অথবা অভিভাবকদের প্ররোচনায় আত্মসমর্পণ করে, অনেক পরিপক্ক হয় তারা। ভালোবাসাহীনভাবে নিজেকে দিতে সব মেয়েই কষ্ট পায়, কিন্তু তার মধ্যে মনে-মনে একটা বোঝাপড়াও থাকে তাদের। পুরুষের এই ভয়ংকর লোভের আগুনে অসহায়ভাবে জ্বলতে-জ্বলতেও এই বোধ কাজ করে, এর জন্য তারা দাম নিয়েছে। কিন্তু দুঃখকে পরিহার করতে পারে না! অপমানে-অসম্মানে তাদের বুক ফেটে যায়। তিনি যখন ছিবড়ে ক'রে ফেলে দেন তখন নিশ্চয়ই সমস্ত পুরুষজাতিকে অভিশাপ দিতে-দিতে বেরিয়ে যায়। না কি সৃষ্টিকর্তা বিধাতাকে? না কি অভিশাপ দেবার মতোও বুকে বল থাকে না?

হঠাৎ একটা দৃশ্য মনে প'ড়ে গেলো। তখনো দেশ স্বাধীন হয়নি, যুদ্ধ চলছে, সৈন্যতে ভ'রে গেছে কলকাতা শহর, তৈরি-করা মন্বন্তরের বলি মানুষ প্রার্থীরা 'ফ্যান দাও, ফ্যান দাও' ব'লে চ্যাঁচাচ্ছে দোরে-দোরে, মরছে পথের ধারে, ছেঁড়া নেংটির ফালিতে ফাঁস লাগিয়ে ঝুলছে গাছের ডালে, তলায় শুকনো পাতার আগুন জ্বালিয়ে টোকানো-কুড়োনো পচা-গলা শাকসবজি সেদ্ধ ক'রে খাচ্ছে সঙ্গীর দল, মরা মায়ের নীরস বুক টেনে ছিঁড়ছে ক্ষুধার্ত শিশু—এমনি দিনে কোনো এক বন্ধুর বাড়ি পার্টিতে গিয়ে লেকের ধারে মস্ত

BanglaBook.org

একটি পোড়োবাড়ির সৈন্যাবাসে একটি ঘটনা প্রত্যক্ষ করলেন।

ঝাপসা-ঝাপসা অন্ধকারে বাটি হাতে দাঁড়িয়ে আছে ভিখিরি যুবতীর দল, সৈন্যগুলো একটা-একটা ক'রে আসছে, দেখছে, তারপর টেনে নিয়ে যাচ্ছে ভিতরে। যখন মেয়েগুলো বেরিয়ে আসছে হাতভরা খাবার, মুখ-ভরা হাসি, চোখ ভরা জল।

বন্ধু বললো, 'কী দেখছো? স'রে এসো।'

তিনি বললেন—

'সাব্—'

চিন্তাধারায় বাধা পড়লো, ফিরে তাকালেন মিস্টার মিত্র। শায়লা এসে দাঁড়িয়েছে।

'কী ব্যাপার?'

'নার্স আ গিয়া।'

'এসেছে?' প্রাণে যেন জল এলো, খুব নিশ্চিন্ত বোধ করলেন। একটু পরেই দেখলেন যথাবিধি পোশাকে সুসজ্জিত নার্স উঠে আসছে সিঁড়ি বেয়ে।

তাকে নিয়ে তিনি যখন এগিয়ে এলেন, মেট্রন অতসীর মাথায় আইস-ব্যাগ চেপে ব'সে ছিলো শিয়রে।

'এখন কেমন?' নিচু গলায় প্রশ্ন করলেন তিনি।

মেট্রন বললো, 'একবার-দুবার একটু নড়েছিলেন, ডাক্তার ডাক্তার ব'লে কী বিড়বিড় করছিলেন, মনে হয়, জ্ঞান ফিরে এসেছে। একটু খাওয়াতে চেষ্টা করেছিলাম, পারিনি।'

'আপনাকে আজ খুব কষ্ট দেওয়া হ'লো, কতো রাত হ'য়ে গেছে—'

'না, না, কষ্ট কেন?' মনিবের ভদ্রতায় মেট্রন সনির্বন্ধ হ'লো, 'মেয়েটির কাছে থাকবো ব'লে আমি তো আমার ঘর বন্ধ ক'রে চ'লে এসেছি। জানতাম না কেউ এসেছে এখানে, এমন অসুস্থ হয়েছে এসে, আপনিও তা বলেননি কিছু। নইলে অনেক আগেই আসতাম।' সরলভাবে অতসীর মাথায় হাত বুলোলো, 'আপনার এতো বড়ো বাড়িতে কোথায় কোন আত্মীয়-পরিজন এসে ওঠেন, আমি ঠিক খেয়াল রাখতে পারি না—'

মিসেস রায়ের কথা শুনে মিস্টার মিত্র মনে-মনে নিশ্চিন্ত হলেন।

তারপর নার্সকে বুঝিয়ে দিলেন সব। টুকটুক ক'রে নিপুণ অভ্যস্ত হাতে নার্স চোখের পলকে গুছিয়ে নিলো কাজ। ডাক্তারের আদেশ-নির্দেশ শুনে ভালো ক'রে, টেম্পারেচারের চার্ট করলো, ঝিকে দিয়ে ব্যাগের বরফ বদলালো—আর যতোক্ষণ সে এসব করলো ততোক্ষণে মিস্টার মিত্র স্বস্তির নিশ্বাস ফেলে শুতে যাবার কথা ভাবলেন, কালকের মিটিং-এর কথা ভাবলেন, কী বক্তৃতা দেবেন তারও দু-এক কলি আওড়ে ফেললেন মনে-মনে। তারপর বিদায় নেবার আগে চোখ ফেরালেন রোগিণীর দিকে, ফিরিয়েই থমকালেন। দেখলেন, এক পলকে সে তাকিয়ে আছে তাঁর দিকে, এবার হাতটা বাড়িয়ে দিলো।

মিস্টার মিত্র একটু নিচু হ'য়ে হাতটা ধরলেন, ঝুঁকে প'ড়ে বললেন, 'কী?'

'ডাক্তার।'

BanglaBook.org

'হ্যাঁ, ডাক্তার এসেছিলেন।'

'বড়ো ডাক্তার!'

'হ্যাঁ, বড়ো ডাক্তারই এসেছিলেন।'

'আমার মা—'

'হ্যাঁ।'

'পার্থ—'

'হ্যাঁ।'

'মালতী—'

'হ্যাঁ।'

'ডাক্তারবাবু—'

'উনি চ'লে গেছেন।'

'আপনার পায়ে পড়ি—'

'এসব কী বলছো?'

'দয়া করুন, দয়া করুন, আমার মা, আর—আর—'

নার্স ওষুধ ঢেলে নিয়ে এলো, 'শুনুন, একটু হাঁ করুন তো।'

'ওদের আপনি বাঁচান, বাঁচান।' দুই চোখ বেয়ে জলের ধারা গড়িয়ে পড়লো, তারপরেই আবার ঝিমিয়ে গেলো।

অনেকক্ষণ স্তব্ধ হ'য়ে রইলেন তিনি। তারপর ধ'রে-থাকা হাতটা আস্তে-আস্তে নামিয়ে রেখে উঠে দাঁড়ালেন।

অধিক রাত্তিরে শুয়ে দেরিতে ওঠার অভ্যাস মিস্টার মিত্রর বহুকালের। ছেলে-বেলায় এজন্য মার খেতেন বাবার কাছে। বোর্ডিং-এর প্রভুরা খেতে না দিয়ে শাস্তি দিতেন। তবু ছাড়তে পারতেন না এই স্বভাব। পাঠ্য-পুস্তক ছাড়া অন্য বই হাতে নেওয়া বারণ ছিলো। বাড়িতেও তাই, বোর্ডিং-এও তাই। অথচ পড়ার নেশায় পাগল হ'য়ে যেতেন তিনি। বাড়িতে থাকতে লুকিয়ে চুরিয়ে যেভাবে হোক ঢুকতেন গিয়ে পরিত্যক্ত লাইব্রেরি ঘরে, যা পেতেন তুলে নিয়ে আসতেন নির্বিচারে, লুকিয়ে রাখতেন শোবার ঘরে তোশকের তলায়, তারপর রাত্তিরে সব ঘুমুলে নিশ্চিন্ত মনে পাতা উলটোতেন। কোনো বই বুঝতেন, কোনো বই বুঝতেন না, কিন্তু বেছে আনবেন, এমন অবকাশ হ'তো না ব'লে তারই পাতা উলটিয়ে সন্তুষ্ট থাকতে হ'তো। বোর্ডিং-এও চলতো সেই লুকোচুরি খেলা। নিয়মমতো আলো নিবে গেলেও মোম জ্বালিয়ে চেষ্টা করতেন পড়ার। এই করতে-করতে রাতজাগা অভ্যাস হ'লো। আর এই করতে করতেই বড়ো হ'য়ে উঠলেন একদিন, স্বাধীন হলেন,

BanglaBook.org

ইচ্ছেমতো পড়ার সুযোগ ঘটলো, ঐ ঘুমের আগে পড়ার অভ্যেসটাই কায়েমী হ'য়ে গেলো।

কিন্তু সেই রাত্রে আর বই হাতে নিলেন না। এমনিই চুপ ক'রে আলো নিবিয়ে শুয়ে পড়লেন।

হয়তো বা বই হাতে নেননি ব'লেই ঘুম আসছিলো না, ছটফট করছিলেন, আজেবাজে চিন্তা ভিড় করছিলো মাথায়। না কি দেরি ক'রে খেয়েছেন ব'লে? মাথার কাছে অন্ধকারে দেখতে পাওয়া ঘড়ির কাঁটাটা অনেকবার ঘুরলো, তবু রোজের মতো বালিশে মাথা দিয়েই তিনি নিবিড় নিদ্রায় অভিভূত হ'তে পারলেন না।

শুতে-শুতেই প্রায় একটা বেজেছে, জেগে থেকে থেকে কুয়াশা-রং-রং রাত চারতেটর ভোরও দেখলেন। ঠাণ্ডা-ঠাণ্ডা হাওয়া দিচ্ছিলো, মাথার উপর ফ্যান ঘুরছিলো সজোরে, পায়ের তলাকার ভাঁজ হ'য়ে প'ড়ে থাকা রেশমী চাদরটা গায়ে জড়ালেন। ভালো লাগছিলো। এই ভোর যেন তাঁর মায়ের স্মৃতি, যে-মাকে তাঁর একটুও মনে নেই।

অতএব পরের দিন ঘুম ভাঙতে যে অনেক বেলা হ'য়ে যাবে এ তো ধরাধার্য কথা। এমনিতেই আটটার আগে শয্যা ছাড়েন না, সেদিন তাকিয়ে দেখলেন ন'টা বেজে তেত্রিশ। তৎক্ষণাৎ বেল টিপলেন। তৎক্ষণাৎ মনে পড়লো, আজকের দিনটা তাঁর কাজে ঠাসা। বিদেশযাত্রার আগে এবার তাঁকে অনেক কিছু ক'রে যেতে হচ্ছে। বিষয়-সম্পত্তির অনেক বন্দোবস্ত। এর আগে এই দায় তাঁর ছিলো না। এটা নতুন। সিংহাসনে আরোহণ করবার খেসারত। সত্যিই খেসারত। নইলে মাথার উপর এতোদিন দু-দুটো মামলা ঝুলে ছিলো কেমন ক'রে? জ্ঞাতি-গুষ্টিরা ভেবেছিলো তিনি অক্ষম, নিস্তেজ, উদাসীন। ঠকিয়ে নিচ্ছিলো অনেককিছু। দুটো ভেড়িই আত্মসাৎ ক'রে বসেছিলো। বাড়িতে আসতে দিয়েছেন ব'লে অধিকার সাব্যস্ত করতে চেষ্টা করেছিলো। এসব ঠিক কচুরিপানার মতো। একটা টানলে আরো কতো এসে হাজির হয়। শুধু ভেড়ি নিয়েই মামলা জুড়েছিলেন হরিশবাবু। আস্তে-আস্তে দেখা গেলো, নিঃশব্দে অনেক-কিছু তারা গ্রাস ক'রে বসেছে। 'ছেড়ে দিন, ছেড়ে দিন' করতে-করতেও রেগে গেলেন একদিন, দেখলেন, কখন যেন দাঁড়িয়েছেন হরিশবাবুর পাশে। খুলে বসেছেন নথিপত্র। এইবার মিটে এসেছে সব, যাবার আগে এখন বিলি-বন্দোবস্তের পালা।

চায়ের বাগান দুটো লিজ দিয়ে দিয়ে যাচ্ছেন, সেই ব্যাপারে পার্টির সঙ্গে লাঞ্চ আছে সাড়ে বারোটায়। গ্রান্ড হোটেলে অপেক্ষা করবে তারা।

দৌড়ে এলো শায়লা, চটি এগিয়ে দিলো, চা আনতে ছুটলো, পোশাক ঠিক করতে ব্যস্ত হ'লো। তিনি সোজা বাথরুমে ঢুকে গেলেন। হাত-মুখ ধুয়ে, দাড়ি কামিয়ে একেবারে স্নান সেরে ফিটফাট। তারপর ব্রেকফাস্ট।

বেরিয়ে যাচ্ছিলেন। বাড়ির রুগ্‌ণ অতিথিটির কথা একেবারে ভুলে গিয়েছিলেন। হঠাৎ মনে প'ড়ে গেলো। সিঁড়ির মুখ থেকে ফিরে এলেন আস্তে, ধীরে ধীরে বারান্দা পেরিয়ে ঢুকলেন গিয়ে ও ঘরে।

BanglaBook.org

আজকের দিনটা তো ভারি সুন্দর! পর্দা সরিয়ে উঁকি মেরেই কথাটা মনে হ'লো তাঁর। দক্ষিণের বড়ো-বড়ো জানালা দুটো খুলে দেওয়া হয়েছে, এ-পাশে পশ্চিমের জানালাও খোলা। মস্ত বাতাবি গাছটা প্রায় নুয়ে এসেছে ঘরের মধ্যে, হাত বাড়ালে পাতা ধরা যায়। যদিও বেলা এখন এগারোটা, তবু, আজ রোদ স্তিমিত, হাওয়া শীতল, আকাশে কালবৈশাখীর খণ্ড-খণ্ড মেঘের ভিড়।

তিনি তাঁর নিজের ঘরের জানালা সবসময় বন্ধ রাখেন। তাঁর ধারণা, যেহেতু এটা গ্রীষ্মকাল, সকাল থেকেই বুঝি তাপ উঠে আছে। জানালা খুললেই একেবারে সর্বনাশ। রাত্তিরে অবশ্য খুলে দেন, কিন্তু সকাল না হ'তেই শায়লা ঘরে ঢুকে ভেজিয়ে রেখে যায় সব, নইলে চোখে আলো লেগে ঘুম নষ্ট হয়। আর সেই যে ভেজিয়ে দেয়, খোলে আবার রাত্রে। তিনি আলো না জ্বাললে দিনের বেলাতেও ঘরের মধ্যে দেখতে পান না কিছু। আটটা বাজলো কি চন্দনগন্ধ খসখস প'ড়ে গেলো চারদিকে, ভিস্তিটা এসে তিন ঘণ্টা অন্তর-অন্তর পিচকিরি দিয়ে জল ছিটোতে লাগলো।

তাঁর পাথরের বারান্দায়ও পর্দা প'ড়ে যায় সে-সময়। কাজেই জানালা দিয়ে বাইরের আকাশ দেখা তাঁর পক্ষে প্রায় একটা নতুন দৃশ্য দেখার মতোই। বিশেষ আজকের আকাশ, যে-আকাশ মেঘে-মেঘে পাহাড় বানিয়েছে, ফাঁকে-ফাঁকে নীলের সমুদ্র। আর জানালার তলায় যিনি শয়ান, তিনিও ছবিটি সমাপ্ত করার পক্ষে মন্দ সহায় নন। ক্লান্তভাবে শুয়ে আছে চুপচাপ, যেন রোদ্দুরে ঝলসে-যাওয়া একমুঠো ফুল।

কিন্তু কালকের মতো এলোমেলো বিস্রস্ত নয়, পরিপাটি। মাথা-আঁচড়ানো চুল লম্বা একটি বেণীতে আবদ্ধ, মুখে হালকা পাউডারের প্রলেপ, ঘরময় অডিকোলনের মিষ্টি গন্ধ। এমনকি, পরনের শাড়ি-ব্লাউসও ধোপদুরস্ত। ব্লাউসটা ঢলঢল করছে গায়ে, শাড়িটা শাদা খোলের উপর সরু কালো পাড়। দেখেই বুঝতে পারলেন এসব মিসেস রায়ের, নিশ্চয়ই তিনিই দিয়ে গেছেন সব। মনে-মনে কৃতজ্ঞ হলেন।

নার্স এগিয়ে এসে জ্বরের চার্ট দেখিয়ে বললো, রাতটা খুব খারাপ গেছে। কেবল ভয় পেয়ে-পেয়ে আঁতকে উঠেছেন। আমি খুব নার্ভাস বোধ করছিলাম। হার্ট, পালস্, প্রেসার, কিছুই স্বাভাবিক ছিলো না। ঝিকে বলেছিলুম, আপনাকে যদি একবার খবর দেয়।'

'এতো জ্বর উঠেছেলো?' চার্টটা হাতে নিয়ে প্রায় চমকে গেলেন। তিনি, 'খবর দিলেন না কেন? আমার ঘরে টেলিফোনের কানেকশনও আছো।'

'তা তো আমি জানি না, তবে অসুবিধে হয়নি কিছু। ঝি গিয়ে মেট্রনকে ডেকে নিয়ে এলো, উনি ছিলেন সারারাত।'

'ও।'

'ভোর চারটে থেকে তারপর জ্বর কমতে শুরু হ'লো। ঘুমিয়েও পড়লেন।'

'এসব জামা-কাপড়ও বোধহয় মিসেস রায়ই পাঠিয়ে দিয়েছেন?'

'কিন্তু আরো কয়েকটা জিনিসের দরকার—'

BanglaBook.org

'নিশ্চয়ই। বলুন। এক কাজ করুন, আপনি বরং একটা লিস্ট ক'রে দিন।'

'লিস্টটা কি মিসেস রায়ের কাছেই দেবো?'

'বেশ তো। উনিই দেখেশুনে আনিয়ে দেবেন সব। আমি ব'লে দেবো।' ঘড়ির দিকে চোখে ফেললো নার্স, 'বারোটার সময় অন্য নার্স আসবে, আমার ছুটি তখন। আমাকে কি আজ রাত্তিরেও আসতে হবে?'

'নিশ্চয়ই।'

'ডিউটির সময়টা বদলালে কি আপনার আপত্তি আছে?'

'কী রকম বলুন।'

'সাধারণত আমরা আটটা থেকে আটটা করি। জরুরি দরকারেই বারোটার ডিউটিতে আসি।'

'তাই আসবেন।'

'তাহ'লে আমি আজ রাত আটটায় আসবো, সকাল আটটায় চ'লে যাবে। আমার পরে যে-নার্স আসবেন, তাকেও তাহ'লে সেভাবেই ব'লে দেবো।'

'তাই দেবেন।'

ঘুরে তিনি রোগিণীর মাথার কাছে এসে দাঁড়ালেন, আস্তে কপালে হাত ছুঁইয়ে জিজ্ঞেস করলেন, 'কেমন আছো?'

ক্লান্ত চোখে তাকালো অতসী।

'তুমি কে?' ফিসফিস করলো সে।

'আমি?' একটু হাসলেন তিনি, 'এই একজন মানুষ।'

'তুমি মানুষ?'

'কী মনে হয়?'

'ওদের তাড়িয়ে দিয়েছো?'

'কাদের?'

'ডাক্তার এলে অসুখ থাকে না।'

'সেজন্যই তো তোমাকে ভালো ক'রে দিতে এসেছি।'

'আর ওদের?'

'ওরা কারা?'

'কারা?'

'তুমিই তো জানো।'

'দ্যাখোনি?'

'কই, না!'

'ঐ যে পালিয়ে গেলো তোমাকে দেখে।'

'আমাকে দেখেই পালিয়ে গেলো?'

BanglaBook.org

'আমার ভয় করছে।'

'কাকে? আমাকে?'

'না, ওদের।'

'ওরা কে? কেউ তো নেই এখানে।'

'উঃ, কী ভীষণ অন্ধকার।'

'অন্ধকার কোথায়?'

'অন্ধকার! অন্ধকার।'

'দিনের বেলা কখনো অন্ধকার হয়?'

'আমি অন্ধকারে ভয় ভয় পাই।'

'কী সুন্দর আলো আসছে জানালা দিয়ে, কী সুন্দর আকাশ—'

'উঃ, কী কষ্ট!'

'কোথায় কষ্ট?'

'আমাদের লণ্ঠনটা ভেঙে গেছে।'

'ভাঙুক।'

'যদি লণ্ঠনটা থাকতো, যদি লণ্ঠনটা নিয়ে যেতাম—'

'শোনো—'

'ডাক্তারবাবু —'

'ডাক্তারবাবু এখন নেই—'

'আমি আপনার পায়ে পড়ি—'

'শোনো—'

'আমি জানি আপনি ডাক্তার, আপনি খুব বড়ো ডাক্তার, আমি আপনার পায়ে পড়ি—'

'কী মুশকিল।'

'একবার চলুন, শুধু একবার, দয়া করুন।'

'শোনো, শোনো, আমি ডাক্তার নই।'

'আপনি তো একজন মানুষই, আপনি তো পাষাণ নন, কেন অস্বীকার করছেন, কেন একবার আসছেন না! আমি ওদের একলা ফেলেই শুধু আপনার জন্যই চ'লে এসেছি—'

'আমি সত্যিই ডাক্তার নই।'

'দয়া করুন—'

'খেয়েছো

'আপনি এতো সুন্দর, তবু এতো নিষ্ঠুর

'নিষ্ঠুর ঠিকই, কিন্তু ডাক্তার নই।'

BanglaBook.org

'তবে আমি কী দেখছি?'

'স্বপ্ন।'

'না।'

'তবে?'

'অন্ধকার।'

'অন্ধকার ছাড়া আর-কিছুই কি তুমি দেখতে পাচ্ছো না?'

'তোমাকে দেখছি।'

'আমি কি অন্ধকারের মতো?'

'আমাদের আলো নেই। কিন্তু আমি দেখলাম, যখন তুমি এলে, ওরা সব ভয় পেয়ে পালিয়ে গেলো।'

প্রহসন মন্দ নয়। শেষে মেয়েটি তাঁকেই ত্রাণকর্তা ঠাওরালে? এসেই চ'লে যাবেন ভেবেছিলেন, বসলেন একটু। ওষুধ নিয়ে এলো নার্স, অতসী সবেগে আপত্তি জানালো, 'না, না, আমাকে না, আমাকে না, আমার কিছু হয়নি—'

চোখের জলে ভেসে গিয়ে মিস্টার মিত্রর হাত জড়িয়ে ধরলো, 'পার্থর জন্য আপনাকে ডেকেছি। আমার মার জন্য ওষুধ এনেছি। ডাক্তারবাবু, আমার বোনকেও একটু দেখুন। আপনি ওর পা'টা ভালো ক'রে দিন—'

মিস্টার মিত্র নার্সের দিকে তাকালেন।

নার্স বললো, 'সারারাত এই ধরনের প্রলাপ বকেছে। শুনুন', অতসীর মুখের কাছে নিচু হ'লো সে, 'একটু হাঁ করুন তো—'

'না, না—'

'শোনো', নার্সের হাত থেকে মিস্টার মিত্র নিজের হাতে নিলেনা ওষুধটা, 'লক্ষ্মী মেয়ের মতো খাও তো, তাহ'লে আমি তোমাদের সকলকে ভালো ক'রে দেবো।'

'মাকে?'

'মাকেও দেবো।'

'মালতীকে'?

'মালতীকেও দেবো।'

'সবাইকে?'

'সবাইকে।'

'আমাকে?'

'তোমাকেও।'

'আমার তো কিছু হয়নি।'

'হয়েছে।'

'কী হয়েছে ?'

BanglaBook.org

'অসুখ করেছে।'

'আমারও অসুখ করেছে ?'

'হ্যাঁ।'

'তাহ'লে কী হবে ?'

'কী আবার। ওষুধ খাও, সেরে যাবে। আর এই যে দেখছো নার্স দাঁড়িয়ে আছেন, এঁর কথাও কিন্তু শুনতে হবে।'

'নার্স?'

'হ্যাঁ।'

'ডাক্তারবাবু, মার জন্য আপনি নার্স নিয়ে এসেছেন? আপনার এতো দয়া?'

'কিন্তু তুমি যদি কথা না শোনো, ওষুধ না খাও, তাহ'লে কী হবে জানো?'

'কী'

'আমি আর আসবো না।'

'কেন?'

'রোগীরা কথা না শুনলে ডাক্তারের রাগ হয় না?'

'হ্যাঁ।'

'তবে?'

'এবার তবে সবাই ভালো হ'য়ে যাবে?'

'হ্যাঁ।'

'আমরা ঢাকার বাড়িতে চ'লে যাবো?'

'নিশ্চয়ই। কথা শুনলে সব হবে।'

'তবে কেন আমি হারিয়ে গেলাম? কে আমাকে বললো, ডাক্তার আনতে যাবে না? আমি তার কথা শুনলাম, আর সে আমাকে অন্ধকারের মধ্যে ছেড়ে দিয়ে কোথায় চ'লে গেলো। কে? কে? কে নিয়ে গেলো আমাকে?' উত্তেজনায় বিন্দু-বিন্দু ঘাম ফুটো উঠলো কপালে-আর তার পরেই হঠাৎ উঠে ব'সে চীৎকার ক'রে উঠলো, 'বাঁচাও, বাঁচাও।' দু-হাতের সমস্ত শক্তি দিয়ে জড়িয়ে ধরলো মিস্টার মিত্রকে, একটা তাড়িত পায়রার মতো থরথর করে কাঁপলো কতোক্ষণ, তারপর নিস্তেজ হ'য়ে ঢ'লে পড়লো।

মহিম এসে উঁকি মেরেছে ঘরে। সে জানতো না, এই সময়ে রোগীর ঘরে সিছানা আগলে ব'সে আছেন তার মনিব। মনিবের গতিবিধি, স্বভাব, অভ্যাস, সবই তার জানা। সেই অনুসারে বরং তার ধারণা হয়েছিলো, কোনোরকমে আজো যদি মেয়েটা তেমনি মড়ার মতো অজ্ঞান হ'য়ে প'ড়ে থাকতে পারে, উচ্ছিষ্ট না ক'রেই যদি তাড়াবেন তিনি। লক্ষ্মীর বরপুত্রের কি রোগশোক সইতে পারে? এবং সেটাই সে চাইছিলো।

খুব আশ্চর্য, কাল রাত্রে মনটা তার কেমন যেন ভার হ'য়ে ছিলো। মনের বালাই নিয়ে ভোগার রোগ তার কখনোই নেই। অথচ কাল যে কী হ'লো। আর আজই বা

BanglaBook.org

তার জের কাটছে কই ? কেবলই মনে হচ্ছে আর যাকেই আনি, হালদার-বাড়ির মেয়ে আনা আমার উচিত হয়নি। আর মেয়েটার মুখে দিকে তাকিয়েও যেন মায়া এসে যাচ্ছিলো। গগনের মেয়ে ব'লেই কি? ভাবছিলো, মনিব যদি তাড়িয়েই দেয়. শাপে বর হবে। সে নিজে গিয়ে ওকে পৌঁছে দিয়ে আসবে ঘরে। বলবে, গগন, তোমার সাপও মরেছে, লাঠিও ভাঙেনি। এবার তুমি সুখে থাকো। ক্ষিপ্ত হ'য়ে যদি মেরেই বসে দু ঘা মারুক। কিন্তু এই ভার থেকে তো মুক্তি পাবো। কিন্তু একি! এর লোভ কি এতোদূর পর্যন্ত গড়িয়েছে যে, একটা রুগ্‌ণ মেয়েকেও ভোগ করার বাসনায় ব'সে আছে মাথার কাছে? আর মেয়েটাই বা কী? ভয় পেলো আমাকে দেখে আর স্বয়ং বাঘটিই যে ব'সে-ব'সে থাবা চাটছে পাশে, 'বাঁচাও, বাঁচাও' ব'লে ঢুকলো গিয়ে তারই বিবরে? খাদ্য আর খাদকের এমন মহামিলন আর কে কবে দেখেছে?

বোকা মেয়ে, সরল মেয়ে, কিচ্ছু জানে না সংসারের। কিচ্ছু বোঝে না। ভদ্র চেহারা দেখে ভেবেছে সেই বাঁচাবার কর্তা। বেচারা। কিন্তু ওর এই ভুল আমার ভেঙে দেওয়া উচিত, শুধরে দেওয়া উচিত। ওকে জানানো দরকার ওর আসল শত্রু আমি নই, এই লোকটি, এই যে ছদ্মবেশে ব'সে আছে বন্ধুর মতো। কিন্তু ঐ ঘোর অন্ধকারে আমাকে কাল দেখলো কখন? কেমন ক'রে মনে রাখলো চেহারা? একটু পরেই তো অচৈতন্য হ'য়ে প'ড়ে রইলো।

কাল রাত্রের সেই ভীষণ মর্মভেদী আর্তনাদই তাকে সমানে তাড়া ক'রে ফিরছিলো, এই মুহূর্তে আবার তার শ্রবণ দ্বিতীয় আঘাতে বিধ্বস্ত হ'লো।

মিস্টার মিত্র 'কাকে' ব'লে যতোক্ষণে ফিরে তাকালেন ততোক্ষণে সে চমকে স'রে গেছে, নিজেকে মিশিয়ে রেখেছে দেয়ালে।

শূন্য দরজা থেকে চোখ ফিরিয়ে রোগী নিয়ে ব্যস্ত হ'য়ে পড়লেন তিনি। তার মূর্ছাহত দেহটা সন্তর্পণে শুইয়ে দিলেন বিছানায়। নার্স তাড়াতাড়ি নাড়ি টিপলো, দৌড়ে নিয়ে এলো কোরামিনের শিশিটা, খাইয়ে দিলো কয়েক ফোঁটা, শঙ্কিত গলায় বললো, 'শিগগির ডাক্তারকে খবর দিন।'

আহত মেয়েদের এই ভয়ের চেহারা কিছু নতুন নয় মিত্রসাহেবের চোখে, তাদের কান্নাকাটির সঙ্গেও তাঁর মন্দ পরিচয় নেই, কিন্তু কোনো মেয়ে কারো হাত থেকে বাঁচবার জন্য তাঁকেই সাগ্রহে সরল হাতে আলিঙ্গন করেছে, এই অভিজ্ঞতা তাঁর নতুন। ভিতরে-ভিতরে তিনি যেন একটা দায়িত্ব বোধ করলেন দৌড়ে এসে দাঁড়ালেন টেলিফোনের কাছে। খবর পেয়ে একটু পরেই এসে গেলেন ডাক্তার। মূর্ছা ভাঙলো, মাঝখান থেকে অ্যাপয়েন্টমেন্টটা আর রাখা হলো না সাড়ে-বারোটার সময়ে। কী করবেন, বেলাটা তো রোগীর ঘরেই কাটলো।

BanglaBook.org

শরীরকে অতসী অনেক দিন খাটিয়েছে, অনেক অত্যাচার সইয়েছে, অনাহারে অর্ধাহারে চিন্তায় ভাবনায় শ্রান্তিতে একেবারে সীমান্তে এনে পৌঁছে দিয়েছে। এবার শরীর তার শোধ নিলো। রোগশয্যা তাকে গভীর আগ্রহে আঁকড়ে ধরলো। তিন সপ্তাহ কেটে গেলো, তবু তার অবস্থার এতোটুকু উন্নতি হ'লো না। জ্বর ছাড়লো না, প্রেসার বাড়লো না, হৃৎস্পন্দন অনিয়মিত রইলো, মাথার দুর্বলতাও এমন জায়গার এসে পৌঁছুলো যেখানে এসে তার অতীত জীবন সম্পূর্ণভাবেই বিস্মৃত হ'লো। তার বর্তমান জগতের অচেনা পরিবেশে একমাত্র নীলেন্দুনারায়ণ মিত্র ছাড়া আর কারোরই কোনো অস্তিত্ব রইলো না তার কাছে। সে ভাবলো, আর সবাই তার শত্রু, সবই তার ভয়ের। সে জানলো না এ-বাড়ি তার নয়, বাড়ির মালিকটির উপরও তার কোনো দখল নেই। মূঢ় বুদ্ধি নিয়ে সে এক ধরনের প্রেমেই পড়লো।

ডক্টর সামন্ত বললেন, 'এ-অসুখ এর আজকের নয়, বহু দিনের তিল-তিল সঞ্চয়। জানি না কোথায় ছিলো, কার মেয়ে, কিন্তু খাদ্যাভাবই এই অসুখের মূল।' মাথা নেড়ে আফসোস করলেন, 'আপনাকে কী বলবো মিস্টার মিত্র, স্বাভাবিকভাবে ভগবান একে এমন সব উৎকৃষ্ট যন্ত্রপাতি দিয়ে তৈরি ক'রে ভবধামে পাঠিয়েছিলেন যে, যার কোনো তুলনা নেই। যতোটা যুদ্ধ করবার সবলেই করেছে, কিন্তু জানেন তো তেল না পেলে সব যন্ত্রেই মরচে ধরে? যুদ্ধই করেছে, রসদ কিছু ছিলো না।'

চিন্তিতভাবে মিস্টার মিত্র বললেন, 'তাহ'লে এখন করণীয় কী?'

'আর কী? প্রচুর তেল সরবরাহ। তারপর নেবে বা জ্বলে সেটা আমার হাতযশ আপনার ভাগ্য।'

'ভাগ্যই বটে', হাসলেন একটু, 'শুনুন ডক্টর সামন্ত', বাঁ হাতের তালুতে ডান হাতের সিগারেটটা তিনি ঠুকতে লাগলেন, 'বেঁচে থাক বা ম'রে যাক, সেটা কথা নয়। এমন যেন না হয় চিকিৎসার অভাব বা অযত্নে মারা গেলো। সেটা আমার পক্ষে যতো কলঙ্কের হবে, ততোই দুঃখের হবে। আশ্রয় দিয়ে আশ্রিতকে যথাযোগ্য রক্ষণাবেক্ষণ করতে পারিনি এই ভেবে অহমিকাও কম আহত হবে না। সুতরাং এ তেল সরবরাহের জন্য আপনি ভাববেন না।

'আপনাদের শাস্ত্রে যা করণীয় সব করুন, এই হচ্ছে আমার অনুরোধ। অন্তত সেদিক থেকে যেন এতোটুকু ত্রুটি না হয়।'

ডক্টর সামন্ত ভুরু কুঁচকে অনেকক্ষণ ধ'রে কী ভাবলেন। অন্যমনস্কের মতো বললেন, 'কী সুন্দর একটা তাজা মেয়ে, কী সুন্দর বয়েস, আর কী কাণ্ড করেছে স্বাস্থ্যটা নিয়ে।' মিত্রসাহেবের মুখের দিকে তাকালেন, 'ডাক্তারি করছি আজ পঁচিশ বছর, তবু এই সুন্দর

BanglaBook.org

বয়েসটাকে হারিয়ে যেতে দেখলে আমার কষ্ট হয়।'

'আপনার কি ধারণা, মেয়েটি বাঁচবে না ?'

'তা কি কেউ বলতে পারে? তাবে বেঁচে থাকার পনেরো আনা সম্বলই ও খুইয়ে বসেছে।'

'তবু চেষ্টা ক'রে দেখতে দোষ নেই।'

'নিশ্চয়ই না।'

'তাই বলছিলাম—'

'দেখছেন তো, মাথাটা পর্যন্ত আক্রান্ত হয়েছে।'

'পাগল নয় তো?'

'না, না! শরীর সেরে গেলে বুদ্ধিও সবল হ'য়ে উঠবে।'

তাহ'লে সেই সবল হবার উপায়টাই বাতলে দিন।'

'একটা কাজ করবেন?'

'বলুন।'

'আপনি একে হাসপাতালে দিয়ে দিন।'

'কেন?'

'আপনার কোনো দায়িত্ব থাকে না তাহ'লে।'

'আমি কি দায়িত্ব নেবার অনুপযুক্ত ? অথবা দায়িত্বকে ভয় পাই ব'লে আপনার ধারণা?'

'ও দুটো কথা একটাও আমি ভাবিনি।'

'তবে?'

'ধরুন এই যে একটা অবসেসন হয়েছে, আপনাকে না দেখলেই ভয় পায়, মন-খারাপ ক'রে থাকে, অন্যদের বিশ্বাস করতে পারে না, সেটা হয়তো পরিবেশের বদলে কেটে যাবে।'

'নার্সদের তো আজকাল আর তেমন ভয় পায় না। তাছাড়া আমাকে না দেখলে মনখারাপ ক'রে থাকে এটাও ঠিক কথা নয়।'

'আচ্ছা, আপনি কি মেয়েটিকে এর আগে সত্যি কখনো দ্যাখেননি?'

'কখনো না।'

'মেয়েটি বোধহয় চিনতো।'

'না, তা-ও নয়।'

'কী ক'রে জানেন? কতো জায়গায় যান, কাগজে কতোবার নাম বেরোয়—'

'আমি খুব ভালো ক'রে জানি ডক্টর সামন্ত, ও আমাকে কখনো দ্যাখেনি, কোনোদিন চিনতো না। ওর অসুস্থ বুদ্ধিতে আমার উপর হয়তো বস্তুতই একটা বিশ্বাস জন্মেছে, কিন্তু সেটা একান্তভাবেই কাকতালীয়। ওর বিষয়ে সব কথা আপনাকে বলা যাবে না, সব আমি জানিও না, তবে এটুকু জানি, সেই রাত্রে ও গুণ্ডার হাতে পড়েছিলো।'

BanglaBook.org

'অ্যাঁ—'

'সেই শক্ সহ্য করতে না পেরেই অজ্ঞান হ'য়ে যায়—'

'সেকি! আপনার এখানে কী ক'রে এলো?'

'সেটুকু উহ্য থাকবে এই গল্পে। মোটাকথা, আমার লোকজনেরা ওকে যখন অচৈতন্য অবস্থায় আমার এখানে এনে তুললো, সেই প্রথম আমি ওকে দেখলাম এবং এখানে এসে যখন ওর জ্ঞান হ'লো ও-ও সেই প্রথম আমাকে দেখলো। আমার মনে হয়, গুণ্ডাদের বদলে আমাকে দেখে ওর ধারণা হ'লো আমিই ওকে রক্ষা করেছি—'

'ঠিক।'

মিস্টার মিত্র হাসলেন, 'চরিত্রটি যেমনই হোক, চেহারাটা তো মোটামুটি ভদ্রলোকের মতোই। তাই দেখেই বেচারা ঠকেছে। আমার দেহের এই প্রতারক প্রচ্ছদপটটিই ধুলো দিয়েছে ওর চোখে।'

প্রতারক প্রচ্ছদপট কথাটি শুনে খুব কৌতুকবোধ করলেন ডক্টর সামন্ত। খোলা গলায় হাসলেন হো-হো ক'রে। হাত ঝাঁকিয়ে দিয়ে বললেন, 'কিন্তু সাহেব, ধুলোটা একটু বেশি প'ড়ে গেছে কিনা, তাই তাই বলছিলাম, একে হাসপাতালে দেওয়াই সব দিক থেকে নিরাপদ।'

'এখানে নার্সরা বেশ যত্ন নিয়ে সেবা করছে। আর দেখুন হাসপাতালেই যাক আর যেখানেই যাক, দায়টা তো এখন আমারই।'

'ধ'রে নিন ও বাঁচবে না। কী দরকার অশান্তি বাড়িয়ে? আমি তো দুটো-তিনটে হাসপাতালের সঙ্গে যুক্ত আছি, তারই একটায় নিয়ে নিতে পারি। সেখানে যথেষ্ট যত্ন হবে।'

'এখানে কি হচ্ছে না?'

'হয়তো হচ্ছে—'

'হয়তো কেন?'

'এখন ওর চিকিৎসার প্রধান বস্তুই হলো ওর খাওয়া ; সইয়ে-সইয়ে বুঝে-বুঝে এমন সব খাদ্য ওকে খাওয়াতে হবে—'

মিস্টার মিত্র অসহিষ্ণু হ'য়ে বাধা দিলেন, 'আপনি যেরকম-যেরকম ব'লে যান, সব-কিছুর বন্দোবস্তই করা হয় এখানে।'

'তা নিশ্চয়ই হয়।'

'তবে?'

'আপনার ব্যবস্থার কোনো ত্রুটি ধরছি না আমি। আমি বলছিলাম আয়োজনটাই তো সব নয়, সেগুলোর যথাযথ ব্যবহারও প্রয়োজন।'

'মানে?'

'নার্সরা বলছে, ওকে খাওয়ানো একটা মহামারী ব্যাপার, তুমুল কান্নাকাটি শুরু হ'য়ে

BanglaBook.org

যায়, কারো কথা শোনে না। হাসপাতালে গেলে নার্সরা জোর করবে, ধমকাবে—'

'এখানে ধমকাক না, এখানে জোর করুক না—'

'প্রাইভেট নার্সরা কক্ষনো তা করতে সাহস পায় না।'

'কেন?'

'বাড়ির লোককে ভয় পায় ওরা। এখন বলছেন বটে ধমকাক, জোর করুক কিন্তু এই আপনিই হয়তো সেই ধমকানো শুনলে একদিন খেপে যাবেন। আর মেয়েটি তো শুধু দেহেরই রোগী নয়, মনেরও তো রোগী। একবার জেদ করলে তাকে দিয়ে কিছু করানো অসম্ভব। তার উপরে বাড়িতে থাকলে অচেতন বুদ্ধি দিয়েও ওরা অনেক রকম চালাকি করতে পারে। ভান ক'রে মূর্ছা যেতে পারে, অসুস্থ হ'তে পারে—অর্থাৎ জানে তো আদর করবার লোক আছে বাড়িতে।

'কিন্তু ওর তো তা নেই। এটা ওর বাড়িও নয়, আপন জনও কেউ নেই।'

'সেটা তো আপনি-আমি জানি, ও তো জানে না। ওর তো ধারণা ও-ই এখানকার একচ্ছত্র সম্রাজ্ঞী।'

মিস্টার মিত্রর চোখে একটুকরো ছায়া ভাসলো। তিনি চুপ ক'রে সিগারেট খেতে লাগলেন।

ডক্টর সামন্তও একটু চুপ ক'রে রইলেন। তারপর বললেন, 'প্রশ্রয় পেলেই রোগী বেয়াড়াপনা করে। গোলমাল করে। হাসপাতালে গেলে একদম ঠাণ্ডা।'

'আপনি বলছেন প্রশ্রয়টা হবে আমার দিক থেকে?'

'নিশ্চয়ই।'

'অর্থাৎ আমার প্রশ্রয়েই রোগী অবাধ্যতা করবে নার্সদের সঙ্গে?'

'একজ্যাক্টলি।'

'অর্থাৎ হাসপাতালে গিয়ে আমাকে না দেখলেই সোজা থাকবে?'

'রাইট।'

'এবং সে ভালো হবে?'

'সেটা কথা দিতে পারে না কেউ। বিশেষত এই ধরনের রোগীকে। এ তো যে-কোনো মুহূর্তে হার্টফেল করতে পারে। একটা ধমক দিয়ে দেখুন না।'

'প্রেসার বলছিলেন ভীষণ নিচে, তাহ'লে গ্লুকোস না কেন?'

'নিতে পারলো তো? দিতে হবে ভেইনে, একটু এদিক-ওদিক হ'লেই রংপিণ্ডটি বন্ধ হ'য়ে যাবে। এইজন্যই তো বলছিলাম, চেনা নেই জানা নেই, কী দরকার চোখের উপর একটা মৃত্যু দেখে। যা হবার বাইরে বাইরেই হোক।'

এ-কথায় ডক্টর সামন্তকে ভীষণ নিষ্ঠুর মনে হ'লো। মনে হ'লো একটা জীবনের যেন কোন মূল্য নেই এঁর কাছে। এবং কেন মূল্য নেই সেটাও স্পষ্ট বুঝতে পারলেন তিনি। যেহেতু মেয়েটি অসহায় সেহেতু এই মুহূর্তে সে নামগোত্র পরিচয়হীন একটা মানুষ। মিস্টার

BanglaBook.org

মিত্র জবাব না দিয়ে চুপ ক'রে রইলেন।

কিন্তু তা নয়, অনেক দিক বিবেচনা ক'রেই ডক্টর সামন্ত এই প্রস্তাব করেছিলেন। যখন-তখন রক্ত দিতে হ'তে পারে, ইনজেকশন দিতে হ'তে পারে, ডাক্তার ডাকতে হ'তে পারে—দেহের এই শোচনীয় অবস্থায় কতো-কিছুই যে হ'তে পারে তার কি অন্ত আছে? সেই কারণেই বাড়িতে থাকা অনিরাপদ। শেষে তিনি বললেন, 'তাছাড়া আপনাকে যদি একেবারেই দেখতে না পায়, যদি মনে মনে জানে যে, আপনি আর নেই ওর জগতে, সেটা ওর পক্ষে মঙ্গল হবে। কেননা সারাক্ষণ এই আশায়-আশায় থাকার যে একটা স্ট্রেইন, সেটা ক্ষতিকর—'

মিস্টার মিত্র বললেন, 'আশায় থাকা কথাটা বোধহয় ঠিক বললেন না, আমি আগে একবার ওকে দেখতে আসতাম, এখন দু-বার আসি।'

'কিন্তু সারাদিন তো আর আসছেন না। আপনাকে ছাড়া থাকতেও সবসময়ে নিজেকে ইনসিকিওরড্ মনে করে। যদি এমন হ'তো যে, আপনি ওকে যথেষ্ট সময় দিতে পারছেন, খাওয়ার সময় থাকছেন, ঘুমুবার সময় থাকছেন, সত্যি-সত্যিই আপন জন হ'য়ে এখানেই আবদ্ধ রেখেছেন নিজেকে, আমি বাজি ধরতে পারি তাহ'লে ও অনেক দ্রুত সেরে উঠতে পারতো। কিন্তু তা যখন আপনি পারছেন না, সেই নার্সদের হাতেই যখন ওকে থাকতে হচ্ছে সারাক্ষণ, তখন আপনাকে ওর মন থেকে সম্পূর্ণ মুছে দেওয়াই ভালো। সেদিক থেকে হাসপাতাল অনেক বেশি কার্যকরী হবে।'

'তার মানে শারীরিক অসুস্থতাই শুধু নয়, ব্যক্তিগত সংস্পর্শের অভাবও ওর ক্ষতির একটা মস্ত বড়ো কারণ?'

'নিশ্চয়ই। শুনুন, শরীর আর মন দুই-ই ওর ভেঙে গেছে, এখন দুই-ই দুই-এর পরিপূরক। অর্থাৎ শীররটা সারিয়ে তুলতে পারলে যেমন মনটা সুস্থ হবে, তেমনি মনটাকে প্রফুল্ল রাখতে পারলেও শরীর সেরে উঠবে তাড়াতাড়ি।'

'তাহ'লে একটা এক্স্পেরিমেন্ট ক'রে দেখবো নাকি?' মিস্টার মিত্র হাসলেন।

স্টেথেসকোপটা গলায় ঝুলিয়ে উঠে দাঁড়াতে-দাঁড়াতে কাঁচাপাকা চুলে হাত ডুবিয়ে ডক্টর সামন্তও হাসলেন, 'দেখুন না।'

'আমার যে এতোটা মূল্য তা কিন্তু আমি জানতুম না। নিজের উপর বেশ শ্রদ্ধা হচ্ছে।'

সিঁড়ি পর্যন্ত ডক্টর সামন্তকে এগিয়ে দিলেন তিনি।

সত্যি-সত্যিই এক্স্পেরিমেন্টের কথাই ভেবে কি না কে জানে, পরের দিন ঘুম ভেঙে উঠেই মিস্টার মিত্র সর্বপ্রথম এ-ঘরে এসে দাঁড়ালেন। নার্স শশব্যস্তে বসবার আসন এগিয়ে দিলো।

BanglaBook.org

বেলা তখন আটটা। এই সময়ে তাঁর ঘরে বেড-টি যায়, কিন্তু তিনি জানেন, এটাই রোগিণীর প্রাতরাশের সময়। তাই দেখতে এলেন খাদ্যের প্রতি সে কতোটা সুবিচার করে। দেখলেন, এর মধ্যেই দরজা-জানালা খুলে, বিছানা ঝেড়ে, ঘর গুছিয়ে সব একেবারে ঝকঝকে ক'রে ফেলেছে নার্স। মুখ ধুইয়ে দিয়েছে, মাথা আঁচড়ে দিয়েছে, খাবার সামনে রেখে প্রস্তুত। কিন্তু অতসী খাচ্ছিলো না, তাকিয়ে ছিলো জানালা দিয়ে বাইরে, আকাশে। হঠাৎ অসময়ে তাঁকে দেখে আলো জ্বলে চোখে। শিশুর মতো সরল অভ্যর্থনায় উদ্বেল হ'য়ে বললো, 'তুমি এসেছো?'

কাছে বসলেন মিত্রসাহেব, বললেন, 'খেয়ে নাও, তারপর কথা।'

'আমি খাবো না।'

'কেন?'

'না।'

'না খেলে কী হবে জানো?'

'কী?'

'ডক্টর সামন্ত বলেছেন, হাসপাতালে নিয়ে যাবেন।'

'ডক্টর সামন্ত? তুমি?'

'আমি ডক্টর সামন্ত নাকি?'

'তবে তুমি কে?'

'চোনো না, না?'

'তুমি ডাক্তার। খুব বড়ো ডাক্তার। আমি জানতাম না। তুমি এতো ভালো, তোমার এতো দয়া।'

'আমি ডাক্তার নই। আমি নীলেন্দু।'

'তুমি নীলেন্দু?'

'হ্যাঁ।'

'তুমি ডাক্তার নও?

'না।'

'তবে কী হবে?'

অতসীর চোখে জল এসে গেলো।

'একি! কী হ'লো?'

'আমি জানি তুমি ডাক্তার। আমাকে ফাঁকি দিয়ে চ'লে যাবার জন্য এসব বলছো।'

'বেশ তো, ঠিক আছে আমি ডাক্তার। হ'লো?'

এবার খুশি হ'য়ে অতসী হাত বাড়িয়ে দিলো। সে-হাত তিনি মুঠোয় তুলে নিয়ে বললেন, তা'হলে এবার খাও, কেমন?

'না।'

BanglaBook.org

'তাহ'লে চ'লো হাসপাতালে নিয়ে যাই।'

'হাসপাতালে?'

'হ্যাঁ।'

'কেন?'

'সেখানে গেলে তুমি ঠিকমতো খাবে, তাড়াতাড়ি ভালো হ'য়ে যাবো—'

'আমার কী হয়েছে?'

'অসুখ করেছে।'

'আমি কোথায়?'

'আমার বাড়িতে।'

'তোমার বাড়িতে?'

'হ্যাঁ।'

'তবে কেন হাসপাতালে যাবো?'

'আমার বাড়ি আর তোমার বাড়ি কি এক?'

'এক নয়?'

'না।'

'কেন?'

'কথা শোনো না কিনা, তাই।'

'তুমি এতোক্ষণ কোথায় ছিলে?'

'যেখানেই থাকি না কেন, তোমাকে ঠিক হাসপাতালে দিয়ে আসবো।'

'না।'

'তবে খাও।'

'হাসপাতালে গেলে মানুষ ম'রে যায়।'

'কে বলেছে?'

'আমি কী ক'রে জানবো? তুমি তো বলছো।'

'ঐ যে কার যেন অসুখ করেছিলো, কে যেন বললো, হাসপাতালে গেলে মরবার সময় জল খেতে দেয় না, তোমাকে দেখতে দেয় না।'

'হাসপাতালের সব রোগীরাই বুঝি আমাকে দেখতে চায়?'

'আমি চাই।'

'তুমি চাও?'

'হ্যাঁ।'

'কেন?'

'তুমি কেন থাকো না?'

'এই তো আছি।'

BanglaBook.org

'আমি তোমাকে চাই, ওরা ডেকে দেয় না।'

'কেন আমাকে চাও?'

'মন কেমন করে।'

'আমার জন্য?'

'হ্যাঁ।'

'পাগল।'

'তুমি যেয়ো না।'

'তাহ'লে আমার কথা শোনো।'

'কী কথা?'

'আমি তো ডাক্তার, আমি যা-যা খেতে বলবো খাবে, যেমন-যেমন থাকতে বলবো থাকবে—'

'কিন্তু ওরা?'

'কারা?'

'ওরা খাবে না?'

'কাদের কথা বলছো?''

'ঐ যে অসুখ করলো, বার্লি ফুরিয়ে গেলো, মিছরি ছিলো না, লণ্ঠনটা ভেঙে গেলো। উঃ, কী কষ্ট! কী কষ্ট!'

'কিচ্ছু কষ্ট নেই।'

'তারপর বললো, ''চল, চল, ডাক্তার ডাকবি না?'' আমি তখন গেলাম—'

'শোনো—'

'না, না, না, আমি খাবো না, খাবো না।'

'কেন খাবে না?'

'ওরা খায়নি।'

'সবাই খেয়েছে।'

'সবাই খেয়েছে?'

'হ্যাঁ।'

'আমি ভয় পাই।'

'কিসের ভয়?'

'কী যেন দেখি, কে যেন আসে—ঐ যে, ঐ যে—'

'শোনো, শোনো—'

'অনেকগুলো লোক, কী ভয়ানক অন্ধকার—'

'সব তোমার ভুল।'

'ভুল?'

BanglaBook.org

'দুঃস্বপ্ন।'

'তুমি আছো তো?'

'আছি বইকি।'

'তুমি যেয়ো না।'

'না। কিন্তু এবার খাও, লক্ষ্মীটি—' ফলের রসের গ্লাসটা তিনি তুলে ধরলেন মুখের কাছে। তারপর একটু রুটি, একটু আপেল—এই ক'রে ক'রে অল্পে-অল্পে সবই খাইয়ে দিলেন।

নার্স বললো, 'এতোদিনের মধ্যে এই প্রথম উনি খেলেন ঠিকমতো। অন্য সব কথা ভয়ে-ভয়ে শুনলেও খাবার কাছে আনলেই কান্না।'

ন্যাপকিনে হাত মুছতে-মুছতে মিস্টার মিত্র বললেন, 'ঠিক আছে, এবার থেকে আমি আসবো, আমি উপস্থিত থাকবো এই সময়গুলোতে।'

তা তিনি থাকলেন। সকাল-দুপুর-রাত্রে তিন বেলায় খাবার সময়েই নিয়মিতভাবে আসতে লাগলেন এ-ঘরে। দেখা গেলো অভিজ্ঞ ডাক্তার ঠিক কথাই বলেছিলেন। রোগিণী বস্তুতই প্রফুল্ল হ'য়ে ওঠে তাঁকে দেখলে। খাওয়া নিয়ে আর কোনো গোলযোগ করে না। কিন্তু তাঁর সেবার পরিধি সেখানেই আবদ্ধ থাকলো না। ঘরে ঢুকে দেখাশুনো ক'রেই চ'লে যাবেন, এইটুকুতেই সন্তুষ্ট রইলো না সে। যদিও তার জন্য দিনে-রাত্রে দু-জন নার্স আছে পালা ক'রে, একজন আলাদা ঝি আছে দরজায়, শায়লা আছে সিঁড়ির মুখে, তাতে কী? তিনি না থাকলেই অন্ধকার। সুতরাং বাধ্য হ'য়েই কয়েকদিন পরে উপস্থিতির মেয়াদটা আরো বাড়াতে হ'লো অনেক। বাইরের কাজের সময়গুলোকে গুটিয়ে আনতে হ'লো ভিতরে, যখন খুশি তখন বেরিয়ে যাওয়ার অভ্যেসটা বাদ দিতে হ'লো, সভা-সমিতি, পার্টি, উৎসব—এইসব নৈমিত্তিক ক্রিয়াকর্ম স্থগিত রইলো, নিয়মের ব্যতিক্রম ঘটিয়ে বেলায় ওঠার স্বভাবটাও বদলাতে হ'লো। শেষ পর্যন্ত হাজিরার সময় শুরু হ'তে লাগলো সকাল ছ'টা থেকেই এবং নিজের খাওয়া-নাওয়া বাদ দিয়ে বাকি সময়টাও কাটতে লাগলো সেখানে।

নার্স ইত্যাদি কর্মচারীরা বস্তুত শোভা হ'য়ে রইলো, ধীরে-ধীরে পরিচর্যার সমস্ত ভারই চ'লে গেলো তাঁর হাতে। ওষুধ খাওয়াবেন তিনি, পথ্য খাওয়াবেন তিনি, আনাড়ি হাতে মাথাটিও ধুইয়ে দিতে হবে। ঘুমিয়ে না পড়া পর্যন্ত তাঁর নড়বার উপায় নেই। এই রোগিণীর ইচ্ছে, আবদার এবং মর্জি!

কী করবেন? একটা মানুষ যদি এরকম অবুঝ হয়, কীনো পারা যায় তার সঙ্গে? আর তাঁর এই সামান্য ত্যাগটুকুর বিনিময়ে যদি সে-মানুষ বেঁচে ওঠে তার মূল্যই বা কম কী?

BanglaBook.org

অতসী তাঁকে চোখে হারায়, এক মুহূর্ত না দেখলেই কান্নাকাটি। সোনা-লক্ষ্মী ব'লে বিশেষ কোনো দরকারে উঠে যেতে গেলেও দ্যাখেন জামাটা ধরে আছে মুঠো ক'রে। রাত্রিবেলা শুতে গিয়ে তাঁর মনটা ছলছল ক'রে, তিনি আত্মপ্রসাদ অনুভব করে। মনে হয়, হোক দুর্বল মাথার ক্ষণিক খেয়াল, তবু তো এই মুহূর্তে এটাই সত্য। এর মধ্যে তো কোনো খাদ নেই, কোনো মিথ্যাচার নেই, গভীরতার অভাব নেই। না, এ তিনি টোকা মেরে ফেলে দিতে পারেন না। ভালোবাসা এতো সুলভ নয় তাঁর জীবনে।

পরের দিন ভোর হ'তেই ঘুম-চোখে আবার উঠে আসেন এ-ঘরে। রোগিণী ব্যাকুল আগ্রহে হাত বাড়িয়ে দেয় তাঁর দিকে। সেই হাতের মধ্যে তিনি সারা পৃথিবীটা যেন মুঠোয় ভ'রে নেন।

এর পরে ডক্টর সামন্ত রক্ত দেবার বন্দোবস্ত করলেন, অবস্থা বুঝে গ্লুকোস শুরু করলেন। দামী-দামী ওষুধের শিশিবোতলে ভ'রে উঠলো টেবিল। উলটো হাওয়ায় ডুবন্ত তরী তীরে এসে ঠেকলো। অতসী সেরে উঠতে লাগলো আস্তে-আস্তে।

ডক্টর সামন্ত অকৃত্রিমভাবে খুশি হ'য়ে বললেন, 'বেঁচে গেলো মেয়েটা!'

মিস্টার মিত্র বললেন, 'আপনার হাতের রোগী কি কখনো মারা যেতে পারে?'

'উঁহু, এ আমার হাতের গুণ নয়, আপনার। আমি যদি চিকিৎসা করে থাকি ছ'আনা আপনি করেছেন দশ আনা।'

'তাই বুঝি?'

'আপনার সহৃদয়তার তুলনা নেই। সেবা এবং সঙ্গ দিয়ে আপনি মৃতকল্পকে প্রাণ দিয়েছেন। রিয়েলি, আমি ভাবতেই পারিনি, এ-রোগীকে সারিয়ে তোলা সম্ভব হবে।'

'তাহ'লে চ্যালেঞ্জটা ঠিকই নিয়েছিলুম?' মিস্টার মিত্র হাসলেন।

'চ্যালেঞ্জ? ও!' ডক্টর সামন্তও হাসলেন, 'ভাগ্যিস হাসপাতালের কথা ব'লে আপনার জেদ বাড়িয়ে দিয়েছিলুম!'

'জেদ?'

'নিশ্চয়ই। জেদ না জন্মালে কি কখনো একজন অপরিচিত মানুষের জন্য এতো কেউ করতে পারে?'

'এবার শরীরের সঙ্গে-সঙ্গে মাথাটাও যদি স্বাভাবিক হ'য়ে ওঠে তাহ'লেই আমার কর্তব্য শেষ।'

'ওটা নিয়ে ভাবার কোনো কারণ নেই। আচ্ছা, ওর পরিচয়-টরিচয় কিছু জানা গেলো কি?'

মিস্টার মিত্র অন্যদিকে তাকিয়ে বললেন, 'কোথায় আর!'

'কিছুই কি বলে না।'

'একেবারেই না।'

'তার মানে অতীত জীবনটা একেবারে ভুলে গেছে?'

BanglaBook.org

'তাই তো মনে হয়।'

'কথা ব'লে-ব'লে হৃদয়ের সেই ঘুমিয়ে-পড়া অংশটাকে জাগিয়ে তুলতে হবে। তবে কি জানেন, এ সব রোগী বড়ো অদ্ভুত হয়। হঠাৎ কোনো একদিন কেমন ক'রে যে আবার আলো জ্ব'লে ওঠে কেউ জানে না।'

ঈষৎ অন্যমনস্ক হ'য়ে রইলেন মিস্টার মিত্র। জবাব দিলেন না।

ডক্টর সামন্ত চ'লে গেলে মহিমকে ডেকে পাঠালেন তিনি।

'স্যার', অনেক দিন পরে ডাক পেয়ে আশায়-আশায় দৌড়ে এলো সে।

'তুমি যে-মেয়েটিকে এনেছিলে—'

'হ্যাঁ স্যার, আমি এখুনি তাকে ফেরত দিয়ে আসছি। আমি জানতাম না স্যার মেয়েটা এসে এতো জ্বালাবে, এরকম ভুগবে—'

'চুপ করো।' জ্বলন্ত দৃষ্টি মুখের উপর নিবদ্ধ রাখলেন, 'যা বলবো, আগে শুনে নেবে, তারপর কথা বলবে।'

'আজ্ঞে হ্যাঁ স্যার—'

'ওরা বাবার নাম কী?'

এই প্রশ্নটা মহিম আশা করেনি। হঠাৎ বুকটা তার ধড়াস ক'রে কেঁপে উঠলো। যেসব মেয়েরা আসে, সাধারণত তারা কোনো পারিবারিক পরিচয় দেয় না। অচেনার মতো আসে, অচেনার মতো মুখ মুছে টাকা নিয়ে চ'লে যায়। অনেক সময় মহিম নিজেও তাদের পরিচয় জানতে পারে না। কিছুতেই নিজেদের ঠিক নাম বলে না তারা। কিন্তু এই মেয়ের পরিচয় সে খুব ভালো ক'রেই জানে। জিজ্ঞাসা করা মাত্রই জবাব দিতে পারতো। কিন্তু সে ভয় পেলো। প্রথমেই তার মনে হ'লো টাকাটার কথা। দশ হাজার টাকার পাঁচ হাজার টাকাই সে আত্মসাৎ ক'রে ব'সে আছে। গগনবাবুকে যদিও সে ছ'হাজার দেবে ব'লেই প্রতিশ্রুত ছিলো, কিন্তু যে-মুহূর্তে মনে হ'লো লোকটা বিপর্যস্ত, মেয়েকে নিয়ে এলেও অস্থিরচিত্ত, গুনে নেবার শক্তি নেই, তৎক্ষণাৎ সে এক হাজার টাকা সরিয়ে ফেললো। রাখাল সাক্ষী আছে, মনিব তলব করলে সে বলবে। সুতরাং রাখালকে দেখিয়ে ছ' হাজার টাকাই সে বাণ্ডিল ক'রে এনেছিলো, বাকি চার হাজার—রাখাল চেপে রেখেছিলো হাতের তলায়। এ-টাকাটাই বখরা হবে দু'জনের মধ্যে এবং মনিব সাক্ষী ডাকলে ভালোমানুষের মতো বলবে পুরো টাকাটাই দেওয়া হয়েছিলো।

এসব কথা নিয়ে কোনোদিনই তার সাহেব সাক্ষীসাবুদ ডাকবেন না জানে, তবু সাবধানের মার নেই। দু-জনে পরামর্শ ক'রেই করে সব। আসলে যারা মেয়ে দেয়, অথবা যে-মেয়েরা নিজেরাই আসে, সবাই টাকাটা আগে বুঝে নেয়, তারপর কথা। এদের সঙ্গে যে অঙ্কে রফা করতে পারে আর মনিবের কাছ থেকে ফাঁকি দিয়ে যে-অঙ্ক বার করতে পারে তার মধ্যেকার গরমিলটা ওরই পুরো লাভ। রাখালকে রাখতে হয় সঙ্গে, নইলে মারামারি করবে গুণ্ডাটা, নালিশ ক'রে দেবে মনিবের কাছে, করে-খাওয়া ঘুচে যাবে।

হঠাৎ মেয়েটার বাপের নাম দিয়ে এঁর কী দরকার পড়লো, বুঝে উঠতে পারলো না। জিজ্ঞাসা যদি করতেই হয়, মহিমের কাছে কেন? মহিম তো শুনেছে, এই রোগসুদ্ধই

BanglaBook.org

তার মনিব দিনে-রাত্রে প'ড়ে থাকে মেয়েটার ঘরে, তার কাছেই বা জেনে নিতে বাধা ছিলো কী? সে মাথা চুলকোতে লাগলো। নাম জেনে তারপর খোঁজখবর করুন আর-কি। জেনে ফেলুক কতো টাকা দিয়েছে। এই গর্তে পা দেবে না মহিম। মেয়েটা নিজে যদি বলে বলুক গে, সে তার দায়িত্ব তার পরিবারের নামধাম ব'লে সে যদি কলঙ্ক লেপন করতে চায়, করুক। মহিম তার মধ্যে নেই।

'কী নাম?' মনিবের মেঘের মতো আওয়াজ।

'আজ্ঞে, নাম বলা বারণ।' ঝপ ক'রে ব'লে ফেললো মহিম।

'কেন?'

'স্যার, এ একটা কলঙ্ক তো!'

'কিন্তু নাম বললেও আমি তো তাদের চিনবো না! কলঙ্ক কিসের?'

'আমাকে মা-কালীর দিব্যি কাটিয়েছে স্যার, আমি দুই চোখ ছুঁয়েছি, স্ত্রীর নাম নিয়ে বলেছি, বলেছি পরিচয় প্রকাশ করলে আমার মুখে কুষ্ঠ হবে।'

'কিন্তু তাদের মেয়েকে যদি ফিরিয়ে দেবার দরকার হয়?'

'সে তো স্যার, মেয়ে নিজেই ঠিকানা খুঁজে চ'লে যাবে।'

'যে পারবে না?'

'আমিই তো আছি, স্যার।'

'তুমি আছো?'

'আজ্ঞে হ্যাঁ।'

'কিন্তু তুমি যদি না থাকো?'

'আপনি যদি না তাড়ান, আমি আপনার চরণ ছেড়ে কোথায় যাবো?'

চুপ ক'রে গেলেন মিত্রসাহেব। ডক্টর সামন্তর সঙ্গে কথা বলতে-বলতে হঠাৎ মনে হয়েছিলো, এক্ষুনি ডেকে একে তাড়িয়ে দেওয়া দরকার। কেন মনে হয়েছিলো তা তিনি জানেন না। এখন মনে হ'লো, এই পোকাটাকে টিপে আর লাভ কী।

আর তাড়িয়ে দেবার কথা মনে হ'তে ঠিকানাটার কথাই বা তাঁর মনে হ'লো কেন? যদি যেতেই হয় ওকে, সত্যিই তো, ও তো নিজেই যেতে পারবে চিনে। নামধাম বললে যে-কেউ গিয়ে দিয়ে আসতে পারবে। আর যদি না-ই পারে কোনো দিন, এই ভুলই যদি স্থায়ী হয় ওর জীবনে, হোক না, তাতেই বা ক্ষতি কী? নতুন মানুষ হ'য়েই না-হয় বেঁচে রইলো আমার ঘরে, আমাকে ভালোবেসে। এমন কিছু সোনার সকাল নিশ্চয়ই ফেলে আসেনি পিছনে যে মনে পড়তেই হবে।

ক'দিন পরে হঠাৎ দিল্লী যাবার প্রয়োজন হ'লো তাঁর। ততোদিনে বেশ ভালো হ'য়ে উঠেছে অতসী, একটু হেঁটে চ'লে বেড়াচ্ছে, বারান্দায় এসে বসছে, অতসী-ফুলের মতো হলদে

BanglaBook.org

রেঙে গোলাপীর সজল আভা চিকচিক করছে গালে, শুধু স্বাভাবিক বুদ্ধিটাই ফিরে আসেনি। জগৎ বিষয়ে ভাবনা নেই তার, কোনো অতীত নেই, স্মৃতি নেই, অজ্ঞান শিশুর মতো ভেসে চলেছে খুশির স্রোতে। এখন এই বাড়িই তার বাড়ি, এই মানুষগুলাই তার আপন, আর মিস্টার মিত্রই তার একমাত্র কাণ্ডারী। এবং সেই কাণ্ডারীটি কাছে থাকলেই সংসারের কাছে তার আর-কোনো চাহিদা থাকে না।

মিস্টার মিত্র অনেক ক'রে বোঝালেন তাকে। ক্যালেন্ডারে দাগ দিয়ে বললেন, 'এই দ্যাখো, এই হ'লো বুধবার, সতেরো তারিখ। অর্থাৎ কাল। আমি যাবো রাত্রিবেলা। সমস্ত দিন থাকবো তোমার কাছে, রাত্রিবেলা তো তুমি ঘুমিয়েই থাকো, কেমন? পরের দিনটা শুধু থাকবো না। এই যে আঠারো তারিখ, এটা আর দেখো না, আর তারপরেই উনিশ তারিখ। ঠিক বেলা চারটের সময়ে প্লেন এসে পৌঁছুবে দমদম।

'প্লেন! দমদম!' বড়ো-বড়ো ক'রে তাকালো সে। হঠাৎ শব্দ দুটো যেন তাকে মস্ত একটা ধাক্কা দিলো।

মিস্টার মিত্র ওর হাতটা নিজের মুখে বুলিয়ে নিলেন, 'কেমন, রাজি?'

'প্লেন! দমদম!' অতল অন্ধকার থেকে কী যেন গুলিয়ে-গুলিয়ে উঠে আসতে চাইছে।

'জানো না? হুস ক'রে উড়ে যায়?

'নদীর উপর দিয়ে, গাছের উপর দিয়ে, মস্ত মাঠ নিচে ফেলে—'

'তারপর মেঘের মধ্য দিয়ে এই সুন্দর ফুলটাকে এনে ঝুপ ক'রে আমার কাছে পৌঁছে দেয়।'

'ফুল? ফুলের নাম? অতসীফুল?'

'ওরে বাবা, এ দেখছি নিজেকেই নিজে স্তুতি করছে, আমার জন্য কিছু রাখো।'

'আমি কী ভাবছি?'

'কী ভাবছো?'

'বুঝতে পারছি না। একটা বাড়ি, অনেকগুলো লোক—'

'এই তো একটা বাড়ি, এই তো অনেকগুলো লোক—' নিজের বাড়ি আর নিজেকে দেখিয়ে হাসলেন তিনি।

'একটা স্বপ্ন দেখেছিলাম—'

'কী স্বপ্ন?'

'জানি না।'

কিছু জানতে হবে না তোমাকে। শুধু লক্ষ্মী হয়ে থেকো, ঠিকমতো খেয়ো, আমার জন্য একটুও মনখারাপ কোরো না, তাহ'লেই হবে।'

'তুমি যেয়ো না।'

'মাত্র একদিন, লক্ষ্মীটি।'

'না।'

BanglaBook.org

'আমাকে ছেড়ে তুমি একদিনও থাকতে পারো না?'

'না।'

সহসা মিস্টার মিত্রর মনে প'ড়ে গেলো, তাঁর বিদেশ যাবার তারিখ একান্তই আসন্ন। ভয়ানক কষ্ট হ'লো। কারো জন্য কোনোদিন তাঁর কষ্ট হয়নি। সে-কষ্ট যে এতো তীব্র, এতো প্রত্যক্ষ, এমন বেদনাদায়ক তা তিনি জানতেন না। এতোকাল পরে শেষে একটা পাগলের প্রেমে পড়লেন নাকি? হেসে উড়িয়ে দিতে গিয়েও মনটা ভার হ'য়ে উঠলো।

কিন্তু সেই দুটি শব্দ ক্রমাগত হাতুড়ি ঠুকতে লাগলো অতসীর মাথায়। প্লেন আর দমদম! যেন কী! কী যেন! এতো চেনা, তবু কেন চেনা নয়। কোথায় যেন এই শব্দ দুটোর একটা প্রচণ্ড অস্তিত্ব লুকিয়ে আছে তার মনের মধ্যে, কিন্তু ধরা যাচ্ছে না। যেন ভেঙে-যাওয়া থার্মোমিটারের পারা, ছুঁতে গেলেই গড়িয়ে যায়। মনে হয়, একটা কালি-পড়া লণ্ঠন কে ঝুলিয়ে রেখেছে নাকের সামনে, অন্ধকার বাতাসে সেটা দুলছে, একবার এ-পাশে একবার ও পাশে। অতসীও সামনে-পিছনে ফিরে-ফিরে তাকিয়ে অনুধাবন করছে। একটুখানি আলোর ইশারা, তারপরেই অন্ধকার। আবার একটু আলো, আবার অন্ধকার। কী আছে? কী আছে সামনে-পিছনে? কী আছে অন্ধকারের ও-পিঠে? কী আছে?

ঝাপসা-ঝাপসা একটা ভাঙা ঘর, অন্ধকার। মস্ত দোতলা বাড়ির আভাস, অন্ধকার। ক'টা ফুল? চারটে? পাঁচটা? কী নাম? অন্ধকার। শুয়ে আছে কে? শাদা চাদরে ঢাকা? মলিন বিছানা, ভাঙা তক্তপোশ, অন্ধকার। মেহগনি খাটের সিংহমুখ পিতলের পা, মাথার কাছে শ্বেতপাথরের টেবিলে জলের গ্লাস, নরম বিছানায় আরাম, অন্ধকার। উঃ! কী যন্ত্রণা! কী কষ্ট! দেখতে দেখতে ফেটে যাচ্ছে মাথা, তবু লণ্ঠনটা দুলে দুলে আলো-অন্ধকারে কী ছবি দেখাচ্ছে, অথচ দেখাচ্ছে না। ঐ তো কে ব'সে আছে পা ছড়িয়ে, একটা ফ্রক পরা মেয়ে। হাঁ ক'রে জল চাইছে কে? একটা ছোটো ছেলে। অন্ধকার। অন্ধকার। কুয়াশা-কুয়াশা ভোর, অন্ধকার। কী যে সব ফেলে-আসা ধুধু-স্মৃতি! স্মৃতি? স্মৃতি কী? স্মৃতি কাকে বলে? কী মানে এই শব্দটার? অন্ধকার। অন্ধকার। আবার অন্ধকার, আবার আলো। আবার। আবার। উঃ উঃ। কী কষ্ট! কী কষ্ট!

কে কে! কে ও? ও কে? যেন চেনা-চেনা লাগছে! এই সন্ধ্যাবেলা যখন সে ঘরের মধ্যে একা, লোকটা কোথা থেকে এলো? সব গেলো কোথায়? নার্স? ঝি? তুমি? নীলেন্দু? তুমি কোথায়?

দ্যাখো, লোকটা পর্দা সরিয়ে ঘরের মধ্যে পা দিয়ে দাঁড়িয়েছে। কী চায়? কী বলবে? কেন এসেছে? ওকে আমি কোথায় দেখেছি? দেখিনি? হ্যাঁ, দেখেছি। ঠিক এমনি কাঁচা-পাকা কোঁকড়া-কোঁকড়া পাতলা চুলের শাস-বার-করা পরিপাটি আঁচড়ানো মাথা, টিয়ার ঠোঁটের মতো নাক, শকুনের চোখের মতো চোখ, শুয়োরের মতো মুখ। ও কে? কে? কে? কে?

'তোমাকে দেখতে এসেছি আমি। এ-বাড়িতে একমাত্র আমিই তোমার আপন লোক।'

BanglaBook.org

'আমাকে দেখতে এসেছেন? আমার আপন লোক? কিন্তু আমি তো আপনাকে চিনি না।'

'তা চিনবে কেন? বেশ তো জমিয়ে বসেছো রাজ্যপাট নিয়ে। শোনো, চুপিচুপি কয়েকটা কথা ব'লে যাই তোমাকে! যা করছো করো, ঢাক পিটিয়ে আর সেই কলঙ্ক ছড়িয়ো না। বাপের নাম মুখেও এনো না।'

'কী বলছেন আপনি? ওরা সব কোথায়?

'কেউ নেই। আমি ফাঁক বুঝেই তাক করেছি। কর্তা গেছেন সভা করতে, সারাদিন-আগলে থাকা দিনের নার্সটা বিদায় হয়েছে না বেঁচেছি—' শুয়োরের মতো মুখের লোকটা তার পান-খাওয়া ক্ষ'য়ে যাওয়া দাঁতে-হাসলো, 'আর তোমার ঐ ঝি-মাগী—'এদিক-ওদিক তাকালো, 'যাকগে শোনো—'

'না, না,' লোকটার মুখোমুখি দাঁড়িয়ে অতসীর বুকের মধ্যে আবার সেই পুরনো ভয় ফিরে এলো। ভীষণ, ভীষণ সেই ভয়।

'আমি বলছিলাম যে—'

'না, না—'

'ন্যাকামি কোরো না। রেগে সে দাঁত খিঁচোলো এবার, 'যে তোমার সর্বনাশ করেছে, কই, তাকে তো ভয় পেতে দেখি না! খুব তো সোহাগ। আমরা তো তার হুকুমের চাকর মাত্র। ঘরের মেয়ে বউ ধ'রে এনে কে তাদের সতীত্বনাশ করে শুনি? আমি? না, তোমার ঐ পিরিতের নাগর? ছি, ছি, ছি, কে বলবে দু-দিন আগে এই তুমিই একজন ভদ্রলোকের মেয়ে ছিল, এই মেয়েকেই গগন হালদার—'

'খ্ খী!' মাথার মধ্যে যেন সহস্র নাগিনী একসঙ্গে ফণা তুলে ছোবল মেরে ঢেলে দিলো সমস্ত বিষ ; যেন লক্ষ-লক্ষ কোটি-কোটি বাদ্যযন্ত্রের সমবেত ভয়ংকর শব্দে ফেটে গেলো ত্রিভুবন, দপ ক'রে জ্ব'লে উঠলো এক-সমুদ্র আগুন, পাহাড়-পর্বত ভেঙে সাংঘাতিক ঝড়ের বেগ টুকরো-টুকরো ক'রে ভেঙে দিলো সেই দুলতে থাকা ঝাপসা কালি-পড়া লণ্ঠনটা, ভিতর থেকে একটা গলিত স্রোতের মতো আলোর বন্যা বেরিয়ে এসে ভাসিয়ে নিয়ে গেলো সমস্ত অন্ধকার।

এরোপ্লেনটি নামলো এসে দমদমে। একটা লম্বা দৌড়, তারপর স্থির। ফট্ ক'রে ককপিটের দরজাটা খুলে গেলো। একজন মেয়ে চোখের সমস্ত শক্তি দিয়ে দেখতে চাইলো কাকে? এই পুষ্পকযান যিনি চালান নিশ্চয়ই তার সারথিকে? অর্জুনের সারথি ছিলেন কৃষ্ণ আর ইনি? দেখা গেলো না। বন্দরের মস্ত চত্বরে ব্যস্ততার ঢেউ। নিশেন উড়লো, হুইসিল বাজলো, সিঁড়ি লাগলো, হুড়োহুড়ি শুরু ক'রে দিলো যাত্রীর দল। সব হৃতসর্বস্ব বিতাড়িত উন্মুখ মানুষ। আর সেই সঙ্গে আরো এক পরিবার। একজন চিরসুখে লালিত অধুনা-নিঃস্ব বাবা, একজন ভালোমানুষ মা। আর তাদের ন'টি সন্তান।

ভিড়, গরম, কষ্ট, চিৎকার, ধাক্কাধাক্কি, দুঃখ, বেদনা, কান্না, থুতু, কফ, মলমূত্র, উলঙ্গ

BanglaBook.org

শিশু, ধর্ষিতা স্ত্রীলোক, শোকার্ত মা ভিড়ের দোলায় দুলতে দুলতে কখন লবির আচ্ছাদন ছাড়িয়ে আকাশের তলায় এসে পড়লো কে জানে। কী তাপ সূর্যের! মার কান্না-ভেজা মুখটা একেবারে লাল। বাবার টকটকে নধর শরীর হাল-ভাঙা নৌকোর মতো বিধ্বস্ত। সবচেয়ে ছোটো শিশুটা নেতিয়ে আছে মার বুকের মধ্যে, তার উপরেরটা বাবার কোলে, তার উপরেরটা দিদির হাতে, আর তার উপরেরগুলো এরই মধ্যে গন্ধ পেয়েছে দুষ্টুমির।

এ-বাড়ি, ও-বাড়ি, সে-বাড়ি। এ-দরজা, সে-দরজা।

অপমান, অসম্মান। অনাহার, অর্ধাহার। কামুক, পুরুষের লোভের আগুন। আর তারপর কী? তারপর সেই ভয়ংকর রাত্রি। ভয়ংকর কতোগুলো লোক। এই লোকটা, ও, হ্যাঁ, এই লোকটাও, এও, এই—এই—ই ই

দাঁড়িয়ে থাকা থেকে সোজা মেজের উপর প'ড়ে গেলো অতসী।

এ আবার কী? মেয়েটার দেখছি মৃগী রোগ আছে। সেদিনও এই মৃগী রোগই প্রকট হ'য়ে উঠেছিলো। কতো ভয় পেয়েছিলো সে তাই দেখে, ভেবেছিলো ম'রেই গেছে। আবার কষ্টও হয়েছিলো একটু। কষ্ট! এইসব বদমায়েশ মেয়ের জন্য আবার কষ্ট। এরা হ'লো শিকলিকাটা পাখি। দাঁড়ের ময়না। যখন যার তখন তার। নইলে কেউ এসেই এমন জাঁকিয়ে বসে? আর মনিবকে তো মুঠোয় ভরেছে রূপ দেখিয়ে। ভদ্দরলোক সব! ভদ্দরলোকে ঘেন্না ধ'রে গেলো। দাঁত মুখ ছরকুটে প'ড়ে আছে কেমন দ্যাখো না। থাক প'ড়ে। মর। ইচ্ছে করে তোর বাপকে ডেকে এনে দেখাই। বলি, মেয়ের সতীগিরি রক্ষার জন্য তো কতো মাথাব্যথা ছিলো, কতো সতী দ্যাখো এসে। ভালো ক'রে বলতেই দিলো না কথাটা।

গগনকে কথা দিয়েছিলাম দু-সপ্তাহ পরে ফেরত দেবো তার মেয়ে, মেয়ে আর তোমার গেছে। তিনমাস তো তোফা কাটিয়ে দিলো। কী? না অসুখ। ডাক্তারবদ্যির ঘটা কতো। যেন রাজসূয় যজ্ঞ। কী ঘর! কী বিছানা! পরনের কাপড়টা দ্যাখো না। জন্মে চোখে দেখেছে এমন? ডাইনে-বাঁয়ে দাসদাসী। আরে বাপু, এক রাত্রির ব্যবধানে তুই কী থেকে কী হলি জানিস? ঘুঁটে-কুড়ুনি, রাজ-রানীর গদিতে বসলি। কিন্তু বসালোটা কে? এই আমি। এই হয়-কে-নয় করার ওস্তাদ গুণী মহিম সরকার। এখন হারামজাদা মেয়ে, সেই মহিম সরকারকেই তোমার ভয়! কেন ভয় হবে না? জানে তো, যেমন এনেছি, ঠিক তেমনি ক'রেই একদিন আবার ঐ ছেঁড়া কাঁথার তলায় নিয়ে ঠুসে দিতে পারি। সেইজন্যই ভয়। সেইজন্যই ভয়। সেদিন কতো ভালোবেসে দেখতে এলাম, নির্লজ্জ মেয়েটা আমার সামনেই জড়িয়ে ধরলো মনিবকে। ছি ছি ছি। তুই না হালদার-বাড়ির মেয়ে? কোথায় শিখলি এসব ছেনালিপনা? রাখাল ঠিক বলে, 'ঐ এক তোপের বাঁশ, কাটতে-কাটতে ছ'মাস।' মেয়েছেলে মেয়েছেলেই। দুটো চাঁদির টাকা দেখলেই ঠাণ্ডা।

কতো কাণ্ড ক'রে আজ এলুম। উপরে কি উঠতে পারি নাকি? তাঁদের নীলাখেলা হচ্ছে যে। দিনেরেতের নীলাখেলা। প্রভুজী যে ব'সেই আছেন ছিমতী রাধাসনে। আহা-

BanglaBook.org

হা, কী যুগল মিলন! এ দেখছি তিনমাসেও লীলা ফুরোলো না। কী? না অসুখ। কী? না কেউ বিনা অনুমতিতে দোতলায় উঠবে না। কী? না কর্তার মেয়েমানুষ আছে সেখানে।

এতোদিনে বাবু বেরুলেন একটু। তাও ছোঁড়াগুলো একেবারে নাছোড় হ'লো ব'লে। জানি, সব জানি। শায়লার কাছে সব খবর নিয়েই এসেছিলাম। ভেবেছিলাম, ঐ বাপের নামটা যাতে না বলে তুষিয়ে বুষিয়ে তার বন্দোবস্ত ক'রে যাবো, তা ঢংটা দ্যাখো না। মর। মর। তুই ম'রে যা। তোর মতো অসৎচরিত্র মেয়ের মরণই ভালে। গগনের মতো মানুষের এই মেয়ে? হালদার-বংশে এর জন্ম।

দেরি ক'রে কাজ নেই বাবা। কোনদিক থেকে কে দেখবে! ঝিটা পেয়ারাতলায় দাঁড়িয়ে পান খেতে-খেতে চাকরগুলোর সঙ্গে মস্করা করছিলো, ফষ্টিনষ্টি করছিলো, শায়লাও ধারে কাছে নেই, টপ ক'রে উঠে এলুম। বেশ পেয়েওছিলুম একা, তা চোরা না শোনে ধর্মের কাহিনী।

মেয়েটা অপয়া। মেয়েটা অলক্ষ্মী। মেয়েটাকে এনেছি ইস্তক আমার শান্তি নেই। এই এক জাতের লোক থাকে যাদের ধরলে ছুঁলেই সর্বনাশ হয়। এরা ডাইনি। এদের মাথা মুড়িয়ে গাধায় চড়িয়ে কুলোর বাতাস দিয়ে দেশ থেকে দূর ক'রে দিতে হয়। নইলে আগে তো আমার শাদা মনে কোনো কাদা ছিলো না। দিব্যি টাকা কামিয়ে আরামেই ছিলুম। হঠাৎ সেই- যে রাত থেকে মনটা বিকল হ'য়ে গেলো আর যেন ঠিক হচ্ছে না। অসুখটাও মাথাচাড়া দিয়ে উঠছে থেকে থেকে। এসব তো বলা যায় না কাউকে? রাখালটাই যা একটু বন্ধু। শুনে বলে, লেস্‌সালা বাঙাল, এইবারই মরণের ফাঁদ পেতেছিস তুই, যা, যা, ডাক্তারের কাছে যা।

আরে, তুই তো বললি যা, যাওয়া যেন সোজা কথা। শেষে জানাজানি হয়ে যাক আর কি! জানিস না তো ঘরে আমি কী প্রিকিতির স্ত্রী নিয়ে বাস করি। আমি হলাম তোর স্বামী, পতি, পরমগুরু, আমার উপর কথা বলিস তুই? এতো তোর আস্পর্ধা? আমি কী করি না করি তা দিয়ে তোর কিসের মাথাব্যথা শুনি? মেয়েমানুষ তুই মেয়েমানুষের মতো থাক। খেতে দিচ্ছি, পরতে দিচ্ছি, আবার তোর অতো ফষ্টিনষ্টি কিসের? বাঁজা মাগী, এ-পর্যন্ত একটা ছেলে বিয়োতে পারলি না, ত্যাগ যে করিনি এই না তোর ঢের! তার আবার চ্যাটাং-চ্যাটাং কথা। আগেকার দিনে কুষ্ঠরোগী স্বামীকে তাদের বউরা কাঁধে ক'রে বেশ্যাবাড়ি পৌঁছে দিতো। এখন কাঁধে করে তো দূরের কথা, কুষ্ঠ হয়েছে শুনলে ত্রিসীমানা মাড়াবে? এমনিতেই কী সন্দেহ হয়েছে কে জানে, ক'দিন থেকে কেমন আড়ে আড়ে ঠারে ঠারে চলছে। বারে বারে বলছে পাপ করলে তার সাজা আছেই আছে। টের পেয়েছে নাকি কে জানে। পাক। মনে রাখিস আমি তোর স্বামী। আমার যা আছে তোর রক্তেও আছে সেই বীজ। এই যে মাসে মাসে তুই নানান খানায় ভুগিস, সেসব কী? মুশকিল হয়েছে এই ঠোঁটের দু-পাশের ঘাগুলো নিয়ে। পামের কযে যতোই রাঙাই ব্যাটাচ্ছেলে তেমনি শাদা হয়ে ওঠে। এর পরেও যদি আরো কিছু হয়, তখন কিন্তু মুশকিলই হবে

BanglaBook.org

একটু। কিন্তু তা বলে তুই রক্ষা পাবি না। তুই আমার বউ, তোরও সেই একই সাজা হবে। তুইও ভুগবি। তুইও পচবি। তবে? তবে যে বড়ো স্বাধীন জেনানা ভাব নিয়ে ঘুরে বেড়াস এদিক-ওদিক? নিস্তার পাবি বলে ভেবেছিস, না?

কিন্তু—কিন্তু—মনটা যেন আজকাল প্রায়ই কেমন খারাপ হয়ে থাকে। এই নচ্ছার মেয়েটাকে আনার পর থেকেই এই ভাব। ঈশ্‌শ্‌। কী কাণ্ড করেছিলো আসবার সময়ে। কী দাপানিটাই দাপিয়েছিলো। যেন একটা গরম তেলে জ্যান্ত কই। হাজার হোক, গগনের মেয়ে তো, একটু নরম না হয়ে পারা যায় কি? এই যে ঢং দিয়ে পড়ে আছে, দুই লাথি মেরে সিধে করা উচিত। তা তো কই করছি না। এখন কেউ নেই এখানে, কিন্তু এসে পড়তে কতোক্ষণ? আমি পালাবো। কেউ দেখে ফেলার আগেই পালাবো। বাবা রে বাবা, শেষে মনিব জেনে ফেলুক আর কি। দুই টুকরো করে কেটে ফেলবে না? পালাবার আগে মুখটার মধ্যে লাথি না হোক, দুই দলা থুতুও তো ছিটিয়ে যেতে পারি। আর আমার থুতু? আহা-হা। একেবারে পরিশ্রুত জল। কিন্তু তা পারবো না। কেন পারবো না তাও জানি না। যে মেয়েমানুষ একজনের মেয়েমানুষ, সে মেয়েমানুষ সকলের। তবু আমি ওকে থুতুও ছিটোতে পারবো না, মনিব যখন ভোগ করে তাড়িয়ে দেবে, তখন ব্যবহারও করতে পারবো না। কেবল কাঁটা হ'য়ে ফুটে আছে বুকে, ও যে গগনের মেয়ে। থাকলে, আমারও তো এরকম একটা মেয়ে থাকতে পারতো। এমনি সুন্দর। আমি যদি কারো বাপ হতাম, কে বলতে পারে, অন্যের সন্তানকে এমনি নির্মমের মতো ছিনিয়ে এনে—

ওরে হতভাগী, শোন, তোর বাপের দশা শোন। সে কেমন আছে, কী করছে শুনে নে দু-কান ভরে। পাপিষ্ঠা! শুনেও কি চৈতন্য ফিরবে তোর? ছাড়তে পারবি পিরিতের নাগরকে? ছাড়তে পারবি এই গদির আরাম? পারবি না। পারবি না। কেউ পারে না। টাকা বড়ো ভীষণ জিনিস। তার লোভ ত্যাগ করা ভীষণ কঠিন। এই দ্যাখ না আমি কেমন ঘেয়ো কুকুর হয়েও এই পাপের মধ্যে লিপ্ত হয়ে আছি। আমার কিসের অভাব? আমার ছেলে নেই, মেয়ে নেই, একটা মাত্র বউ, কী দরকার আমার অঢেল টাকায়? তবু মায়া ত্যাগ করতে পারছি কই?

শোন, তবে শোন, আমি আবার গিয়েছিলাম, নির্ঘুম রাতের দারুণ যন্ত্রণা আমাকে ঠেলে নিয়ে গিয়েছিলো সেখানে। তখন আমি দেখেছি ও দাঁড়িয়ে আছে সে বৈন্যদের ছাউনির পাশে। একদৃষ্টে তাকিয়ে আছে চুপ ক'রে। সে প্রতীক্ষা করছে, তোর প্রতীক্ষা। হ্যাঁ, তোর প্রতীক্ষা। সে তার বুকের কলজে ছিঁড়ে দিয়েছিলো, সেই কলজে ফিরে পাবার প্রতীক্ষা। তার সারা শরীরে আমি সে-কথা লেখা দেখেছি। আমি গা-ঢাকা দিয়ে যেমন গিয়েছিলাম তেমনি পালিয়ে এলাম। কিন্তু আমার ইচ্ছে করছিলো তার কাছে যাই, হাত দুটো জড়িয়ে ধরি, তার আধপাগল চেহারা থেকে সব দুঃখ মুছিয়ে দিয়ে বলি, তুমি একটা স্বপ্ন দেখেছো, একটা দুঃস্বপ্ন, তোমার সন্তান তোমার ঘর আলো ক'রেই ব'সে আছে, শুধু তুমি ঘুম ভেঙে জেগে ওঠো। আমার সাহসে কুলোয় না, আমি ভয় পাই। মৃত্যুকে

BanglaBook.org

ভয় পাই। আমি জানি সেই মুহূর্তের গগনই আমার আসল কৃতান্ত। গগন। সেই গগন যে গগনকে একসময়ে আমি সহোদরের মতো ভালোবাসতাম। প্রাণের মতো ভালোবাসতাম। যে গগনকে দেখলে আমার সুখ হতো, আহ্লাদ হ'তো, ভালো-লাগায় মন ভরে যেতো। যে গগনের পক্ষপাতিত্ব করতে গিয়ে অন্যদের বিরাগভাজন হতাম।

হায় গগন, এই দুরাচার মহিম সরকারের হৃদয়ে এখনো তবে তুমি একরত্তি তারা হয়ে জ্বলছো? সব ছাপিয়ে এখনো তোমার জন্য তবে আমার একফোঁটা ভালোবাসা বেঁচে আছে?

গগন! আমি কথা দিয়ে কথা রাখতে পারিনি। শোনো, সে আমার দোষ নয়। সম্পূর্ণ দোষী তোমার এই কুলটা মেয়ে। ঐ যে ন্যাকামি ক'রে প'ড়ে আছে মাটিতে। ও গেলো না, ও গেলো না। কিন্তু যাবে। আমিই নিয়ে যাবো। জোর ক'রে, চুরি করে নিয়ে যাবো। আমি খবর নিয়ে জেনেছি তোমার ছোটো ছেলেটা ম'রে গেছে, তোমার একটা খোঁড়া মেয়ে আছে, সেটাও মৃতকল্প, অন্য ছেলে-মেয়েগুলো ক্ষুৎপিপাসায় কাতর হ'য়ে কোনোরকমে প্রাণ ধারণ করে আছে। আর তোমার সাধ্বী স্ত্রী সব সহ্য ক'রে এখনো ধুকপুক ক'রে বেঁচে আছে তোমার জন্য, তোমাকে নিঃসঙ্গ ক'রে কিছুতেই যাবে না বলে। শুনেছি, তুমি কোথায়-কোথায় গিয়ে মাটি কাটো, মাল টানো—গগন, সে টাকা তবে কোথায়? কী করলে সে টাকা? তবে কি তা তুমি ছোঁওনি? সেই রাত্রের অন্ধকারে ছিঁড়ে ফেলেছিলে কুটি কুটি ক'রে? ছুঁড়ে ফেলে দিয়েছিলে জঙ্গলে? সেটাই তোমার পক্ষে স্বাভাবিক।

গগন, আমি জানি তোমার লোভ নেই। তুমি লোভী হ'য়ে নাওনি, নিরুপায় হ'য়ে নিয়েছিলে, তারপরেই তোমার হৃদয়ে দাবানল জ্বলে উঠলো। তুমি মর্মে-মর্মে অনুভব করলে এমন অনেক কিছু মূল্যবান সম্পদ আছে মানুষের জীবনে যার কোনো বিনিময় হয় না, টাকা দিয়ে বেচাকেনার অন্তর্গত নয় যে-জিনিস। আর আমি, এই মহিম সরকার, আমিও কী জানি কেমন ক'রে বাপ না হ'য়েও বুকের মধ্যে একটা বাপের হৃদয়—

সামনের সিঁড়িতে পায়ের শব্দ না? ওরে বাব্বা, শালা এলেই তো হয়েছে আর কি! আর যদি মনিব হয়? না কি রাত্তিরের নার্সটা? কটা বাজলো?

ভয়ের চোটে মহিম সরকার হঠাৎ কাছা-কোঁচা সামলে দৌড়লো উলটো দিকে, একেবারে পিছনের সিঁড়িতে। অন্ধকারে রুদ্ধশ্বাসে নিরাপদে নামলো এসে পেয়ারা-বাগানে, তারপর মিলিয়ে গেলো।

আমি কোথায়? কোথায়? বাবা, তুমি কই? তুমি এ রাস্তায় কেন এলে? এ-রাস্তা তো শুধু অন্ধকার দিয়ে ভরা। এখানে ডাক্তার কোথায়? তবে কি আমরা অন্য কোথাও যাচ্ছি? তবে কি আমরা দূরে গিয়ে বাস ধরবো? বাসে করে শহরে যাবো? শহরে গিয়ে

BanglaBook.org

ডাক্তার আনবো? শহর কোথায়? কতো দূরে? আমি শহর চিনি না। শহরের ডাক্তার চিনি না। শহরের ডাক্তার দরকার নেই। দেরি হবে। এতো দেরি সইবে না। তার চেয়ে চলো, পাড়ার শীতল ডাক্তারের কাছে যাই। আমাদের তাড়াতাড়ি দরকার। খুব তাড়াতাড়ি। খুব তাড়াতাড়ি ওষুধ না দিলে ওরা চ'লে যাবে। মা আর পার্থ। ওদের ফেলে আর বেশি দূরে যাওয়া আমাদের উচিত হবে না। আমি আর তুমি, মাথার কাছে আর পায়ের কাছে, ব'সে থাকি গিয়ে চলো। চলো, আমরা গিয়ে দণ্ডি কাটি, যেমন দণ্ডি রাম কেটেছিলেন সীতার জন্য। আমরা গিয়ে তেমনি করে বসে থাকি ওদের কাছে। তেমনি করে চলো, বুক দিয়ে মরণকে ঠেকিয়ে রাখি। ওরে আমার পার্থ রে, আমার সোনার পার্থ রে। ওগো আমার মাগো! মাগো! আমি আর পারছি না। বাবা, আমি আর হাঁটতে পারছি না। বাবা, আজ আমি সারাদিন খাইনি।

এটা কার বাড়ি? এমন সুন্দর বাড়ি? এমন সুন্দর সাজানো ঘর, সাজানো বিছানা, মখমলের বসবার আসন, পাথরের ঠাণ্ডা মেঝে। আঃ, কী ভালো লাগছে এই মেঝে! কী শান্তি এই মেঝেতে! এই তো আমি! এই তো আমার শরীর। কী সুন্দর সবুজ শাড়ি। শড়িতে হলুদ বুটি। সবুজ আর হলুদ। হলুদ আর সবুজ। কুকুর আর বেড়াল, বেড়াল আর ইঁদুর। আমি কুকুর ভালোবাসি। আমি সবুজ ভালোবাসি। আমি সবচেয়ে বেশি ভালোবাসি তোমাকে। সে তুমি কোথায়? যে-তুমি আমার সকল দুঃখ ধুয়ে দিয়েছো? যে তুমি আমার সকল ভয় দূর করে দিয়েছো! যে তোমাকে দেখলে আমার বুক ভরে আনন্দ উথলে ওঠে? যে তোমার নাম নীলেন্দু। না, তুমি ডাক্তার নও, তুমি নীলেন্দু। নীলেন্দু।

নীলেন্দু, আমি তোমাকে ভালোবাসি। আমি তোমাকে খুব ভালোবাসি। তুমি আমার আলোর ফোয়ারা। আলো, আমার আলো। তুমি কোথায়? কোথায়? মনে নেই সেই ভয়ংকর রাত্রি? বাবা আমাকে কতোদূরে ফেলে এগিয়ে গেলেন, জন্তুগুলো দাঁত দেখিয়ে ছুটে আমাকে কামড়াতে এলো, আমি ভয় পেয়ে চেঁচিয়ে উঠলাম, তুমি কোথা থেকে এসে বাঁচালে আমাকে। মেরে ফেললে ওদের। আমি তোমাকে জড়িয়ে ধরলাম, তোমার মুখের দিকে তাকিয়ে আমি সব ভয় ভুলে গেলাম। তুমি ঈশ্বর। তুমি পৃথিবী। তোমার মুখের দিকে তাকালে সুখে আমার বুক ফেটে যায়! সেই তুমি আমার কোথায়?

আমার মা কই? আমার বাবা কই? আমার দাদু? আমার ঠাকুমা? আমার ভাইবোনেরা? ও, আমরা আবার ঢাকা চলে এসেছি? কবে? কখন? আমি কি ঘুমিয়ে ছিলাম? ঘুমিয়ে-ঘুমিয়ে টিকাটুলির বাড়িতে চ'লে এলাম? আমি জানতাম। সব জানতাম। এমনি ক'রে যে একদিন আবার আমরা ফিরে আসবো সেকথা জানতাম আমি। ফিরতেই হয়। সকলকেই ফিরতে হয়। যদি যাও, তবে তো তুমি ফিরবেই। যদি যাওয়া তবে তো তুমি যাবেই। যদি দিন তবে তো রাত্রি। আর যদি রাত্রি তবে তো ভোর। হ'লো না? দেখছো না? মা, তুমি কেঁদো না। আমার লক্ষ্মী মা। সবুজ পাতা, হলুদ পাতা। পাতা সবুজ। পাতা

BanglaBook.org

হলুদ। সুখ দুঃখ। দুঃখ সুখ। দুঃখের তিমিরে যদি জ্বলে তব মঙ্গল আলোক, তবে তাই হোক। তবে তাই হোক।

কী? কী বললে? অনেক দূরের থেকে কী বললে তুমি আমাকে? তুমি তো সেই একটা অক্টোপাস? সেই-যে, ওদের সঙ্গে আমাকে জাপটে ধরেছিলে? একি! তুমি কেন এলে? কোথা থেকে এলে? সেই ভয়ংকর ভয় নিয়ে আবার তুমি এলে কেন? এখন আমি কোথায় যাই? আমাকে কোথায় নিয়ে যাচ্ছো? জলের তলায়? ডুবিয়ে দিচ্ছো? ছাড়ো, ছাড়ো, আমাকে ছেড়ে দাও। এই দ্যাখো, আমি নিশ্বাস নিতে পারছি না। এই দ্যাখো, একটা লতার জাল আমাকে জড়িয়ে ধরলো। শ্যাওলা। শামুক। হাঙর। কুমির! তুমি কোথায়? তুমি কোথায়? তুমি আমাকে বাঁচাও। বাঁচাও। আমি বাঁচতে চাই। আমি বাঁচতে চাই।

আপনি কে? এসব আপনি কী বলছেন? আমি জমিয়ে বসেছি? হ্যাঁ, আমার বাবার নামই গগন হালদার। আমি তাঁর বড়ো মেয়ে অতসী। আপনি আমার সঙ্গে সাবধানে কথা বলবেন। কী! এই সেদিনও আমি ভদ্রলোকের মেয়ে ছিলাম, আর আজ—কী? কী? ছি ছি ছি, এসব কী বলছেন? আমার কিসের কলঙ্ক? কেন আমি আমার বাবার নাম মুখে আনবো না? আমি কী করেছি? ন্যাকামি? যে আমার সর্বনাশ করেছে সে তবে কে? ঘরের মেয়ে বউ ধ'রে এনে কে তাদের—অ্যাঁ! কী! কী! কী!

ভগবান, এ তুমি আমার কী করলে? এ ঘৃণা আমি রাখবো কোথায়? তাহ'লে—তাহলে তোমারই কীর্তি সব? রক্ষকের ছদ্মবেশে তাহ'লে তুমিই আমার ভক্ষক? সেই তোমাকেই আমি না বুঝে, না জেনে সমস্ত হৃদয় দিয়ে বিশ্বাস করেছি, ভালোবেসেছি! আমি তবে এখন কী করবো? কোথায় যাবো? কোথায় পালাবো? কে আমাকে উদ্ধার করবে? আর তো আমার কেউ নেই। আমার কেউ নেই।

'একি? কী হয়েছে আপনার? মেঝেতে শুয়ে কাঁদছেন কেন? উঠুন। বিছানায় আসুন। প'ড়ে যাননি তো? ব্যথা পাননি তো?'

চোখ খুলে তাকালো অতসী। চোখের ঘোর কাটতে সময় লাগলো। নিশ্বাস নিয়ে বললো, 'না।'

নার্স তাকে ধ'রে বিছানায় শুইয়ে দিলো।

সেই বিকেলে অত্যন্ত ব্যস্ত ছিলেন মিত্রসাহেব। অনেক জট প'ড়ে গেছে অনেক কাজে। অনেক জায়গায় অনেক কথা দেয়া আছে যা তিনি রক্ষা করেননি। যা তাঁর স্বভাববিরুদ্ধ। তার উপরে একদল ছোকরার পাল্লায় প'ড়ে তাঁকে যেতেই হলো এক লাইব্রেরির উদ্বোধন করতে। সেখানে দেরি হয়ে গেলো। রাত আটটায় একটা ডিনার ছিলো বাইরে, সোজা

BanglaBook.org

চলে গেলে সেখানে। ফিরতে ফিরতে রাত সাড়ে বারোটা।

শেষ সিঁড়িটায় পা দিয়ে বারান্দার ডাইনে-বাঁয়ে তাকালেন তিনি। নিথর নিঃঝুম। একলা-একলা আলোগুলো শুধু চুপচাপ জেগে আছে। আর কেউ কি জেগে আছে? কে থাকবে? সব ঘর ফাঁকা, শুধু ঐ প্রান্তে বেঁকে গিয়ে অতসীর ঘর। অতসী কি জেগে আছে? থাকলেও থাকতে পারে, কিন্তু নার্স আছে পাহারায়। না, এতো রাত ক'রে রোগীর ঘ'রে যাওয়া ভদ্রতা নয়। জেগে থাকলেও নয়, আর ঘুমিয়ে থাকলে তো প্রশ্নই ওঠে না।

তিনি নিজের ঘরের দিকেই মোড় নিলেন। শায়লা শোবার পোশাক এগিয়ে দিলো, ছাড়া পোশাক হ্যাঙারে লটকে ঝুলিয়ে দিলো ওয়ার্ডরোবে। তারপর সেলাম ক'রে বিদায় নিলো রাত্রির মতো।

একটা বই হাতে নিয়ে শুলেন তিনি। কিন্তু বইটা পড়লেন না। বইয়ের পৃষ্ঠায় চোখ রেখে নিজের অজান্তেই অতসীর কথা ভাবলেন। বিকেল থেকে অনেকক্ষণ তাকে দ্যাখেননি। খুব ইচ্ছে করছিলো। সে-ইচ্ছে, ভীরু, গোপন, তীব্র, কিন্তু উগ্র নয়। সে-ইচ্ছে স্নেহে সিক্ত, মমতায় গভীর। মনে হ'লো, একদিনের জন্যে হ'লেও এভাবে এ বাড়িতে এরকম একা রেখে কলকাতার বাইরে যাওয়া তাঁর উচিত হবে কি না। এ-বাড়িতে ও কারো আত্মীয় নয়, বান্ধব নয়, পরিচিত নয়। ও যে কে, কোথা থেকে এসে জুড়ে বসেছে, তাও কেউ জানে না। অন্যমহলে যথেষ্ট কানাঘুষো শুরু হ'য়ে গেছে। মহিম কাউকে কিছু বলছে কি না, তা তিনি জানেন না, কিন্তু কর্মচারীরাও এ নিয়ে কম কৌতূহলী নয়। তার উপরে ও নিজে যদি স্বাভাবিক থাকতো তাহলেও কথা ছিলো। নিজেকে নিজেই রক্ষা করতে পারতো, ও তো তাও নয়। যেসব মাইনে করা লোকের হাতে ওকে তিনি রেখে যাবেন, তারা যে বিশ্বস্ততার সঙ্গে দেখাশুনো করবেই তার কোনো নিশ্চয়তা নেই। ধরা যাক, নার্স কামাই করলো, ঝি ইচ্ছেমতো বেড়াতে গেলো, সময়মতো কেউ খাবার দিলো না, তখন কী করবে ও? কাকে বলবে? ওর কে আছে এখানে? যারা ওর সেবক তারা সবাই জানে ও স্বাভাবিক নয়, তারা অন্যায় করলে নালিশ করবার শক্তি নেই ওর। একটা ধমক দিলেই ভয়ে চোর হ'য়ে যাবে। কেউ যদি ধ'রে মারেও তবুও ওকে রক্ষা করবার কেউ নেই এখানে।

বিশেষভাবে আত্মীয়রা তো খড়্গহস্ত। তারা জানে কে-একটা অসুস্থ মেয়েকে নিয়ে তিনি অত্যন্ত বাড়াবাড়ি করছেন। জলের মতো অর্থব্যয় করছেন তার চিকিৎসার জন্য, সারাক্ষণ নিজেকে আবদ্ধ রেখেছেন তার পরিচর্যায়। এই মাসে তাদের হাতখরচ বন্ধ আছে, হরিশবাবু খাওয়া-খরচে টান দিয়েছেন, আশ্রয়ের সুযোগে যারা আশ্রয়দাতার সর্বনাশে উৎসুক তাদের তিনি সমুচিত শিক্ষা দিতে বদ্ধপরিকর হয়েছেন। সুতরাং সেই ক্ষিপ্ত শত্রুরা কোনদিক থেকে কীভাবে আক্রমণ চালাবে তাও ঠিক বলা যাচ্ছে না।

দিল্লি গেছেন খবর পেলে দল বেঁধে দেখতে আসতেই বা বাধা কী? চক্ষুকর্ণের বিবাদ ভঞ্জন ক'রে যাবে। দেখবার জন্য তো ম'রে যাচ্ছে এক-একজন।

BanglaBook.org

চিড়িয়াখানার কোন চিজ এনে আটকে রেখেছেন তিনি, অথবা নিজে শিকল পরেছেন গলায়, এ তো দেখবারই ব্যাপার। সারা বাড়ি তিনি তালা বন্ধ ক'রে রেখে যেতে পারেন না। সুযোগ বুঝে মহিমই হয়তো উঠে আসবে। তার তো কোনো অসুবিধেই নেই। সে এই মহলেরই কর্মচারী, যখন-তখন এসে হাজির হচ্ছে তাঁর ডাকে। সবাই তাকে পথ ছেড়ে দেবে। সেটিও নিরাপদ নয়। মহিম সব পারে—খুন করতে পারে, বিষ খাওয়াতে পারে, ভুলিয়ে ভালিয়ে নিয়ে যেতে পারে। তিন-তিনটে মাস একদম বেকার ব'সে আছে সে, কে জানে তার জন্য ওকেই হয়েতো দায়ী ভাববে। ভাববে, ওকে শেষ করতে পারলেই আবার ফুসলাবে মনিবকে, বাঘের মুখে আবার রক্তের স্বাদ তুলে দেবে।

চিন্তা করতে-করতে আরো অনেক ভয়ানক ভয়ানক কথা ভাবলেন তিনি। অনেক দূর নিয়ে গেলেন বিপদের সম্ভাবনাকে। চিন্তা জিনিসটাই তাই, একবার আরম্ভ হ'লে আর শেষ হ'তে চায় না। বল্‌গাবিহীন ঘোড়ার মতো কোথায় দৌড়ে-দৌড়ে চ'লে যায়।

উঠে ব'সে জল খেলেন, সিগারেট খেলেন, তারপর স্থির করলেন যতো জরুরিই হোক আপাতত দিল্লি যাওয়াটা তাঁর স্থগিত রাখতেই হবে।

পরের দিন সকালে ঘুম ভেঙে উঠেও এই সংকল্পে তিনি অটুট রইলেন। আর তার জন্য যা করণীয় সবই করলেন একে-একে। ফোন করতে হ'লো কয়েকটা। রিজার্ভেশন নাকচ করতে হ'লো, দুটো ট্রাঙ্ককল করলেন, একটা টেলিগ্রাম পাঠালেন। কিছুটা অর্থদণ্ড হ'লো, ঝামেলা হ'লো অনেক। হোক। শেষ পর্যন্ত যে নিরাপদে ক'রে উঠতে পারলেন সব তাই ঢের। খুব নিশ্চিন্ত লাগলো। খুব নিরুদ্বেগ হলেন। এতো শান্ত লাগলো মনটা! এতো ভালো লাগলো! এমন একটা আনন্দ অনুভব করলেন হৃদয়ে যে সব গ্লানি ভুলে গেলেন।

দিনের নার্স বাদ দিয়েছেন কাল থেকে। মিছিমিছি জুড়ে থাকতো ঘরটা। ভালো ভদ্র একজন আয়ার খোঁজ পেয়েছেন, সারাদিন থাকবে সঙ্গে-সঙ্গে, অথচ অ-দরকারে লেগে থাকবে না। না ডাকলে আসবে না। রাত্তিরের নার্সটি বরং থাক আরো কয়েকদিন, ভারি ভালো ভারি যত্নশীল। এখনো ওর যথেষ্ট যত্নে থাকা দরকার।

হাতের ঘড়ি দেখলেন। দশটা বেজে পাঁচ। বাঃ। মাত্র দশটা বেজেছে? এইটুকু সময়ের মধ্যে এতো কাজ ক'রে উঠলেন? তাড়াতাড়ি স্নান সেরে নিয়ে বাইরে এলেন, বারান্দা পার হ'য়ে, বেঁকে সোজা এ-ঘরে।

একটা সদ্য যুবকের মতো টগবগ করছিলেন তিনি। অতসী ওদিকে ফিরে দাঁড়িয়েছিলো জানালায়। এই জানালা দিয়ে বাড়ির পিছনের বড়ো-বড়ো গাছপালা ছাড়িয়ে সরু লেনটার কিছু অংশ চোখে পড়ে। তাঁর মনে হ'লো অতসীর একাগ্র দৃষ্টি সেই লেনটার উপরেই নিবদ্ধ। সে নিশ্চয়ই তাকিয়ে-তাকিয়ে তাঁকেই খুঁজছে ওখানে। কাল দুপুর থেকে তিনি অনুপস্থিত। বেচারা, এতোক্ষণ না দেখে হয়তো কতো অস্থির হয়েছে, ভয় পেয়েছে, রাগ করেছে—

BanglaBook.org

নিঃশব্দে এসে গা ঘেঁষে পাশে দাঁড়ালেন। কিছু বলতে গিয়েছিলেন, অতসী চমকে মুখ ফিরিয়ে তাকালো, তারপরেই যেন সাপ দেখেছে এমনি ভবে ছিটকে সরে গেলো ওদিকে।

'কী হ'লো?' অভ্যাসমতো আদরের ভঙ্গিতে হাত বাড়িয়েছিলেন, কিন্তু মুখের দিকে তাকিয়ে তাঁকেও চমকাতে হ'লো। যে-অতসীকে কাল বেলা বারোটা পর্যন্ত দেখে গেছেন, এই অতসীর সঙ্গে কোনো মিল ছিলো না তার এই অতসীর স্বাভাবিক স্বচ্ছ দৃষ্টি থেকে ঘৃণা ভয় আতঙ্ক আগুন প্রতিহিংসা সব একসঙ্গে লেলিহান হ'য়ে উঠছে।

তাঁর তপ্ত বুকটা মুহূর্তে হিম হ'য়ে গেলো। তিনি থমকে দাঁড়িয়ে গেলেন। মুখ থেকে চোখ সরিয়ে অন্যদিকে তাকালেন। কয়েকটা মুহূর্ত, তারপরেই সব বুঝলেন। না বোঝার কারণ নেই কোনো! এই দৃষ্টির সঙ্গেই তো তাঁর গাঁটছড়া বাঁধা। এর সঙ্গেই তো এতোকাল ঘর করেছেন। বেদে যেমন সাপের ভঙ্গি বোঝে, তিনিও তেমনি মেয়েদের চোখের ভাষা-বিশারদ। এইসব অশ্রুত অব্যক্ত ভঙ্গি নিয়েই তাঁর কারবার।

তাহ'লে এতোদিনের এতো যত্নের ফল সত্যি ফললো? ওর চেতনার আয়নায় ধরা দিলো সব? ফিরে এলো স্মৃতি? বর্তমানের বিভীষিকা বোধগম্য হ'লো? আসল পাপীকে চিনতে এক লহমাও দেরি হ'লো না?

ভালো। ভালো। এর চেয়ে ভালো আর কী হ'তে পারে? এই তো তিনি চেয়েছিলেন। দশ হাজার টাকার বিনিময়ে এই সুস্থ, সম্পূর্ণ, স্বাভাবিক বুদ্ধি-সম্পন্ন মেয়েটির মুখোমুখি দাঁড়ানোই তো ছিলো তাঁর একান্ত কামনা। এই তো তাঁর সেই কামনার ধন। আর এই কাম্য কন্যারা তাঁকে যা দিতে পারে অর্থাৎ এদের কাছ থেকে যা তাঁর প্রাপ্য, তা তো এই। এই ঘৃণা ভয় আতঙ্ক আগুন আর প্রতিহিংসা। অতসীর চোখ মুখ হাত পা সমস্ত অঙ্গ-প্রত্যঙ্গ থেকে অবিরলভাবে যা উদ্‌গীর্ণ হচ্ছে।

এখানে যেসব মেয়েরা আসে, অতসীর মতো এতো সরল এবং নিষ্পাপ না হ'লেও তারাও কেউ দেহোপজীবিনী নয়। টাকার জন্যই আসে বটে অথবা অভিভাবকের প্ররোচনায়, কিন্তু সকলেই তারা চোখের জলে গাল ভাসিয়ে আসে! তারাও ভয় পায়, ঘনঘটা করে। সারা চেহারায় আতঙ্কের ছাপ মুখোশের মতো এঁটে থাকে। প্রত্যেককে জোর করতে হয়, এবং এই কথাটা তিনি নিজের কাছে একাধিকবার স্বীকার করেছেন যে, সেই জোর করাটাই তাঁর আসল খেলা। এই লীলার সেটাই আসল অংশ। একদিকে একটা অসহায় আরক্ষিত, অনিচ্ছুক দেহ, অন্যদিকে একটা হৃদয়হীন জন্তু। মাঝে-মাঝে আত্মরক্ষার্থে হরিণের ত্রস্ততার সঙ্গে বাঘিনীর হিংস্রতা নিয়েও কেউ-কেউ যখন বন্য হ'য়ে ওঠে, মিস্টার মিত্রের মনে হয় চমৎকার! এই দুটো রূপই তো ওদের আসল রূপ। এই সময়েই তো সবচেয়ে রমণীয় হ'য়ে ওঠে ওরা। নাটকের তো এই ক্লাইমেকস্! তখন ঘুড়ির লাটাইয়ের মতো নরমে-গরমে সুতো ছাড়েন। নাস্তানাবুদ হ'তে-হ'তে শেষ পর্যন্ত মেয়েগুলো নেতিয়ে যায়, কলের মতো সমর্পিত হয়, চাইলেই পান। আর তখুনি তাঁর সমস্ত ঔৎসুক্য নিমেষে অন্তর্হিত হ'য়ে

BanglaBook.org

যায়। আবার ডাক পড়ে মহিমের, আবার নতুন নেশার খোরাক জুটোতে সে হন্তদন্ত হয়।

কিন্তু আজ একটু গোলমাল হ'য়ে গেলো। নিজেকে ঠিক সুস্থ মনে হ'লো না। কয়েক মুহূর্তের জন্য তাঁর চরিত্রের স্বাভাবিক দার্ঢ্য, দম্ভ, জেদ হার না মানার উদ্ধত ভঙ্গি, অভ্যাস— কিছুই কার্যকরী হ'লো না। চুপ ক'রে অপ্রস্তুতের মতো দাঁড়িয়ে রইলেন অনেকক্ষণ, একটি প্রলম্বিত রোদের রেখার দিকে তাকিয়ে রইলেন। জানালায় নুয়ে-পড়া লেবুগাছটা বাতাসে নড়ছিলো, সেটা দেখতে-দেখতে একসময়ে বেরিয়ে এলেন ঘর থেকে।

অতসী উন্মাদ ছিলো না, অর্ধচৈতন্য ছিলো। তার অতীত ছিলো না, বর্তমান ছিলো। স্মৃতি না থাক স্মরণ-শক্তি ছিলো। শুধু কতোগুলো ভুল ধারণা যুক্ত হয়েছিলো সেই অর্ধচেতনার সঙ্গে। ভুল ধারণাগুলো হেমন্তের শুকনো পাতার মতো ঝ'রে গেলো কবে, শুধু যা সত্য তাই প্রকট হ'য়ে রইলো সামনে-পিছনে। সেই সত্যের আলোয় অতীতও যেমন স্পষ্ট, প্রত্যক্ষ, বর্তমানও ঠিক তাই। দুই-ই অসহ্য যন্ত্রণাবহ। তবু অতীতের অসংখ্য দুঃখ-বেদনার মধ্যেও তার কোনো অসম্মান ছিলো না এবং বেঁচে থাকার পক্ষে সেটাই ছিলো তার সবচেয়ে বড়ো অবলম্বন। তাছাড়া মানুষটা যে বিশ্বাসপ্রবণ। মনকে সে এই কথা ব'লেই সর্বদা শান্ত রাখতো, যতো কষ্টই পাই না কেন, এ কষ্টের অবসান আমাদের হবেই হবে। হ'তে বাধ্য। কেননা জগতে কিছুই নিরবচ্ছিন্ন নয়। এমনকি তার মা আর ভাই পার্থর শিয়রে প্রতিমুহূর্তে মৃত্যুর পদক্ষেপ শুনতে-শুনতেও এই বিশ্বাস তার শিথিল হ'তো না। তার মনে হ'তো মৃত্যুর ততো শক্তি নেই যার আঘাতে তার মন থেকে এই বিশ্বাস সে উৎপাটিত করতে পারে।

আসলে বিশ্বাসকে আঁকড়ে না থেকে কোনো উপায়ও ছিলো না। বিশ্বাসের জোরেই সে চলতো, ফিরতো, খাটতো, ধারণ ক'রে রাখতো এতো বড়ো সংসার-সমুদ্রকে। সেই সম্বলটুকু নিয়েই সে ঐ সংসারের অতোগুলো ফুটো নৌকোর জল সেচন করতো এক হাতে। কষ্টকে কষ্ট ব'লে মানতো না, দারিদ্র্যকে অগ্রাহ্য করতো, হতাশাকে দাবিয়ে রাখতো ভ্রূকুটির শাসনে।

কিন্তু এখন? এখন আর তার কোনো সম্বল রইলো না। তার বিশ্বাস ভেঙে খানখান হ'য়ে গেলো। অসংখ্য কাচের টুকরোর মতো ছড়িয়ে-ছিটিয়ে অনবরত বিদ্ধ করতে লাগলো তাকে, অনবরত রক্তক্ষরণ হ'তে লাগলো। এই অসম্ভ্রান্ত অপমানিত জীবন নিয়ে বেঁচে থাকা তো শুধু মরতে না পারার শাস্তি। আগে সে মায়ের জন্য বেঁচেছে। বাবার জন্য বেঁচেছে, ভাই বোনদের জন্য বেঁচেছে। হাজার বেদনার মধ্যেও সে-বেঁচে-থাকার গৌরব ছিলো কতো। কতো অর্থ ছিলো। কতো প্রয়োজন ছিলো। এখন তো শুধু জ্বালা, শুধু

BanglaBook.org

আগুনের বেড়াজালে বিরামহীনভাবে দগ্ধ হওয়া। হে ঈশ্বর! এ জীবন আমার নিজের সৃষ্টি নয়, তোমারই ইচ্ছার দান, তবে কেন এই ভয়ংকর প্রতিশোধ? এই ভয়ংকর নরকে নিক্ষেপ?

আর ওরা? ওরা কী করছে? কী খাচ্ছে? কী ভাবছে? মা কেমন আছে? পার্থ কেমন আছে? মালতী কেমন আছে? আমার আর-সব ভাইবোনেরা? আমার শিবাজী কৃষ্ণ অর্জুন চম্পা চামেলি—যারা আমরা একই মায়ের পেটের অন্ধকার থেকে একই রক্তে মাংসে তৈরি হ'য়ে বেরিয়ে এসেছি? আমাদের অমন সুন্দর সদাশিব বাবা—বাবার কথায় এসেই অতসীর চিন্তা একটু টোল খায়। কেমন এক নাম-নাজানা যন্ত্রণায় ধড়ফড় ক'রে ওঠে বুকটা। সে কিছুতেই বুঝে উঠতে পারে না বাবা তাকে ডাক্তার ডাকার জন্য ঐ রাস্তায় নিয়ে গিয়েছিলেন কেন!

ক'দিন যাবৎই বাবা কেমন যেন অন্যরকম হ'য়ে গিয়েছিলেন। তাঁর ব্যবহারে সামঞ্জস্য ছিলো না। তিনি কথা বলতেন না, ছেলেমেয়েদের নিয়ে বারান্দায় পড়াতে বসতেন না, মার কাছে পর্যন্ত দাঁড়াতেন না একবার। কেবল কী ভাবতেন আর ভাবতেন, বাবা কি তখন আস্তে-আস্তে পাগল হ'য়ে যাচ্ছিলেন? ওসব কি মানুষের মাথা খারাপের লক্ষণ? দুঃখে-দুঃখে বস্তুতই মানুষের বুদ্ধি নষ্ট হয়? বাবারও কি তাই হয়েছিলো? আর সেইজন্যই কি সেদিন সকালে স্নান করতে বেরিয়ে আর বাড়ি ফিরলেন না? পথ ভুলে যাননি তো? আমাদের কথা ভুলে যাননি তো? সেদিন বাবার কী হয়েছিলো? কোথায় গিয়েছিলেন? কোথা থেকে সন্ধ্যাবেলা অমন উদ্‌ভ্রান্ত মূর্তি নিয়ে এসে দাঁড়ালেন?

আর ফিরে এসেও যে-ব্যবহার করলেন, যেভাবে তাকে ডাক্তার ডাকার কথা বললেন, যে-পথে নিয়ে এলেন, তখন মনে হয়নি, সেই বিপদের গুরুত্বে আর কিছু মনে হবার মতো অবস্থা ছিলো না, কিন্তু এখন ভেবে-ভেবে মিলিয়ে দেখতে গেলে সবটাই কেমন যেন এলোমেলো অস্বাভাবিক ব'লে বোধ হয়।

বাবা, আমার বাবা, তুমি কি সত্যি পাগল হ'য়ে গেছো? আর তাই কি লোকগুলো সুযোগ বুঝে পালালো আমাকে নিয়ে? তুমি কিচ্ছু করতে পারলে না? যে তুমি একটা পাথরের মতো শক্ত মানুষ, যে তোমার শক্তিতে সাহসে সততায় আমাদের ঢাকার সারা পাড়ার লোক সন্ত্রস্ত থাকতো, যে-তুমি লাঠি হাতে নিলে তেমন-তেমন জোয়ানের দলও মুখ-চাওয়া-চাওয়ি করতো, পালাতে পথ পেতো না অপরাধীরা, সেই তোমার চোখের সামনে থেকে তোমার মেয়েকেই ধ'রে নিয়ে গেলো পাষণ্ড গুলো! তারপর? তারপর তুমি কী করলে? বাড়ি ফিরে গেলে? পথে-পথে ঘুরলে? কপাল ঠুকলে ফুটপাতে? তাহ'লে ওদের কে দেখছে? তোমাকে কে দেখছে? এখনো কি বেঁচে আছে ওরা? মা আর পার্থ? আর মালতী? আমার পঙ্গু দুঃখী বোনটা। সে কী করছে?

অতসী কাঁদতে চায়, কাঁদতে পারে না। জল আসে না চোখে। এখানে এই বাড়িতে, একজন মেয়ের পক্ষে চূড়ান্ত অপমানের জীবনে কোথাও জল না থাকাই স্বাভাবিক। চোখের

BanglaBook.org

জল হ'লেও জলই তো! তাতেও তো অনেক দুঃখ ধুয়ে যায়। ধোবে কেন? এ তো শুধু পোড়ার। পুড়ে-পুড়ে ছাই হবার। এ শুধু আগুন। আগুন। জ্বলন্ত আগুন।

কিন্তু কবে আমি এসেছি এখানে? ক'দিন আগে? কী বার ছিলো সেদিন? কী মাস ছিলো? মাসটা মনে আছে, তারিখটাও; শুধু বারটা মনে নেই। চৈত্র মাসের তেরো তারিখ। শিবাজীর জন্মের তারিখ ছিলো সেদিন। সে-কথা আর কারো মনে ছিলো না, শুধু তার ছিলো, আর ছিলো শিবাজীর নিজের। আর সেইদিনই এই ঘটনা ঘটলো। এই দুর্যোগ ঘনিয়ে এলো জীবনে।

কোথায় বসন্তের চৈত্র আর কোথায় বর্ষার আষাঢ়। চৈত্র থেকে আষাঢ়। তিন মাস? তি-ন-মা-স? বুকটা ফেটে যায় তার। টেবিলের উপর দাঁড় করানো শৌখিন ক্যালেন্ডারটা টেনে এনে তারিখ মিলোয় সে। তারপরেই হাতে যেন ফোসকা পড়ে। মনে প'ড়ে যায় এই ক্যালেন্ডারটা কে এনে রেখেছে এখানে, কেন রেখেছে, কেন একটা নির্দিষ্ট তারিখের উপর লাল পেনসিলের দাগ।

বলাই বাহুল্য, এর পর সমস্ত জিনিসটার চেহারাই সম্পূর্ণ বদলে গেলো। সমস্ত আবহাওয়াটাই অন্যরকম হ'য়ে গেলো। লজ্জায় দুঃখে অপমানে ক্রোধে অতসীও যেমন একেবারে নিজের মধ্যে নিজে গুটিয়ে রইলো, মিস্টার মিত্রও তেমনি যথাসম্ভব দূরে-দূরে স'রে থাকার চেষ্টা করতে লাগলেন।

কিন্তু হাজার হোক, অতসী তাঁর অতিথি, অসুস্থ, তাকে তিনিই একটা তাঁর জোর খাটিয়ে নিয়ে এসেছেন এখানে, কিছু-কিছু কর্তব্য পালনের দায় তাঁর আছে বইকি! একটু-আধটু খোঁজখবর না নিয়ে কি থাকা যায়? দিনান্তে অন্তত একবারও না দেখে কি ভালো লাগে? তাই, অনেক দ্বিধা-দ্বন্দ্ব পেরিয়ে মাঝে-মাঝেই এসে টোকা দেন দরজায়। এইটুকুর জন্যই তাঁর অনেক অনেক বল সঞ্চয় করতে হয়। নিজের এই দীন চেহারা দেখে নিজেই ক্রুদ্ধ হ'য়ে ওঠেন, আর সেইজন্যই বাইরের বারান্দা দিয়ে যখন আসেন জুতোর শব্দটা একটু বেশি হয়, যা তাঁর স্বভাববিরোধী।

সেই শব্দ দিয়েই তিনি জানিয়ে দিতে চান, এখানকার তিনিই একচ্ছত্র সম্রাট। এ-বাড়ির প্রত্যেকটি প্রাণী তাঁরই হুকুমের দাস। কিন্তু দরজার কাছে এসেই সেই শব্দ যে কখন স্তিমিত হ'য়ে ওঠে বুঝতে পারেন না। কোনো জানান না দিয়ে সদম্ভে ঘরে ঢুকতে গিয়েও ভীরু গলায় বলেন, 'আসতে পারি?' ব'লেই অবশ্য ঢুকে পড়েন। জানেন যে এই প্রশ্নের জবাব দেবে না কেউ।

আয়া যদি ঘরে থাকে সে অবশ্য তাড়াতাড়ি ছুটে আসে দরজার কাছে, একপাশে পর্দা সরিয়ে ধ'রে সাহেবকে সসম্মানে অভ্যর্থনা জানায়। সাহেব ঘরে ঢুকে এলে তার গা-ভরা গয়নায় ঝুমুর তুলে সে বেরিয়ে যায় বাইরে।

আয়াটি নেপালিনী; সুন্দরী, তার নিজস্ব বসনভূষণে সদা-সজ্জিত। গোলাপী মুখের দিকে তাকিয়ে দ্যাখেন মিত্রসাহেব, হাসির অভাব নেই সেখানে। ঐ মুখে তার আরো সুখের

BanglaBook.org

চিহ্ন এঁকে দিতে ইচ্ছে করে, মনে-মনে ভাবেন-এর সঙ্গে বেশ ঘটা-পটা ক'রে শায়লার বিয়ে দিলে কেমন হয়? শায়লা যথেষ্ট উপযুক্ত পাত্র, কেমন খট-খটিয়ে ইংরিজি বলে, স্যুট-ব্যুট সেজে থাকে, এর চেয়ে বেশি ছাড়া কম সুন্দর নয়, আর মাইনে তো বেশ। কোয়ার্টার আছে।

ভাবতে-ভাবতে ঘরের চারদিকে তাকান, তারপরেই বেরিয়ে যাবার একটা নিঃশব্দ নির্ঘোষ শুনতে পান। মনে হয় দেয়ালে-দেয়ালে পোস্টারের মতো 'প্রবেশ নিষেধ'-এর একটা অলিখিত নির্দেশ উজ্জ্বল অক্ষরে সেঁটে দিয়েছে কেউ।

নিজেরই বাড়ি, নিজেরই ঘর, তবু কেমন চোর-চোর মনে হয়।

'কেমন আছো?' ঢোঁক গিলে জিজ্ঞেস ক'রে ফ্যালেন।

পরপার থেকে জবাব আসে, 'ভালো'।

'নার্স বলছিলো, ঘুম হচ্ছে না রাত্রে—'

'হয়।'

'কিছু খেতে চাও না।'

'খাই।'

'কোনো অসুবিধে হচ্ছে না তো?'

'না'।

'আয়া ঠিকমতো কাজ করছে তো?'

'হ্যাঁ।'

'এ-ঘরটা বোধহয় তোমার পক্ষে একটু ছোটো—'

'না।'

'বরং পাশের বড়ো ঘরটাতে গেলে—'

'কিছু দরকার নেই।'

'অর্থাৎ আমি বলছিলাম যে, ঘরগুলো তো সব অমনিই প'ড়ে আছে, সব ঘরের সঙ্গে দরজাও আছে সব ঘরের, ইচ্ছেমতো সাজিয়ে-গুছিয়ে নিতে পারো।'

এর কোনো জবাব আসে না উলটো পক্ষ থেকে।

'সারাদিন এইটুকু জায়গার মধ্যে একটু হাঁটা-চলাও তো দরকার।'

জবাব নেই।

'আজকাল আর একেবারেই বারান্দায় আসো না—' একটু থেমে, 'আর যা ভ্যাপসা গরম পড়েছে! কে বলবে বর্ষাকাল!' একটু থেমে, 'বিকেলে যদি গাড়ি ক'রে একটু বেড়াতে চাও—'

এতোক্ষণ পরে আবার একটি শব্দ ভেসে আসে অতসীর মুখ থেকে, 'না।'

মিস্টার মিত্র পলকের জন্য তাকান, বলেন, 'আমি যাবো না সঙ্গে, ড্রাইভারই নিয়ে

BanglaBook.org

যেতে পারে। আয়া থাকবে।'

'না।'

'তাহ'লে, মানে, তাহ'লে—' তাহ'লে যে কী সেটা আর ভেবে পান না। সিগারেটটা ধরাতে গিয়ে ধরান না, শার্টের বুকের বোতামটা খোলেন আর লাগান; তবু দাঁড়িয়ে থাকেন। এ-ঘরের মানুষ তাঁকে বসতে বলেনি, তবু হঠাৎ ব'সে পড়েন মখমলের সোফাটার উপর। উঠে পড়েন তখুনি, টেবিলের কাছে এসে ওষুধগুলো নিয়ে নাড়াচাড়া করেন, কী-সব মন্তব্য করেন সে-বিষয়ে। হঠাৎ মনে হয় সমস্তটাই একটা লম্বা দুঃস্বপ্ন, এক্ষুনি অতসী ঠিক আগের মতো ক'রে তাকাবে তাঁর দিকে, আবার উদ্বেল হ'য়ে ব'লে উঠবে, 'এতোক্ষণ তুমি কোথায় ছিলে?'

কিন্তু অতসী তা বলে না, সে একটা লোহার পুতুল হ'য়ে দাঁড়িয়ে থাকে ঐ প্রান্তে, তার দৃষ্টি তখন থেকে একইভাবে মাটিতে নিবদ্ধ, যেন সে-দৃষ্টি সেখানেই পুঁতে গেছে। তার নিচু করা শক্ত মুখ দেখে তিনি অনায়াসেই অনুভব করতে পারেন সে-দৃষ্টির জ্বলন্ত আগুনে সে পুড়িয়ে দিচ্ছে মেঝেটা। মহাভারতের গান্ধারীর দৃষ্টি। চোখে সাতপল্লা কাপড় বাঁধা থাকা সত্ত্বেও যে-দৃষ্টির আগুন উছলে পড়েছিলো যুধিষ্ঠিরের নখের উপর। জ্ব'লে গিয়েছিলো তৎক্ষণাৎ। হ্যাঁ, তিনি জানেন, অতসীর দৃষ্টিতেও এখন সেই আগুন উন্মত্ত হ'য়ে জ্বলছে।

হঠাৎ দরজাটা জোরে ঠেলে তিনি ঘর থেকে বেরিয়ে আসেন, শব্দটা ছড়িয়ে পড়ে চারদিকে, প্রচণ্ড মেজাজের সঙ্গে হাঁকডাক শুরু করেন, সকলকে অকারণে ধমকান। খেতে ব'সে খান না, বেরুতে গিয়ে ফিরে আসেন। কোনো বই হাতে নিয়ে তক্ষুনি ছুঁড়ে ফ্যালেন দূরে, লিখতে বসলে কলমটা ভেঙে ফেলতে ইচ্ছে করে। আরো যে কী ভয়ানক-ভয়ানক অসংগত ইচ্ছার তাড়নায় তিনি কষ্ট পান তার কোনো ব্যাখ্যা নেই। শেষে হুকুম জারি করেন তাঁর অনুমতি ব্যতীত যেন একটি পিঁপড়েও না পালাতে পারে এই মহল থেকে। অর্থাৎ দোতলা থেকে। আর সেজন্য তিনি সামনের সিঁড়ির মুখে আর-একজন ঝি বসিয়ে রাখেন সারাদিন, পিছনের সিঁড়িতে কোলাপ্‌সিব্‌ল আটকে দেন, সামনের গেটে হিন্দুস্থানী দারোয়ানকে দাঁড়িয়ে থাকতে হয় টানটান হ'য়ে।

এরই মধ্যে একদিন বৃষ্টি নামলো খুব। আর সেই-যে নামলো তো নামলো। আষাঢ় মাস, লোকেরা বলাবলি করছিলো ক'দিন, কেন বৃষ্টি নেই, বৃষ্টির জন্য হা-হুতাশ করছিলো। পয়লা আষাঢ় তো দূরের কথা, সাত তারিখেও যখন বৃষ্টি নামলো না তখন তারা অবিবেচক ভগবানকে শাপ-শাপান্ত করছিলো, তারপরেই এই কাণ্ড। সামান্য ছিটেফোঁটাতেই কলকাতা

BanglaBook.org

শহর ভেসে যায়, আর এই অবিরাম তিন দিন তিন রাত্রিব্যাপী বৃষ্টিতে একেবারে অচল হ'য়ে উঠলো সব। ট্রাম বাস মোটর গাড়ি সব বন্ধ হ'য়ে যেতে লাগলো ক্ষণে-ক্ষণে, বন্ধ হ'য়ে যেতে লাগলো ইস্কুল-কলেজ। আপিসের বাবুরা জুতো খুলে হাঁটু অবধি কাপড় তুলে বিপর্যস্ত হ'তে লাগলেন। বাচ্চারা খেলতে লাগলো কাগজের নৌকা ভাসিয়ে। অল্পবয়সী ছেলেমেয়েরা পা ভেজাতে বেরুলো ছপছপ ক'রে। আর বাড়ি ব'সে থেকে-থেকে অস্থির হ'য়ে উঠলেন মিত্রসাহেব। মেজাজ একেবারে সপ্তমে চ'ড়ে রইলো।

ইদানীং বেশির ভাগ সময়টাই তিনি বাইরে কাটাতেন। সকালে দুপুরে রাত্রে যে-কোনো সময়ে খোঁজ করলেই শোনা যেতো তিনি বাড়ি নেই। আবার যে-কোনো সময়েই ফিরে আসতেন দুম ক'রে, দাঁড়িয়ে থাকতেন বারান্দায়, ব'সে থাকতেন ঘরে, আবার বেরিয়ে যেতেন, আবার ফিরে আসতেন। মনিবের মর্জিতে ড্রাইভারটি হিমশিম খাচ্ছিলো।

আসলে কোথাও স্থির হ'য়ে থাকতে পারছিলেন না। বাড়িও যেমন অসহ্য মনে হচ্ছিলো, বাইরেও তেমন কোনো সুখ ছিলো না।

বাল্যকাল থেকে মনের অনেক অস্থিরতার সঙ্গে তাঁর পরিচয় ঘটেছে কিন্তু এমন একটা উন্মাদ অবস্থার মুখোমুখি এই প্রথম। হঠাৎ যেন মনের আয়নায় এতোকালের সমস্ত ক্ষোভ-দুঃখের আসল কারণটি কী, তার ছায়া তিনি ভেসে উঠতে দেখেছেন। চেতনার অন্ধকার থেকে যে-আকাঙ্ক্ষার তাড়নায়, অভাববোধের অব্যক্ত কষ্টে এতোখানি বয়সকে স্বেচ্ছায় ক্ষতবিক্ষত হ'তে দিয়েছেন, সেই অন্ধকার হঠাৎ যেন আলো হ'য়ে জ্ব'লে উঠেছে। তিনি জেনেছেন, সব জেনেছেন। কী তিনি চান, কী তিনি পাননি, সব প্রতিবিম্বিত হ'য়ে উঠেছে সেই আলোয়। এও জেনেছেন, সিঁড়ির মুখে প্রহরী বসিয়ে, গেটের মুখে দারোয়ান দাঁড় করিয়ে সারা বাড়ি কাঁটাতারে ঘিরে দিলেও যা চাইছেন আর যা না পাবার বেদনায় মৃত্যুর অধিক যন্ত্রণা ভোগ করছেন তার কোনো প্রতিকার হবে না। ঐ ইস্পাতের ছোট্ট পুতুলটি তার ইস্পাতের বুক থেকে একফোঁটা রসও আর সিঞ্চন করবে না তাঁর জন্য। আর এই ভয়ংকর সত্য যতো বেশি ক'রে উপলব্ধি করছেন ততোই ক্ষিপ্ত হ'য়ে উঠছেন।

কিন্তু না, আর তিনি সহ্য করতে পারছেন না এ-অবস্থা। এই ইস্পাত তিনি এবার ভেঙে টুকরো-টুকরো ক'রে দেবেন। মিশিয়ে দেবেন পথের ধুলোয়, টেনে ফেলে দেবেন সেই নরকে যেখান থেকে কামুক পুরুষেরা শেয়াল-কুকুরের মতো ছিঁড়ে খাবে ওকে। হ্যাঁ, তাই তিনি করবেন। একটা হেস্তনেস্ত করবেন এবার। করাই উচিত।

টিপটিপ-বৃষ্টি পড়া, জানালা-দরজা বন্ধ-করা একঘেয়ে দুপুরের আধো-অন্ধকার ঘরে ব'সে ভাবতে-ভাবতে হঠাৎ মিস্টার মিত্র ক্রোধে এবং আত্মম্ভরিতায় স্ফীত হ'য়ে উঠলেন। তাঁর এই বিশ্বাস দৃঢ় হ'লো এভাবে নিজের সম্মান নিজেই তিনি পদদলিত করছেন। তিনিই আস্পর্ধা দিয়ে দিয়ে ওকে এইখানে তুলে দিয়েছেন। এখন ও ওকে একটা কাপুরুষ ভাবছে। একটা ভীরু মূর্খ দুর্বল অপদার্থ জেলিমাছ ভাবছে। ভাবছে ওকে তিনি ভয় পান, ওর শক্ত মুখ দেখেই তিনি পিছিয়ে যান। তাঁর ভদ্রতা সভ্যতা শিক্ষা শালীনতার কোনো অর্থ

BanglaBook.org

নেই ওর কাছে। ওর ধারণা এই নিঃশব্দ প্রতিরোধের অস্ত্র দিয়েই ও তাঁকে যুদ্ধে পরাজিত করবে। ওর কোনো কৃতজ্ঞতা নেই, কৃতঘ্নতার সীমা নেই, ও একবারও এ-কথা ভেবে দেখছে না, ওর জন্য আমি কী না করেছি, ওর ইচ্ছার দাসানুদাস হ'য়ে নিজের সমস্ত সত্তা কেমন ক'রে বিকিয়ে দিয়েছি। মানুষ এমন নির্মম হয়? এমন ক'রে মুছে ফেলতে পারে সব স্মৃতি? হায় স্মৃতি!

না, আর না। না না না। আর আমি বাড়তে দেবো না শত্রুকে। আমারই প্রশ্রয়পুষ্ট হ'য়ে আমার মাথার উপরেই যে ফণা তুলে ছোবল মারবে, সে-সুযোগ কক্ষনো দেবো না আমি। এবার আমি যোগ্য প্রতিশোধ নেবো। আমি শিক্ষা দেবো ওকে। জানতে দেবো একটা ঘুমন্ত সিংহ যখন আহত হ'য়ে জৃম্ভন তুলে উঠে বসে, কী তার চেহারা হয়। আমি পাথরকুঠির নীলেন্দুনারায়ণ মিত্র, স্ত্রীলোক আমার কাছে মশামাছি, অতসী, তুমি ভুলেও ভেবো না আমি তোমাকে তার চেয়ে একতিল বেশি কিছু সম্মান দেবো। আমি ক্লীব নই, এ শুধু আমার একটা সাময়িক জড়তা, সাময়িক অক্ষমতা, আমি আমাকে চাবুক মেরে-মেরে উদ্বুদ্ধ করবো এবার। এতোকাল আমি যা ভেবে এসেছি, ক'রে এসেছি, যে-মনুষ্যত্বের মুখে থুতু ছিটিয়ে বড়ো হ'য়ে উঠেছি—তুমি কি ভেবেছো তোমার জন্য আমি সেই মনুষ্যত্বকেই এখন বড়ো আসন দেবো? স্নেহ? মমতা? ভালোবাসা? থুঃ। শেষে কি এসবের মানে খুঁজতে যাবো নতুন ক'রে? আমি চাই না, চাই না, কিচ্ছু চাই না কারো কাছে। অতসী, তোমার কাছেও আমি কিচ্ছু চাই না। কিচ্ছু না। কিচ্ছু না।

অবিরাম একটার পর একটা সিগারেট ধরাতে লাগলেন তিনি। জিবটা শুকনো খড়খড়ে। বিস্বাদ। একটু কি ঠাণ্ডা লেগেছে কাল রাত্রে? ঘুমুতে পারেননি, জানালাটা খুলে ব'সে ছিলেন এলানো চেয়ারে। তন্দ্রায় জাগরণে সেখানেই কখন কেটে গেছে রাত। সকালে দেখেছেন ছাট এসে ভিজে গেছে সব। ভালো লাগছে না কিছু। হোক, একটা ভীষণ কিছু হোক, ভয়ানক অসুখ করুক, প'ড়ে থাকুন অচৈতন্য হ'য়ে।

কী গরম! এতো বর্ষা তবু একটু শীতল হ'লো না পৃথিবী। গায়ের শার্টটা খুলে ঘরের তিনটে পাখা সমান জোরে চালিয়ে দিলেন তিনি। কঠিন পায়ে দুর্বিনীত বেগে সত্যি-সত্যিই আহত সিংহের মতোই পায়চারি করতে লাগলেন ঘরের এমাথা-ওমাথা। দুই হাত পিছনে দৃঢ়বদ্ধ ক'রে একটা জেদি জন্তুর মতো দাঁড়িয়ে রইলেন কতোক্ষণ। খোলা জানালা দিয়ে তাকালেন আকাশের দিকে। মেঘে মোছা বোবা বিরস বিবর্ণ আকাশ। জঘন্য। জঘন্য। আবার হাঁটতে লাগলেন লম্বা-লম্বা পদক্ষেপে। শেষে কী ভেবে হাতের এইমাত্র ধরানো জ্বলন্ত সিগারেটটা টোকা মেরে ছুঁড়ে ফেলে ঘর ছেড়ে বেরিয়ে এলেন বাইরে। সেটা যে কোথায় পড়লো একবারের জন্য ফিরে তাকালেন না সেদিকে। মনে হ'লো ঐ এক ফোঁটা স্ফুলিঙ্গ যদি আজ এক-সিন্ধু আগুন হ'য়ে এই অভিশপ্ত বাড়িটাকে পুড়িয়ে ছাই ক'রে দেয় দিক।

এ-বাড়িতে তাঁর কোনোদিনই কোনো শান্তি ছিল না, স্নেহ ছিলো না, আশ্রয় ছিলো

BanglaBook.org

না! আজও নেই। এ-বাড়ি জ্বলুক পুড়ুক থাকুক না-থাকুক কিছুতেই তাঁর কিছু এসে-যায় না আর। এ-বাড়ির মহলে-মহলে অনেক পাপ জমা হয়েছে, অনেক হাহাকার, অনেক অশ্রু, আর অনেক দীর্ঘশ্বাস জমা আছে, আজ শেষ দীর্ঘশ্বাসটি শুনতে হবে কান পেতে। চোখের জলের শেষ বিন্দুটি দেখতে হবে একাগ্র হ'য়ে।

বারান্দা দিয়ে দুরন্ত পায়ে প্রায় ছুটতে লাগলেন তিনি।

বাড়িটা একেবারে ঝিমিয়ে ছিলো। একে বৃষ্টি তায় দুপুর, আহারের পর সকলেই যে যার ঘরে নিশ্চয়ই নিদ্রামগ্ন। নইলে একটি সেবক-সেবিকাকেও দেখা যাচ্ছে না কেন? অবিশ্যি এই সময় ওরা থাকেও না কেউ, এমনকি শায়লাও না। খাবার পরে দুপুরে কয়েক ঘণ্টার জন্য ওরা স্বাধীন, ওদের ছুটি, ওরা তখন ইচ্ছেমতো তাসপাশা খেলে। বেড়ায়। গুলতানি করে অথবা ঘুমোয়। আজ এই বৃষ্টির মধ্যে বাধ্য হ'য়েই যে যার ঘরে ঢুকে আছে, না ডাকলে আর পাত্তা মিলবে না। তারপর চারটে বাজার সঙ্গে-সঙ্গেই আবার শুরু হবে ব্যস্ততা, হুকুম পালনের তৎপরতা। এক কাজে ছুটে আসবে একশো জন।

স্বভাববিরুদ্ধভাবে মিত্রসাহেব সেদিন শুধুই যে চঞ্চলচরণ হলেন তাই নয়, সেই চরণের ঘাসের চটি থেকে শুরু ক'রে পরিধেয় প্যান্ট গেঞ্জিও তাঁর স্বভাবের বিরুদ্ধে সাক্ষী দিচ্ছিলো।

বেশভূষা বিষয়ে তাঁর পারিপাট্য অথবা শালীনতা অথবা অভ্যাস একটু বাড়াবাড়ি রকমের গতানুগতিক। তিনি শোবার পোশাক প'রে যেমন ঘরের বাইরে আসেন না, তেমনি গেঞ্জির উপরও কিমোনো ও ড্রেসিং-গাউন না চাপিয়ে বারান্দায় দাঁড়ান না। আজ সব বিষয়েই অনবহিত, অন্যমনস্ক। নিজের অজান্তেই ঘরের ভিতরে শুয়েব'সে থাকা ধূসর রঙের কুচকোনো প্যান্টে গেঞ্জিতে একটা ইঞ্জিন-বসানো দম-দেয়া গাড়ির মতো ঝড়ের বেগে এক দমকে পার হ'য়ে এলেন বারান্দাটা, মোড় ঘুরলেন দক্ষিণ প্রান্তের ঘরের দিকে, ভেজানো দরজা ঠেলে, পর্দা সরিয়ে কারো অনুমতির অপেক্ষা না রেখে সোজা ঢুকে এলেন ভিতরে। ঘরের মাঝখানে এসে তবে থামলেন।

অসংবৃত আঁচলে বিছানায় চুপচাপ শুয়ে শুয়ে অতসী আকাশপাতাল ভাবছিলো। ভাবছিলো এইরকম স্তব্ধ দুপুরে, যখন কেউ কোথাও নেই, সেই ফাঁকে সিঁড়ি দিয়ে সে নিচে যেতে পারে কি না। সকলের অলক্ষ্যে চুপচাপ বেরিয়ে যেতে পারে কি না পথে। মনে-মনে সে এরকম প্রায় প্রত্যেক দিনই চ'লে যায় রাস্তায়, তারপর রাস্তায় গিয়েই হারিয়ে যায়, ভয় পায়, চারদিকে তাকিয়ে আবার ছুটে আসে এখানে, এ-ঘরে এই বন্দীশালায়। আজ সেই ভয়টা সে ঝেড়ে ফেলছিলো মন থেকে। মনকে সে প্রস্তুত করছিলো সাহসী হ'তে। উদ্বুদ্ধ করছিলো দুর্বল শরীরের অক্ষমতাকে চলমান হ'তে। জীবনের অনেক নোংরা দিকের

BanglaBook.org

সঙ্গে ঘনিষ্ঠ পরিচয় হয়েছে তার, সে জানে যদি বা কোনক্রমে এ-বাড়ির গণ্ডি সে অতিক্রম ক'রে উঠতে পারে তাহ'লেও একা একটি পথ-হারানো যুবতীকে দেখলে পথের যেসব মানুষ তাকে পথ দেখাতে ছুটে আসবে, তাদের কবল এ-বাড়ির কবলের চেয়ে উৎকৃষ্টতর নয়। কলকাতার এই অজানা অংশটুকু থেকে তাদের বাড়ির দক্ষিণতম প্রান্ত পর্যন্ত যতোটুকু অচেনা রাস্তা তাকে পার হ'তে হবে তার মধ্যে এইসব আদরের জনেরা অত্যধিক আমন্ত্রণে-নিমন্ত্রণে শেষ অবধি পৌঁছুতে দেবে কি না তারও কোনো নিশ্চয়তা নেই। অথচ এখানেও আর একমুহূর্ত টিকতে পারছে না। সেটা সম্ভব নয়, স্বাভাবিক নয়। এখন সে কী করে?

চিত্রাকে মনে পড়ছিলো; বেচারা! কোথায় তলিয়ে গেলো। চিত্রা দেখতে সুন্দর ছিলো, স্বভাবেরও কোনো তুলনা ছিলো না। বয়সে অনেকটা বড়ো হওয়া সত্ত্বেও, পাড়ার ঐ একটি মেয়ের সঙ্গেই ভাব হয়েছিলো বন্ধুতা গাঢ় হ'য়ে উঠেছিলো। চিত্রার বাবা হাঁপানিতে ভুগতেন, মেজাজ ভীষণ খিটখিটে ছিলো। কী বিশ্রী ব্যবহারই না করতেন ওদের সকলের সঙ্গে। চিত্রার মা তো সারাদিন ভয়ে তটস্থ। বড়ো ছেলে কোথায় গেঞ্জির কলে কাজ করতো, ভালোই আয় ছিলো। খাটতো খুব, উপরি পেতো, আর তাইতেই কোনোমতে চ'লে যেতো সংসারটা। তারই মধ্যে কী দুর্মতি হ'লো (এটা চিত্রার বাবার মত) ফট ক'রে বিয়ে ক'রে বসলো কাকে। আর যাবে কোথায়। জুতো নিয়ে তাড়া করলেন বাপ, পঁচিশ বছরের ছেলে অনেকদিন অনেক কিছু সহ্য করেছে, সেদিন করলো না, মা-বোনের দিকে তাকিয়েও সে চোখ ফিরিয়ে নিলো, তারপর চ'লে গেলো। আর সেই যে গেলো তো গেলোই। এখন এদের খাওয়ায় কে? অকর্মণ্য ক্রুদ্ধ পিতার হাজারো আবদার কে মেটায়? অতএব বেরুতে হ'লো চিত্রাকে। চিত্রার বাবাই কোথা থেকে কী সন্ধান এনে মেয়েকে কাজে পাঠালেন। 'কী কাজ চিত্রাদি?' চিত্রার মুখে জবাব নেই, চোখে জল! অনেকগুলো ছোটো-ছোটো ভাইবোন ছিলো, দেখা গেলো দু-চার মাসের মধ্যেই তারা দিদির রোজগারে দাদার রোজগারের চেয়ে বেশি ধোপদুরস্ত হ'য়ে উঠেছে। বেশ সচ্ছল হ'য়ে উঠেছে সংসার। বাচ্চারা নতুন বইটই কিনে নতুন জামা জুতো গায়ে পায়ে পড়তে যাচ্ছে ইস্কুলে। তখন একদিন অতসী চুপিচুপি গিয়েছিলো তার কাছে, গোপনে বলেছিলো, 'আমাকে তোমার মতো একটা কাজ দেবে চিত্রাদি? আমি ম্যাট্রিক পর্যন্ত পড়েছি, শুধু অঙ্কটা তেমন ভালো পারি না, নেবে না আমাকে?'

চিত্রা আই এ পর্যন্ত পড়েছিলো। হেসে বললো, 'এখানে লেখাপড়ার দরকার হয় না কোনো। তুই পাস করিস আর না করিস তোকে পেলে তো লুফে নেবে।'

এ-কথা শুনে আশায় বুক বেঁধে সাগ্রহে সে হাত চেপে ধরেছিলো, 'তাহ'লে আমাকে ক'রে দাও।'

চিত্রা শুধু একটু হাসলো কিন্তু চাকরি ক'রে দিলো না।

কতো যে মনখারাপ হ'য়ে গিয়েছিলো তখন। কতো রাগ হয়েছিলো ওর উপরে। সেই সঙ্গে এটাও লক্ষ্য করেছিলো নিজের কাজেও তেমন মন ছিলো না চিত্রার। প্রায়ই যেতে

BanglaBook.org

চাইতো না, কাঁদতো। মাও মেয়ের পক্ষ নিতেন, কিন্তু ওর বাবা অবিচল। চিৎকার ক'রে গালিগালাজ করতেন, ঘাড় ধ'রে পাঠাতেন, আর মেয়ের রোজগারে শুয়ে-ব'সে খেতেন।

তারপর একদিন কাজ থেকে আর ফিরলো না চিত্রাদি।

কোথায় গেলো? কেন ফিরলো না? ওর মা-বাবাই বা কেমন? একবারও খুঁজলো না, কাঁদলো না, টুঁ শব্দটি না ক'রে ঢোঁক গিলে ব'সে রইলো। ওর বাবা ব'লে বেড়াতে লাগলেন, 'নিজে-নিজে কাকে বিয়ে করেছে, তাই ছেলের মতো মেয়েকেও ত্যাগ করেছি।' এই ব'লে এতোদিন পরে নিজে একটা কাজের খোঁজে বেরুলেন। তিনি বি. এ. পাস ছিলেন, কর্মবিমুখতাই ছিলো তাঁর প্রধান দোষ, এবার ছেলেমেয়ের রোজগারে খেতে না পেয়ে নিজের রোজগারে সচেষ্ট হলেন। ইস্কুলমাস্টারি পেতে দেরি হ'লো না তাঁর। আবার খুঁড়িয়ে-খুঁড়িয়ে চলতে লাগলো সংসার।

সেই চিত্রার কথা ভুলেই গিয়েছিলো অতসী। হঠাৎ পাড়ার একটি ছেলে এসে হাজির, 'একটা চিঠি লিখে দেবে অতসীদি?'

'কাকে?'

'চিত্রা রায়কে। তোমার খুব বন্ধু ছিলো আমি জানি।'

'চিত্রা রায়? চিত্রাদি কোথায় আছে? এতোদিন পরে তার খবর তুমি কোথা থেকে পেলে?'

'সবাই তো কেন, তুমি জানো না?'

'কী জানবো?

'কার কাছে আছে সে?'

'জানি বইকি। বিয়ে করেছে যখন নিশ্চয়ই স্বামীর কাছে আছে। কিন্তু তা নয়, আমি—'

'স্বামী!' বাধা দিলো ছেলেটি, 'স্বামী মানে? চিত্রা রায় আবার স্বামী পাবে কোথায়?'

'তবে? ওঁরা যে বললেন বিয়ে হয়েছে?'

'তাছাড়া আর কী বলবে বলো। ঠেলে তো নিজেরাই দিয়েছিলো, এখন কলা দেখিয়ে মেয়ে খুব শাস্তি দিয়েছে। বেশ করেছে। দশজনের কাছে বিক্রি হবার চেয়ে একজন অনেক ভালো।'

কথার অর্থ ধরতে পারেনি অতসী, ব্যাকুল হ'য়ে জিজ্ঞেস করেছিলো, 'তাহ'লে কোথায় আছে এখন? কী করছে?'

'আরে বাবা, ব্ল্যাক আয়রন কোম্পানির বড়োসাহেব এখন তোমার চিত্রাদির দাসানুদাস। কতো বড়ো বাড়ি ক'রে রেখে দিয়েছে, উঠতে-বসতে শাড়ি-গয়না দাস-দাসী—তোমার পায়ে পড়ি অতসীদি, আমার হ'য়ে ওকে লিখে দাও একটা, একটা চাকরি খালি আছে ওখানে, যেন আমাকে নেয়া হয়—লক্ষ্মীটি—'

'এসব তুমি কী বলছো সীতেশ!' প্রায় আর্তনাদ ক'রে উঠেছিলো সে, তার চোখে

BanglaBook.org

জল এসে গিয়েছিলো। একজন মেয়ের পক্ষে এর চেয়ে বড়ো অপমান আর কী হ'তে পারে সে-কথা ভেবে পায়নি। তারপর কারণে-অকারণে কতোবার তার চিত্রাকে মনে পড়েছে, কতোবার তেমনি ক'রেই টনটন ক'রে উঠেছে বুক। একটা নিশ্বাস-বন্ধ-করা দুঃসহ কষ্টে সে ছটফট করেছে। আর এখন? এখন নিজেই কি সে—

'একি?'

হঠাৎ অত্যন্ত উদ্‌ভ্রান্ত এলোমেলো চেহারার মিস্টার মিত্রকে ঘরের মাঝখানে দাঁড়িয়ে থাকতে দেখে তার চিন্তার সূত্র ছিঁড়ে গেলো, একটা আসন্ন ঝড়ের সংকেত টের পেয়ে সে আঁতকে উঠলো। হিম হ'য়ে গেলো বুকের ভিতরটা। এরকম পোশাকে এরকম না ব'লে-ক'য়ে ঘরের মধ্যে চ'লে আসা যে মোটেই সুলক্ষণ নয় সেটা অনুধাবন করতে তার দেরি হ'লো না। এক ঝটকায় শাড়ির আঁচল সামলে বিছানা থেকে সোজা নিজেকে সে দাঁড় করিয়ে দিলো মেঝের উপর।

'এলাম।' মিস্টার মিত্র হাঁপাচ্ছিলেন।

'কী চান?'

'কী না?'

'কিন্তু—'

'কোনো কিন্তু নেই এর মধ্যে।'

'এই অসময়ে?'

'এ বাড়ি আমার, সুতরাং কোনো সময়-অসময়ের প্রশ্ন নেই।'

উদ্ধত হ'য়ে অতসী বললো, 'আছে।'

'না। আমার ঘরে আমি পা দেবো, সে আমার আপন অধিকার।'

'অধিকারের প্রশ্ন নয়, কতোগুলো রীতিনীতিরও প্রশ্ন থাকে মানুষের জীবনে।'

'আমি রীতির দাস নই, নীতির তো নই-ই। তাতে যদি তুমি আমাকে অমানুষ ভাবো, ভাবতে পারো।'

অমানুষ যে তা কী অতসী মাত্র আজই ভাবছে? একটা আগুনের কুণ্ড হ'য়ে জ্বলতে-জ্বলতে বললো, 'জন্তুদের জীবনেও কতোগুলো নিয়মকানুন থাকে, একই জঙ্গলে বাস ক'রেও তারা কেউ কারো পৃথক সত্তাকে নষ্ট করে না।'

'দাঁড়াও, দাঁড়াও, এতো সব বড়ো-বড়ো কথা হৃদয়ঙ্গম করতে আমার একটু সময় লাগবে। অর্থাৎ তুমি বলতে চাইছো আমি জন্তু, এই তো?'

অতসী জবাব দিলো না।

'বলতে চাইছো যেমন মানুষের আইন-কানুনের সীমা ডিঙিয়েছি তেমনি জন্তুদের নিয়মও লঙ্ঘন করেছি, এই তো?'

অতসী তেমনই চুপ ক'রে রইলো।

BanglaBook.org

'তাহ'লে শোনো, মানুষ যখন জন্তু হয়, ইচ্ছে ক'রেই হয়। কিন্তু জন্তু কখনো হাজার ইচ্ছেতেও মানুষ হ'য়ে উঠতে পারে না! এবং এইটুকুই হচ্ছে আমার জিত। সুতরাং জন্তুর স্বভাব আর মানুষের বুদ্ধি মিলিয়ে আমি যেমন কোনো মনুষ্যসমাজের ধার ধারি না তেমনি জঙ্গলের আইনও মানি না। আমার আসন ব্যসন আমার স্বেচ্ছাচার।'

ধীরে-ধীরে হেঁটে তিনি অতসীর এই মাত্র পরিত্যক্ত বিছানাটার উপরে এসে বসলেন, হাতের কাছে কী এক পুরনো ছেঁড়া-খোঁড়া কাগজ পেয়ে সেটাই পড়তে লাগলেন মন দিয়ে। অতসী পিছন হ'টে-হ'টে প্রায় দেয়ালের ঠেসানে গিয়ে দাঁড়ালো।

কাগজে চোখ বুলোতে-বুলোতে মিস্টার মিত্র বললেন, 'দাঁড়িয়ে কেন, বোসো।'

'না।'

'আমি এখন এ-ঘরেই থাকবো, এ-ঘরেই বিশ্রাম করবো, কতোক্ষণ দাঁড়িয়ে থাকবে?'

তাহ'লে আপনি বিশ্রাম করুন, আমি বাইরে যাই।'

'তুমি বাইরে গেলে আর আমি ঘরে এলাম কেন?'

'আমি কী করবো?'

'যা বলবো তাই শুনবে।'

'আমি আপনার অসংখ্য দাস-দাসীর অন্তর্গত কেউ নই। কারো হুকুম পালন করার অভ্যেস নেই আমার।'

'তাহ'লে তুমি এ-বাড়ির কী অতসী?' চোখ তুলে তাকলেন তিনি।

'কেউ না।'

'একেবারে কেউ না? শ্রেয়সী, প্রেয়সী, প্রিয়তমা, কিচ্ছু না?'

অতসী হাত মুঠো করলো, দাঁতে দাঁত ঘষলো।

'দরজাটা বন্ধ ক'রে দেবে?'

'না।'

'দাও-না লক্ষ্মীটি। বেশ নিবিড় হওয়া যাবে।' বেডকভারের তলা থেকে বালিশটা বার ক'রে নিলেন। পালকের নরম বালিশ। সেটাকে দুমড়ে মুচড়ে বুকের তলায় নিয়ে আরাম করতে-করতে বললেন, 'কী তেল মাখো? ভারি মিষ্টি গন্ধ তো।'

বড়ো-বড়ো নিশ্বাস নিয়ে অতসী অস্ফুটে বললো, 'অভদ্র।'

'কেন, কেন? অভদ্র কেন?'

'সে প্রশ্ন নিজেকেই জিজ্ঞেস করুন।'

'তোমার বিছানায় বসেছি ব'লে? বালিশটা নিয়েছি ব'লে? তা বালিশের যিনি মালিক তিনিও যখন আমার, তখন—'

হঠাৎ অতসী পাশের হোয়াটনট থেকে আর-কিছু না পেয়ে একটা কাচের গ্লাসই কুড়িয়ে নিলো। হোহো ক'রে হেসে উঠলেন মিস্টার মিত্র, 'উঁহু, ওটা দিয়ে শত্রু নিধন সম্ভব নয়। আমি এতো সুস্থ লোক যে তোমার ওই নরম হাতের ছুঁড়ে-মারা কাঁচের গ্লাস তো দূরের

BanglaBook.org

কথা, একটা লোহার ডাণ্ডা মেরেও আমাকে তুমি ঘায়েল করতে পারবে না।' নেমে গিয়ে তিনি নিজেই দরজাটা বন্ধ করে দিয়ে এলেন।

সঙ্গে-সঙ্গে অতসীর গলা চিরে শব্দ বেরুলো, 'আয়া, আয়া—'

'আয়া ঘুমুতে গেছে।' খুব ঠাণ্ডা গলা মিত্রসাহেবের। 'তাছাড়া আমি হুকুম না দিলে কি সে ঘরে আসবে?'

'তবে? তবে কী হবে?'

'কিছু হবেই একটা।'

'শায়লা—শায়লা—'

'শায়লাও আমারই চাকর।'

'তাহ'লে আপনিই ডেকে দিন না ওদের।'

'আমি ডেকে দেবো? আমাকে মারতে আমিই লোক ডেকে জড়ো করবো?' দুই চোখে হাসির বান ডাকলেন তিনি, ফুর্তির সুরে বললেন, 'এইবার একটা বাঘ আর একটা ছোট্ট মিষ্টি হরিণ, তাই না?'

বিন্দু-বিন্দু ঘামে কপাল ভ'রে গেলো অতসীর। জিব দিয়ে বারে বারে সে ঠোঁট ভেজাতে লাগলো।

'তুমি নিশ্চয়ই জানো কী জন্য তোমাকে এখানে আনা হয়েছে।'

সমস্ত ভয় ভুলে আবার শক্ত হ'য়ে উঠলো অতসী। কথার নিগূঢ় অর্থটা হৃদয়ঙ্গম ক'রে তারা সারা মুখে আগুন ছড়িয়ে পড়লো। নির্ভীক ভঙ্গিতে দাঁড়িয়ে স্পষ্ট গলায় বললো, 'জানি।'

'এতো যত্ন ক'রে কেন তোমাকে সুস্থ ক'রে তোলা হয়েছে তাও নিশ্চয়ই জানো।'

'জানি।'

'যদিও আমার নামের অলংকরণে নারায়ণ শব্দটি বসানো আছে কিন্তু আমি যে তার সম্পূর্ণ বিপরীত মানুষ তাও নিশ্চয়ই জানো।'

'জানি।'

'তাহ'লে এখন তুমি কী করবে?'

অতসীর হাতে হাত নিবদ্ধ, পিঠ নিবদ্ধ দেয়ালে।

'ভাবছো পালিয়ে যাবে?'

'পালাবো?' সমস্ত ভঙ্গিতে ঘৃণার ফোয়ারা উচ্ছ্রিত হ'লো। 'কেন? আমি কি চোর? আমি কি আপনি? আমি কি কোনো অন্যায় করেছি?'

'তাছাড়া বুঝি পালাবার কোনো কারণ ঘটে না?'

'না।'

'এখন ঘটেনি?'

'না।'

BanglaBook.org

'কিন্তু যে-কোনো মুহূর্তে আমি তোমাকে ছোবল দিতে পারি।'

'জানি।'

'তবে?''

'সে-লজ্জা আপনার, আমার নয়। নিজেকে ছোটো হ'তে দেবার অপমানও আপনারই।'

'বাঃ। বেশ চালাক মেয়ে তো। কথার ফন্দি মন্দ জানা নেই দেখছি। আসলে যতো সরল ভাবি ততো সরল তুমি নও। ভেবেছো এইসব ব'লে আমার ভিতরে দয়া মায়া মনুষ্যত্ব ইত্যাদি গালভরা নামগুলোর সমন্বয় ঘটাবে? না সখি, সেসব বৃত্তি আমি জীর্ণবস্ত্রের মতো অনেক আগেই পরিত্যাগ করেছি। অতএব সে-ছলনা বৃথা।'

অতসীর কাঁধের উপর একটা হাত রাখলেন তিনি। সঙ্গে-সঙ্গে অতসীর নিশ্বাস বন্ধ হ'য়ে এলো, বুকের স্পন্দন থেকে গেলো, নীল হ'য়ে গেলো ঠোঁট। মিস্টার মিত্রের চোখে চোখ ফেলে তাকিয়ে রইলো সোজা।

'কী দেখছো?' কাঁধের হাত বুকের পাশে লুটিয়ে-থাকা একগুচ্ছ চুলের মধ্যে সঞ্চালিত হ'লো।

একটুও নড়লো না অতসী, দৃষ্টি তেমনি অপলক।

তিনি হাত ধরলেন, আকর্ষণ ক'রে বললেন, 'এর পর কী জানো তো?'

প্রতিপক্ষের নিশ্বাস পতনের শব্দ নেই।

'আর এ-কথা সবাই জানে আমার কোনো মনের ক্ষুধা নেই, শরীরই আমার সব।' একটা হাতের বদলে দু-হাতে দুটো হাত ধরলেন, প্রচণ্ড জোরে ঝাঁকানি দিয়ে বললেন, 'বুঝেছো?'

ন'ড়ে গেলো অতসী। তার এতোক্ষণের স্তম্ভিত চৈতন্য যেন চমক খেয়ে জেগে উঠে ভিতরের স্পন্দনকে বাইরে নিয়ে এলো। আপাদ-মস্তক কেঁপে উঠলো সে, বড়ো-বড়ো চোখ কানায়-কানায় ভ'রে গেলো জলে।

হাতের মুঠো থেকে হাত দুটো কোনো জিনিসের মতো ছুঁড়ে ফেলে এদিকে চ'লে এলেন মিত্রসাহেব। সোফায় বসলেন। গলায় বুকে কুল-কুল করতে লাগলো ঘাম, গেঞ্জিটা ভিজে উঠলো, রাগে-দুঃখে মাথা জ্বলে গেলো। তিনি বুঝতে পারলেন আবার হেরে যাচ্ছেন তিনি, কাঙালের মতো উল্টো পক্ষ থেকে প্রতিদিনের মতোই কী যেন ভিক্ষা করছেন, ভিতরকার চিরপরিচিত জন্তুটা আবার তেমনিই তাঁর সঙ্গে ভয়ংকর বিশ্বাসঘাতকতায় লিপ্ত হয়েছে। সিংহের বদলে এখন তিনি শৃগালের ভূমিকায় অবতীর্ণ।

কী যে করবেন ভেবে পেলেন না। চোখ বুজে খানিকক্ষণ বড়ো-বড়ো নিশ্বাস নিয়ে ক্রুদ্ধ গলায় বললেন, 'চোখের জলে তেষ্টা মেটে না, জল দাও এক গ্লাস।'

জল দিলো অতসী। তার হাত কাঁপছিলো।

'তোমার ওষুধের টেবিল থেকে ওই নীল শিশিটা দাও।'

দিলো।

BanglaBook.org

'এগুলো ঘুমের পিল, ডাক্তার তোমাকে ঘুম পাড়াতে দিয়েছিলেন, এবার আমার ঘুমোনো দরকার। জানো, কতো রাত আমি ঘুমোই না?' শিশিটা নাড়লেন, 'অনেক আছে দেখছি, দাও বার ক'রে।

দিলো।

'একটাই দিলে?' তির্যক চোখে তাকালেন, যদি ইচ্ছে করো কাগজের পুরিয়া ক'রে সব ক'টাও গুঁড়ো ক'রে দিতে পারো, তা'হলে জীবনের মতো ঘুমিয়ে পড়া যায়। সে এরকম মন্দ নয়। বরং তাই দাও। এখানেএ এই বিছানায় শুয়েই স্বপ্ন দেখি। ও-সব কাঁচের গ্লাস-ফ্লাস ছুঁড়ে মারা একেবারেই ডিগনিফাইড নয়। কার্যকরী তো নয়ই! সেই সঙ্গে কাগজ কলমটা দিয়ে দাও, লিখে দিই আমার মৃত্যুর জন্য কেউ দায়ী নয়। ঈশ, কী বিশ্রী রকমের মাথা ধরেছে!' কপালটা টিপে চোখ বুজলেন।

একটু পরে।

'তোমার অসুখের সময় তোমাকে কিন্তু আমি অনেক সেবা করেছি। তোমারও আমাকে করা উচিত। এই যেমন ধরো আজ আমার কষ্ট হচ্ছে মাথায়, যদি বলি একটু হাত বুলিয়ে দাও, খুব কি অন্যায় হবে?'

অতসী আবার গিয়ে কঠিন হ'য়ে দেয়ালে ঠেসান দিয়ে দাঁড়িয়েছে, তিনি তাকালেন, 'প্রতিদান কে না চায়? স্বয়ং নারায়ণ হ'লেও চাইতেন, আমি তো নামের একটা পরিহাস মাত্র। কী বলো?'

ওষুধটা খেলেন, জল খেলেন সম্পূর্ণ একগ্লাস, তারপর চুপ ক'রে ব'সে রইলেন। বাইরে ঝিপঝিপ বৃষ্টির শব্দ ছাড়া আর কোনো শব্দ আসছিলো না বদ্ধ ঘরে। হঠাৎ মিস্টার মিত্রর মনে হ'লো অনন্তকাল ধ'রে একটা মৃত মানুষ নিয়ে নাড়াচাড়া করছেন তিনি। ম'রে গেলে প্রাণ ফিরে পাওয়া যায় না জেনেও আশা ছাড়তে পারছেন না। এই বয়সে এটা তাঁর ছেলেমানুষি বৈকি।

আস্তে-আস্তে একসময় তিনি উঠে দাঁড়ালেন, চোখ বুলোলেন হাতের ঘড়িতে, একটু কেশে নিয়ে বললেন, 'তুমি যাবে? যেতে চাও?'

'কোথায়?'

'যেখানে গেলে আবার তোমার মুখে হাসি ফুটবে।'

'কোথায়?' অতসীর আতঙ্কিত চোখে প্রত্যাশার আলো ফুটে উঠলো।

'যেখানে গেলে এই দস্যু প্রত্যেক মুহূর্তে ভয়ের করাত চালাবে না।'

'আমাদের বাড়ি?'

'হ্যাঁ, তোমাদের বাড়ি।'

'আমার মা-বাবার কাছে?'

'হ্যাঁ, তোমার মা-বাবার কাছে।'

'সত্যি?'

BanglaBook.org

'আমি কি কখনো মিথ্যা বলেছি?'

'আমি—আমি—তবে আবার যেতে পারবো সেখানে?'

'কেন নয়?'

'কবে?'

'যেদিন তোমার খুশি।'

'আজ?'

'যদি তুমি চাও তবে তাই হবে।'

'এখুনি হয় না?'

'অসম্ভব কী?'

অতসীর শক্ত ভয়ার্ত মুখটা সহসা বদলে-বদলে শিশুর সারল্যে নরম হ'য়ে গেলো। দেয়ালের ঠেসান থেকে কাছে স'রে এলো সে, প্রার্থনায় কাতর হ'য়ে বললো, 'আমি তাহ'লে এখুনি যাবো।'

মিস্টার মিত্র তাকিয়ে রইলেন মুখের দিকে, অনুভব করলেন এখনো হৃদয় থেকে তাঁর প্রতি সমস্ত বিশ্বাস ওর নিঃশেষ হ'য়ে যায়নি। মিত্রসাহেবের মতো মানুষের পক্ষে এই বা কম কী? একটা দীর্ঘনিশ্বাস পড়লো। ঢোঁক গিলে বললেন, 'বেশ। গুছিয়ে নাও।'

'কী গুছোবো?'

'তোমার জিনিসপত্র।'

'আমার জিনিসপত্র?'

'তোমার কাপড়-জামা—'

'আমার তো কিছু নেই এখানে।'

'কিছু নেই?'

'কিছু নেই। কিছুই আমি নিয়ে আসিনি।'

'কিন্তু আমি এনেছিলাম। তোমার জন্যই এনেছিলাম।'

অতসী মাথা নীচু ক'রে রইলো।

'থাক, সে-সব আর তোমাকে নিতে হবে না।' হেঁটে-হেঁটে তিনি সোজা দরজার কাছে চ'লে গেলেন, হাত তুলে ছিটকিনিটা খুলতে খুলতে ফিরে দাঁড়িয়ে বললেন, তাহ'লে সত্যিই যাবে?'

'আপনার পায়ে পড়ি, কথা ফেরাবেন না।'

মিস্টার মিত্র আরক্ত হলেন, 'না, কথা ফেরানো আমার অভ্যাস নয়।'

'তা'হলে দয়া ক'রে এখুনি আমার যাবার ব্যবস্থা ক'রে দিন।'

'তাই হবে। কিন্তু একটা কথা—'

'বলুন।'

'এখানে আসবার পরে তিনমাস কেটে গেছে, এতোদিন পরে এই ফিরে যাওয়াটা

BanglaBook.org

তোমার পরিজনেরা কীভাবে গ্রহণ করবেন সে-কথাটা কি ভেবে দেখেছো?'

থমকালো অতসী, বললো 'সে দায়িত্ব আপনার নয়।'

'কার?'

'আমার নিজের।'

'ও।'

ক্রুদ্ধ ভঙ্গিতে দরজাটা সশব্দে মেলে দিয়ে পা বাড়িয়েছিলেন কিন্তু আবার থামলেন, আবার ফিরলেন, দু-পা স'রে এসে আবার বললেন, 'তুমি নেহাত ছেলেমানুষ, জীবনটাকে যতো সহজ ভাবছো ততোটা ঠিক নয়। দায়িত্ব আমারও খানিকটা আছে, আর সেজন্যেই অন্ধকারে ছেড়ে দিতে পারি না।'

'জানতাম।' মুহূর্তে অতসীর সমস্ত রক্ত টগবগ ক'রে উঠলো, বড়োবড়ো নিঃশ্বাসে তার আগুন বেরুলো।

'কী জানতে?'

'সমস্তটাই ছলনা। যে-অন্ধকারে আমি এখানে পচে মরছি, তার চেয়ে বেশি অন্ধকার আর কোথাও নেই।'

'তাই নাকি? ঠিক আছে তাহ'লে।' এবার তিনি আর দাঁড়ালেন না, তাকালেন না, রেগে বেরিয়ে এলেন।

অতসী দরজাটা বন্ধ ক'রে দিলো।

এতোক্ষণ অতসী মৃত্যুর সঙ্গে পাঞ্জা কষছিলো, এখন শ্রান্ত ক্লান্ত অবসন্ন সৈনিক। মেঝেতে বসে রইলো হাঁটু ভেঙে। বাইরে টিপটিপ বৃষ্টি তেমনিই অবিরল। বেলা তিনটের দারুণ ধু ধু প্রহরেও ছায়া-ছায়া অন্ধকার জানালা দিয়ে ঘরে এসে থাবা গেড়েছে, অতসী বুঝতে পারছে না লোকটা তাকে ঠকিয়ে গেলো কি না। বুঝতে পারছে না এও এক ধরনের নতুন কৌশল কি না। কিন্তু কিসের কৌশল? কেন কৌশল? তার মতো একজন অসহায়, বন্দী মেয়ের জন্য আর কৌশলের দরকার কী? না, সে বুঝতে পারছে না। আসলে এই লোকটাকেই ঠিক চিনতে পারছে না সে।

ব'সে থেকে-থেকে কখন বেলা প'ড়ে এলো। বৃষ্টি থেমে গেলো হঠাৎ। হঠাৎ সব অন্ধকার স্বচ্ছ ক'রে দিয়ে খানিকটা সূর্যাস্তের আলো উছলে পড়লো ঘরে।

অনেকক্ষণ আগে আয়া এসেছে, পিছনের দরজা দিয়ে। তার নৈমিত্তিক কাজে ছড়িয়ে দিয়েছে নিজেকে। কাপড় ভাঁজ করছে, আলনা গুছোচ্ছে, বিছানার চাদর বদলাচ্ছে, আরো কতো-কিছু। এখন অনুরোধ করছে তাকে চেয়ারে বা খাটে উঠে বসবার জন্য। ঘর মোছা

BanglaBook.org

দরকার। ঘরের অর্ধেক জোড়া কার্পেট, তার ধুলো ঝাড়া দরকার। বেয়ারা পর্বতপ্রমাণ খাদ্যসহ চা নিয়ে এলো। সবই ঠিক একরকম, রোজের মতো। একদিন আর একদিনের প্রতিলিপি। শুধু সেই বদলটুকুই হ'লো না, যার আশায় নিঃশব্দে বুক বেঁধে অপেক্ষা করছে অতসী। আর-কোনো সাড়া নেই সে-বিষয়ে, কোনো ইঙ্গিত নেই। আয়ার মুখে কোনো চিহ্ন নেই বিদায় দেবার। সারা বাড়িটাতেই কোনো চিহ্ন নেই।

মিথ্যা। মিথ্যা। সমস্ত মিথ্যা। আগাগোড়া মিথ্যা দিয়ে তৈরি এই লোকটা। তার বুক ফেটে কান্না এলো। সে মনে-মনে স্থির করলো সুযোগ বুঝে একাই এবার পথে নামবে। ঘর আর বারান্দাটুকুতেই ব'সে থাকবে না, ঘুরে-ঘুরে আটঘাট চিনে নেবে বাড়িটার। শুনেছে দেউড়িতে তালা প'ড়ে যায় রাত্রিবেলা, দিনের বেলায় দারোয়ান থেকে। সেই সঙ্গে এও শুনেছে, বজ্র আঁটুনি ফসকা গেরো। পিছনের কোনো দেয়াল দিয়ে লোকেরা সব সময়েই যোগ রেখেছে বাইরের সঙ্গে। বেশ খানিকটা দেয়াল ধসিয়ে নিয়েছে টপকাবার জন্য। সেই দেওয়ালই খুঁজে নেবে সে। এবং তা আজই, আজই গভীর রাত্রে।

সূর্যাস্তের লাল আলো মিশে গেলো সন্ধ্যায়, আকাশ একেবারে পরিষ্কার হ'য়ে গেলো। কতোদিন পরে ফুটকি-ফুটকি উজ্জ্বল তারাগুলো আবার সুখী হ'য়ে ভাসতে লাগলো সেই পরিষ্কার আকাশের বুকে, যেন মা-বাবাকে ফিরে পাওয়া শিশু।

লোকটা যদি মিথ্যাবাদী না হ'তো তাহ'লে এই সময়ে সেও কি তার মা-বাবার বুকে মুখ লুকিয়ে সব বেদনার অবসান করতে পারতো না? মা বাবা? মা বাবা? মাগো, তুমি কেমন আছো? বাবা, তুমি কেমন আছো? তোরা কেমন আছিস?

চকিত হ'য়ে উঠলো অতসী, কাগজ কলম নিয়ে সে চিঠি লিখতে বসলো। সত্যি তো, একটা চিঠি লিখতে বাধা কী? কাউকে-না-কাউকে দিয়ে কোনো-না কোনো সময়ে নিশ্চয়ই ডাকে দেওয়া যেতে পারবে। এরা যে তাকে চুরি ক'রে এনে এখানে আটকে রেখেছে সেটা নিশ্চয়ই জানানো দরকার। লিখলো ঃ মা, বাবা, মালতী, চম্পা, চামেলি, শিবু, কানু সবু, আজু, পার্থ —তারপর এক পলক তাকিয়ে রইলো নামগুলোর দিকে। মানুষগুলোকে দেখার তৃষ্ণায় আকণ্ঠ ইচ্ছা ঘিরে ধরলো তাকে। আর সেই সময়েই শায়লা এসে দরজায় দাঁড়ালো।

'কী?'

'গাড়ী প্রস্তুত? কী গাড়ী? কিসের গাড়ী?'

'আপনি যাবেন—'

'আমি যাবো? আমার জন্যে গাড়ি প্রস্তুত? শায়লা, তুমি কী বলছো? আমাকে তুমি কী বলছো?'

'সাব্ বলেছেন আপনি কোথায় যাবেন—'

'সত্যি? সত্যি গাড়ি এসেছে সেজন্য?'

'লেকিন সে-জায়গা তো হামার মালুম নেই, সাব্ বলেছেন—'

BanglaBook.org

'না, না, সাহেবকে কিছু বলতে হবে না। আমি চিনি, আমি ঠিক চিনি। আমি ঠিক চিনে যেতে পারবো।'

'ঠিকানা মিললে কলকাত্তা শহরে হামাকে কেউ ঠকাতে পারবে না।'

'তাহ'লে আমার ঠিকানা তুমি লিখে নাও। শায়লা, আমাকে একা-একা যেতে দিও না, তুমি আমার সঙ্গে চলো। না হ'লে অমার ভয় করবে।'

'সাব্ বলেছেন—'

'সাহেব যাই বলুন।'

'সাহেব হামাকে আপনার সঙ্গে যেতে বলেছেন। সাব্ ব'লে দিয়েছেন—'

'আমরা তবে কখন যাবো।'

'এখুনি।'

'এখুনি? ও, তবে চলো।'

বড়ো-বড়ো নিশ্বাস নিতে-নিতে তৎক্ষণাৎ অতসী ঘরের চৌকাঠ পার হ'লো। উত্তেজনায় হাত-পা কাঁপছিলো, মনে হচ্ছিলো বুঝিবা স্বপ্ন দেখছে, বুঝি-বা এখুনি ভেঙে যাবে সেই স্বপ্ন। শায়লার পিছনে-পিছনে বাতাসের মতো সিঁড়ি বেয়ে নেমে এলো নিচে। কোনোদিকে তাকালো না ভয়ে। কে জানে কে ওৎ পেতে আছে কোথায়, শৃগালকে দ্রাক্ষাফলের লোভ দেখিয়ে মজা করছে, খপ ক'রে ধ'রে ফেলবে। এসব লোককে বিশ্বাস নেই, এরা সব পারে, সব পারে।

গাড়িতে উঠে ব'সেও তার স্বস্তি হচ্ছিলো না, সে রুদ্ধশ্বাস হ'য়ে দেখছিলো কী-না-কী আবার ঘ'টে যায় তার ভাগ্যে।

শায়লা উঠলো ধীরে-আস্তে, ড্রাইভারের পাশে বসলো। শায়লা সুন্দর পোশাক পরেছে, সুন্দর দেখাচ্ছে। শায়লা বিশ্বাসী। শায়লাকে অতসী বিশ্বাস করে।

আর-একজন উঠলেন। পরিষ্কার ধুতি-পাঞ্জাবি-পরা পাকা চুলের এক ভদ্রলোক। আবার ইনি কেন? আবার ইনি কেন? এ আবার কী নতুন ফন্দি? ইনি কী করবেন সঙ্গে গিয়ে? শায়লাই তো আছে। হে ভগবান। হে ভগবান।

সেই ভদ্রলোককে দেখে শায়লা সেলাম করলো, দেওয়ানজি ব'লে ডাকলো। তা'হলে ইনি এদের দেওয়ান! একজন বিশিষ্ট কর্মচারী! চেহারাও খুব বিশিষ্ট। না, এঁর থেকে তা'হলে কোনো ভয় নেই।

গাড়িটা গর্জাচ্ছে। ভদ্রলোক ওঠা মাত্রই হুশ ক'রে হাওয়ার মতো চ'লে এলো কোথায়। একটা বিদুৎ? কেমন দেখতে না দেখতে বাড়ির সীমানা ছাড়িয়ে গেট পেরিয়ে রাস্তায় এসে গেলো। লম্বা পথ ফিতের মতো প'ড়ে রইলো পিছনে, মিলিয়ে গেলো বাড়িটা।

আঃ! শান্তি। শান্তি। না, আর কোন ভয় নেই এখন। এখন আমি বোধহয় সত্যি আমার মা-বাবার কাছে ফিরে চলেছি। আকাশের তারাদের মতো, হারানো-নীড় পাখির মতো, বাঘের মুঠো ছাড়িয়ে হরিণের মতো।

BanglaBook.org

বাঘ, সত্যি কি বাঘ? লোকটা কি বাঘ ছিলো আমার কাছে? না, বাঘের পার্ট কিন্তু সে করেনি শেষ পর্যন্ত। এখন আমি চ'লে যাচ্ছি, আমাকে সে নিজেই পাঠিয়ে দিচ্ছে লোকজন দিয়ে, আমাকে সে শুধু একটা ভৃত্যকেই সঙ্গী হিসেবে দেয়নি, সম্মান দেখাবার জন্য একজন বিশিষ্ট ভদ্রলোককেও পাঠাচ্ছে পৌঁছে দিতে; হ্যাঁ সেইজন্যই নিশ্চয় দিয়েছে। আমি আর এখন তাকে শত্রু ভাববো না। একটু আরাম ক'রে বসি, এতো'ক্ষণে যেন একটু নিরুদ্বেগ মনে হচ্ছে নিজেকে।

আড়ষ্ট হ'য়ে ব'সে থাকা শরীরটা মেলে ধরলো অতসী। জানালা দিয়ে মুখ বার করলো সুন্দর তো রাস্তাটা! তাকিয়ে রইলো। একদৃষ্টে। হয়তো বা একভাবে তাকিয়ে থাকার দরুনই হঠাৎ চোখ জলে ভ'রে গেলো। হয়তো বা দুর্বল শরীর ব'লেই বুকের ভিতরটা কেমন ফাঁকা লাগলো।

মুখ ফিরিয়ে দেওয়ানজি বললেন,'এটা নিন, তো মা।' লম্বা মাপের একটি লালচে খাম হাত বাড়িয়ে দিলেন তিনি।

'কী এটা?'

'আমি তো ঠিক জানিনে। উনি দিলেন আসবার সময়ে। জ্বর হয়েছে ব'লে নীচে নামতে পারলেন না, নিজে হাতে দিতে পারলেন না, ব'লে দিয়েছেন আপনি যেন কিছু মনে না করেন।'

'জ্বর হয়েছে!' একটু যেন উদ্বেগ ফুটলো গলায়।

'বোধহয় ইনফ্লুয়েঞ্জা। যা বৃষ্টি গেলো ক'দিন। ঘরে-ঘরেই অসুখ-বিসুখ এখন।'

অতসী খামের মুখটা ছিঁড়ে ফেললো। এক লাইনের একটি চিঠি, 'গ্রহণ করলে খুশি হবো। ভালো থেকো। নীলেন্দু।'

চিঠির সঙ্গে পিন দিয়ে গাঁথা একটা পঞ্চাশ হাজার টাকার চেক।

চিঠি এবং চেক দুয়ের দিকেই অনেকক্ষণ অতসী তাকিয়ে রইলো। তারপর ভাঁজ ক'রে ঢুকিয়ে দিলো খামে। চুপ ক'রে থেকে শান্তভাবে বললো, 'শায়লা, গাড়িটা একটু ঘোরাতে হবে।'

কোথায়?

'তোমাদের কুঠির দিকে।'

'কিছু ফেলে এসেছেন?' ভদ্রলোক ফিরে তাকালেন।

অতসী ইতস্তত ক'রে বললো, 'মিস্টার মিত্রর সঙ্গেই একটা দরকারি কথা ছিলো।'

'ও। ঠিক আছে।'

গাড়ি তক্ষুনি ঘুরলো আবার, আবার ছাড়িয়ে আসা ফিতের মতো রাস্তা বেয়ে গাড়ি ঢুকলো এসে ভিতরে। শায়লা তাড়াতাড়ি নেমে দরজা খুলে দাঁড়ালো, অতসী বললো, 'আমি এখুনি আসছি।'

ঘর ছেড়ে মিত্রসাহেব এইমাত্র উঠে এসেছেন বারান্দায়, বয় বেয়ারা কাউকে ডাকেননি,

BanglaBook.org

একা-একা ব'সে আছেন চুপচাপ।

শীত করছে বেশ। শরীর-খারাপটাকে যতো তুচ্ছ ব'লে ভেবেছিলেন, বুঝতে পারলেন ততো তুচ্ছ নয়। ক্রমেই জাঁকিয়ে বসেছে, অস্তিত্বের প্রমাণ দিচ্ছে, খুঁতখুঁতে কর্তাদের মতো জ্বালিয়ে খাচ্ছে নানাভাবে। বিকেলে জ্বরের মাত্রা একশোর ঘরে ছিলো, এখন তা আরো এক ডিগ্রি চড়েছে। হয়তো আরো চড়বে। তারই প্রস্তুতি এই কষ্ট।

মাথাটা কী ভার, ছিঁড়ে যাবে নাকি? বারান্দার এপাশে-ওপাশে তাকালেন, আলো-নেবানো ঝাপসা অন্ধকারে নিজেকে কোনো প্রাণীহীন দ্বীপের একলা অধিবাসী ব'লে মনে হ'লো।

আজ রাত্রেই যদি প্লেনটা ধরতে পারতেন, কী ভালো না হ'তো। পরীর মতো পাখায় চড়িয়ে হুশ ক'রে নিয়ে যেতো দেশান্তরে।

ডাক্তারকে খবর দিতে হবে, কোনো নার্সিংহোমে গিয়ে থাকলে হয় ক'টা দিন। বাড়িটা অসহ্য।

সিগারেট থেকে সিগারেট ধরিয়ে টানতে লাগলেন একের পর এক। ধোঁয়াগুলো পাক খেয়ে-খেয়ে মাথার উপর বৃত্ত তৈরি করতে লাগলো। গায়ে-জড়ানো চাদরটা ভালো ক'রে টেনে দিলেন পায়ের উপর।

আর তারপরেই অতসী এসে দাঁড়ালো সামনে। যত দ্রুত নেমে গিয়েছিলো, ততো দ্রুতই আবার উঠে এসেছে উপরে। ভেবেছিলো মানুষটাকে খুঁজতে হবে, কাউকে দিয়ে ডাকিয়ে আনতে হবে, পরিবর্তে সোজা বারান্দাতেই ব'সে থাকতে দেখে নিশ্চিন্ত হ'লো।

দু-বার সিঁড়ি ওঠা নামা ক'রে পরিশ্রম হচ্ছিলো তার। সে দাঁড়িয়ে দম নিচ্ছিলো জোরে জোরে।

'কে?' চমকে গিয়েছিলেন মিস্টার মিত্র, তার পরই উদ্ভাসিত হ'য়ে উঠে দাঁড়ালেন, 'তুমি! কী আশ্চর্য! তুমি!'

অতসী বললো, 'অনেক তো হয়েছে, যাবার দিনে এই পরিহাসটা না-হয় না-ই করতেন!'

'পরিহাস! পরিহাসটা কিসের?' অবাক হ'য়ে দুই ভুরু এক করলেন তিনি।

অতসী হাতের দুমড়ানো মোচড়ানো খামটা ছুঁড়ে ফেলে দিলো তাঁর পায়ের কাছে, 'এই মূল্য ছাড়া মেয়েদের জন্য আর-কোন মূল্যই বোধহয় জানা নেই আপনার।'

'ও।'

'টাকা দিয়ে তালুকমুলুক কেনা যায়, কিন্তু মানুষ কিনতে মনুষ্যত্বের দরকার হয়।'

'অত্যন্ত দুঃখিত। বিশ্বাস করতে পারো এর মধ্যে তোমাকে অসম্মান করার কোনো অসাধু উদ্দেশ্য ছিলো না আমার।'

'উদ্দেশ্যের কথা থাক, তার কোনো কৈফিয়তের দরকার করে না।'

মিস্টার মিত্র নিঃশব্দ থেকে বললেন, 'বোসো।'

'আমি বসতে আসিনি।'

BanglaBook.org

'তা জানি। তবে এলেই যদি, না-হয় বসলেই একটু।'

'আমার দেরি হ'য়ে যাবে।' যাবার জন্যে ফিরলো সে।

মিস্টার মিত্রও বাধা দিলেন না। তিনিও পিছন ফিরে রেলিং ধ'রে দঁড়ালেন গিয়ে।

কী ভেবে থামলো অতসী, 'শুনলাম আপনার জ্বর হয়েছে।'

'তা হয়েছে।'

'তাহ'লে এই বর্ষার হাওয়ায়, খোলা বারান্দায়—'

'আমার ঠাণ্ডা লাগে না।'

'ঠাণ্ডা সকলেরই লাগে। শরীর সকলেরই সমান।'

'তাহ'লে লাগবে।'

'জ্বরও বাড়বে।'

'কী আর করা।'

'সতর্ক হওয়া যায়।'

'ঈশ্বর আছেন।'

ঈশ্বর তো আর সেবা করতে আসবেন না।'

'সেবা আমি চাই না।' সবেগে ঘুরে দাঁড়ালেন, কারো কাছে কখনো আমি কিছু চাইনি, ঈশ্বরের কাছেও না। কারো কাছে কিছু চাইবার আকাঙ্ক্ষা নেই আমার। দয়া ক'রে তুমি দয়া দেখিও না, কৃপা করতে চেয়ো না, কুশল প্রশ্নের ভদ্রতা থাক, তুমি যাও।'

থমকে গিয়ে তৎক্ষণাৎ কয়েক সিঁড়ি নেমে এসেছিলো অতসী, সঙ্গে সঙ্গে মিস্টার মিত্রও এগিয়ে এলেন, ব্যাকুলভাবে বললেন, 'না, যেয়ো না, শোনো, একটা কথা শুনে যাও, কিছুদিনের মধ্যেই আমি কলকাতা ছাড়বো, অনেক দূরে চ'লে যাবো, আর ফিরবো না সারাজীবনে, তুমি যদি কোনো কারণে বিপন্ন হও, জানবার উপায় থাকবে আমার। সেজন্যই আমি টাকাটা তোমাকে রাখতে বলেছিলাম। আমার অনুরোধ—'

'ক্ষতিপূরণ?' ঠাট্টায় অতসীর ঠোঁট বেঁকে গেলো।

'হ্যাঁ, ক্ষতিপূরণ।' উদ্ধত হলেন তিনি, তারপরেই ক্লান্ত গলায় বললেন, 'আচ্ছা, স্বামী হিসেবে আমাকে কি তোমার খুব খারাপ ব'লে মনে হয় অতসী?'

'এ-সব প্রশ্ন অবান্তর।'

'সজ্ঞানে হোক, অজ্ঞানে হোক, কয়েকটা দিন তো দেখেছো নির্ভর করে? না জেনে না বুঝে হ'লেও চৈতন্যের অন্ধকারে আমাকে তো তুমি অনেকখানি জায়গাই দিয়ে ফেলেছিলে? এখন কি তার একবিন্দুও বাকি নেই কিছু?'

'আপনি জ্বর হ'য়ে প্রলাপ বকছেন।'

'তুমি যা খুশি তাই বলতে পারো, আমি বিশ্বাস করি না একবার ভালোবাসলে হাজার ঘৃণা দিয়েও তা উচ্ছেদ করা যায়। তুমিও তা পারোনি। ভালোবাসার জাত গোত্র নেই, ভালো-মন্দ নেই, সৎ-অসৎ নেই। ভালোবাসা এক ভগবানদত্ত অবোধ-অবুঝ আবেগ।

BanglaBook.org

অতসী, তার টান মৃত্যুর মতো। ভালোবাসা জল আগুন মাটি। ভালোবাসা আমাদের জীবন। ভালো সকলকেই বাসা যায়, চোর ডাকাত দেবতা লম্পট সব সেখানে এক আসনের অধিকারী—'

'আপনি একটা প্রবন্ধ নিখুন, পড়বো, শোনবার সময় নেই।'

'যদি তাই না হবে তবে তুমি ফিরে এসেছিলে কেন? কী সাহসে এসেছিলে? কী বিশ্বাসে এসেছিলে?'

'আপনি আমাকে অপমান করেছিলেন, আমি তার প্রতিবাদ জানাতে এসেছিলাম। আমি জানাতে এসেছিলাম, আপনার অর্থ এবং আপনি দুই-ই আমার কাছে সমান ঘৃণ্য।

'মিথ্যে কথা। মিথ্যে কথা। আমার অর্থ তুমি ঘৃণা করতে পারো কিন্তু আমাকে তুমি ভালোবাসো। প্রতিবাদ তোমার অছিলা, তুমি আমার জন্যই এসেছিলে, আমাকেই দেখতে এসেছিলে, আমাকে ভালোবাসো ব'লেই এসেছিলে। নিজেকে ঠকিও না।'

'আমি আপনাকে ঘৃণা করি, ঘৃণা করি, ঘৃণা করি।' গলায় সমস্ত শক্তি ঢেলে অতসী আর দাঁড়ালো না, তাকালো না, চ'লে গেলো।

একজন মেয়ের এই আস্পর্ধায় প্রথমে মিস্টার মিত্র নিষ্ফল রাগে অন্ধ হ'য়ে গেলেন, তারপর একটা ভয়ংকর হাহাকারে বিদীর্ণ হলেন।

সেই নীলেন্দুনারায়ণ, দম্ভ যাঁর শিরের ভূষণ, ব্যক্তিত্বের ভূষণ, ব্যক্তিত্বের দাপটে যিনি ধরাকে সরা জ্ঞান করেন, যাঁর চোখের দিকে তাকালে প্রত্যেকটি অধীনস্থ কর্মচারীর দৃষ্টি আপনিই নত হয়ে আসে, যিনি তাঁর কৃতকর্মের জন্য কখনোই অনুতপ্ত নন, যিনি মনে করেন তিনি বাদে জগতের শতকরা পঁচানব্বুইজন মানবসন্তানই অর্থগৃধ্নুতা, স্বার্থপরতা, কৃতঘ্নতা, নীচতা, লুব্ধতা, মিথ্যাচার, অপহরণ, উৎকোচ গ্রহণ ইত্যাদি বিভিন্ন রিপুর একাধিক বিপুর দ্বারা আক্রান্ত এবং সেই পাপের তুলনায় তাঁর নিজের জীবন নিয়ে জুয়া খেলার লাম্পট্য একজন নিঃসঙ্গ নির্জন পুরুষের পক্ষে নেহাতই নির্দোষ একটি প্রাকৃতিক বিকার মাত্র, সেই তিনি জ্বর গায়ে সর্বশ্রান্ত ভিক্ষুকের মতো বসে পড়লেন সিঁড়ির ধাপে। উপরের সিঁড়িতে ব্যস্ত হ'য়ে ছুটে আসা বেয়ারাকে দেখেও তাঁর প্রভুত্ব উজ্জীবিত হ'লো না। শুধু ইচ্ছে করলো দৌড়ে গিয়ে অতসীকে দসচ্যর মতো ছিনিয়ে আনেন।

কিন্তু দস্যু হ'য়ে কী পাবেন তিনি? কিছু না। কিছু না।

অবশ্য এই ভাবনা তাঁর পলক মাত্র। উশকো-খুশকো চুলে, শুকনো চেহারায় তক্ষুনি দৌড়ে নামলেন তিনি নীচে। মুহূর্তের মধ্যে চ'লে এলেন বড়ো হলঘরে। এই হল পেরিয়েই খোলা বারান্দা দিয়ে বাগানে নেমে গাড়িতে উঠতে হয়।

হাত তুলে চেঁচিয়ে বললেন, 'শোনো, শোনো, দাঁড়াও, আর একটা কথা শুনে যাও, ঘৃণার কোনো মূল্য নেই। ঘৃণার আয়ু সীমিত। আজ যে ঘৃণ্য কাল সে পরমেশ্বর। জগতে

BanglaBook.org

সব বদলায়, সবচেয়ে বেশি বদলায় মানুষের মন। অতসী, তুমি ফিরে এসো, ফিরে এসো—'

তিনি টলছিলেন, দরজার প্রান্তে দাঁড়িয়ে পড়ছিলো, বাইরে বাগানে একটু দূরে ফোয়ারার কাছে অপেক্ষমান শায়লাকে ঘোরাফেরা করতে দেখা যাচ্ছিলো, রাত্রিবেলাকার জনমানবহীন প্রকাণ্ড হলঘরের স্তিমিত আলোয় শব্দের তরঙ্গ ঢেউ হ'য়ে গড়িয়ে যাচ্ছিলো।

একটু আগেও মিস্টার মিত্র যে-আভিজাত্যের গৌরবে নিঃশব্দ ছিলেন,সংযমের যে-দার্ঢ্যে অবিচলিত ছিলেন, আত্মপ্রবঞ্চনার যে-অভ্যাস নিয়ে বারান্দায় ব'সে আকাশ দেখার অভিনয় করছিলেন, এই মুহূর্তে সে-সবের কোনো চিহ্ন ছিলো না তাঁর মধ্যে। উদভ্রান্তভাবে তিনি কাছাকাছি এসে দাঁড়ালেন, উত্তেজিতভাবে বললেন 'নয়তো চলো, আমি নিজে গিয়েই তোমাকে দিয়ে আসছি, আমি সেখানেই গিয়েই তোমাকে প্রার্থনা করবো। আমি সমস্ত কলকাতা উপড়ে আনবো তোমার পায়ে—'

এতোদিন প'রে সজ্ঞানে এই প্রথম অতসী চোখ তুলে তাকোলো তাঁর মুখের দিকে, তাকিয়ে রইলো চোখে চোখে। সহসা দুই হাতের পাগল আকর্ষণে তিনি কাছে টেনে নিলেন তাকে, মাথা নেড়ে বললেন, 'না, আর কিচ্ছু দেখবার নেই, কিচ্ছু যাচাই করবার নেই, আমি তোমার, তোমার, একান্তভাবে তোমার।'

———o———